CONTENTS

Thursday, the 17th March, 1994 — Page

Friday, the 18th March 1994

Monday the 21st March, 1994

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The house met in the Assembly house, Agartala, on Thursday the 17th March, 1994 At 11 A. M.

PRESENT

Shri Bimal Singha Speaker in the Chair, the Chief Minister, the Deputy Speaker, Nine Ministers, four Ministers of state and 30 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার ঃ— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীমহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তিনি তার নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় জবাব প্রদান করবেন। **শ্রীসমীর দেবসরকার।**

শ্রীসমীর দেবসরকার (খোয়াই) ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, আডমিটেড কোয়েশ্চন নং ১৫, ফিশারী ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীসুকুমার বর্মণ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১৫।

প্রশ্ন	উত্তর
১। রাজ্যে মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির সংখ্যা কত এবং তন্মধ্যে কতটি সমবায়ের নিজস্ব বা লীজ নেওয়া জলাশয় আছে ?	১। রাজ্যে মোট ১২৯টি মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি আছে তন্মধ্যে ১১ টি সমিতির নিজস্ব জলাশয় আছে এবং তার পরিমাণ ২৯৯৬০ হেক্টর জমি। দুইটি বেসরকারী জলাশয় ইজারা দেওয়া হয়েছে, সেটার জমির পরিমাণ ৪.৪৮ হেক্টর। দুইটি অন্যান্য জলাশয় আছে তার জমির পরিমাণ ২.৬০ হেক্টর।
২। সরকারী সমবায়ের মাধ্যমে মোট কি পরিমাণ মাছের পোনা উৎপাদিত হয় ?	২। ১৯৯৩-৯৪ সালে সরকারী সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে ১৬ লক্ষ মাছের পোনা উৎপাদিত হয়েছে।

শ্রীসমীর দেবসরকার ঃ সাপলিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে, ১২৯টি মৎসাজীবি সমবায় সমিতি আছে, তারমধ্যে ১১টির নিজস্ব জমি আছে। বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে আমরা জানতাম সমিতিগুলিকে খাস জমি লীজ দেওয়ার বাবস্থা ছিল। কাজেই, এখন কি পরিমাণ খাস জমি লীজ দেওয়া যেতে পারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না?

শ্রীসুকুমার বর্মণ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে সমস্ত সমবায় সমিতিগুলির নিজস্ব জলাশয় নাই সরকার তাদেরকে খাস জমি ইজারা দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে সেই অনুসারে কেবল মাত্র নোটিফায়েড এবং মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় দেওয়া হবে। যেহেতু পঞ্চায়েত ইলেকশন হয় নাই সেইজন্য বাকীগুলি সম্পর্কে এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি।

শ্রীসমীর দেবসরকার ঃ সাপলিমেন্টারী স্যার, এমন অনেক জলাশয় আছে বিরাট বিরাট জলাশয় যেগুলির মালিকানা পঞ্চায়েতের হাতে নেই সেগুলি মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিগুলিকে লীজ দেওয়া হবে কি না?

শ্রীসুকুমার বর্মণ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এগুলি কো-অপারেটিভের মাধ্যমে সমবায় সমিতিগুলির হাতে তুলে দেওয়া হবে।

শ্রীসুধন দাস (রাজনগর) ঃ—সাপলিমেন্টারী স্যার, জলাশয়গুলি লীজ দেওয়ার ব্যাপারে সমবায় সমিতিগুলিকে সেই প্রয়োজনীয় সরকারীভাবে সাহায্য দেওয়া হবে কি না?

শ্রীসুকুমার বর্মণ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে ১২৯টি সমবায় সমিতি সেগুলি বিগত জোট আমলে প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। আমরা ১৯৯৩-৯৪ সালে ৫০টি কো-অপারেটিভকে পুনর্জ্জিবীত করার জন্য চেষ্টা করছি সেই উদ্যেশ্যে কো-অপারেটিভগুলিতে নির্বাচন করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে শেয়ার ক্যাপিটেল দিয়ে দায়িত্ব তুলে দেওয়া হবে এবং ম্যানেজিং সাবসিডিও তাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

শ্রীসুধন দাস ঃ—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি ৫০টি মৎস্য সমবায় সমিতির মধ্যে কতগুলিতে এখন পর্যন্ত নির্বাচন হয়েছে?

শ্রীসুকুমার বর্মণ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ৫০টি মৎস্য সমবায় সমিতির মধ্যে কয়টিতে এখন পর্যন্ত নির্বাচন হয়েছে সে তথ্য আমার হাতে নেই। তবে আলাদাভাবে প্রশ্ন আনলে উত্তর দেয়া যাবে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী (কল্যাণপুর) ঃ- মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানিয়েছেন, ১৯৯৩-৯৪ সালে ১৫ লক্ষ মাছের পোনা রাজ্যে উৎপাদিত হয়েছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, রাজ্যে চাহিদা কত ছিল? চাহিদার তুলনায় তা কম না বেশী? এবং চাহিদা পূরণ করতে হলে বৎসরে কত মাছের পোনার দরকার তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীসুকুমার বর্মণ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৯৩-৯৪ সালের অর্থ বছরে আমাদের

১৬ লক্ষ মাছের পোনা উৎপাদিত করেছে। আমাদের যে সমস্ত জলাশয় আছে মাছ উৎপাদন করার জন্য সেই জলাশয়গুলি সংস্কার না হওয়ার ঠিক মত মাছের পোনা উৎপাদন করা যায়নি। তাছাড়া মাছের স্টক যত থাকার প্রয়োজন সে পরিমাণ মাছ আমাদের ছিলনা। আর আমি এখানে যে হিসাব দিয়েছি, তা সরকারী হিসাব। বে-সরকারীভাবে কত উৎপাদিত হয়েছে তার হিসাব নেই সরকারের কাছে। তবে মাছের স্টক বাড়ানোর জন্য আমরা জলাশয়গুলি পরিস্কার করছে, ও ষ্টক বাড়াচ্ছি।

মিঃ স্পীকার— শ্রীঅমল মল্লিক।

মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া।

মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য **শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া।**

মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত।

মিঃ স্পীকার ঃ— **শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ**।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ (কদমতলা) ঃ—অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং—১১৩।

মিঃ স্পীকার ঃ—অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং— ১১৩।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—মিঃ স্পীকার, স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং—১১৩।

১। রাজীব গান্ধীর মৃত্যুর পর সারা রাজ্যে কং-ই দল কর্তৃক হামলায় কতটি ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদনপত্র সরকারের নিকট এসেছে, এবং

২। যেগুলি এসেছে সেগুলির ক্ষতিপূরণ কবে পর্যন্ত দেওয়া হবে ?

১। ২,৫৭৬টি আবেদনপত্র এসেছে।

২। ক্ষতিগ্রস্থ আবেদনপত্রগুলি পরীক্ষা করে সরকারের নিকট সাহায্য মঞ্জুরীর সুপারিশ করার জন্য রাজ্য সরকার চার সদস্য নিয়ে যথা, তিন জন বর্তমান বিধায়ক ও স্বরাষ্ট্র বিভাগের যুগ্ম সচিবকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে। শ্রীপার্শ্বনাথ রায়, এ্যাডিশন্যাল এস-পি উক্ত কমিটিকে সাহায্য করবেন। কমিটির সুপারিশ অনুসারে সাহায্যের সমস্ত আবেদনপত্রগুলি ডি-এম-দের নিকট পাঠান হয়। তারা অনুসন্ধান করে রিপোর্ট পাঠালে পর কমিটি দেখবেন। এখনও ডি. এম-এর নিকট থেকে তদন্ত রিপোর্ট আসেনি পুরোপুরি। ডি, এম,দের রিপোর্ট অবিলম্বে প্রেরণ করার জন্য বার্তা পাঠানো হয়েছে। তাদের সমস্ত রিপোর্ট আসার পরে উক্ত কমিটি তা পরীক্ষা করে তাদের সুপারিশ রাজ্য সরকারের নিকট পাঠাবেন ব্যবস্থা নেবার জন্য। তারপর রাজ্য সরকার এই ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত নেবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ :—ঐ হামলায় ক্ষতির পরিমাণ কত হয়েছিল তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :—এই হিসাব আমাদের কাছে নেই। আমরা বলেছি ২,৫৭৬টি আবেদন পত্র এসেছে। সেগুলি এনকোয়ারীতে পাঠান হয়েছে। এনকোয়ারী হলে পর বলা যাবে।

শ্রীসমীর দেবসরকার :—এই যে কমিটি গঠন করা হয়েছে, এই কমিটি এখন পর্যন্ত কয়টি আবেদন বিবেচনা করেছেন এবং কি পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দেবার প্রস্তাব পাঠিয়েছেন ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, এনকোয়ারী এখনও চলছে। এনকোয়ারী হবার পর তা বিবেচনা করা হবে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :- স্যার, রাজীব গান্ধীর মৃত্যুর পর সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে আক্রমণ হয়েছিল এবং আমরা শুনেছি, পত্র-পত্রিকায়ও দেখেছি, কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। আমি এখানে জানতে চাই, ক্ষতিপূরণ দেবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে রাজ্য সরকার কোন প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন কিনা ? যদি পেয়ে থাকেন তবে কত টাকা পেয়েছেন ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :- স্যার, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলিকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে থাকে কিনা আমার জানা নেই। তবে কাগজপত্রে দেখেছি কোন কোন রাজ্য নিজস্ব উদ্যোগে ক্ষতিপূরণ দিয়েছে।

শ্রীসুবল রুদ্র (নলছড়) :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ডি, এম, এর নিকট রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে, সেখান থেকে আসলে পরে সরকার বিবেচনা করবেন। আমি যতটুকু জানি আজকে পাঁচ মাস হয়েছে ডি, এম, এর নিকট রিপোর্ট গিয়েছে। বিশেষ করে জোট সরকারের আমলে গত পাঁচ বছরে তারা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তারা সর্বস্বান্ত হয়েছে, আজকে তাদের কিছুই নেই, এমন একটা জরুরী বিষয়ে যেখানে সরকারের সিদ্ধান্ত আছে যে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে, সেখানে যদি পাঁচ মাস ধরে ডি, এম, অফিসে পড়ে থাকে তাহলে সরকার সেটা ইনকোয়ারী করে দেখবেন কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমার জবাবে আমি বলেছি যে রিপোর্ট তাড়াতাড়ি পাঠানোর জন্য ডি, এম. এর কাছে তাগিদ দেওয়া হয়েছে। রিপোর্ট আসলেই করব। রিপোর্ট পাঠাতে যাতে বিলম্বিত না হয় তারজন্য ডি. এম. কে ইনস্ট্রাকশান দেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—**শ্রীবিধুভূষণ মালাকার** (অনুপস্থিত)।

মিঃ স্পীকার :— **শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী**

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :- এডমিটে স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১২৫ স্যার।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) :— এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১২৫ স্যার।

প্রশ্ন

১) বর্তমানে রাজ্যে ক্যাটেল ফার্মের সংখ্যা কত ?

২) ঐ ফার্মগুলিতে গাভী, শূকর, হাঁস এবং মোরগের সংখ্যা কত ?

(ক্যাটেল ফার্ম ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব)

৩) ১৯৯৪-৯৫ আর্থিক বৎসরে রাজ্যে নূতন কোন ফার্ম খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা এবং

৪) যদি থাকে তাহলে কোথায় ?

উত্তর

শ্রীগোপাল দাস মন্ত্রী ঃ

১) বর্তমানে রাজ্যে ক্যাটেল ফার্মের সংখ্যা ১টি।

২) ঐ ফার্মটিতে গাভী, শূকর, হাঁস এবং মোরগের সংখ্যা হল,

গাভী	৫৬টি
হেফার (দামরী)	৭৫টি
ষাঁড়	৫টি
বকনা বাছুর	২২টি
এঁড়ে বাছুর	২৮টি

৩) ১৯৯৪-৯৫ আর্থিক বৎসরে নূতন কোন ফার্ম খোলার পরিকল্পনা নাই।

৪) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই ক্যাটেল ফার্মগুলি থেকে জোট সরকারের আমলে যে সমস্ত ভাল ভাল গাভী ছিল সেগুলি বিক্রি করে নিয়ে ক্যাটেল ফার্মকে অচল করে দেওয়া হয়েছে, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস মন্ত্রী ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন করেছেন এটা আমার কাছে ঠিক পরিষ্কার নয়। তবে জোট আমলে অনেক ঘটনাই ঘটেছে সেটা মাননীয় সদস্যরা অবগত আছেন বিশেষ করে এনিমেল হাজবেণ্ডারি নয় প্রত্যেক ডিপার্টগুলিকে এইভাবে ধ্বংস করা হয়েছিল। কাজেই, এই সম্পর্কে যদি স্পেসিফিক কিছু জানতে চান তাহলে স্পেসিফিক যদি প্রশ্ন উনি করেন তাহলে পরিষ্কার বলা যাবে। আমার কাছে যে তথ্য আছে সেটা হচ্ছে; রাধাকিশোরনগর রিজিউন্যাল একসটিক কেটেল বিল্ডিং ফার্ম। এছাড়া বীরচন্দ্রমনু কমপোজিট লাইভষ্টোক ফার্মে কিছু গরু পালন করা হয়। ঐগুলির সংখ্যা বর্তমানে ৬১টি। ঐ ফার্মে শূকরও পালন করা হয়। বর্তমানে মোট ৩৭টি শূকর আছে। রাধাকিশোরনগরে আঞ্চলিক হাঁস খামারটি অবস্থিত। ঐ খামারে মোট১,৫৫৫টি হাঁস আছে। রাধাকিশোরনগর ফার্ম কমপ্লেকসে বেশ কিছু মুরগীও পালন করা হয়, সেগুলির সংখ্যা বর্তমানে ২,১১০টি। স্যার, বামফ্রন্ট সরকার তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই ফার্মটিকে এখন রিকগনাইজ করেছি এবং ইতিমধ্যে আমরা আরও নূতন প্রায় ৩১টি হাইফার সংকর জাতীয় গাভী নিয়ে এসেছি রাজস্থান এবং উড়িষ্যা থেকে এবং ৫টি বলদও নিয়ে এসেছি। এছাড়া এখানে আঞ্চলিক যে হাঁস খামার আছে এটাকে আরও শক্তিশালী করার জন্য সরকার ব্যবস্থা নিচ্ছেন।

শ্রীপবিত্র কর (খয়েরপুর ঃ পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আর. কে. নগর ক্যাটেল সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী উত্তর দিয়েছেন। এখানে একটা কথা আছে প্রাক্তনমন্ত্রী বিল্লাল মিঞা যদি আর একটা বিয়ে করতেন তাহলে ফার্মটাই শেষ হয়ে যেত। স্যার, এটা আমাদের এলাকা। মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে রিঅরগানাইজেশান করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আমি জানতে চাই এই ফার্ম থেকে গত ৫ বছরে বিশেষ করে জোট আমলে কত দুধ আসত এটা আমাদের যে ডেয়ারী তাকে ফিট করার জন্য এবং বর্তমান সরকারের সেটার পরিমাণ কত মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় সেটা জানাবেন কি?

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এই প্রস্তাব এটার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় তবুও এটা আমাদের সময়ে ঘটেনি এটা জোট আমলের সময়ে ঘটেছে। এটা আমাদের সরকার এখন সমস্ত তথ্য খতিয়ে দেখছে, এই সম্পর্কে ভবিষ্যতে কি করা যাবে।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য **শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা**

(মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত)।

মাননীয় সদস্য **শ্রীসুধন দাস**।

শ্রীসুধন দাস ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৪।

শ্রীদশরথ দেব (মন্ত্রী) **ঃ—** মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৪।

প্রশ্ন

১। রাজ্য পুলিশকে আধুনিক সাজ-সরঞ্জামে সজ্জিত করার জন্য কোন পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছেন কি,

২। এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট কোন আর্থিক সাহায্য চেয়েছেন কিনা,

৩। চেয়ে থাকলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কি ধরণের সাড়া পাওয়া গেছে,

৪। রাজ্য পুলিশের যে দুইটি ব্যাটেলিয়ান জোট সরকার ভেঙ্গে দিয়েছিল, সেগুলিকে পুনরায় গঠন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। হ্যাঁ।

৩। উক্ত পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় সরকার প্রতি আর্থিক বৎসর ৫০% অনুদান ও ৫০% ঋণ হিসাবে দিয়ে থাকেন। রাজ্য সরকারও সমপরিমাণ টাকার সংস্থান করে থাকে।

৪। ভেঙ্গে দেওয়া দুইটি ব্যাটেলিয়ান পুনরায় গঠন করার কোন পরিকল্পনা বর্তমানে নেই। তবে টি. এস. আর, এর আরও দুটি ব্যাটেলিয়ন (ইণ্ডিয়া রিজার্ভ) গঠন করার প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

QUESTIONS & ANSWERS

শ্রীসুধন দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে রাজ্য সরকারের পুলিশকে আধুনিকীকরণ করার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কত টাকা চেয়েছেন এবং বরাদ্দ কত টাকা দিয়েছেন তার কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে কি ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** আছে, মিঃ স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে গত ১৯৯০-২০০০ সাল পর্য্যন্ত একটি পারস্পেক্টিভ প্ল্যান তৈরী করে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। তাতে চাওয়া হয়েছে :—

1.	Purchase of Vehicle	Rs. 965·00 Lakh.
2.	Purchase of Wireless equipment	Rs. 410·28 Lakh.
3.	Purchase of Training aids	Rs. 54·25 Lakh.
4.	Establishment of Forensic Science Laboratory	Rs. 84·00 Lakh.
5.	Procurement of Security Milated equipment / Weaponary / Traffic equipment	Rs. 226·27 Lakh.
6.	Procurement of Scientific aids / Data processing equipment / Office equipment	Rs. 15·25 Lakh.
	Total	Rs. 1755·05 Lakh.

এই টাকাটা চাওয়া হয়েছে।

শ্রীসুধন দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে যে দুইটা রাজ্য পুলিশের ব্যাটেলিয়ান ভেঙ্গে দিলেন এইটা কোন সালে ভেঙ্গে দিয়েছিলেন এবং তার কারণটা কি ছিল সেটা জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— এই কারণটা এখানে আমার কাছে নাই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য **শ্রীতপন চক্রবর্তী**

শ্রীতপন চক্রবর্তী (কৈলাশহর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৩।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৩।

১) প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীদের সরকার থেকে ব্যক্তিগত নিরাপত্তাদানের কোন আইনগত সংস্থান আছে কি ?

এবং

২) থাকিলে কোন কোন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কি কি ধরণের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা পাচ্ছেন ?

১) প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীদের সরকার থেকে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা দানের কোন আইনগত সংস্থান নেই

তবে পরিস্থিতি পর্য্যালোচনা করে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীদের স্পেশাল ব্রাঞ্চ থেকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

২) বর্তমানে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী যাহাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার প্রদান করা হইতেছে তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল :-

১) **শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী,** প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বর্তমান বিধায়ককে দুই জন সাদা পোষাকের নিরাপত্তারক্ষী দেওয়া হয়েছে।

২) **শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার,** প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বর্তমান এম. পি, আগরতলা থাকাকালীন দুইটা গাড়ী সহ ৬ জন সাদা পোষাকের নিরাপত্তা রক্ষী প্রদান করা হয়ে থাকে। তাছাড়া তাহার আগরতলা বাসস্থানে সর্বদা প্রহরার জন্য এক সেক্সন আর. এ. সি, নিয়োগ করা হয়েছে। ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ কর্তৃক শ্রীমজুমদারকে থি কেটাগরি সিকিউরিটি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

৩) **শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন,** প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বর্তমান বিধায়ককে পাঁচ জন সাদা পোষাকের নিরাপত্তা রক্ষী ও বাড়ীতে প্রহরার জন্য এক সেক্সন আর, এ, সি. প্রদান করা হয়েছে।

৪) **শ্রীরাধিকারঞ্জন গুপ্ত,** প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বর্তমান কংগ্রেস (আই) সভাপতিকে দুই জন সাদা পোষাকের নিরাপত্তা রক্ষী ও বাড়ীতে প্রহরার জন্য (১ - ৪) ডি, এ, আর, প্রদান করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটা জ্ঞাতব্য বিষয় আছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী **শ্রীশচীন্দ্র লাল সিং** এবং **সুখময় সেনগুপ্ত** মহাশয়দের কি কোন সিকিউরিটির দরকার নাই।

শ্রীদশরথ দেব মুখ্যমন্ত্রী : ওনারা চাননি।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য **শ্রীরতনলাল নাথ** (অনুপস্থিত), মাননীয় সদস্য **শ্রীদীলিপ চৌধুরী** (অনুপস্থিত)।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য **শ্রীদেবব্রত কলই** এবং **শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া**।

শ্রীদেবব্রত কলই (অম্পিনগর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড্ স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫০।

শ্রীদশরথ দেব মুখ্যমন্ত্রী :—মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড্ স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫০।

প্রশ্ন নং — ১ : ত্রিপুরার সমগ্র এলাকায় নাগরিকদের পরিচয়পত্র প্রদান করার রাজ্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না?

উত্তর :— হ্যাঁ, আছে।

প্রশ্ন নং (২) : যদি থাকে তবে কবে নাগাদ কার্য্যকরী করা হবে?

উত্তর :—আনুসঙ্গিক সমস্ত কাজকর্ম সামাধা হওয়ার পর উক্ত পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হবে। তবে সঠিক সময় সীমা ধার্য্য করা সম্ভব নহে।

স্যার, হাউসের সকল সদস্যগণের অবগতির জন্য জানাচ্ছি রাজ্য সরকার রাজ্যের সমস্ত অধিবাসীগণকে সরকারী কর্মচারী সহ আইডেনটিটি কার্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যারা প্রাথমিকভাবে ভারতীয়

নাগরিক হিসাবে গণ্য বলে বিবেচিত হবে। এই পরিকল্পনা রূপায়িত করার দায়িত্বে ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটদের উপরে ন্যস্ত করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মহকুমা শাসকগণ এই কার্ড প্রদান করবেন। সে অনুসারে ডি, এম, দের চেয়ারম্যান করে ডিষ্ট্রিকট লেবেলে কমিটি গঠন করা হয়েছে। ইহার সদস্য হইল জেলা পুলিশ সুপার এস, পি, এম, টি, এফ, এবং সংশ্লিষ্ট বি, এস, এফ ও কমাণ্ডেন্টরা। মহকুমা শাসককে চেয়ারম্যান করে মহকুমা ভিত্তিক কমিটি গঠন করা হয়েছে। ইহার সদস্য হয়েছেন সাব-ডিভিশন্যাল পুলিশ অফিসার, বি, ডি, ও এবং এম, টি, এফ এর অফিসারগণ এবং ব্লক আাডভাইজার কমিটির চেয়ারম্যান, নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটির চেয়ারম্যান এবং রেভিনিউ সার্কেল কমিটির সদস্যগণসহ শাখা গঠন করা হয়েছে রেভিনিউ সার্কেলের ডেপুটি কালেক্টরকে নিয়ে। ইহার জন্য তিনটি ক্রিপস্ মেসিন সংগ্রহ করা হয়েছে; ফোনেটিক কোড্ বুক বোম্বের ভাবা আাটোমিক রিসার্চ সেন্টার হইতে সংগ্রহ করে সমস্ত ডি, এম, দের কাছে পাঠানো হয়েছে। নাসিকে অবস্থিত সিকিউরিটি প্রেস হতে সিকিউরিটি বেস্ পেপার অনুমোদিত ডিজাইনের ছাপিয়ে আনা হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারদের প্রয়োজনীয় ক্লিপ মেসিন চালানোর ট্রেনিং শেষ হবার পর স্বঃ স্বঃ ডিষ্টিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটদের কাছে পাঠানো হয়েছে। এখন পর্যান্ত আমরা ভারত সরকারের কাছ থেকে এক কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা পেয়েছি। আমাদের মূলদাবী তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। পনেরো লক্ষ জনসাধারণকে যাদের বয়স ১৮ বৎসরের উপর এই কার্ড দেওয়ার ভিত্তি করে। কিন্তু সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে এই কার্ড প্রদান করতে ইহার খরচ হবে আনুমানিক ৬ কোটি টাকা। এই কার্ড প্রদানের প্রাথমিক পর্য্যায়ের যাবতীয় কাজকর্ম শেষ করা হয়েছে। ভারত সরকারের কাছ থেকে এই প্রকল্প রূপায়ণে অনুমোদন পাবার পর ইহার কাজকর্ম আরম্ভ করা হয়েছে। এক লক্ষ লোককে এক বৎসরে একটা মেসিন দ্বারা এই কার্ড দেওয়া সম্ভবপর হবে। সমস্ত অধিবাসীগণকে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কার্ড দিতে হলে আমাদের আরও অধিক ক্লিপ মেসিন সংগ্রহ করতে হবে এবং সেজন্য অর্থের প্রয়োজন। প্রাথমিকভাবে সংশ্লিষ্ট সবাইকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভারত সরকার এ ব্যাপারে সংসদে একটি আইন এনেছেন এবং উক্ত আইন পরীক্ষাধীন আছে। বাছাইকরণ পদ্ধতি সম্পর্কে ভারত সরকার এর নিকট হতে বিস্তৃত নির্দেশাবলী পাওয়ার পর পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়া হবে।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে এই পরিচয়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে ১৯৭১ সালের 'ইন্দিরা-মুজিব' চুক্তি অনুসরণ করে এবং যারা অনুপ্রবেশকারী এবং যারা ভারতীয় নাগরিক না তাদের ক্ষেত্রে এটা প্রয়োজন হবে কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে ভারতের নাগরিক হিসাবে যারা পরিচিত তারা এই কার্ড পাবে। যারা ভারতের নাগরিক হিসাবে পরিচয়পত্র দিতে পারবেন তাদেরকে কার্ড দেওয়া হবে না।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য **শ্রীপান্নালাল ঘোষ**।

শ্রীপান্নালাল ঘোষ (রাধাকিশোরপুর) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৫।

মিঃ স্পীকার ঃ—এড্‌মিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৫।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৫।

প্রশ্ন

১। মে, ১৯৯৩ ইং থেকে ডিসেম্বর ১৯৯৩ ইং পর্য্যন্ত রোগাক্রান্ত হয়ে গবাদি পশুর মৃত্যুর সংখ্যা কত ? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। গবাদি পশুর টীকা দেওয়ার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে কিনা ? এবং

৩। টীকা দেওয়ার কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য কি কি উদোগ নেওয়া হয়েছে ?

৪। না নেওয়া হয়ে থাকলে তার কারণ ?

উত্তর

১। মে, ১৯৯৩ থেকে ডিসেম্বর ১৯৯৩ ইং পর্য্যন্ত রোগাক্রান্ত হয়ে গবাদি পশুর মৃত্যুর সংখ্যা ৪৭টি। অমরপুর বিভাগে ২৬টি এবং উদয়পুর বিভাগে ২১টি।

২। গবাদি পশুর টীকা দেওয়ার কাজ চলছে।

৩। সারা রাজ্যে নিয়ম অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ টীকা প্রয়োজন ভিত্তিক দেওয়া হচ্ছে।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীপান্নালাল ঘোষ ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে উদয়পুরে ২১টি গবাদি পশু মারা গিয়েছে। যেখানে বেশী বেশী মাত্রায় গবাদি পশু মারা গিয়েছে সেখানে এফিডেমিক জোন বলে চিহ্নিত করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, মাননীয় সদস্য বলেছেন এফিডেমিক জোনের কথা।

এই ধরণের কিছু ঘোষণা করা হয় নাই। যেখানে এই ধরণের ঘটনা হয় সেখানে পশু-পালন দপ্তর থেকে বিশেষ টিম পাঠিয়ে এই ধরণের ঘটনা মোকাবিলা করা হয়। তাছাড়া টীকা দেওয়ার কাজ সারা বছর ধরে চলে।

উল্লেখ করা যায় যে, ১৯৯৩-৯৪ইং সালে জানুয়ারী পর্য্যন্ত মোট ১১,০০,০০০ ডোজ ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে গত কয়েক বছরের তুলনায় ইহা সর্বাধিক। সাধারণতঃ ত্রিপুরায় B. Q., H. S., ANTHREX RANIKHET, FMD, SWINE FEVER, DUCK CHOLERA & FOWL POX VACCINE গবাদি পশু শূকর, হাঁস মুরগীকে দেওয়া হয়। মোট ৪৭টি গবাদি পশু রোগাক্রান্ত হয়ে মে ৯৩ থেকে ডিসেম্বর'৯৩ পর্য্যন্ত মারা যায় নিম্নবর্ণিত রোগে।

অমরপুর H. S. ২৬টি

উদয়পুর	H. S.	১০টি
উদয়পুর	B. Q.	৩টি
উদয়পুর	Anthrax	৮টি

এছাড়া বন্যা বা অন্য কোন কারণে গোমড়ক দেখা দিলে বিশেষ টিম গঠন করে, বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক হারে রোগ প্রতিষেধক টীকা দেওয়া হয়।

শ্রীপান্নালাল ঘোষ ঃ— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ঔষধ কেনার জন্য আগরতলায় একটি পারসেইজ কমিটি রয়েছে। সেই কমিটি কি ডিষ্ট্রিক-ওয়াইজ রিকয়ারমেণ্ট অনুসারে ঔষধ কেনেন নাকি নিজেদের থেকেই ঔষধ কেনেন এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) **ঃ—** স্যার, ঔষধ পারসেইজ করার একটা নিয়ম আছে। এটা ষ্টেইট লেভেল পারসেইজ কমিটি করে। ডিষ্ট্রিক লেভেল থেকে রিকজিসান আসে এবং প্রয়োজনীয় ঔষধ কেনা হয়।

শ্রীপান্নালাল ঘোষ ঃ— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, যদিও মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানালেন পারচেইজড় কমিটিতে ডিস্ট্রিকট ওয়াইজ রিকুয়ারমেণ্ট আসে। এইরকম ওয়াটার সলিবল অ্যাণ্টিবায়োটিক বা অ্যাটিওয়ারফিং মেডিসিন যেটা খুব প্রয়োজন, যেটা দক্ষিণ ত্রিপুরায় বিশেষ করে বন্যার পরে দেখা দিয়েছিল, এই রিকুয়ারমেণ্ট থাকা সত্ত্বেও তারা পাচ্ছে না এই অভিযোগ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আমার কাছে এখন কোন তথ্য নাই। মাননীয় সদস্য এইটা আলাদাভাবে প্রশ্ন করতে পারেন।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য **মাধব সাহা** এবং **সুধন দাস**।

শ্রীসুধন দাস ঃ— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৯৩।

শ্রীসুকুমার বর্মন (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৯৩।

প্রশ্ন

১। মাছ চাষে ত্রিপুরা স্বয়ংসম্পূর্ণ কিনা ?

২। আধুনিক প্রযুক্তিতে মাছ চাষের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

৩। সরকারের হাতে মোট চাষযোগ্য জলাশয়ের পরিমাণ কত এইগুলির ধরণ কি ?

১। না।

২। এই বিষয়ে সরকারের বেশ কয়েকটি পরিকল্পনা রয়েছে।

৩। রাজ্য সরকারের মৎস্য দপ্তরের মালিকাধীন জলাশয়ের সংখ্যা ১৭৮টি এবং মোট জলাশয়ের সংখ্যা ১৭৮টি এবং মোট জলাশয়ের পরিমাণ মোট ৩৮৭.১৮ হেক্টর। জলাশয়গুলি মৎস্য চাষোপযোগী;

পুকুর ও জলাধার। এছাড়াও রয়েছে ডম্বুর জলাশয় যার আয়তন ৪৫০০.০০ হেক্টর।

শ্রীসুধন দাস ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এইখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন মাছ চাষে রাজ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ না। কত পরিমাণ মাছ উৎপাদন হলে পরে রাজ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে।

শ্রীসুকুমার বর্মণ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, যদিও এই তথ্য আমার হাতে নাই, তবু আমাদের দপ্তরের যে পরিসংখ্যান সেই পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যায় বৎসরে ২৯ হাজার মেট্রিক টন মাছ লাগে। বর্তমানে বৎসরে উৎপাদন ২৪ হাজার মেট্রিক টন।

মিঃ স্পিকার ঃ— মাননীয় সদস্য **দেবব্রত কলই**।

শ্রীদেবব্রত কলই ঃ— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২১৬।

শ্রীসুকুমার বর্মণ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২১৬।

১। ইহা কি সত্য যে, ১৯৯১-৯২, ১৯৯২-৯৩ ইং অর্থ বৎসরে অমরপুর মহকুমাধীন তৈতুতে মৎস্য বিভাগের জাম্বুক মরাছড়ায় ৬ (ছয়টি) ফিসারী বাঁধ মেরামত করা হয়েছিল, সত্য হলে এই মেরামত বাবদ মোট কত টাকা খরচ করা হইয়াছে ?

২। বর্তমানে ঐ ফিসারী বাঁধ মৎস্য চাষের উপযোগী কিনা ?

৩। উক্ত ফিসারী ছয়টি বাঁধের মোট ওয়াটার এরিয়া কত ?

উত্তর

১। হাঁ, ১৯৯১-৯২ সনে তৈতুতে জাম্বুক মরাছড়ায় ৬ (ছয়টি) ফিসারী বাঁধ মেরামতের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল। ঐ কাজে ১৯৯২-৯৩ ইং সন পর্যন্ত মোট ৮.৩০ লক্ষ টাকা খরচ করা হইয়াছে। কিন্তু কাজ এখনও শেষ হয় নাই।

২। বাঁধের কাজ সম্পূর্ণভাবে শেষ না হওয়ায় জলাশয়গুলি মৎস্য চাষের উপযোগী হয়ে উঠেনি।

৩। ৬ (ছয়টি) বাঁধের জলাশয়ের পরিমান মোট ১৪.১৯ হেক্টর।

শ্রীদেবব্রত কলই ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, তৈতুতে যে বাঁধ দেওয়া হয়েছে, আমরা জানি, এই বাঁধটির মেরামত এর কাজ সম্পূর্ণ হতে কতদিন সময় নিতে পারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীসুকুমার বর্মণ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা এই বাঁধগুলি, যেহেতু আমাদের নিজস্ব কোন ইনজীনিয়ারিং সেল নাই আমরা কৃষি বিভাগকে কাজটা দিয়েছি। এখন কৃষি বিভাগ যত তাড়াতাড়ি কাজটা শেষ করবেন ততই চাষের উপযোগী হবে।

শ্রীদেবব্রত কলই ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছেন যে, ৮ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন বাঁধ মেরামত করার জন্য। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখছি যে, তাতে ৮ লক্ষ টাকা খরচ হওয়ার মত আমাদের চোখে সেটা পড়ে না। কিন্তু কিভাবে এই ৮ লক্ষ টাকা খরচ করা হল এবং বর্তমানে কি অবস্থায় আছে, যেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কিনা ?

শ্রীসু কুমার বর্মন (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, যেহেতু এই বাঁধগুলি কৃষি দপ্তরের মাধ্যমে নির্মাণের কাজ করছে, যতক্ষণ পর্যন্ত কৃষি দপ্তর আমাদের হাতে তুলে না দেবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের হাতে আছে বলে আমরা ধরে নিতে পারি না।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটাতো ঠিক হচ্ছে না। প্রশ্ন করেছেন যে, এটা তদন্ত করবেন কিনা ? আপনি এগ্রিকালচার দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করে তদন্ত করতে হবে এটা কি ধরণের কথা ?

শ্রীসু কুমার বর্মণ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ - মাননীয় স্পীকার স্যার, যেহেতু প্রশ্ন করেছেন আমরা খোঁজ নেব এবং কতটুকু অগ্রসর হয়েছে এবং কি কারণে এগুচ্ছে না সেটা আমরা কৃষি দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে খতিয়ে দেখব।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য **শ্রীহাসমাই রিয়াং**।

শ্রীহাসমাই রিয়াং (কুলাই) ঃ— স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬০।

মিঃ স্পীকার ঃ— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬০।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬০।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, ১৯৮৮ইং সালের পূর্বে উপজাতি জুমিয়াদের জন্য এগ্রিকালচারের মাধ্যমে আনারস বাগান ও অন্যান্য ফলের বাগান দ্বারা জুমিয়া উপজাতিদের টিলা ভূমিতে পুনর্বাসন দেওয়ার যে পরিকল্পনা ছিল, গত ১৯৮৮ইং সালে ৫ বছর জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ঐসব পরিকল্পনা-গুলি বন্ধ ছিল।

২। সত্য হইলে ঐসব পরিকল্পনাগুলি পুনরায় চালু হইয়াছে কিনা, চালু না করা হয়ে থাকলে কবে পর্যন্ত চালু করা হবে ?

৩। যদি ঐ সব পরিকল্পনাগুলি চালু না করা হয়ে থাকে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। এই ধরণের কোন পরিকল্পনা কৃষি দপ্তরের অধীনে উদ্যান বিভাগের ছিল না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীহাসমাই রিয়াং ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গত ১৯৮৫-৮৬ইং সালে যেখানে চারটি গাঁওসভায় ভূমি জল সংরক্ষনের জন্য সেখানে সাড়ে সাতশ পরিবার-এর যে ওয়াটার সেট ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট তৈরী করা হয়েছিল, সেগুলি মাননীয় কৃষি দপ্তরের মন্ত্রীর জানা আছে কিনা ? এবং ২নং হচ্ছে, যেখানে আমাদের সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ভৌগলিক দিক থেকে যে শতকরা অর্ধেকের বেশী টিলা ভূমি আছে। সেখানে আমাদের সাড়ে ছয় লক্ষের বেশী উপজাতি জুমিয়া জুমের উপর নির্ভর এবং টিলাভূমিতে বসবাসকারী উপজাতিদের ফলের বাগান দিয়ে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য মাননীয় সরকার বাহাদুর-এর

বর্তমান আর্থিক বছরে পরিকল্পনা নিয়েছেন কিনা ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে সালের কথা বলেছেন সেই সালে কৃষি দপ্তরের এই ধরনের কোন স্কিম চালু ছিল না আমি আগেই বলেছি।

কৃষি দপ্তরে ১৯৮৭-৮৮ সনে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানে জুম চাষ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প নামে একটি পরিকল্পনা অনুমোদন লাভ করে এবং ১৯৮৮-৮৯ইং সন হইতে ১৯৯১-৯২ সন পর্য্যন্ত এই স্কীম রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় চালু আছে। মাননীয় সদস্য যে নির্দ্দিষ্ট জায়গার প্রকল্পের কথা বলেছেন সেটার জন্য আলাদা প্রশ্ন করলে পরে তার উত্তর বিস্তারিতভাবে দিতে পারব।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী (কল্যাণপুর) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে এই স্কীম ছিল না জুমিয়াদের ফলের বাগান করার ক্ষেত্রে। আমি যতটুকু জানি স্যার, তেলিয়ামুড়া ব্লকের উত্তর গকুলনগর গাঁওসভাতে বিরাট এরিয়া নিয়া একটা ফলের বাগান জুমিয়াদের জন্য করা হয়েছিল এবং বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সেখানে লিচু, আম, কাজুবাদামসহ বিভিন্ন ধরণের কলা ইত্যাদি দিয়ে সেই বাগান করা হয়েছিল এবং জুমিয়ারা অনেকে সেখানে সফলও হয়েছিলেন কিন্তু গত ৫ বৎসরে সেটা বন্ধ হয়ে জঙ্গল হয়ে আছে। সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তা তদন্ত করে পুনরায় চালু করার ব্যবস্থা করবেন কি ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় জুম চাষ প্রকল্প নামে একটি প্রকল্প এই দপ্তরে আছে। এটা উল্লেখিত ৮৭-৮৮ সন থেকে শুরু হয়ে ১৯৯১-৯২ সনে শেষ হয়ে যাবে। মাননীয় সদস্য যে এলাকার জায়গাটার নাম বলেছেন, সেটার জন্য আলাদা প্রশ্ন করলে তার উত্তর ভালভাবে দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, মাননীয় সদস্য হাসমাই রিয়াং যে প্রশ্নটা করেছিলেন ৭৫০ একরের কথা, ওয়াটার ব্যারেজ, সত্যরাম চৌধুরী পাড়াতে বিরাট প্রজেক্ট এটাতো না জানার কথা না, আমার মনে হয় দপ্তর আপনাকে ভুল কথা দিয়েছে, এটার তদন্ত করে দেখবেন কিনা ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এটা পুনবাসন প্রকল্প নয়। এই প্রকল্পের জন্য একটা নাম, এই নামে প্রশ্ন করা হলে তার উত্তর দেওয়া যাবে।

শ্রীআনন্দমোহন রোয়াজা (রাইমাভ্যালী) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, কৃষি দপ্তর থেকে উপজাতি এলাকায় কয়টি বাগান করা আছে, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, কৃষি দপ্তরের একটা বাগান আছে, তবে এই প্রশ্নটা ঐ বাগানের সঙ্গে যুক্ত না।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমি স্যার, যে এলাকার কথা বল্লাম উত্তর গকুলনগর, তেলিয়ামুড়া ব্লক, সেই বাগান থেকে জুমিয়ারা অনেক উপকার পেত। এখন সেটা বন্ধ। এটা তদন্ত করে দেখবেন কিনা, আমি এই প্রশ্নটাই করেছিলাম।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই বাগানটা কোন্ স্কীমের বাগান আপনার জানা

থাকলে সেইভাবে প্রস্তাব করলে আমার পক্ষে সুবিধা হবে। নয়তো আমি বলতে পারব না, স্যার।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য **শ্রীহাসমাই রিয়াং**

শ্রীহাসমাই রিয়াং ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে তথ্য দিয়েছেন, আমি আগের প্রশ্নই করছি, রাঙ্গাছড়া ওয়াটার সেড্ ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট, শিকারীবাড়ী গাঁওসভা, আমবাসা গাঁওসভা, হরিমঙ্গল গাঁওসভা, জগন্নাথপুর গাঁওসভা এই মোট ৪টা গাঁওসভা নিয়ে ৭৫০ পরিবার এই ওয়াটার সেড ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের আওতাভুক্ত করে সেখানে সুন্দর সুন্দর টিলা ভূমিতে আইল বেঁধে সব কিছু তৈরী করা হয়। ফলের বাগান কিছু তৈরী করা হয়েছিল এবং ৮৮ সনে জোট সরকার আসার পর সেই পরিকল্পনাগুলি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে।

গত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এইগুলি পরিচালনা করার সময় আমাদের সাড়ে সাত শত পরিবার সেখানে উপকৃত হয়েছিল। বর্তমানে পাঁচ বছর বন্ধ থাকার কারণে আবার এই তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারকে বর্তমান অর্থ বছরে কেন্দ্র সরকারের অনুদানেই হউক বা রাজ্য সরকারের অনুদানেই হউক এই পরিকল্পনাগুলি আবার হাতে নেওয়া হবে কিনা এবং এটা তদন্ত করবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, ওয়াটার সেট ম্যানেজমান্ট প্রোগ্রামে এইগুলি আছে। এটা আলাদা প্রশ্ন। এখানে যে জায়গার কথা মাননীয় সদস্য বলেছেন সেই জায়গায় সেই স্কীম চালু আছে এবং এই সবগুলির নির্দিষ্ট মেয়াদ আছে। সেই মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার ফলে সেখানে সেই স্কীম বন্ধ আছে।

শ্রীপ্রনব দেববর্মা (সিমনা) ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার এখানে জুমিয়া পুনর্বাসনের কথা বলা হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে আমাদের ত্রিপুরাবাসীকে জুমিয়া পুনর্বাসন নামে উপজাতি পরিবারগুলিকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি সেই জুমিয়া এলাকাতে তাদের জীবন ধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন জোটের আমলে সেইগুলি আরও বেশী ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। কাজেই, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন ১৯৯১-৯২ সালের কেন্দ্র সরকারের এই স্কীম আর চালু নেই। তাহলে পরে আমার প্রশ্ন, যারা এই জুমিয়ার আওতায় আছেন, তাদের জন্য আগামী দিনের কোন চিন্তা ভাবনা আছে কিনা ?

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রশ্ন আমার কাছে পরিষ্কার না। আমার দপ্তরে যে স্কীম আছে সেটি তো কন্ট্রোল জুম স্কীম। সেই কন্ট্রোল জুম স্কীমের বিভিন্ন জায়গার যে সমাধানে বলা হয়েছে ১৯৮৮-৮৯ থেকে ১৯৯১-৯২ এই সময়টা বিভিন্ন জায়গায় চালু আছে। মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন করেছেন, সেটি কি এই স্কীমের প্রশ্ন না অন্য কোন প্রশ্ন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, স্যার।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য আপনি আপনার প্রশ্ন সংক্ষেপে পরিষ্কার করে বলুন।

শ্রীপ্রনব দেববর্মা :- এখন জুমিয়া পুনর্বাসনের নামে ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় ৪০ পরিবার বা ৫০ পরিবার করে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাদের জীবন ধারনের জন্য যতটুকু প্রয়োজন সেখানে কোন ব্যবস্থা নাই। কাজেই, এই সব বিষয়ে এখন যেহেতু স্কীম নেই, যাদেরকে আগে দেওয়া হয়েছে তাদের জন্য আগামী দিনে তাদের সুব্যবস্থা করার জন্য সরকারের কোন চিন্তাভাবনা আছে কিনা ?

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী):- মিঃ স্পীকার স্যার, আমার দপ্তরে এই ধরণের কোন প্রকল্প চালু নেই।

মিঃ স্পীকার:— মাননীয় সদস্য শ্রী**অরুণ ভৌমিক** এবং শ্রী**প্রশান্ত দেববর্মা**।

শ্রীঅরুণ ভৌমিক (বড়জলা):— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-২৯।

ডঃ ব্রজগোপাল রায় মন্ত্রী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯।

প্রশ্ন

1. What is the reason for non-inclusion of Telephone numbers of Tripura Legislative Assembly in the Govt. of Tripura Diary for the year 1994 ?

উত্তর

১ প্রথা অনুযায়ী বিধানসভার সচিবালয়ে মাননীয় স্পীকার ও সচিবালয়ের অফিসারদের নাম ও টেলিফোন নাম্বার জানানোর জন্য F. 1 (2) STY/93/94 P-I/1481-1580d'. 12.11. 93 মোহামূলে চিঠি দেওয়া সত্ত্বেও যথা সময়ে কোন উত্তর না আসায় প্রথম ৫ হাজার ডাইরীতে বিধানসভার অংশটির উল্লেখ করা যায় নাই। উল্লেখ থাকে যে পরের ১০ হাজার কপিতে অধ্যক্ষের নাম ও টেলিফোন নাম্বার ইত্যাদির উল্লেখ করা হয়েছে।

মিঃ স্পিকার: - মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে মাননীয় মন্ত্রী যে ইন্‌ফরমেশানটা দিয়েছেন, তা একটা রং ইনফরমেশন। যেহেতু বিধানসভায় এই বিষয়ে কথাটা উঠেছে, তাই আমাকে বলতে হচ্ছে যে অলরেডি এই অফিস থেকে রিপ্‌লাইটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে, আসলে ভুল যেটা হয়েছে, সেটা দপ্তরের নিজের জন্য। দোষটা এড্‌মিট করলে, তাহলে আমার বলার কিছু ছিল না। নিজেদের একটা দোষ চাপিয়ে দেওয়ার জন্য আর একটা দোষ করা হচ্ছে। এটা ঠিক নয়। কাজেই, আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, উনি যেন এই বিষয়টার তদন্ত করেন।

ডঃ ব্রজগোপাল রায় মন্ত্রী : স্যার, অবশ্যই। এটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা। এই বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমি বিভাগীয় ডাইরেক্টারকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম এবং উনি আমাকে বলেছেন যে,

এই বিষয়ে অসাবধানতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন, তাই আমি আর অগ্রসর হয়নি। এখন, মাননীয় স্পীকার মহোদয় যখন বিধানসভায় এই কথাটা বলছেন, নিশ্চয়ই এই বিষয়ে তদন্ত করা হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও নেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রীঅরুণ ভৌমিক।

শ্রী**অরুণ ভৌমিক** ঃ— স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯৯।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯৯।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা জুডিসিয়েল সার্ভিসে বিভিন্ন গ্রেডে কত খালি পদ আছে ?

২) শূন্য পদগুলি পূরণের জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

১) ত্রিপুরা জুডিসিয়েল সার্ভিসের বিভিন্ন গ্রেডে শূন্য পদগুলি নিম্নরূপ ঃ-

১) গ্রেড—১ ... ১টা, ২) গ্রেড—২ ... ২টা এবং ৩) গ্রেড—৩ ... ১২ টা।

২) ত্রিপুরা জুডিসিয়েল সার্ভিসের গ্রেড — ১ এ ১টি শূন্য পদ আছে। হাইকোর্ট থেকে যোগ্য প্রার্থীর নাম রাজ্য সরকারের কাছে সুপারিশ এলেই নিয়োগের জন্য বিবেচনা করা হবে। এ সুপারিশ এখনও হাইকোর্ট থেকে আসেনি।

গ্রেড—২ তে ২টি শূন্য পদ আছে। ১টি পদের জন্য একজনের নাম হাইকোর্ট থেকে সুপারিশ করে রাজ্য সরকারের কাছে এসেছে। এখন বিষয়টি নিয়োগের জন্য বিবেচনাধীন।

গ্রেড— ৩ তে মোট ১২টি শূন্য পদ আছে। তার মধ্যে ৬টি শূন্য পদ পূরণের জন্য রাজ্য সরকারের তরফে হাইকোর্ট এবং ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে ৩টি করে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করে মোট ৬ জনের একটি প্যানেল পাঠাতে বলে। হাইকোর্ট ৩ জনের একটি প্যানেল আইন দপ্তরে পাঠিয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনে এখনও বিজ্ঞপ্তি জারী করেনি। কমিশন বলেছে যে এস, টি এবং এস, সি রিজার্ভেশান এ্যাক্ট ১৯৯১ বিধান মতে এস, সি- এস, টিদের প্রাপ্য শূন্যপদের সংখ্যা, মোট শূন্য পদ, নিয়োগকর্তার বিবরণ ইত্যাদি সহ কমিশনকে বিস্তারিত না জানালে বিজ্ঞপ্তি জারী করবে না। এই প্রক্রিয়া শেষ হয়নি বলেই পাবলিক সার্ভিস কমিশনও এখনও যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করেননি। হাইকোর্ট থেকে পাঠানো ৩ জনের প্যানেল ছাড়া কমিশন থেকে আরও ৩ জনের নামের তালিকা পেলেই নিয়োগের জন্য বিবেচনা করা হবে।

শ্রীঅরুণ ভৌমিক ঃ— গ্রেড—১ যে খালি পদ আছে, তারজন্য হাইকোর্ট থেকে সুপারিশ

না আসার জন্য নিয়োগ করা যাচ্ছে না। তাই, আমি জানতে চাইছি, এই যে পদটা, এটার ডাইরেক্ট রিক্রুমেটমেণ্ট হবে না প্রমোশান পোস্ট হবে ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মাননীয় সদস্য, এই তথ্যটা আমার হাতে নেই, আমার হাতে যেটা আছে, সেটা হচ্ছে শূন্য পদের কথা। কাজেই, এটার ডাইরেক্ট রিক্রুয়েটমেণ্ট হবে কিনা, তা আমার জানা নেই।

মিঃ স্পীকার — প্রশ্ন-উত্তর পর্ব শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি, সেগুলির উত্তর পত্র এবং তারকা চিহ্নিত বিহীন প্রশ্নগুলির লিখিত উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দিগকে অনুরোধ করছি। (ANNEXURE "A" "B")

MATTER RAISED BY A MEMBER

শ্রীপবিত্র কর ঃ— স্যার, আজকের সমস্ত পত্র পত্রিকাতেই দেখা গেছে যে ত্রিপুরায় রামমুনি পাণ্ডে নামে একজন ভদ্রলোক 'আতংক' ছবি করার জন্য আমাদের এখানকার শিল্পীদের প্রতারণা করে পালিয়ে গেছে। উনার নামে পুলিশ একবার একটা কেইসও করেছিল। উনি ত্রিপুরার শিল্পীদের কাছ থেকে বহু টাকা নিয়ে নয়-ছয় করেছে। স্যার, এটা খুবই গুরুতর বিষয় উনি বাইরে থেকে আমাদের রাজ্যে এসেছিল, এবং এখানকার প্রাক্তণ কিছু মন্ত্রী এবং কংগ্রেসের কিছু নেতা তাকে এই ব্যাপারে আশ্রয় দিয়েছিল, তার মধ্যে কিছু সংবাদপত্র রয়েছে। এই বিষয়টা খুবই জরুরী, আমাদের রাজ্যের শিল্পীদের প্রতারণা করেছেন। তাই, এই সম্পর্কে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে একটা বিবৃতি দাবী করছি।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, এক্ষুণি এই ব্যাপারে কিছু বলা সম্ভব নয়। এটা তদন্ত করে দেখতে হবে। আমি আগামী ২১শে মার্চ এই বিষয়ে বিবৃতি দেওয়ার জন্য চেষ্টা করব।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামী ২১শে মার্চ যদি তদন্ত করে বিবৃতি দেওয়া সম্ভব হয় তাহলে দেবেন।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার ঃ আজ আরেকটি নোটিশ মাননীয় সদস্য অরুণ ভৌমিক মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটির গুরুত্ব অনুসারে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো "বিগত ২০শে ফেব্রুয়ারী সিধাই থানাধীন তারাপুর গ্রামে আকাশবাণীর নিরাপত্তা কর্মী শ্রীসুনীলচন্দ্র বিশ্বাসের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সম্পর্কে।" আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। যদি তিনি অপারগ হন তাহলে পরবর্তী একটি তারিখ দিতে পারেন।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগামী ২১শে মার্চ, ১৯৯৪ইং এই সম্পর্কে

বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামী ২১শে মার্চ এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দেবেন। আজ আরেকটি নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। নোটিশটি উথাপন করেছিলেন মাননীয় সদস্য দেবব্রত কলই। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো "গত ৪টা মার্চ ১৯৯৪ ইং তৈতু থানার অন্তর্গত কাশীচন্দ্র পাড়ার সন্নিকটে তৈতু থানার পুলিশ কর্তৃক দুটি উপজাতি যুবকের মৃতদেহ পাওয়া সম্পর্কে।" আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— "গত ৪-৩-৯৪ ইং তারিখ সন্ধ্যা অনুমান ৬-৪৫ মিঃ এর সময় তৈতু থানার অন্তর্গত তৈচাকমা নিবাসী শ্রীসাধুমনি দেববর্মা এবং শ্রীবিশু দেববর্মার একটি শোনা সংবাদের ভিত্তিতে তৈতু থানায় এসে জানায় একটি সশস্ত্র উগ্রপন্থী দল কাশীচন্দ্র পাড়ায় প্রবেশ করে গ্রামবাসীদের অত্যাচার ও লুটপাট শুরু করে। উক্ত সংবাদটি ঐ দিনই তৈতু থানায় ৪৪ নং দৈনিকিতে লিপিবদ্ধ করে থানার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক পুলিশের একটি দল নিয়ে ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য সন্ধ্যা ৭-৩০ মিঃ নাগাদ কাশীচন্দ্র পাড়ায় এসে একটি গাছের দুইটি শাখায় দুইটি উপজাতি যুবকের মরদেহ ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। মৃতদেহ দুইটি গাছ থেকে নামিয়ে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানার জন্য স্থানীয় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রেরণ করেন। ঘটনার তদন্তে জানা যায় যে একটি দুস্কৃতকারী দল কাশীচন্দ্র পাড়ায় শ্রীসুনীল দেববর্মার বাড়ীতে ডাকাতি করে রেডিও, টর্চ লাইট, কাপড়-চোপর ১০ কে, জি, চাউল ইত্যাদি নিয়ে যায় এবং পরবর্তী সময়ে অজ্ঞাত পরিচয় দুইজন যুবককে মারধোর করে প্রথমে অজ্ঞান করে গলায় দড়ি বেধে আম গাছে ঝুলিয়ে দেয়। তদন্তকালে পুলিশ গত ৭-৩-৯৪ ইং তারিখ উপরোক্ত সংশ্রবে শ্রীরেংলিংগা মিজোর (নিবাস আইজল টাউন) পুত্র লালসাং লিয়না ওরফে এস, আর, ও ওরফে জিথু মাষ্টারকে তৈতু থানার অন্তর্গত কদমচন্দ্র পাড়া থেকে গ্রেপ্তার করে। তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদে উক্ত ঘটনাটি তাদের সেংক্রাক দলের কাজ বলে স্বীকারোক্তি দেয়। ধৃত ব্যক্তি সেংক্রাক দলের সদস্য ও ক্যাশিয়ার বলে জানা যায়। মৃতদেহগুলিকে অম্পি হাসপাতালের কর্তব্যরত ডাক্তার ময়না তদন্ত করে এই অভিমত দেন যে ডেথ ইজ ডিউ টু হোমিসাইডেল হ্যাংগিং মৃত দেহগুলির সনাক্তকরণ না হওয়ায় পরবর্তী সময়ে অমরপুরের মাননীয় এস, ডি, জে এস এর আদেশমূলে অম্পি হাসপাতালের সুইপার দ্বারা সৎকার করা হয়। তদন্তে জানা যায় যে উক্ত ঘটনাটি এলাকায় ভীতি সঞ্চার ও অন্যায়ভাবে কিছু পাইবার আশায়ই সংঘটিত করিয়াছে। তৈতু থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫/৩৯৭/৩০২ এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারায় মোকদ্দমা নং ৬/৯৪ নথিভুক্ত করা হয়। ঘটনায় জড়িত অন্যান্য দুস্কৃতকারীদের গ্রেপ্তারের প্রয়াস অব্যাহত আছে। টহলদারীর মাধ্যমে এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুলিশ সচেষ্ট। ঘটনাটির তদন্ত অব্যাহত।

শ্রীদেবব্রত কলই ঃ—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, যে ঘটনাটি ঘটলো এবং উপজাতি দুইটি যুবক মরলো তাদেরকে সনাক্ত করার জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল পোষ্ট মর্টেমের নাম করে

অম্পি হাসপাতালে কতদিন সেই বডি পড়েছিল? কতদিন পরে সৎকার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল? আমার আর একটি প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা জানতে পেরেছি, সেংক্রাক এ কাজ করছে? সেংক্রাক জনৈক সদস্য এবং ক্যাশিয়ার গ্রেপ্তার হয়েছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এই সেংক্রাক দল সম্পর্কে অবগত আছেন কিনা এবং থাকলে এরা কিভাবে এবং কি উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হয়েছে তা জানাবেন কিনা?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :—প্রথমতঃ সনাক্ত করা যায়নি। কতদিন রাখা হয়েছে এই তথ্য আমার কাছে নেই। কতদিন রাখা হয়েছিল তা আমাকে পুলিশের কাছ থেকে জানতে হবে। কিন্তু সনাক্ত করার জন্য কেহ আসেনি এটাই হচ্ছে রিপোর্ট। আর কি ব্যবস্থা হয়েছিল তার বিস্তারিত তথ্য আমার কাছে নেই। পুলিশের কাছ থেকে নিতে হবে।

স্যার, সেংক্রাক দল সেখানে আছে। এটা সরকারের জানা আছে। এই সেংক্রাক দল বিভিন্ন ধরণের অপকর্ম, দুষ্কর্ম করছে, লুঠতরাজ করছে। এই সেংক্রাক দল গঠন করার পেছনে মানুষের জনরব হচ্ছে, তার পেছনে যুব সমিতির যথেষ্ট হাত আছে বলে রিপোর্টে আছে। এই সেংক্রাক দলকে দমন করার জন্য আমাদের দিক থেকে যথেষ্ট চেষ্টা করা হচ্ছে। জনসাধারণকেও পাহারা রাখতে হবে। শুধু এটাই নয়, ঐ এলাকায় আর একটি সেংক্রাক দল সক্রিয় আছে বলে পুলিশের কাছে রিপোর্ট আছে। পুলিশ চেষ্টা করছে কি করে তাদের খুঁজে বের করা যায়।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে বলেছেন, এইসব অপকর্মের পেছনে সেংক্রাক পার্টির হাত আছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানেন কি, গোটা এলাকায় সেই গঙ্গানগর থেকে ১৮ মুড়া রেঞ্জ এবং সেই তৈদু পর্যন্ত তাদের কার্যকলাপ অব্যাহত রেখেছে। গাড়ী লুঠপাট, ড্রাইভার অপহরণ, মানুষ খুন এ সবের পেছনে তারাই। কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ মদতে, এবং কর্ণসিং জমাতিয়া, শব্দকুমার জমাতিয়ার নেতৃত্বে এসব কাজকর্ম হচ্ছে, এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানেন কি?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) : মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে সমস্ত জায়গার নাম করেছেন ঐ জায়গায় সেংক্রাক পার্টির উৎপাত আছে, তা পুলিশের জানা রিপোর্ট আছে। পুলিশের দিক থেকে নজর রাখা হচ্ছে, টহল দিচ্ছে। কিন্তু, এখনও ধরা সম্ভব হয়নি। আর ২য় প্রশ্নে যে টি, ইউ, জে, এস-এর যে নামগুলি বলেছেন, কর্ণসিং জমাতিয়া, শব্দকুমার জমাতিয়া তারা আছে কিনা, তার সঠিক তথ্য বলা যাবে না। কারণ, তারা ধরা পড়েননি। ঐ এলাকার সবাই জানেন, এই সেংক্রাক দল গঠন করেছে যুব সমিতি। তার পেছনে কংগ্রেসের মদত আছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে এটা করছে। সেংক্রাক দলের কাজকর্মই হচ্ছে লুটপাট করে ত্রিপুরার মানুষের মনে অশান্তি সৃষ্টি করা। এটা আমরা দেখছি। তবে তাকে মোকাবেলা করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে এবং আরো নেওয়া হবে। কিছুতেই ব্যবস্থা শিথিল করবে না।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছেন, দু'জন আসামীকে পাকড়াও করে তাদের জবানবন্দী অনুসারে ২জন অজ্ঞাত মৃত ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, ঐ মৃত ব্যক্তি দুজনের পরিচয় জানার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত রকম ব্যবস্থা সরকার থেকে নেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— সেটা চেষ্টা করা হচ্ছে। যারা গ্রেপ্তার হয়েছে তারাই স্বীকার করেছে যে, এই দুই ব্যক্তিকে খুন করেছে। এরাই স্যাংক্রাক দল, পুলিশের রিপোর্টে সেটাই বোঝা যায়। কাজেই আমরা দেখব এই মৃত ব্যক্তি কারা এবং কোথা থেকে এসেছে। এখন তো সনাক্ত করার কিছু নেই। পুলিশ নিশ্চয়ই তাদের ছবি রেখেছে। ফটো দেখে যদি এলাকার লোক চিহ্নিত করতে পারে তো করবে।

শ্রীদেবব্রত কলই :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই সেংক্রাক দল গত ৩রা মার্চ তারিখে রাজনৈতিক দলের পদযাত্রায় যারা অংশ গ্রহণ করেছিল তাদেরকে আইডেনটিফাই করে পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গ্রামে গিয়ে অত্যাচার চালাচ্ছে। বিশেষ করে তুইসামা, কাশীচন্দ্র পাড়া এই সব এলাকায় তারা সন্ত্রাস চালাচ্ছে। শুধু তাই নয় কিছুদিন আগে ছেছুয়ার প্রাক্তন গাঁও প্রধান এবং এ, ডি, সির সাব জেনাল চেয়ারম্যান ডি, সি, জমাতিয়াকে খুন করা হয়েছে। এই খুন চাঁদা সংগ্রহ করতে গিয়ে টাকা পয়সা আত্মসাৎ এর বিভিন্ন অভিযোগ সেংক্রাক দ্বারা সংঘটিত কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :- স্যার, এই ঘটনা আমার জানা নেই। সেংক্রাক দল যখন বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে বামফ্রন্ট সরকারের ডাকে যারা আন্দোলনে নামবে, পদযাত্রায় অংশ গ্রহণ করবে, তাদের উপর অত্যাচার-করার যদি উদ্দেশ্য হয়, কোন কোন জায়গায় তারা করতেও পারে, তার জন্য আমরা সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করছি এবং আরও করব।

শ্রীআনন্দমোহন রোয়াজা :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, বামফ্রন্ট সরকারের ডাকে আমরা যেখানে যেখানে পদ যাত্রায় গিয়েছি যেমন গংগানগরে ৮টা গাঁওসভার মধ্যে এই সেংক্রাক দল আনাগোনা করছে, মারধোর করছে, ঘর পুড়িয়ে দিচ্ছে। এই সমস্ত জায়গায় সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার জন্য ক্যাম্প বা পুলিশের আউট পোষ্ট দেবার সরকারের পরিকল্পনা আছে কিনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, কোন পরিকল্পনা এখন নেই। আউট পোষ্ট দিলেই তো হবে না। আউট পোষ্ট কতগুলি নিরীখের ভিত্তিতে দেওয়া হয়ে থাকে। যেখানে এই সব উৎপাত হয় সেখানে পুলিশের টহল দেওয়া হয় এবং এই সমস্ত জায়গায়ও দেওয়া আছে। তারা সব সময় সব গ্রামে নাও যেতে পারে। তারা যাতে সেই সমস্ত এলাকাগুলিতে যায়, সাধারণ মানুষের মধ্যে আতংক কমানো যায় পুলিশ থেকে সেই ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করব।

শ্রীদেবব্রত কলই :- পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, এই সেংক্রাক দলের সদস্য সংখ্যা কত

এবং তাদের হাতে কি পরিমাণ অস্ত্র সস্ত্র আছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—স্যার, সেটা আমার জানা নেই। কারণ, তারা ধরাই পড়েনি। কাজেই তাদের হাতে কি পরিমাণ অস্ত্র আছে, সেটা আমরা জানব কি করে ?

মিঃ স্পীকার ঃ নিম্নে উল্লিখিত বিষয়ের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য বিষয়টি গত ১১/৩/৯৪ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর মহোদয় উৎথাপন করেছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো—"গত ৯-৩-৯৪ইং তারিখে সন্ধ্যায় আগরতলা মোটর ষ্ট্যাণ্ডের নিকট কং(ই) দুস্কৃতিকারীদের দ্বারা যাত্রী বোঝাই টি, আর টি, সি বাস ভাংচুর করা ও মহিলা ও শিশু সহ কয়েকজন আহত হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ মিঃ স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত রেফারেন্সটির উপর এখন হাউসে বিবৃতি দিচ্ছি।

গত ৯-৩-৯৪ইং তারিখ ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস (আই) এর ডাকা ১২ ঘণ্টা ত্রিপুরা বন্ধের দিন ত্রিপুরা সড়ক পরিবহন সংস্থার দুইটি যাত্রী বাহী বাস নং টি, আর, ০১—০০২০ এবং টি, আর, ০১-১২৬৭৭ গৌহাটী ও ধর্মনগর থেকে যাত্রী নিয়ে আগরতলা আসার পথে বিকাল ৫-৪৫ মিঃ এর সময় আগরতলাস্থিত মোটরষ্ট্যাণ্ডের নিকট শনিতলা পৌঁছিলে পর কিছু সংখ্যক দুস্কৃতকারী যুবক গাড়ী দুইটির প্রতি ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে। ইট পাটকেল নিক্ষেপের ফলে ড্রাইভার শ্রীশিবু দে, ক্লিনার মধুশংকর পাল ও গাড়ীর কিছু যাত্রী সামান্য আঘাত পায়। গাড়ী দুইটিও আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এই ঘটনাটি ত্রিপুরা সড়ক পরিবহণের ট্রাফিক ম্যানেজার শ্রীবিপুল মজুমদারের এক লিখিত অভিযোগমূলে পূর্ব আগরতলা থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪১/৩২৩/৪২৭ ধারায় মোকদ্দমা নং ৪০ ৯৪ নথিভূক্ত করে পুলিশ তদন্ত শুরু করে।

তদন্তকালে পুলিশ ঘটনায় জড়িত সংশ্রবে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করে মাননীয় আদালতে প্রেরণ করে ঃ—

১) **শ্রীসজল বর্দ্ধন**—শিবনগর মজিদ রোড, আগরতলা।

২) **শ্রীসত্যব্রত রায়,** আসাম-আগরতলা রোড, আগরতলা।

৩) **শ্রীদীপক ঘোষ,** বনমালিপুর, আগরতলা।

৪ **শ্রীমিরন সিং** ওরফে গালা শনিতলা আসাম-আগরতলা রোড, আগরতলা।

৫) **শ্রীমুক্তি ভৌমিক,** শিবনগর মসজিদ রোড, আগরতলা।

উক্ত দুস্কৃতকারীরা স্থানীয়ভাবে এলাকার কং (ই) সমর্থক বলে পরিচিত। ঘটনাটির তদন্ত অব্যাহত আছে।

শ্রীপবিত্র কর ঃ— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিরিফিকেশান স্যার, যারা গ্রেপ্তার হয়েছে তাদের মধ্যে কোন

সরকারী কর্মচারী আছেন কিনা এবং থাকলে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, তারা গ্রেপ্তারই হয়েছে। কাজেই, এ সম্পর্কে সরকারের অন্য অভিযোগ আছে কিনা এটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

শ্রীপবিত্র কর :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, গ্রেপ্তার হয়েছেন যারা তাদের মধ্যে সরকারী কর্মচারী আছেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— দেখা যাবে কারণ, এখানে রিপোর্টে বলা হয়েছে ওরা পরিচিত কংগ্রেসের সমর্থক এবং এর মধ্যে কোন সরকারী কর্মচারী আছেন কিনা, এই ৫ জনের মধ্যে সেটা দেখা যাবে।

মিঃ স্পীকার :— অন্য আর একটি রেফারেন্সের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য বিষয়টি গত ১১.৩.৯৪ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীজীতেন্দ্র সরকার মহোদয় উৎথাপন করেছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, নিম্নে উল্লিখিত বিষয়টির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো, "গত ৬/৩/৯৪ইং তুইসিন্দ্রাই বাজার আগুনে পুড়ে যাওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— গত ৬.৩.৯৪ইং তারিখ তেলিয়ামুড়া থানার অন্তর্গত তুইসিন্দ্রাই বাজারে অগ্নিকাণ্ডের কোন ঘটনা ঘটে নাই। তবে গত ৭.৩.৯৪ইং তারিখ ১১.১৫ মিনিট-এর সময় তেলিয়ামুড়া থানাধীন তুইসিন্দ্রাই বাজারে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ফলে বাজারে অবস্থিত ৩৬টি দোকান ঘর ভস্মীভূত হয়। এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার খবর জানতে পেরে তেলিয়ামুড়া অগ্নি নির্ব্বাপক কেন্দ্রের কর্মীগণ ৩০ সেকেণ্ডের মধ্যে একটি ওয়াটার টেণ্ডার ও একটি পোর্টেবল পাম্প সহকারে ঘটনাস্থলে পৌঁছে। অগ্নি নির্ব্বাপক কর্মীগণ ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিভানোর কাজ শুরু করার পূর্ব মূহুর্ত্তে কতিপয় দুস্কৃতকারী তাদেরকে লাঠি দ্বারা এবং ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে, হামলা চালায় ফলে কয়েকজন অগ্নিনির্বাপক কর্মী সামান্য আহত হয়। তা সত্বেও তাহারা আগুন নিভানোর কাজে লিপ্ত থাকে। আগুনের ভয়াবহ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে খোয়াই অগ্নির্ব্বাপক কেন্দ্রে একটি আগুন নিভানোর গাড়ীকেও ডাকা হয়। কিন্তু খোয়াই থেকে গাড়ী আসার পূবেই আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়। অনির্ব্বাপক সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী প্রায় ৫, ৫০, ০০০ টাকার সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং প্রায় ৪, ৫০, ০০০ টাকার সম্পত্তি রক্ষা করা হয়। অগ্নিকাণ্ডের ফলে ৩৫টি দোকান পুড়ে যায় এবং তাহাতে ৬৬ জন ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি তেলিয়ামুড়া থানাধীন হাওয়াই বাড়ী নিবাসী শ্রীতপন দেবনাথের অভিযোগ মূলে তেলিয়ামুড়া থানায় অজ্ঞাত. পরিচয় দুস্কৃতকারীর নামে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৩৬ ধারায় মোকদ্দমা নং ৪৪/৯৪ নথিভূক্ত করে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। তদন্তে অনুমান করা যাইতেছে যে তুইসিন্দ্রাই

বাজারের ব্যবসায়ীদের ক্ষতি সাধনের লক্ষ্যেই এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি সংঘটিত করেছে। তবে এখন পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা যায় নাই।

তুইসিন্দ্রাই বাজার আগুনে ভস্মীভূত হওয়ার ঘটনাটির তদন্ত কার্য্য অব্যাহত আছে।

শ্রীজীতেন্দ্র সরকার (তেলিয়ামুড়া) :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এখানে স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং জনসাধারণের ধারণা এই অগ্নিকাণ্ড নাশকতামূলক এবং এই যে ঘটনা এটা পরিকল্পিতভাবে করা হয়েছে। এটা হলো ধারণা যে প্রায়ই দেখা যায় বাজারে আগুন লাগে এবং যাদের নামে ফায়ার ইন্স্যুরেন্স করা আছে, তাদের দোকান ঘর থেকেই আগুন লাগে। কিছু দিন আগে যে মোহরছড়া বাজারে আগুন লেগেছিল সেটা ছিল রায়চন্দ্র দাসের দোকান এবং উনারাও ফায়ার ইন্স্যুরেন্স করা ছিল। এখানেও একমাত্র পরিমল সাহার দোকানেরই ফায়ার ইন্স্যুরেন্স ছিল। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুরের কাছে আছে কিনা এবং যদি না থাকে তাহলে সেটা এনকোয়ারি করে বের করা হবে কিনা এবং ফায়ার ইন্স্যুরেন্স যাদের আছে তাদের আর্থিক লাভের জন্যই এই নাশকতামূলক অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটিয়েছে এটা জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি বলেছি যে তদন্ত কার্য্য এখনও অব্যাহত আছে। কাজেই, যে অভিযোগ মাননীয় সদস্য বলেছেন আমি পুলিশকে বলব তদন্তের মধ্যে এটা অন্তর্ভূক্ত করা হোক এবং খতিয়ে দেখুক আসল ঘটনা কি।

শ্রীজীতেন্দ্র সরকার :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এখানে রিপোর্টে বেরিয়ে এসেছে যে এখানে অনেক ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারমধ্যে যারা মালিক আছেন এবং তাদের যে ভাড়াটিয়ারা আছেন, স্যার, সেখানে আমি অগ্নিকাণ্ডের পরে গিয়েছিলাম, এক একজন দুঃস্থ ব্যবসায়ী। সাধারণ সামান্য কিছু জিনিসপত্র নিয়ে তারা ব্যবসা করছেন। তাদের সর্বস্ব পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু এখন অবধি তারা একটা ছোট-খাট ঘর তুলতে পারছেনা, এমনকি তারা খাবার পর্য্যন্ত যোগাড় করে উঠতে পারছেনা। এই প্রশ্নে তাদের যদি সামান্য কিছু সাহায্য দেওয়া হয়, এই ব্যাপারে সরকার তাদের পাশে দাঁড়াবেন কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, যারা দুঃস্থ তাদের প্রতি আমাদের সরকার যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। তবে ঘর তোলার জন্য কি সাহায্য দেওয়া যেতে পারে এটা এক্ষুনি বলা সম্ভব না।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— আমি আজ মাননীয় সদস্য অরুণ ভৌমিক মহোদয়ের নিকট থেকে একটা দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি বড় ইন্টারেষ্টিং। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল : "বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইন লংঘন করে আগরতলাসহ রাজ্যের বিভিন্ন বাজারে প্রকাশ্যে কচ্ছপ কাটা ও কচ্ছপের মাংস বিক্রী করা সম্পর্কে।" মাননীয় বন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর

বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি এই বিষয়ে আগামী ২১ তারিখে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী এই বিষয়ে আগামী ২১ তারিখে বিবৃতি দেবেন।

PRESENTATION OF COMMITTEE

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :— "সিডুল কাস্ট ওয়েলফেয়ার কমিটির অষ্টম প্রতিবেদন সভার সামনে উপস্থাপন"। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীজীতেন্দ্র সরকার (চেয়ারম্যান অব্ দি কমিটি অন সীড্যুল কাস্ট ওয়েলফেয়ার) মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রতিবেদনটি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

শ্রীজীতেন্দ্র সরকার :— স্যার, "আই বেগ্ টু প্রেজেন্ট বিফোর দি হাউস এ কপি অব দি এ্যহটথ্ রিপোর্ট অব্ দি কমিটি অন ওয়েলফেয়ার অফ সিড্যুল কাস্ট"।

মিঃ স্পিকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :— "গভঃ এ্যাসুরেন্স কমিটির উনবিংশতম প্রতিবেদন সভার সামনে উপস্থাপন।"

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ (চেয়ারম্যান অব্ দি গভঃ এ্যাসুরেন্স কমিটি) মহোদয়কে অনুরোধ করছি, প্রতিবেদনটি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ (কদমতলা) :— স্যার, "আই ব্যাগ টু প্রজেক্ট বিফোর দি হাউস এ কপি অব দি নাইনটিনথ রিপোর্ট অব দি গভঃ এ্যাসুরেন্স কমিটি"।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আজকের সভায় পেশ করা প্রতিবেদন দুটির প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

DISCUSSION ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR 1994-95

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো, "১৯৯৪-৯৫ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো সভায় উপস্থাপন আলোচনা এবং উহাদের উপর ভোট গ্রহণ"। আজকের কার্যসূচীতে মোট ২৩টি ব্যয় বরাদ্দের দাবী রয়েছে। এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে এবং আলোচনা শেষে ভোট গ্রহণ হবে। মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ আজকের কার্যসূচীতে ব্যয় বরাদ্দের দাবীসমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়দের নাম দেওয়া হয়েছে। ব্যয় বরাদ্দের মঞ্জুরী প্রস্তাবসমূহ সভার কার্যসূচীর সঙ্গে মাননীয় সদস্য মহোদয়দের নিকট দেয়া হয়েছে। ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো সভায় উত্থাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হল। এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে। আমি মাননীয় সদস্যগণকে অনুরোধ করব যে, আলোচনা চলাকালে তাঁদের বক্তব্য ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর সীমাবদ্ধ রাখেন। আলোচনা শেষ হওয়ার পর আমি ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব। আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি সরকারী পক্ষের চীফ হুইপকে অনুরোধ করব আজকের এই আলোচনায় তাঁর দলের যে সকল সদস্য মহোদয়গণ অংশ গ্রহণ

করবেন তাঁদের নামের একটি তালিকা আমায় দেওয়ার জন্য।

মিঃ স্পীকার :—এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুবল রুদ্র মহোদয়কে আহ্বান করছি, উনার বক্তব্য শুরু করার জন্য।

শ্রীসুবল রুদ্র (সোনামুড়া) :— মিঃ স্পীকার স্যার, যে ডিমাণ্ডগুলি এখানে উপস্থিত করা হয়েছে, বিশেষ করে এগ্রিক্যালচার, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার প্রভৃতির ডিমাণ্ড যেগুলি এখানে উপস্থিত করা হয়েছে, আজকে ভোটিং-এর জন্য সেগুলিকে আমি সমর্থন করি। সমর্থন করি এই কারণে যে নিশ্চয়ই এবার আমরা সবাই লক্ষ্য করছি, ত্রিপুরা এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ লক্ষ্য করছে যে এবারের বাজেটের মধ্যে গুণগত কিছু পরিবর্তন আমরা দেখতে পাই এবং এই যে গুণগত পরিবর্তন এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের আশা আকাঙ্খা এই সরকার তার সীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত করার জন্য যে উদ্যোগ এবং প্রচেষ্টা এইটা এই বাজেটের মধ্যে উপস্থিত হয়েছে এবং বলা চলে যে এইটা একটা সুন্দর বাজেট, এই বাজেটের মধ্যে বিভিন্ন দপ্তরগুলির জন্য টাকা সেখানে ডিমাণ্ড হিসাবে চাওয়া হয়েছে। এই টাকা দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের গত পাঁচ বছরের ক্লেদাক্ত গ্লানি তাকে মুছে দিয়ে সামগ্রিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটতে না পারলেও অন্তত মানুষের মনে আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন করা যাবে এবং মানুষের যে সমস্যা সেই সমস্যার যাতে কিছুটা সেখানে সমাধান করা যায় সেটাকে সামনে রেখেই এই বাজেট এখানে প্লেস করা হয়েছে, এই ডিমাণ্ডগুলি এখানে প্লেইস করা হয়েছে। আমি সেজন্যই এগুলিকে সমর্থন করি এবং বিশেষ করে কো-অপারেশানের ক্ষেত্রে ডিমাণ্ড নং ১২, মেজর হেড ৬৪২৫-লোনস্ টু কো-অপারেটিভ সোসাইটিস, এখানে ১ কোটি ২৫ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা চাওয়া হয়েছে। আমরা দেখেছি ত্রিপুরা রাজ্যের সমবায় সমিতিগুলির মধ্য দিয়ে মানুষের কাছে সমগ্র সুবিধাগুলি পৌঁছে দেওয়া যায়। একটা অরগেনাইজেশান যার মধ্য দিয়ে মানুষের নিত্যদিনের যে সমস্যা, তার কৃষির সমস্যা, তার নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের সমস্যা, তার রেশনের চাউলের সমস্যা, এই সমস্যাগুলির সমাধন করার প্রশ্নে প্রথম ও দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকারের সময় আমরা এই কো-অপারেটিভ সেক্টরকে খুব জোর দিয়ে আমরা এইটা করার চেষ্টা করি। আমাদের লক্ষ্য ছিল এই সেক্টরের মধ্য দিয়ে যদি সামগ্রিকভাবে কাজ করা যায়। তাহলে পরে সাধারণ মানুষের উপকার করা যাবে। কিন্তু গত পাঁচ বছরে যেটা আমরা লক্ষ্য করেছি সমবায় দপ্তর বলে যে একটা দপ্তর আছে তার কোন অস্তিত্বই তারা রাখেনি এবং সেই জন্যই এবার বাজেটে যে টাকাটা বরাদ্দ ধরা হয়েছে সেটাকে সমর্থন করতে হয়। এই প্রসঙ্গে স্যার, গতকালকেও প্রশ্নোত্তর-এর সময় আলোচনা হয়েছে যে বিভিন্ন ল্যাম্পস প্যাকস সমবায় সমিতিগুলির যে দুরবস্থা এই অবস্থাকে কাটানোর জন্য সামগ্রিকভাবে না হলেও যতটুকু কাটানো যায় সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে যদি লোন দেওয়া যায় তাহলে লোন দিয়ে তাদের যদি কিছু সাবসিটি দেওয়া বা গ্রাণ্ট দেওয়া যায় তাহলে পরে সামগ্রিকভাবে এই কো-অপারেটিভ সেক্টরের একটা

সামগ্রিক পরিবর্তন এবং উন্নতি সাধন করা যায় এবং সেইক্ষেত্রে এই ডিমাণ্ডে ১ কোটি ২৫ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা সেখানে চাওয়া হয়েছে, তাই আমি এই ডিমাণ্ডকে সমর্থন করছি। আমরা দেখি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেণ্ট যেটাকে বলা চলে তার অস্তিত্ব প্রায় শূন্যের কোঠায় এসে দাঁড়িয়ে আছে। এ, ডি, সি,তে দেখেছি সেখানে বামফ্রন্ট সরকার আগে এ, ডি, সি,র সমস্ত টাকা পি, এল, একাউণ্টে আটকে রাখা হয়েছে, এ, ডি, সি,কে ঠিক ঠিক মত সেখানে টাকা দেওয়া হয়নি। যদিও এ, সি, ডি যখন বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করার চেষ্টা করছে যে, গভর্ণমেণ্ট ঠিক মত টাকা সেখানে রিলিজ করছে না। আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন পি, এল, একাউণ্ট থেকে টাকা রিলিজ করে অন্তত ট্রাইবেল এলাকাতে যাতে এ, ডি, সি, কাজ করতে পারে সেইদিকে লক্ষ্য রেখে দ্রুত এই টাকা পি, এল, একাউণ্ট থেকে তুলে এ, ডি, সিকে দেওয়া হয়েছে সেই টাকা খরচ করার জন্য।

গত পাঁচটা বছরে সমস্ত উপজাতি অঞ্চলে কি এস, সি, কি এস, টি, এই সমস্ত স্কীমগুলি প্রতিপালন করার ব্যাপারেও সেখানে বাজেট প্রভিশানে তাদের বরাদ্দকৃত টাকা দেওয়ার ক্ষেত্রে বা বাজেট করার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি তাদের জন্য সেই পরিমাণ টাকা সেখানে তাদের ডিমাণ্ডে ধরা হয়নি। যে পরিমাণ টাকা তাদের অন্তত তারা শিক্ষায় দীক্ষায় অর্থনৈতিক দিক থেকে যারা পশ্চাৎপদ জাতিগোষ্ঠী, বিশেষ করে এস, সি,/এস, টি, এবং ও, বি, সির জাতিগোষ্ঠিকে উন্নতির পর্য্যায়ে নিয়ে আসার জন্য যে ধরণের একটা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা দরকার, যে ধরণের টাকা দরকার, যে টাকা বরাদ্দ করা দরকার। সে ধরণের স্কীম সেখানে তৈরী করা দরকার সেই ধরণের স্কীম এবং বরাদ্দ বিগত পাঁচটা বছর করা হয়নি। যারজন্য আমরা দেখেছি যে এবার মেজর হেড ২২২৫ ওয়েলফেয়ার অফ্ এস, সি,/ এস, টি, অ্যাণ্ড আদার বেক-ওয়ার্ড ক্লাসেস। তারজন্য একটা বিরাট অংকের টাকা সেখানে ধরা হয়েছে এবং মেজর হেড ২২৩৬ নিউট্রিশন—এই খাতেও প্রচুর টাকা ধরা হয়েছে। এবং মেজর হেড-২২৩৬-নিউট্রিশন পোগ্রাম তারজন্য একটা ভাল অংকের টাকা ধরা হয়েছে। এবং এই যে টাকা ধরা হয়েছে, আমরা জানি এইটা ২১শে মার্চ, ১৯৯৫ ইং তারিখের মধ্যে খরচ করা হবে। আমরা আশা করি যে এইটা সুষ্ঠুভাবেই আমরা খরচ করতে পারব। এবং এই ডিমাণ্ডে যে কিছু বাড়তি টাকা ধরা হয়েছে সেটা এস, টি, এস, সি, এবং ও, বি, সি, ভুক্ত জনগণ যারা আছেন তাদের জন্য খরচ করা হবে। আমরা দেখেছি গত পাঁচটি বছরে গ্রামে পাহাড়ে ট্রাইবেল এরিয়াতে অনাহারে বুভুক্ষু, মৃত্যু মিছিল, এইগুলি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কিন্তু আমরা এসে নতুন নতুন পরিকল্পনা তৈরী করে বিশেষ করে এই নিউট্রিশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কাজেই, আমরা এই যে ডিমাণ্ড এনেছি সেটা সুষ্ঠুভাবেই আনা হয়েছে এবং আমি আশা করি সকলেই এই ডিমাণ্ডকে সমর্থন করবেন।

পাশাপাশি ২২২৫ মেজর হেডে ওয়েলফেয়ার অব্ এস, টি, এবং এস, সি, তাদের জন্য টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আমরা গত পাঁচ বছরে দেখেছি যে, এই বরাদ্দকৃত টাকা কাদের পকেটে গেছে। ঘরে অসুস্থ রোগী উপজাতি রোগী এবং তপশিলী জাতিভুক্ত রোগী যারা এইখানে আসেন—আমরা দেখেছি তাদের একটি পয়সাও দেওয়া হয়নি। এই বরাদ্দকৃত টাকা কাদের পকেটে গেছে? যারা আগরতলা শহরে এসে চার পাঁচ দিন ঘুরেও এস, টি, এবং এস, সি, ওয়েলফেয়ার দপ্তর থেকে একটি পয়সাও পাননি সে সমস্ত টাকা চলে গেছে দুর্নীতিবাজদের পকেটে, মন্ত্রী এবং এম, এল, এ, দের পকেটে তারা তাদের চিকিৎসার জন্য দশ হাজার টাকা বিশ হাজার টাকা, ৩০ হাজার টাকা করে নিয়েছে, এমনকি চীফ্ মিনিস্টারের যে ফাণ্ড আছে সেই ফাণ্ড থেকেও তারা এইভাবে টাকা নিয়ে খরচ করেছে নিজেদের জন্য। কিন্তু আজকে এই বামফ্রন্ট সরকার তপশিলী জাতিভুক্ত মানুষের কল্যাণে এই ডিমাণ্ড নং-৩২এ যে অ্যামাউন্ট টোট্যাল ৩,০১,০০,০০০ টাকা সেটা সকলেই সমর্থন করবেন আশা রাখি। তারপর এগ্রিকালচার দপ্তরে গত পাঁচটি বৎসরে এই ডিপার্টমেন্টের কোন কাজ হয়েছে বলে মনে হয় না। কারণ, এই ডিপার্টমেন্টের যে সমস্ত স্কীম এবং পরিকল্পনা ছিল সে সমস্ত পরিকল্পনা এবং স্কীমগুলি বাস্তবায়িত করার কোন লক্ষ্যই তাদের ছিল না। আমরা দেখি গত একটি বৎসরের মধ্যে চার চার বার ভয়ংকর বন্যার পরও এই ডিপার্টমেন্ট কৃষকদের বিভিন্ন রকম সুযোগ সুবিধা দেবার ক্ষেত্রে একটা বিরাট উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে না পারলেও সীমিত ক্ষমতার মধ্যে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এই পর পর চার চারটা বন্যার পরে কৃষকরা যাতে আবার তাদের ফসল বোনতে পারেন সেজন্য তারা বীজ, সার ইত্যাদি ঠিক ঠিকমত যাতে পেতে পারে সেজন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি বা ঘাটতি সেখানে ছিলনা। এবং এইবার ১৯৯৪-৯৫ইং আর্থিক বৎসরের বাজেটেও ডিমাণ্ড নাম্বার ২৭ এ ৩৫ কোটি ৬৮ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা চাওয়া হয়েছে এবং সেখানে বিভিন্ন মেজর হেডস্ ও রয়েছে। এইখানে বিশেষ করে মেজর হেড ২৪৯৮ ফুড্ স্টোরেজ অ্যাণ্ড ওয়ার হাউসিং—এইটা নিশ্চয়ই আপনারা জানেন যে, এই ত্রিপুরা রাজ্যের ফুড স্টোরাজ এখনো প্রাইভেট মালিকানাধীনে রয়েছে। গভার্ণমেন্ট পুষ্টভাবে গত পাঁচটি বছরে এইটা করেনি। কিন্তু এইবার এইটার দিকে লক্ষ্য দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যে কৃষক যারা আছেন তারা তাদের জমিতে উৎপাদিত ফসল— আলু সহ অন্যান্য জিনিষপত্র এই স্টোরাজে রাখতে পারবেন। তাহলে পরে স্বাভাবিকভাবেই আগে যেখানে কৃষকরা দামের দিক থেকে মার খেতেন—সেটা আর হবে না। এবারও আমরা লক্ষ্য করেছি যে,কৃষকদের আলু, কফি থেকে শুরু করে শাক সব্জি প্রচুর পরিমাণে হয়েছে। কিন্তু একটা স্টরেজ-এর জন্য কৃষকেরাও ঠিক-ঠিকভাবে দাম পাচ্ছে না। ভোক্তাদেরও সেখানে বিভিন্ন ধরনের এবং সেইজন্য এবার ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। কৃষকের ফসল যাতে ঠিকভাবে সংরক্ষিত হয়, কৃষকরা যাতে ন্যায্য দামে ফসল বিক্রি করতে পারে তারজন্য এই ডিমাণ্ডে টাকা রাখা হয়েছে। ডিমাণ্ড নাম্বার ২৮ এবং মেজর হেড ২৪০২

সয়েল এণ্ড ওয়াটার কনজারভেশান। এটা সবারই ধারণা যে এখন গ্রামাঞ্চলে জলের সংকট। বিশেষ করে মাটি ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। মাটি ক্ষয়ের ফলে জল সংরক্ষণ করা যাচ্ছে না। এবং ফলে জলসেচের ক্ষেত্রে একটা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে। গত পাঁচ বছরে যেভাবে বন ধ্বংস হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য হারিয়েছে। জল সংরক্ষণ এবং মাটি আটকে রাখার জন্য যে কাজ সেই কাজ আমরা দেখেছি যে গত পাঁচটি বছর কিছুই হয় নাই। এখানে সয়েল এণ্ড ওয়াটার কনজারভেশান বলতে কোন স্কীম ছিল আর সেই স্কীমে কোন কাজ হয়েছে এটা মানুষের ধারণার বাইরে ছিল। সেখানে এইবার ৪ কোটি ৭০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। আমরা জানি এটা শুধু জল সংরক্ষনই নয়, কৃষকে জন্য শুধু জলসেচের ব্যবস্থাই হবে না তার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ বেকারের কর্মসংস্থানের একটি পরিকল্পনা ট্রিট করা যায়। বিশেষ করে বড় বড় রির্জাভার তৈরী করা ইত্যাদি প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ প্রকল্পের কাজ যেমন শুরু করা যাবে, বর্ষার সময় ওয়াটার রিজার্ভারে জল আটকে কৃষিকার্য্যে জল সরবরাহ করতে পারে। এই জন্য বিরাট অংকের টাকা এখানে রাখা হয়েছে। আজকে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার এবং এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের ডিমাণ্ড সহ অন্যান্য দপ্তরের যে সমস্ত ডিমাণ্ড এখানে আনা হয়েছে সেগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকারঃ—শ্রীলেনপ্রসাদ মলসই মহোদয়

শ্রীলেনপ্রসাদ মলসই (কাঞ্চনপুর):—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এগ্রিকালচার এবং ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার সহ বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের যে সমস্ত ডিমাণ্ড এখানে পেশ করা হয়েছে সেগুলি আমি সমর্থন করি। গত জোট সরকারের পাঁচ বছরে বিশেষ করে উপজাতিদের সমস্যা সম্পর্কে যে সমস্যাগুলি দাঁড়িয়েছে সে সমস্যাগুলি সম্পর্কে নতুন করে বলার কোন প্রয়োজন আমি মনে করি না। তবে আজকে এই ডিমাণ্ড-এর সমর্থন করতে গিয়ে রাজ্যের উপজাতিদের সমস্যাগুলি এখানে তুলে ধরতে চেষ্টা করব। এখানে যে ডিমাণ্ড আনা হয়েছে সেটা খুবই জরুরী এবং এর যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। এই ডিমাণ্ডগুলি না নেওয়া হলে পরে যে ভাঙ্গা অবস্থা আছে, সেটা কাটিয়ে তোলার প্রশ্নে এবং তাদেরকে বাঁচিয়ে তোলার প্রশ্নে বিকল্প কোন ব্যবস্থা থাকত না যার জন্য আমি এই ডিমাণ্ডগুলি সমর্থন করছি। আমরা দেখেছি গত ৫ বছরে মানুষের খাদ্যাভাব এবং চিকিৎসার অভাব ছিল। এবং মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত অধিকার সেটা পর্যন্ত ছিল না। কাজেই এখানে ডিমাণ্ডগুলি খুব জরুরী ভিত্তিতে উপস্থাপন করা হয়েছে সময় মত এবং আমি এটা উল্লেখ করতে চাই যে, বিগত জোট সরকারের আমলে মানুষ ক্ষুধার যন্ত্রণায় সরকারের কাছে খাদ্যের জন্য প্রার্থনা করতে গিয়ে গর্ভবতী মা পর্যন্ত সি, আর, পি, এফ এবং পুলিশের গুলি খেয়ে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে, আমাদের দামছড়াতে। শুধু তাই নয়, আপনারা দেখেছেন বিশেষ করে আমাদের ধর্মনগর সাব-ডিভিশন

এলাকার মধ্যে কাঞ্চণপুর-এর মধ্যে আছে, সেখান থেকে প্রায় ৬শ পরিবার গৃহহারা হয়ে রাজান্তরী হয়েছেন। আমি জায়গাগুলিও উল্লেখ করে দিতে পারি। কোন জায়গায় কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে সমস্ত গাঁও পঞ্চায়েত এর নামও বলে দিতে পারি কোন জায়গা থেকে কত গিয়েছে যাই হউক, মোটামোটি এগুলি সবারই জানা। এরমধ্যে আরও কতগুলি প্রয়োজনীয় জিনিষ শূন্যস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আমাদের কাঞ্চণপুর এলাকা হচ্ছে, উত্তর ত্রিপুরার লাস্ট সীমানা এর পরে হচ্ছে মিজোরাম লংগাই। সেই জায়গাতে যাতায়াতের ক্ষেত্রে দেখলাম টি, আর, টি, সি, নেই, টি, আর, টি, সি, অচল। এখন তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেগুলি দেওয়ার জন্য চেষ্টা করেছেন, এখনও সমস্যা মিটেনি। তবে চেষ্টা করা হচ্ছে। আমরা এখন আশা করতে পারি, আগামী দিন সেই সুযোগ পাব। আমরা আর একটা জিনিষ দেখলাম চিকিৎসার ক্ষেত্রে, আমাদের সেখানে বাজারে ডোল পেটানো হচ্ছে, আমি তখন বাজারে ছিলাম আমি তাকে জিজ্ঞাস করলাম যে কি খবর সে আমাকে বলল যে স্যার, এখন হাসপাতালে রোগীদের মাছ, মাংস, ডিম আর হবে না, এখন নিরামিষ খেতে হবে। আর একটা কথা বলা হয়েছে যে, যারা অভিভা'বক তাদের জন্য কোন খাওয়ার ব্যবস্থা হবে না। তিন নম্বর হচ্ছে, রোগীদের জন্য অভিভাবকেরা দায়িত্ব নিয়ে রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। হাসপাতালের পক্ষ থেকে কোন ঔষধ দেওয়া যাবেনা ইত্যাদি। এটাই প্রমাণ হয়ে গেছে। এই ডিমাও-এর মধ্যে উপজাতিদের সমস্যার কথা বলতে গিয়ে এই কথা বলতে হচ্ছে। কারণ ঘটনা যেহেতু অতীতের প্রমাণ হয়ে আছে। তার জন্য আমি এই কথাগুলি বলছি। বিশেষ করে আমার এলাকায় বহু লোক মারা গেছে, তা কমপক্ষে ৬৬ জন লোক আন্ত্রিকে মারা গেছে। ঔষধ নাই, চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নাই। অনাহারে মৃত্যুর ঘটনাও আছে। আরেকটা হচ্ছে স্কুল: ট্রাইবেল এলাকায় কোন স্কুল আছে কিনা, ট্রাইবেল এলাকাতে স্কুল বলতে, গত বামফ্রট আমলে গাঁও পঞ্চায়েত ভিত্তিতে যে স্কুল দেওয়া হয়েছিল তাই। কিন্তু সেই স্কুল ঘরগুলির সমস্ত ঘরবাড়ী ভেঙ্গে চুরমার হয়ে আছে। ছাত্র নেই, শিক্ষক নেই সকালবেলাতে টিফিন দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। এইগুলি জোট আমলে তুলে দেওয়া হয়েছে। চেয়ার, টেবিল নেই, এবং বই এইগুলি কিছুই নেই। আমি দ্বিতীয় বামফ্রট সরকারে আমলে দেখিছি যে, স্কুলের জন্য বই, ইন্‌সপেক্টর অফিস থেকে দেওয়া হয়েছে ছাত্র ছাত্রীদের জন্য। এবং ছাত্র-ছাত্রীদেরকে তা বিতরণ করা হয়েছে বিনা মূল্যে। গত জোট আমলে এইগুলি কিছুই ছিল না। তারপর হচ্ছে, গুণ্ডাদের হাতে সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া। গুণ্ডারাই সব কিছু। মানুষকে মেরে ফেল্লে পুরস্কার পায়। আমি দেখেছি জম্পুই পাহাড়ে ৬ই জন রিয়াং ট্রাইবেলকে মেরে ফেলা হয়েছে, তাদের অপরাধ তারা কমিনিষ্ট পার্টির সমর্থক। তাদেরকে দিনের বেলায় মেরে স্থানীয় ল্যাম্পস এর নিকটে মাটিতে পুঁতে রাখা হয়েছে। সেখানে ভাওমুন-এর ও সি কে বলে দিয়েছেন কৈলাশহরের এস, পি যে তুমি

তদন্ত কার্য্যে যাবে না। সেখানে যদি কোন আসামী ধরা পরে তা হলে তোমার চাকুরী থাকবে না। এই নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমি নিজে সেই জায়গাতে গিয়েছি। ও, সি,-এর সাথে আমি কথা বলেছি। এই ব্যাপারে আমার আলোচনা হয়েছে, তখন ও, সি, আমাকে বলেছেন যে, সেই জায়গাতে তাজা রক্ত পাওয়া গেছে, আমাকে নির্দ্দেশ, আমি ভাঙমুন থানাতে ঘুমিয়েছি। যদি তুমি আসামী ধর তা হলে তোমার চাকুরী যাবে। এই অর্ডার আমাকে দেওয়া হয়েছে, স্যার। আমি যাব কোথায়। শুধু ভাংমুন এর ঘটনা নয়, সাতনালাতে সন্তোষ চক্রবর্ত্তীকে দিনের বেলায় শত শত মানুষের সামনে খুন করেছে। তাদের জন্য কোন ব্যবস্থা নেই। এখানে কংগ্রেসের গুণ্ডাদের হাতে খুনের বদলা নেওয়া হয়েছে। আসামী একটাও ছিল না। কাজেই, পুরোপুরিভাবে এটা গুণ্ডাদের হাতে চলে গেছে, আইনের শাসন সরকারের হাতে নেই। গুণ্ডাদের হাতে সমস্ত আইন তুলে দেওয়া হয়েছিল। শুধু এটা নয় ট্রাইবেল এলাকায় মধ্যে নারীদের উপর অত্যাচার হচ্ছে। আপনারা সবাই জানেন, বড়ছড়া, রসিরাম পাড়া গ্রামে একজন দুস্কৃতকারী মানুষকে খুন করার পরিবর্তে আর একটা গ্রামে গিয়ে ট্রাইবেলদের উপরে অত্যাচার করা হচ্ছে। একটার পর একটা করে মা থেকে মেয়ে এবং পুত্রবধু কেউ রেহাই নেই যেখানে, ছয়জন ট্রাইবেল মহিলাদের উপর অত্যাচার হয়েছে সেখানে। এক একজনকে ১০/১৫ জন করে অত্যাচার করা হচ্ছে সেখানে। শুধু তাই নয়, দণমণি পাড়া গাঁও পঞ্চায়েত মনু ছৈলেংটা, ডুম্বুর গাঁওপঞ্চায়েত এলাকা-গুলিতে মা বোনরা অত্যাচারিত হয়েছে। এখানে আগরতলায় এসে তারা নিজেরাই প্রমাণ করেছে ধর্ষিতা স্বীকার হয়েছে। কি আইন হয়েছে, কোথায় আইন কিছুই তো হয়নি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শেষ করুন, আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীলেনপ্রসাদ মলসই :— এই হচ্ছে ব্যবস্থা। আমি আর একটা জিনিষ দেখেছি মানুষের যে ব্যক্তিগত অধিকার সেই অধিকার বামফ্রণ্ট সেইদিন মিটিং করতে গেলে, জনসাধারণকে ভয়ভীতি দেখানো হত বলা হত তোমার নাম আই, আর, ডি, পি, থেকে কেটে দেওয়া হবে, এই যে নানা রকমভাবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— দয়া করে শেষ করুন।

শ্রীলেনপ্রসাদ মলসই :— আর এক মিনিট সময় দেন, স্যার।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— না, আর না, আপনাকে ৪ মিনিট সময় দেওয়া হয়েছে।

শ্রীলেনপ্রসাদ মলসই :— সেইদিনে তারা মিটিংও শুনতে পারছে না, যেতে পারছে না। যদি যাই আই, আর, ডি, পি, থেকে নাম কেটে দেওয়া হবে। তাহলে পরে আমাদের ব্যক্তিগত অধিকার, মানুষের যে ব্যক্তিস্বাধীনতা সেখানে কেড়ে নেওয়া হল। কংগ্রেস এবং যুব সমিতি গুণ্ডাদের হাতে সমস্ত কিছু তুলে দেওয়া হয়েছে। এই ৫টি বছর আইনের শাসন বলতে কিছুই নেই, কিছুই ছিল না। আমার কাছে আরও অনেক তথ্য আছে, যেহেতু আমার একবার লালবাতি জ্বলে গেছে,

আবার জ্বলতে পারে, তাই আমি আর বলছি না আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য সমীর দেব সরকার। সময় নিযুক্ত আছে ১০ মিনিট।

শ্রীসমীর দেব সরকার (খোয়াই) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকের ডিমাণ্ডগুলি তার উপর আমার পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। এর আগে মাননীয় সদস্যরা এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ কি পরিপ্রেক্ষিতে এবং প্রেক্ষাপথে দাঁড়িয়ে ৯৪-৯৫ সালের এই বাজেট-এর উপর দাঁড়িয়ে আলোচনা করেছেন এবং কি অবস্থায় মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাদের সরকার বিভিন্ন দিকের সমস্যা মোকাবিলা করতে হচ্ছে এবং সেইগুলির মোকাবেলা করার লক্ষ্যে আমাদের যে আর্থিক সীমাবদ্ধতার ক্ষমতা এবং কেন্দ্রের অপ্রাচুর্য সাহায্য তার মধ্যে দাঁড়িয়ে এই বাজেট পেশ হইয়াছে। অর্থ বরাদ্দ চাওয়া হইয়াছে। আমরা লক্ষ্য করছি সেই ক্ষেত্রে সেই প্রশ্নগুলি এসে যাচ্ছে, আজ বিশেষ করে আমরা লক্ষ্য করছি যে, কৃষি দপ্তর সম্পর্কে যে ডিমাণ্ড এখানে রাখা হয়েছে, যেটা গত অর্থ বছর গেল, ভয়াবহ বন্যা তিনবার চারবার সেখানে হচ্ছে এবং সেই বন্যার ক্ষয়ক্ষতি তার হাত থেকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের নিম্ন ও মাঝারি শ্রেণীর কৃষকরা সবচাইতে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কাজেই এখানে যে, ৯৪-৯৫ সালের অর্থবরাদ্দ ধরা হয়েছে বন্যা দুর্গত কৃষকদের রক্ষা করে কৃষিজমি উৎপাদনশীল করে তুলার ক্ষেত্রে উদ্যোগ নেওয়া সেই হয়েছে। সাধারণ মানুষগুলির যে সমস্যা আছে, সেগুলির মোকাবিলা করা হচ্ছে এবং সেই মোকাবিলা করার ক্ষেত্রেও আমাদের আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে দাঁড়িয়ে যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন, তাতেও আমরা লক্ষ্য করছি যে সেই ক্ষেত্রেও এই প্রশ্নগুলি এসে পড়ছে। মিঃ ডেপুটী স্পীকার, স্যার, এই যে গত একটা আর্থিক বছরের ভয়াবহ বন্যা পর পর তিনবার এই রাজ্যের বুকে হয়ে গেল, তাতে ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকদের বিশেষ করে ছোট ছোট কৃষকদের এত বেশী ক্ষতি হয়েছে যে তারা এখনও সেই ক্ষতি পুষিয়ে উঠতে পারেনি। তাই, এই রকম একটা অবস্থার মধ্যেও ১৯৯৪-৯৫ সালের জন্য যে বাজেট এই হাউসে পেশ করা হয়েছে, তাতে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের স্বার্থরক্ষা করা হবে এবং এটাই স্বাভাবিক। এজন্য নূতন করে কৃষকদের জন্য কিছু করা তো দূরের কথা, আগের যে ক্ষতি হয়েছে; সেটাকে পূরণ করা যায় কিনা; তারই বরাদ্দ এই বারের বাজেটে রাখা হয়েছে। আমরা জানি ত্রিপুরা রাজ্যে মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯০ ভাগই কৃষক অথবা কৃষির উপর নির্ভরশীল, তবু আমরা বলবো না যে বরাদ্দ রাখা হয়েছে সেটাই যথেষ্ট। তাই আমি এই বাজেটের বিরোধীতা তো করতে পারি না, বরং এটাকে সমর্থন করে এর বিভিন্ন দিক আলোচনা করার চেষ্টা করবো। স্যার, গত বছরের বন্যায় যে সব কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তাদের তখন সামান্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া সম্ভব হয়েছে এখনও তারা যে পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তার থেকে পুরোপুরি রেহাই পাননি। সেই বন্যায় এই রাজ্যের কৃষকরা নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যেমন তাদের ফসলের জমি নষ্ট হয়ে গেছে। তাই,

আমরা আশা করছি যে ১৯৯৪-৯৫ সালের বাজেটে কৃষিখাতে যে বরাদ্দ ধরা হয়েছে, তা দিয়ে আগেকার ক্ষতি কিছুটা পুষিয়ে নেওয়া যাবে, কেন না নানা জায়গাতে জলের যে সোর্স ছিল, আর্টিশন টিউব-ওয়েল ছিল বা ওভার ফ্লো ছিল, সেগুলির অধিকাংশই নষ্ট হয়ে গেছে, অন্ততঃ আমার খোয়াই বিভাগে তেলিয়ামুড়ার বিভিন্ন জায়গার কথা, আমি বলতে পারি। ১৯৯২-৯৩ আর্থিক বছরে এর খুব সামান্যই মেরামত করা সম্ভব হয়েছে, আর হয়তো নতুন কিছু জায়গাতে ওভার ফ্লো দেওয়া সম্ভব হয়েছে, কিন্তু নতুন করে মাইনর ইরিগেশান অথবা লিফ্‌ট ইরিগেশান যে ব্যয় বহুল সেটা করা সম্ভব হয়নি। তবে যদি অল্প খরচে ওভার ফ্লো করে দেওয়া যায়; তাহলে একটা বিস্তীর্ণ এলাকা জল সেচের আওতায় আনা যাবে। কাজেই, কৃষকদের স্বার্থে যাতে ওভার ফ্লোগুলি চালু করার জন্য আমি কৃষি দপ্তরের কাছে অনুরোধ জানাবো। তাছাড়া, এই বাজেট ব্যয়বরাদ্দের মধ্যে অনেকগুলি দপ্তরেরই দাবী রয়েছে, যেমন পশুপালন দপ্তর। বিগত ৫ বছরের জোট সরকারের আমলে এই দপ্তরটাকে একেবারে রুগ্ন করে দেওয়া হয়েছে, এমন অবস্থা করা হয়েছে যে এই দপ্তরটাকে পশুদের উন্নতি তো দূরের কথা, সেটাকে বলতে গেলে জঙ্গলের দপ্তর করে দেওয়া হয়েছে, মনে হচ্ছে যেন জঙ্গল ছাড়া পশুদের আর কোন আস্তনাই নেই। স্যার, এই পশুপালন দপ্তরটাকে এ জোট সরকার তাদের লুটের একটা স্বর্গরাজ্যে পরিণত করেছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, রিসেসের পর আপনি আরও ৫ মিনিট বলার সুযোগ পাবেন।

এই সভা বেলা ১ ঘটিকা পর্যন্ত মূলতুবী রইল।

AFTER RECESS AT 2·00 P M

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য সমীর দেবসরকার।

শ্রীসমীর দেবসরকার :— মিঃ ডিপুটি স্পীকার স্যার, আমি যে কথাটা বলছিলাম গত ৫টা বছরে চার পায়ে পশুদেরকে রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য এই পশুপালন দপ্তরকে একটা নৈরাজ্যের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল। সেটা দূর করার জন্য এবারকার যে বাজেট তৈরী হয়েছে সেটা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল হতে পারে কিন্তু এটার খুবই প্রয়োজন ছিল। এই জন্য আমি এই বাজেটকে সমর্থন করছি। আরেকটা বিষয় সমবায় দপ্তর, এখানে কয়েকটি ডিমাণ্ড আছে। এখানে নির্বাচনী সংস্থা ছিল। কিন্তু বিগত জোট আমলে গ্রামাঞ্চলের নির্বাচিত সংস্থাগুলিকে লুটপাট করে শেষ করে দিয়েছিল। ল্যাম্পস এবং প্যাক্সে যে সমস্ত পাওয়ার টিলার ছিল, অর্থনৈতিক দিক থেকে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছিল সমস্ত সমবায় ন্যায্য মূল্যের দোকানগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। মন্ত্রী ও তাদের চেলাচামুণ্ডারা কো-অপারেটিভ এই সংস্থাগুলিকে একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছিল। এগুলিকে পুনর্নির্বাচিত করার জন্য এবারকার এই বাজেটে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ল্যাম্পস এবং প্যাক্সে আবার পাওয়ার টিলার দেওয়া হবে এবং সমবায় আন্দোলনকে একেবারে সাধারণ কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। আমাদের ত্রিপুরার তিন দিকেই সীমান্ত অঞ্চল। সেখানে

প্রায়ই গরু চুরি হয়। এই জন্য কৃষকদের জন্য পাওয়ার টিলায় দরকার। এবারকার বাজেটে আর একটা দিকে জোর দেওয়া হয়েছে সেটা হলো যুব ক্রীড়া দপ্তর। বিগত জোট সরকারের আমলে আমরা দেখেছি যুবকদেরকে বিপথে পরিচালনা করা হয়েছিল। সরকারী মদতে গুণ্ডাবাহিনী তৈরী করার একটা চক্রান্ত চলছিল, যুবকদের বেকারত্বের সুযোগ নিয়ে তাদের হাতে বোমা, রামদা তুলে দিয়ে নিজস্ব বাহিনী তৈরী করে তোলার চেষ্টা চলছিল। রাজ্যকে সেই জায়গা থেকে তুলে আনার জন্য বিশেষ উদ্যোগ এই বাজেটে আমরা দেখতে পাচ্ছি। ১৯৯৪-৯৫ সালের যুব কল্যাণ দপ্তরের জন্য অর্থবরাদ্দ করা হয়েছে। অনেকগুলি স্ট্যাডিয়াম গড়ার কথা। তাছাড়া গত এগার মাসে যেভাবে গ্রামে-গঞ্জে যবক-যুবতীদেরকে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে সেটা অবশ্যই লক্ষ্যণীয়।

আমাদের রাজ্যে এই অল্প সময়ের মধ্যে ক্রীড়া ক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করেছে এবং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে পুরস্কার অর্জন করেছে। আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যেই কি যুবক, কি যুবতী সবাইকে মাঠে খেলাধূলা করতে দেখা যাচ্ছে। এতে অপ-সংস্কৃতির যে বিষ বাষ্প তা থেকে তাদের ফিরিয়ে এনে সুস্থ্য স্বাভাবিক পরিবেশে আনার জন্য যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তর উদ্যোগ নিয়েছে এবং সুস্থ সংস্কৃতির পরিকাঠামো তৈরী করার এটা একটা সহায়ক পদক্ষেপ বলে আমি মনে করি। কাজে কাজেই, আজকে এখানে যে ডিমাণ্ডগুলি পেশ করা হয়েছে, সেগুলিকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করছি, এবং আশা করছি, সর্বসম্মতভাবে এই ডিমাণ্ডগুলি গৃহীত হবে। ধন্যবাদ॥

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য হাসমাই রিয়াং।

শ্রীহাসমাই রিয়াং (কুলাই) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার আজকে এই হাউসে যে ১৯৯৪-৯৫ সালের আর্থিক বছরের যে ডিমাণ্ডগুলি রাখা হয়েছে, তা আমি সমর্থন করে আমার সংক্ষিপ্ত ভাষণই এব্যাপারে রাখছি। স্যার, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের ২৮ লক্ষ গরীব মানুষের স্বার্থে, জাতি-উপজাতি মানুষের স্বার্থে এই ডিমাণ্ড রাখা হয়েছে। স্যার, গ্রামের গরীব অংশের মানুষ যাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ পায়, গ্রামের বেকাররা যাতে কাজ পায়, শিক্ষিত বেকারের যাতে কর্ম সংস্থানের সুযোগ হয়, গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থার জন্যই ডিমাণ্ডগুলি আনা হয়েছে। কাজে কাজেই, এই ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন জানাই, এবং সাথে সাথে এই আশাও রাখি, ডিমাণ্ডগুলি সমর্থন করা হবে। স্যার, এখানে অনেক মাননীয় সদস্যই জোট সরকারের আমলের অরাজকতার উল্লেখ করেছেন। সে ব্যাপারে আমিও কিছু উল্লেখ করতে চাই। ১৯৭৭-৭৮ সালে বামফ্রন্ট সরকার যখন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সাথে সাথেই সারা ত্রিপুরা রাজ্যের জাতি-উপজাতি এবং অন্যান্য গরীব অংশের মানুষের জন্য, যারা ভূমিহীন তাদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য পুনঃ জরীপের কাজ শুরু করেছিলেন। লক্ষ্য ছিল স্থায়ী বসবাস করার ব্যবস্থা করা। এরজন্য প্রায় ১, ৩৪, ২০২ জনকে এলটমেন্ট দেওয়ার জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু জোট সরকার আসার সাথে সাথে সমস্ত বাতিল ঘোষণা করে, আবার নতুন করে জরীপ হবে বলে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু পরিণতিতে দেখা গেল, সব জমি

রিজার্ভ ফরেষ্টের ঘোষণা করা হয়। কিন্তু আমরা তা করি না স্যার, এস-আর-ই-পি, এন-আর-ই-পি, ফলের বাগান, পশুপালন যতই ব্যবস্থা করা হউক না কেন, আগে দরকার স্থায়ী বাসস্থান। স্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে না পারলে অন্য কিছু করলে তাতে কোন লাভ হবে। স্যার, আমি আর আমার ভাষণকে দীর্ঘায়িত করতে চাই না। ডিমাণ্ডগুলিকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—শ্রী হরিচরণ সরকার।

শ্রীহরিচরণ সরকার (বামুটিয়া) ঃ—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে মাননীয় মন্ত্রীগণ তাঁদের বিভিন্ন দপ্তরের জন্য যে ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব এখানে রেখেছেন, আমি তাকে পূর্ণ সমর্থন করছি। স্যার, আমরা বিগত পাঁচ বৎসরে বিশেষ করে জোট সরকারের আমলে দেখেছি একটা লুটের রাজত্ব, একটা ধ্বংসের রাজত্ব। একটা শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ তাঁরা তৈরী করেছিলেন, এ সম্পর্কে বিভিন্ন সদস্যগণ এখানে বক্তব্য রেখেছেন। স্যার, তারা গাছের ফল খেয়েছেন, পাতা খেয়েছেন, ডাল খেয়েছেন, কাঠ খেয়েছেন, সর্বোপরি গাছটিকে উল্টিয়ে তার শেকড় পর্যন্ত খেয়েছেন। একটা ধ্বংসস্তুপের উপর এই ৩য় বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। স্যার, ৩য় বামফ্রন্ট সরকার জনগণের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে আমরা তাদেরকে গণতন্ত্র দেব, তাদের দাবী এবং যে সমস্যা আছে, সেগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়ে এই ধ্বংসস্তুপকে মেরামত করে তাদের জন্য আমরা কাজ করে যাব। এই আমাদের প্রতিশ্রুতি এবং এই প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে অত্যন্ত বাস্তবতার উপর কি করে মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করা যায় সেই চিন্তা নিয়ে এই ব্যয়বরাদ্দ আজকে হাউসে উপস্থিত করা হয়েছে। আমরা ক্ষমতায় এসে গণতন্ত্রের একটা ধ্বংসস্তুপ দেখেছি। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে যারা দিনমজুর, ক্ষেতমজুর, গরীব চাষী, যারা বিভিন্ন কুটির শিল্পের উপর নির্ভরশীল, গণতন্ত্রের যে মূল্যবোধ তার উপর প্রথমে আক্রমণ এনেছে। রাজ্যের পঞ্চায়েতকে ধ্বংস করে দিয়ে, সমবায়কে ধ্বংস করে দিয়ে সেখানে একটা লুঠপাট কমিটি গঠন করা হয়েছে। এটা আমরা সবাই জানি। বিভিন্ন ব্লকের টাকা তারা হাফিজ করে দিয়েছে। স্যার, ৩য় বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আমি ব্লকে গিয়ে বি. ডি. ওকে বললাম আপনার কি কি আছে বলুন। উনি আমাকে বললেন স্যার ৭/৮ লক্ষ টাকা আছে, ইচ্ছা করলে কালকে থেকে কাজ শুরু করে দিতে পারেন। আমি বললাম ৭/৮ লক্ষ টাকা কি নগদে তোলা আছে? উনি বললেন হ্যাঁ। কিন্তু কাজ করতে গেলে তো পরিকল্পনার দরকার, ম্যানডেইজ কোথায় কোথায় কি কাজ করা হবে তার একটা পরিকল্পনার দরকার, কিন্তু কিছুই তো নেই। আমি উনাকে বললাম টাকাটা নগদে তোলা কেন? উনি আমাকে বললেন স্যার, নির্বাচনের পূর্বেই টাকাটা তোলা হয়েছে। আমি উনাকে বললাম নির্বাচনের আগেই টাকাটা তোললেন কেন। উনি তখন চুপ হয়ে গেলেন। একজন কর্মচারী এসে আমার

কানে কানে বললেন —স্যার টাকাটা বিজয় উৎসবের জন্য তোলা ছিল। অর্থাৎ কংগ্রেস নির্বাচনে পাশ করলে টাকাটা বিজয় উৎসবের জন্য খরচ করা হবে, এই ছিল উদ্দেশ্য। কিন্তু আমরা এই টাকা রাজ্যের গরীব মানুষের জন্য খরচ করব। ম্যানডেইস্ক্রেনারেশন তৈরী করে আমরা কাজ করব সমস্ত এলাকাতে। আমরা কাজ করব সেই সব মানুষদের জন্য যারা এতদিন শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় ছিল, যাদের মনে বেদনা ছিল। আজকে গণতান্ত্রিক পরিবেশের ভিতর দিয়ে আমরা সাধারণ মানুষের মনের আকাংখা পূরণ করব। এর উপর নির্ভর করে এই বায় বরাদ্দের দাবীকে এই হাউসে তোলা হয়েছে। আপনারা জানেন যে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে ট্রাইবেল গরীবদের জন্য যাদের ঘর নেই তাদের জন্য ঘর তৈরী হচ্ছে। আমরা দেখেছি কাগজে-পত্রে নাম আছে সব আছে ঘর দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল কিছুই নেই। লুটপাট কমিটির চেয়ারম্যানরা খেয়ে ফেলেছেন। এমন কি লেট্রিনগুলি যাদের নামে বরাদ্দ করা হয়েছিল সেই লেট্রিনের টাকাগুলিও খেয়ে ফেলেছেন অদ্ভুত ব্যাপার, স্যার। সেটা বলতে গেলে ত্রিপুরা রাজ্যকে কোন জায়গায় নিয়ে গিয়েছেন বলতে গেলে স্যার, মহাভারত ১০ মিনিটে হবে না। শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখুন শুধু শিক্ষাই নয় বিশেষ করে খেলাধূলায় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর গ্রামীণ যুবক এবং গ্রামীণ মহিলাদের জন্য খেলাধূলা এবং তাদের শারীরিক চর্চার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, বিগত ৫ বছরে সেগুলি বন্ধ ছিল। কারণ, সেখানে খেলাধূলা এই সব হবে কি করে। এই তৃতীয় বার বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেখানে আবার খেলাধূলা শুরু হয়েছে। সেখানকার লোকাল যারা গারজিয়ান, স্কুলের শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী এবং জনসাধারণ এই খেলাধূলা যখন আরম্ভ হলো তখন দেখা গেল সেখানে একটা উৎসবের মত অবস্থা শুরু হয়ে গেছে। এই খেলা দেখতে জাতি, উপজাতি, বিভিন্ন ধর্মের লোক, ধনী এবং গরীব সবাই আসেন, তাই এটা একটা মহামিলনের ক্ষেত্র হিসাবে পরিণত হয়ে যায়। এই মহামিলনের ভিতর দিয়ে আমাদের যে আন্তরিকতার যে বহিঃপ্রকাশ ঘটে এবং যে পরিবেশের সৃষ্টি হয় এটা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। যারা দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করে তারাও যখন এই খেলাধূলা দেখেন তখন খুশীতে তাদের মনও ভরে উঠে এবং তখন তাদের দারিদ্র্যের কথা ভুলে যায় স্যার, এটা সাংঘাতিক জিনিষ। যারা এতদিন লুটপাট করে খেয়েছেন, তারা আজকে এই হাউসে অনুপস্থিত। তাদের যে সমস্যাগুলি আছে তারজন্যই আজকে তাঁরা হাউসে অনুপস্থিত। জনগণ তাদের পাঠিয়েছেন জনপ্রতিনিধি হিসাবে তাদের দায়িত্ব পালন করার কথা। যারা কাজ করেন অনেক সময় তাদের ভুল হয় সেই ভুলগুলি সংশোধন করার জন্য তাদের এখানে আসা উচিত ছিল। এ ডি সিতে আমরা কি দেখেছি? সেখানে দীর্ঘদিন কোন স্কুল ছিল না, কোন হাসপাতাল ছিল না, টাউন বলতে কিছুই ছিল না এবং কোন রাস্তাঘাট ছিল না সেই জায়গায় আমরা রাস্তাঘাট শুরু করে দিয়েছি। দুর্গম অঞ্চলে আমরা ডাবল রেশনেরও ব্যবস্থা করেছি।

শুধু তাই নয়, সেখানে বাকীতে রেশনের ব্যবস্থা পর্যন্ত আমরা করেছি। আজকে সেই নরপশুরা যারা এই সমাজের শত্রু, যারা রাজ্যের শত্রু, দেশের শত্রু তাদের বুকের কাপুনী ধরে গেল যদি এইভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটা জনগণের জন্য কর্মযজ্ঞ চলতে থাকে তাহলে আর ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের সামনে মুখ তুলে দাঁড়াতে পারবেনা। আজকে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এটা একটা দৃষ্টান্ত, ভারতবর্ষের অন্য কোথাও বাকীতে রেশন দেখাতে পারবেন না। অথচ আমরা করেছি। যে ধ্বংসস্তুপের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা মানুষের জন্য কাজ করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, আমরা কাজ করে যাব, যারজন্য এই ব্যয় বরাদ্দ আমাদের এই হাউসে রাখা হয়েছে তকে আমরা সমর্থন করছি। এখানে ডায়েরী ডেভেলাপমেন্ট এবং অ্যানিমেল হাজবেণ্ড্রীর জন্য ব্যয়বরাদ্দ ধরা হয়েছে। আমরা দেখেছি ত্রিপুরা রাজ্য একটা পাহাড়ী রাজ্য, এমনিতে ফসলের জমি কম। বিভিন্ন স্কীমের উপর মানুষ যাতে স্ব-নির্ভর হতে পারে, যারা গ্রামীণ অর্ধ শিক্ষিত বেকার, অশিক্ষিত বেকার, কৃষিকাজ করার তাদের সুযোগ নাই। তাদের জন্য পশু পালনের বিভিন্ন স্কীমের মাধ্যমে তাদেরকে স্বনির্ভর করা যায়। যেমন উন্নতমানের গাভী, আমরা দেখেছি সেখানে কো-অপারেটিভ থেকে ঋণের মাধ্যমে, সরকারী সহযোগীতায় এবং সাবসিডির মাধ্যমে তারা যে দুগ্ধ উৎপাদন করে বহু পরিবার দাড়িয়ে গেছে। তারা জীবনধারণের যে সমস্যা সে সমস্যাটাকে মোকাবেলা করার ক্ষমতা পেয়েছিল। প্রচুর দুধ কো-অপারেটিভের মাধ্যমে আমরা সেই ডায়েরীতে দুধ দিতাম আমরা কি দেখলাম? ৫ বৎসরে সব শেষ। শুধু তাই নয়। ক্যাটেল ফার্মের অবস্থা তারা কি করেছিল? সেখানকার জনগণই বলেছে আমরা বলিনি এখানে একজন মাননীয় বিধায়ক বলেছেন বিল্লাল মিঞা বদি আর একটা বিয়ে করত তাহলে ক্যাটেল ফার্ম একেবারে শেষ হয়ে যেত। স্যার আমি আর বেশী কিছু বলব না। বলার অনেক ছিল। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার আজকে যে ব্যয়বরাদ্দ রাখা হয়েছে তা অত্যন্ত বাস্তবোচিত, তাকে কেন্দ্র করে আমরা এই ত্রিপুরাবাসীর জন্য যতই চক্রান্ত হোক যত বাধা আসুক তার ভিতর দাঁড়িয়েই আমরা কাজ করে যাব। আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ মানুষের জন্য কাজ করে যাব সেই দৃষ্টিভঙ্গী রেখেই ব্যয়বরাদ্দ রাখা হয়েছে, আমি তাকে পূর্ণ সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করলাম, ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রী জীতেন্দ্র চৌধুরী

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এইখানে যে ৭টি ডিমাণ্ড প্লেইস করা হয়েছে তার সবগুলোকে সমর্থন করেই আমার বক্তব্য রাখছি। তার মধ্যে ২টো ডিমাণ্ড ৪১ নং ডিমাণ্ড এবং ৪২ নং ডিমাণ্ড-এর উপরে আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, ৪১ নং ডিমাণ্ডে এই রাজ্যে আগামী ৯৪-৯৫ ইং অর্থ বৎসরের জন্য শিক্ষাখাতে সাড়ে ১৭ শতাংশ সমস্ত খরচের মধ্যে সাড়ে ১৭ শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয়বরাদ্দ রাখা হয়েছে। আমরা যখন রাজ্যে আমাদের সমস্ত সীমাবদ্ধতা প্রতিকূলতার মধ্যে দাঁড়িয়ে এইখানে যখন আমাদের

সম্পদ সেরকম নাই তার মধ্যে দাঁড়িয়েও আমরা শিক্ষাকে এত গুরুত্ব দিচ্ছি। কেননা শিক্ষা এইটা আমাদের দেশের, রাজ্যের বিকাশের জন্য সবচেয়ে বড় অস্ত্র। এ সম্পদকে বিকাশ না করে, চেতনাকে না বাড়িয়ে আমরা কোন ক্ষেত্রেই উন্নয়নের চিন্তা আমরা করতে পারিনা। কাজেই সমস্ত সীমাবদ্ধতার মধ্যে দাঁড়িয়েও শিক্ষাকে সবচাইতে বেশী অগ্রাধিকার দিয়েছি। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এই রাজ্য একটা ছোট রাজ্য, আমাদের আয়ের সাড়ে ১৭ শতাংশ শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা বরাদ্দ রেখেছি। তার পাশাপাশি দেখা দরকার আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় সরকার নরসীমা রাওয়ের যে বাজেট মনমোহনীয় বাজেট, এই বাজেটে শিক্ষাখাতে যে বরাদ্দ সেটা দেখা দরকার। তার পাশাপাশি দেখা দরকার আমাদের দেশের ক্ষেত্রে নরসীমা রাওয়ের যে মনমোহনীয়া যে বাজেট এই বাজেট শিক্ষাখাতে তারা যে বরাদ্দ রেখেছে এটাও দেখা দরকার। মনমোহনীয়া বাজেটে মাত্র ১ ৬ শতাংশ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে। অথচ একটা মজার ব্যাপার মাত্র কিছুদিন আগে কুঠারী কমিশনে শিক্ষার উপরে কেন এই দেশ স্বাধীনতার সাড়ে চার দশক পরেও কেন এত পিছিয়ে আছে একটা সমীক্ষা করার জন্য একটা কমিশন বসানো হয়েছিল, সেটাই হলো কুঠারী কমিশন। এই কমিশন দ্ব্যর্থহীনভাবে সুপারিশ করেছে. এই দেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে যেভাবে আমরা পিছিয়ে আছি সেই শিক্ষাকে ত্বরান্বিত করে সেই শিক্ষার সুযোগটা সর্বত্র পৌঁছিয়ে দিয়ে আমার দেশের সামগ্রিক উন্নতি যদি করতে হয়, তাহলে সমগ্র বাজেটে ৬ শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় করতেই হবে। কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করার কয়েকদিন আগে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী সাতটি জনবহুল দেশসমূহের মুক্ত দেশের একটা সম্মেলনে (দিল্লীতে) বলেছেন যা শুনিয়েছেন আমাদেরকে আগামী আর্থিক বছরে ৬ শতাংশ বাজেট শিক্ষাখাতে ব্যয় করা হবে। তারপরেও দেখলাম সেখানে ১'৬---এর বেশী বাড়েনি এবং এইটা আরও মজার ব্যাপার আমাদের যখন প্রথম ৫ম বার্ষিক পরিকল্পনা শুরু হয় সেই সময় ৭.৪ শতাংশ বরাদ্দ হয়েছিল। তারপর সাতটি ৫ম বার্ষিক পরিকল্পনা চলছে এখানে যে হিসাব দেখা যাচ্ছে তাতে সেই ৭.৪ শতাংশ যেখানে প্রথম ৫ম বার্ষিক পরিকল্পনাতে বরাদ্দ করা হয়েছিল একটু বেশী। পরবর্তী সময়ে সেটা কমতে কমতে চলে আসল ৭ম-এ ৩'৫ শতাংশে এবং ৮ম বার্ষিক পরিকল্পনাতে ২.৪ শতাংশ এবং আমাদের সমগ্র বাজেটের হিসাবে সেটা ক্রমশ কমতে কমতে এই চলতি বছরে সবচেয়ে কম বাজেট কম টাকা শিক্ষা খাতে বরাদ্দ করতে হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই আজকে শুধু ত্রিপুরা রাজ্যে না ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যগুলিতে শিক্ষাকে আরও ত্বরান্বিত করার জন্য যে শিক্ষার সুযোগকে আরও সম্প্রসারিত করার জন্য যে পরিকাঠামো গড়া দরকার এইটা যে কোন সরকারের পক্ষে খুব কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। এই দেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে পৌছানো কঠিন হয়ে দাঁড়াবে এবং আমরা যখন আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে সমস্ত সীমাবদ্ধতার মধ্যে দাঁড়িয়ে এই সাড়ে সতের শতাংশ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করেছি তখন আবার মুদ্রাস্ফীতি হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের নূতন ঘাটতি বাজেটের জন্য নূতন নূতন কর আরোপের জন্য বিদেশীদের কাছে আত্মসমর্পণের জন্য সেই মনমোহন সিং -

এর অর্থনীতি হল এমন এক অর্থনীতি যে হৃদযন্ত্র নিজ থেকে চলে না। মনমোহন সিং সেই হৃদযন্ত্রে আমেরিকান পেস-মেকার বসিয়ে চালাতে চাইছে। আর এই পেশ-মেকার হৃদযন্ত্রে সচল করেনা উল্টো মানুষের কলিজাকে গিলে খেতে চায়। এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে বাজেটের সর্বোচ্চ খরচ আমরা ধরেছি শিক্ষার জন্য তারপরেও যে আমাদের আরও দরকার, আরও প্রয়োজন আছে। কেন প্রয়োজন আছে কারণ গত পাঁচটা বছরে এই রাজ্যের ভিতরে সব চেয়ে বেশী আঘাত, সব চেয়ে বেশী ধ্বংস করেছে শিক্ষার ক্ষেত্রটাকে। শুধু পরিকাঠামোর দিক থেকে না, এইটা একদিকে পরিকাঠামো, অন্য দিকে সাংগঠনিক, সব দিক থেকে পরিকাঠামোর দিক থেকেও গত পাঁচ বছর এই রাজ্যে ভিতরে নূতন করে কোন স্কুলের চেয়ার টেবিল বেঞ্চ কিনা হয়নি। সেখানে মাসের পর মাস ছাত্রছাত্রীরা মিড্-ডে-মিল পায়নি। এইটা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়েছে—তৎকালীন শাসকদলের নেতারা সেই টাকা আত্মসাৎ করেছে—তারা রঙ্গিণ টি, ভি, কিনেছে সেই টাকা দিয়ে। এইভাবে তারা শিক্ষার ক্ষেত্রে, সাংস্কৃতিক দিক থেকে, নৈতিক দিক থেকে সব দিক থেকেই একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছে। আগে ছাত্রদের মধ্যে যে ঐতিহ্য ছিল স্কুল কলেজগুলিতে এবং পরবর্তী সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে সেখানে ছাত্রদের মধ্য থেকে যে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সংগঠন ছিল, ছাত্র সংসদ ছিল যে ছাত্র সংসদ স্কুলের পরিবেশ, খেলাধূলা, কৃষ্টি, সাংস্কৃতিক সব দিক যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়, বিকাশ হয়, সেটা দেখত। সেখানে কলমের এক খোঁচায় সংবিধানকে লংঘন করে নির্বাচিত ছাত্র সংসদ ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে যেমনভাবে পঞ্চায়েত ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে, ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্স্ ভেঙ্গে দিয়েছে এবং সেখানে তাদের স্বৈরাচারী হাত প্রসারিত হয়েছে, সেখানে তাদের মনোনীত সংসদ করা হয়েছে। তাদের দিয়ে যারা স্কুলের, কলেজের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন নিয়মকানুন মানে না, যারা লেকচারারদের পেটাতে পারে, যারা বাইরে রাজনৈতিক দলের হয়ে গুণ্ডাবাজী করে যাদের ভয়ে স্কুল, কলেজ এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সন্ত্রস্ত থাকতে হয়। এইভাবে রাজ্যের শিক্ষাকে তারা ধ্বংস করেছে।

এইবার ব্যয় বরাদ্দের যেখানে ১৭ শতাংশ শিক্ষাখাতে ধরা হয়েছে—সেই জায়গাতে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অর্থাৎ স্কুল শিক্ষার ক্ষেত্রে ১৯৯৩-৯৪ সনের বাজেটে যেখানে ধরা হয়েছিল ১৪.৪ শতাংশ-সেখানে এইবার ধরা হয়েছে ৮৫.৯০ শতাংশ, এইটা লক্ষণীয়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ৪৭ বছর পরেও যেখানে সারা বিশ্বের টোট্যাল নিরক্ষর-এর অর্দ্ধেকই মানুষের বাস এই দেশে। সেই জন্য নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য এই প্রাথমিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া দরকার। সেই জায়গায় কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষার ক্ষেত্রে যা বরাদ্দ করেছেন ১৯৯৪-৯৫ সালের বাজেট তার ১০ শতাংশ মাত্র ধরা হয়েছে এই প্রাথমিক শিক্ষার জন্য। এইটাই কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে ফারাক। রাজ্য সরকার চায় একেবারে তৃণমূলস্তর পর্যন্ত শিক্ষাকে প্রসারিত করতে মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে। যে জায়গায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী বড় বড় সেমিনারে বক্তৃতা দিচ্ছে এই নিরক্ষরতা।

দূরীকরণের উপর গুরুত্ব দিয়ে-সেখানে শিক্ষাখাতে বরাদ্দকৃত ১০০ টাকার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ধরা হয়েছে মাত্র ২০ টাকা, এটাও দেখার বিষয়। পরিকাঠামোর দিক থেকে গত পাঁচ বছরে এই রাজ্যের ভেতরে নতুন করে কোন স্কুলের চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি কিছুই কেনা হয়নি, কোন স্কুলের খেলাধূলার ন্যূনতম সরঞ্জামও দেওয়া হয়নি। কোনও স্কুলে একটু মাটিও কাটা হয়নি। কাজেই, পরিকাঠামোর দিক থেকে একটা ধ্বংসের দিকে নিয়ে গেছে।

তারপর আরো মজার ব্যাপার হলো, মফঃস্বলের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে দাবী উঠেছে যে মফঃস্বল এলাকার স্কুলগুলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ শিক্ষক দিতে হবে। মজার ব্যাপার হলো, ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে শিক্ষা দপ্তরে এত শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে, ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষকের সংখ্যা প্রচুর তাসত্বেও আমরা বিষয় শিক্ষক দিতে পারছি না। কারণ গত পাঁচটি বৎসরে জোট আমলে শিক্ষার ক্ষেত্রে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন নিয়ম মানা হয়নি। সেখানে নিয়ম হচ্ছে যে ১০০ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হলে তারমধ্যে নিয়ম অনুসারে কমার্সের টিচার কতজন হবে, সায়েন্সের টিচার কতজন হবে এবং অন্যান্য বিষয়ের টিচার কতজন হবে, সে অনুসারে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু তখন এই নিয়ম মানা হয়নি। তারপর আরো দেখা গেছে যে ৫০ বছর ৫২ বছর বয়স্ক যারা আছেন, যাদের টাকার কোন অভাব নেই, শুধুমাত্র বিলাসিতার জন্য, স্কুলের কমনরুমে গিয়ে ফ্যাসান, চেহারা দেখাবার জন্য নিয়োগ করা হয়েছে। যার কারণে পরিকাঠামোগত দিক থেকে, শিক্ষক থাকা সত্বেও শিক্ষক নেই, পর্যাপ্ত পরিমাণে দেওয়া যাচ্ছে না।

শুধু তাই নয়, গত পাঁচটি বৎসরে আগে বামফ্রন্ট সরকার যেখানে মিড-ডে-মিল চালু করেছিলেন সেই মিড-ডে-মিলের টাকা বরাদ্দ হয়েছে, সেংশান হয়েছে, কিন্তু দেখা গেছে ত্রিপুরা রাজ্যের বেশীরভাগ প্রাইমারী স্কুলেই মিড-ডে-মিল দেওয়া হয়নি। তারপর খেলাধূলা জগতের কথা বলতে গিয়ে এই প্রসঙ্গে বলতে চাই এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন রাজ্যের বাজেট পেশ করলেন তখন আমাদের রাজ্যের কিছু পত্র পত্রিকায় এবং আমাদের কিছু সাংবাদিক বন্ধু সমালোচনা করলেন। যে রাজ্য বাজেটে নাকি খেলাধূলার জন্য ১০০ টাকার মাত্র ২৭ পয়সা বরাদ্দ করেছেন। হঁ্যা সেটা ঠিক। আরোও যদি বরাদ্দ হতে পারত তাহলে ভাল কথা ছিল। কিন্তু সমালোচকরা এবং সেই বন্ধুরা এটা দেখলেন না আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার, ৯০ কোটি মানুষের যারা কর্ণধার, ভারতবর্ষ যেদিন থেকে অলিম্পিক প্রতিযোগীতায় যোগ দিচ্ছে তখন থেকেই একেবারে পেছনের সারিতে প্রথম দিকে। যেখানে দুই থেকে আড়াই কোটি লোকের দেশ কিউবা অলিম্পিকে পঞ্চম বা ষষ্ঠ স্থান দখল করে। সেই ক্ষেত্রে ৯০ কোটির দেশ আমাদের ভারতবর্ষ একটা ব্রোঞ্জের কাছাকাছিও যেতে পারে না। কি করে যাবে সেখানে? এরজন্য সেই শারীরিক দক্ষতা আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে বিশেষ করে তরুণ সমাজের মধ্যে নেই।

আমার দেশের ক্রিকেটার ফুটবলার এ্যাথলেট-জিমনাস্ট যারা রয়েছে তারা বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তের খেলোয়াড়দের মত পেরে উঠতে পারে না। কিন্তু সেখানে প্রতিযোগিতা করার জন্য পরিবেশটা কোথায়? আমার দেশের তরুণ-তরুণীর ভাবতে হয় আমরা কি করে অলিম্পিকে মেডেল পাব। কি করে অনুশীলন করব। না, সেই সুযোগ নেই। চিন্তা করতে হয় কি করে সকাল-বিকাল ভাতের ব্যবস্থা করবে। তার বোনের বিয়ে। স্কুলের ফিস্‌ দিতে পারে না পড়তে গিয়ে। একটা বই দিতে পারে না। এবং সে স্কুল-কলেজ থেকে পাশ বেড়িয়ে তার ভবিষ্যৎটা কি হবে সেই ব্যাপারে সুনিশ্চিত না। কাজেই এই দেশের যুবক যত দক্ষতাই থাকুক, সে যতই শক্তিশালী হোক তার পক্ষে পৃথিবীর অন্যান্য খেলোয়ারদের সঙ্গে দক্ষতার লড়াই করে পদক নিয়ে আসা অসম্ভব। এই ব্যর্থতা আমাদের দেশের তরুণ সমাজের না। সেই জায়গাতে আমাদের সরকার সমস্ত রকমের প্রতিকূলতার মধ্যেও একশ টাকার মধ্যে সাতাশ পয়সা বরাদ্দ করেছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার কি করেছেন? আমাদের রাজ্যে এটা মাথাপিছু ২৮ লক্ষ মানুষের জন্য চার টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১৯৯৪-৯৫ইং সালের যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া এই খাতে বাজেটের মধ্যে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া খাতে ৯০ কোটি মানুষের জন্য এক টাকাও খরচা করছেন না। এটা একটা দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপার। যুবসমাজ সুষ্ঠু পরিমণ্ডলের মধ্যে তৈরী না হোক্‌। ওরা মেতে থাকুক ডিস্কো ডেন্সের ব্যাপারে। ড্রাগের আসক্তে ওদের জীবনটা চলে যাক। তখন তাকে বলা হবে যাও বজরং বলীর নামাবলী গায়ে দিয়ে বাবরি মসজিদ ভাংগার জন্য। সন্তোষমোহন দেব দিল্লী থেকে এসে বলে যান রাম দা নিয়ে ঐ পার্টি অফিসটা উড়িয়ে দাও। সমীর বর্মণের মত বলবে, যাও মিউনিসিপালিটির ঘরে বোমা রেখে আস। আতংকিত কর রাজ্যটাকে।

কাজেই এটাই হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গী। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী যুবসমাজের তারুণ্যকে, তাদের টেলেন্টকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে দেশের জন্য দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে প্রকৃত একটা স্কোয়ার মানুষ তৈরী করা। প্রকৃত ভারতবাসী তৈবী করা। আগামীদিন যে কোন চেলেঞ্জের সামনে আত্মবলিদান দেওয়ার জন্য সে দাঁড়াবে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে গত ১১ মাসে মাননীয় সদস্যরা বলেছেন যে ক্রীড়া ক্ষেত্রে খড়া চলছিল। গত ৫ বছরে স্কুল, কলেজগুলিতে খেলা নেই, বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অ্যান্যুয়েল স্পোর্টস হবে না। আজকেও কোন কোন স্কুলে এমন কি আমাদের শহরের একটা অভিজাত্য স্কুল, নিজেদের বলে অভিজাত, সেই মানুসিকতার লোক আছে তখনকার প্রভুদের ছত্রছায়ায় যারা আছেন তারা বলেন খেলাধুলা করলে নাকি স্কুলের আভিজাত্য নষ্ট হয়ে যাবে, স্টেনডার্ড নষ্ট হয়ে যাবে, খেলাধুলা করাবেন না। যাই হউক, এটা দেখার বিষয় আমরা দেখব। এই মানসিকতা দূর করতে হবে না হয় তাদের স্কুল ছেড়ে চলে যেতে হবে। আমরা গত ১১ মাসের মধ্যে সমস্ত স্কুল, সমস্ত কলেজ, ক্লাব এবং অ্যাসোসিয়েশন-এ আমরা খেলা শুরু করেছি, টাকা হয়ত তেমন নেই। কিন্তু আমাদের মন্ত্রটা কি? মন্ত্রটা হচ্ছে এই যুব সমাজ করতে চায়, সৃষ্টি করতে চায়, আমরা তাদের তুলে ধরেছি।

তাদেরকে আমরা নেশায় মাতোয়ারা হয়ে তাদের ধ্বংস করার জন্য অবক্ষয়ের মধ্যে তুলে দেওয়ার জন্য সেই সুযোগ আমরা দেইনি। তারই ফলস্বরূপ আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের ছেলে-মেয়েরা গত ফেব্রুয়ারী মাসে সর্ব ভারতীয় সাব জুনিয়র স্কুল গেমস হয়েছে সেখানে আমরা তৃতীয় স্থান লাভ করেছি। এটা ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসে প্রথম। আমাদের এই রাজ্যের কমলপুরের মেয়ে মিলন দেববর্মা একটি প্রত্যন্ত এলাকা থেকে এনে আমরা কোচিং দিয়েছি, ট্রেনিং দিয়েছি। সে আজকে সারা ভারতবর্ষের খেলা মিট থেকে সোনা কুড়িয়ে এনেছে। আরও অনেক সম্ভাবনা আছে। গত কয়েকদিন আগে ত্রিপুরা রাজ্যে অ্যাথলেটিক মিট হয়ে গেল, আমাদের রাজ্যের ছেলেমেয়েরা যে ফলাফল করেছে আমরা একটু বিশ্লেষণ করে দেখলাম ভারতবর্ষের প্রথম সারির যারা খেলোয়াড় তাদের থেকে মাত্র কয়েক ভগ্নাংশ পিছিয়ে। একটু যদি আমরা জোড় দিতে পারি, নিবিড় ভাবে অনুশীলন করাতে পারি, তাহলে আগামী কয়েক বছরের ভিতরে ভারতবর্ষের সেরা এই রাজ্য থেকে খেলোয়াড় আমরা তৈরী করতে পারব। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আর একটা কথা বলতে চাই। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনার বাজেট ভাষণে বলেছেন, আমরা এই রাজ্য-এর মধ্যে আমাদের সীমাবদ্ধতার মধ্যে ষ্টেডিয়াম করতে চাই এবং খেলাধূলার মাঠ বিভিন্ন প্রান্তে তৈরী করতে চাই, এটা একটা চেলেঞ্জিং জব আমাদের সামনে। একটা রাজ্যের পক্ষে একটা ষ্টেডিয়াম তৈরী করা কেন্দ্র যদি সহযোগিতা না করে কিন্তু এটা তাদের কর্তব্য এবং আমরা একটা দুঃসাহস নিয়ে এগুচ্ছি। বাঁধারঘাটে একটি ষ্টেডিয়াম হবে। এটা নিয়ে গত জোট আমলে ঐ পশ্চিমবঙ্গ থেকে একজন ভালো যাত্রা অভিনেত্রী মমতা দেবীকে এনে সেই দশ বছর আগে প্রতাপচন্দ্র চন্দ এখানে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন। এটাকে তুলে দিয়ে নতুন করে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের মেলা হল, যাত্রা হল আর একটা। সেখানে ১ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিল থেকে শুধু গাড়ী ভাড়ার নামে তুলে নিয়ে গেল। কিন্তু দেখা গেল কোন গাড়ী সরকার থেকে দেওয়া হয়নি, একটি পয়সাও না। এটা তুলে নিয়ে তৎকালীন মন্ত্রী এবং এই খেলাধূলোর সঙ্গে যুক্ত যারা তারা সব কিছু শেষ করে দিয়ে গেছে। স্কুল কলেজে একটা কেরাম বোর্ড নেই, ফুটবল নেই। তৎকালীন মন্ত্রীর বাড়ীতে জেনারেটার লাগিয়েছেন, ১৮ হাজার টাকা জেনারেটার-এর জন্য নিয়ে গেছেন। কতবার দপ্তর থেকে চিঠি দেওয়া হয়েছে যে আপনি জেনারেটার ফেরৎ দিন, একটু সৌজন্য বোধ নেই, একটা উত্তরও দেয়নি। হ্যাঁ, সৌজন্যবোধ দেখানো হবে যখন আমরা পুলিশ পাঠাব। এই হল ঘটনা। আমার বক্তব্য হল যে স্টেডিয়ামের জন্য সি, পি, ডাব্লিউ, ইস্টিমেট দিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারকে আমরা অনেক অনুরোধ করেছি, ওরা আমাদের দুই কোটি টাকা দেবে না বলেছেন। আমরা বলেছি এবং আমরা দাবী রাখছি এই হাউস থেকে, রাজ্যবাসীর পক্ষ থেকে যে এটা তাদের দিতে হবে। আমরা আরও ৫ কোটি টাকা চেয়েছি, আমাদের রাজ্য থেকে আমরা দুই কোটি টাকা দেব। এর মধ্যেও কেন্দ্র কত দেবে না দেবে এটা অনিশ্চিয়তার ব্যাপার। আমরা লড়াই করব ত্রিপুরা রাজ্যের ক্রীড়াপ্রেমীদের নিয়ে,

আমরা আশা করি এই লড়াইয়ে আমরা জিতব। কেন্দ্রীয় সরকার দিতে হবে। এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা আগামী অর্থ বছরে-এর শুরু থেকে এই স্টেডিয়ামের কাজ-এ হাত দেব। এটা এই রাজ্যের মানুষের আশীর্বাদ থাকলে, সহযোগিতা থাকলে খেলোয়াড়দের যে স্প্রীট সেটা এই রাজ্যের মধ্যে হবে এটা আমরা আশা করি। তার জন্য এখানে যে ডিমাণ্ডগুলি পেশ হয়েছে বিশেষ করে ৪১ এবং ৪২নং তার উপর আমার বক্তব্য রেখেছি এবং তাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ মাননীয় উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী শ্রীঅঘোর দেববর্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক যে কয়টি বিভিন্ন দপ্তরের ডিমাণ্ড এই হাউজে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করেছিলেন, তার সব কয়টিতে ডিমাণ্ড এর সমর্থন জানিয়ে এবং আমার দপ্তরের ১৯,৩২ এবং ১২নং ডিমাণ্ডের পক্ষে আলোচনায় অংশগ্রহণ করছি। স্যার, এটা বাস্তব সত্য যে, গত জোট সরকারের আমলে রাজ্যের অর্থ নৈতিক অবস্থা যে জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল, যে একটা ধ্বংসস্তুপ, তারমধ্য দিয়ে এবার পূর্ণ একটা বাজেট এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে। এটা আমরা জানি যে, আমাদের অর্থসংস্থানের সুযোগ কম, তা সত্ত্বেও ত্রিপুরার পিছিয়ে পড়া মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রশ্ন সামনে রেখে বিজ্ঞান সম্মত বাজেট এখানে উপস্থাপিত করতে সম্মত হয়েছে। আজকে বিরোধীরা পুরো বাজেট অধিবেশন বয়কট করে বসে আছে। এটা হল পালিয়ে থাকার একটা সুযোগ দেওয়া, কারণ তারা জানেন যে, বিধানসভায় যে কোন জনপ্রতিনিধিই প্রশ্ন তুলবেন, গত ৫ বৎসর আপনারা কি করেছেন। কোথায় কি ধরণের অর্থের নয়ছয় হয়েছে, এই প্রশ্নগুলির জবাব তাদেরকে দিতে হবে। কাজেই, তাদের পক্ষে এই জবাব দেওয়া মোটেই সম্ভব নয়। স্বাভাবিক কারণেই নিজের মুখটা লুকিয়ে রাখা যায় কিনা তার জন্যই তারা এই বাজেট অধিবেশনে আসেননি। এবার আমরা লক্ষ্য করলাম, ঘাটতিবিহীন, কর-বিহীন একটা বাজেট এখানে উপস্থিত করা হয়েছে। আর ওদের সময় যতগুলি বাজেট হয়েছে, সবগুলি ঘাটতি রেখে করা হয়েছে। প্রতিবার আমরা লক্ষ্য করলাম যে, তাদের ঘাটতি পূরণ করার জন্য এ. ডি. সি. এর যে টাকাটা, এটা বরাদ্দকৃত টাকা, রাজ্য সরকারের অনুমোদিত টাকা, সেই টাকা আটকে রেখেও তারা তাদের সেই ঘাটতি পূরণ করতে পারেনি। এবং এ. ডি. সি. এলাকায় জুমিয়া ভূমিহীন গরীব অংশের মানুষ যারা আছেন সেই অংশের মানুষদেরকে শিক্ষায় দীক্ষায় সামনের দিকে নিয়ে আসার জন্য যে এ. ডি. সি. করা হয়েছিল। কাজের টাকা আটক করে রেখে তারা ঘাটতি পূরণ করতে চেয়েছিল কিন্তু পারেনি। আমরা জানি তাদের একটি কৃতিত্ব আছে। তাদের কৃতিত্বটা কি, সেটি হচ্ছে, এ. ডি. সি'র সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজের ভুমরে মুছরে শেষ করেছিলেন। আমার ডিমাণ্ডের আমি যা দেখলাম, উপজাতিদের পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। তারা চিৎকার দিয়ে বলেছিলেন যে, বামফ্রন্ট সরকার ২৫ হাজার করে পুনর্বাসন দিয়েছেন, আমরা এখন ৩০ হাজার

করে দেব। আমি এখানে দেখলাম নিজের দলের লোকদের ৫০/৬০ পরিবার উপজাতিদের নিয়ে কলোনি গড়ে সেখানে ঐ এলাকার নেতাকে দিয়ে সর্দার বানিয়ে রেখে দেওয়া হল। আর ঐ জুমিয়ারা মাথাপিছু ১০ হাজার করে তাদেরকে সেলামি দিতে হত। এখানে হিসাব করে দেখা গেল প্রতি পরিবারের পিছে তারা মাত্র ৫ হাজার টাকা খরচ করেছিলেন। তাহলে পরে আর বাকী বাকী টাকা কোথায় গেল? আমরা যখন জুমিয়াদের জিজ্ঞেস করি তখন তারা বলেন যে, আর কি করব বাবু মশায়। এই পাঁচটি হাজার টাকা নিতেই হয় ছেলেমেয়েদের খাওয়া পড়ার জন্য। এমন কি জুমিয়াদের টিন পর্যন্ত নিয়ে গেলেন চেয়ারম্যান। এইভাবে উপজাতিদের উন্নয়নের নামে উপজাতিদের ধ্বংসের দিকে দিকে নিয়ে গিয়েছিল গত ৫ বছরে। মুখে অনেক কথা বলতে পারে মানুষ, আমরা দেখলাম। উপজাতি হেডে টাকা ধরা হয়েছে। ল্যাণ্ড ডেপলাভমেন্ট ব্যাংক, কর্পোরেশন এই সমস্তগুলিতে আমরা কি দেখলাম এখানে জনপ্রতিনিধি রবীন্দ্র দেববর্মা এম. এল. এ. তারপর সেই দপ্তরের যে মন্ত্রী হয়েছেন রতিমোহন জমাতিয়া টি. ইউ. জে. এস'র নেতা। আমরা খবর নিয়ে দেখলাম প্রায় ৬ লক্ষ টাকার উপর খরচ করেছেন গাড়ীর টাকা বেতন ইভাতা ত্যাদি মিলে। কার বেতন ভাতা, চেয়ারম্যানদের বেতন ভাতা। চেয়ারম্যান অগ্রিম নিয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি নিতে পারেন না, কেন না তিনি কর্মচারী নন তিনি একজন জনপ্রতিনিধি। অথচ তিনি অগ্রিম টাকা নিয়ে গেলেন, এখনো ফেরত দেননি। এবং লোন নিয়ে গেলেন। যারা গরীব অংশের মানুষ তারা পাইনি লোন। নিয়ে গেলেন, এম. এল. এ মেম্বাররা। আর চম্পকনগর ল্যাম্পস থেকে চন্দ্রোদয় রূপিনী নিয়ে গেলেন ১০ হাজার টাকা। এই হচ্ছে জনপ্রিয় নেতাদের অবস্থা। আমরা এই সমবায় দপ্তরের জন্য যে টাকা রেখেছি, তার পরিমাণ হচ্ছে, ৬ কোটি ৭২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। কিন্তু পূর্বতন জোট সরকার এই সমবায় দপ্তরটিকে কি করে রেখে গেছে? তাদের আগে এই রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ছিল ১০ বছরের জন্য, তখন আমরা এই সমবায়কে বিরাট দায়িত্ব দিয়েছিলাম এবং সেই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমরা সমবায়ের মাধ্যমে অনেক কাজও সেদিন করেছিলাম। কিন্তু বিগত ৫ বছরে ঐ জোট সরকার সমবায়ের নানাবিধ সুযোগ থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে বঞ্চিত করেছে এবং এই রাজ্যের মানুষকে আবার ফড়িয়া, মহাজন এবং শোষকদের ইচ্ছা পূরণের দিকে ঠেলে দিয়েছে। কৃষক তার ফসলের নায্য দাম পাইনি। অর্থাৎ নানা ভাবে ঐ জোট সরকার ত্রিপুরার মানুষকে গরীব থেকে আরও গরীব করে দিয়েছে। তাই আমরা জোট আমলের সমবায়গুলিতে যারা কব্জা করতে বসেছিল, তাদের ভেঙ্গে দিয়েছি এবং ভেঙ্গে দিয়ে সেগুলিতে নতুন করে নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছি, পর্য্যায়ক্রমে সমবায়গুলিতে নির্বাচনও হচ্ছে, যাতে সেই ল্যাম্পস এবং প্যাক্সগুলি শক্তিশালী হয় এবং সমবায়ের বিভিন্ন কাজ কর্মে যাতে রাজ্যের গরীব অংশের মানুষগুলি অংশগ্রহণ করতে পারে। সেই ফড়িয়া, মহাজন আর শোষকেরা যেন এই গরীব মানুষগুলিকে আর শোষণ না করতে পারে। তারা যেন তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের নায্য দাম পেতে

পারে। এবং সেই সঙ্গে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সস্তায় সমবায়গুলিতে পেতে পারে, আর, তার জন্যই এই বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থবরাদ্দ করা হয়েছে। স্যার, ঐ জোট আমলে অনেক বড় বড় কথা শুনা গিয়েছিল যে জোট সরকার গ্রামে-গঞ্জে যেখানে রাস্তা নেই, সেখানে রাস্তা করে দেবে, যেখানে পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, সেখানে পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দেবে। কিন্তু বাস্তবে আমরা কি দেখলাম? আমরা দেখলাম যে তাদের কথার সংগে বাস্তবের কোন মিল নাই। বরং এই রাজ্যে তাদের আগে যা কিছু ছিল, সেগুলিকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিল, অর্থাৎ রাজ্যের মানুষগুলি যে দুঃখ-দুর্দশায় ছিল, তাদের সেই দুঃখ-দুর্দশা আরও অনেক গুণ বেড়ে গিয়েছে। স্যার, তাদের আমলে সরকারের প্রতিটি দপ্তরে দুর্নীতি এমনভাবে ঢুকে পড়েছে, আমরা এসে সেগুলিকে বন্ধ করবার চেষ্টা করছি, তত বেশী করে তাদের দুর্নীতি বেরিয়ে পড়ছে। অন্যদিকে আমরা গত ১১ মাস ধরে সরকার চালাচ্ছি, তাতে আজ অবধি একটা দুর্নীতি কথাও কেউ বলতে পারেননি। মানুষ কাজ পায়নি, না খেয়ে মরেছে, শিশু তার মায়ের দুধ খেতে পায়নি, কারণ, সেই মা কিছু খেতে না পারায়, তার শিশুকে তার দুধ দিয়ে বাঁচাতে পারেনি। স্যার, তারা তো আজ বিরোধী দল, কিন্তু বিরোধী দলই এই রাজ্যে অনেক দিন ক্ষমতায় ছিলেন, তবু এই রাজ্যের মানুষকে বাঁচানোর, তাদের কোন দায়িত্বই ছিল না। আর, সেজন্যই তাদের সরকার এখনও বলছে যে, দেশের এখনও সাড়ে ছয় হাজার কোটি টাকার ঋণ রয়েছে। এই অবস্থা এই ত্রিপুরা রাজ্যে এত বড় বড় বাজেট হয়েছে হাজার হাজার টাকার বাজেট হয়েছে এখন বলতে হচ্ছে ৬০০ কোটি টাকার মত ঋণ আছে। এই টাকাগুলি কোথায় গেল? একটা জায়গায়ত খরচ হয়েছে। হ্যাঁ, যাদের গাড়ী ছিল না, তাদের গাড়ী হয়েছে, যাদের বাড়ী ছিল না তাদের বাড়ী হয়েছে। এটা বাস্তব এবং সত্য কথা। তাহলে এই টাকাগুলি কোথায় গেল? অথচ এই রাজ্যের ২৮ লক্ষ মানুষ, আমরা এখনও অনেক পিছিয়ে আছি অন্যান্য রাজ্যের তুলনায়, যোগাযোগের জন্য আমাদের রাজ্যে রেললাইন নাই, গাড়ীর রাস্তা নাই, একমাত্র পথ হচ্ছে এরোপ্লেইন। সেটাও প্রতিনিয়ত, প্রতি মাসে তার ভাড়া বেড়ে যাচ্ছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তারা ত্রিপুরার ২৮ লক্ষ মানুষের কথা একটুও চিন্তা করেননি। আজকে আমরা এ. ডি সির টাকা দিচ্ছি, তবুও তারা তোতাপাখীর পুরানো বুলি আওড়ানোর মত যেহেতু তাদের অভ্যাস হয়ে গেছে, হরিনাথবাবু বলছেন যে, রাজ্য সরকার টাকা আটকিয়ে রেখেছে। তার জন্য উনারা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করবেন। ওদের টি, ইউ, জে, এস, কংগ্রেস(আই)-এর জোট সরকার যখন রাজ্যে, ওরা তখন এ. ডি. সিতে ক্ষমতায়, এক গোয়ালের গরু, এই জায়গাতে দাঁড়িয়ে থেকেও দেখা গেল এ. ডি. সির বৎসরের শেষে যে হিসাব সেই হিসাব করে দেখা গেল এ. ডি. সির বরাদ্দকৃত টাকা থেকে মাত্র সাড়ে ৬ শতাংশ টাকা তারা পেয়েছে। আমরা যখন হরিনাথবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, টাকা কত পেয়েছেন? হরিনাথবাবু কাঁপতে কাঁপতে অনেক কষ্টে বলেছেন আমরা টাকা কম পেয়েছি, আমরা হতাশ, আপনারা

সাহায্য করুন। তখন আমরা বললাম; যান এখনও আপনাদের সরকার সুধীরের কাছে যান, গিয়ে বলুন। এত হতাশ কণ্ঠে উনাকে বলতে হল আমরা অসহায়, রাজ্য সরকার আমাদের টাকা দিচ্ছে না। সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে তাদের সমস্ত টাকা পি, এল, অ্যাকাউন্টে-এ ওরাই রেখেছিল, সেই টাকা দিয়ে জোটের আমলে সেই টাকা আটকে রেখে, সেই টাকা দিয়ে রাজ্যের ঘাটতি বাজেট পূরণ করার চেষ্টা করেছিল। সেই টাকা দিয়ে মন্ত্রী, এম, এল, এরা সব টাকা নয়ছয় করেছিল, সেই টাকা ওরা আত্মসাৎ করেছিল। আর সেই জায়গাতে আমরা যখন দিচ্ছি, সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এ. ডি. সির কাছে এগিয়ে যাচ্ছি, আসুন বিরোধিতা নয়, রাজ্য সরকার, এ. ডি. সি. আমরা যৌথভাবে গ্রামে-গঞ্জে যুগ যুগ ধরে যারা বঞ্চিত হয়ে আসছে, শিক্ষা দীক্ষার দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়ে আছে, যেখানে ৪০ হাজারের মত জুমিয়া উপজাতি আছে যাযাবরের মত দিনপাত করছে, বিভিন্ন সময়ে তাদেরকে এই রাজ্য থেকে চলে যেতে হয়, সেই সমস্ত অংশের মানুষের পাশে দাঁড়াবার জন্য বিরোধিতা নয়, রাজ্য সরকারের সংগে সহযোগিতা করুন। কর্ণপাত করছেন না। রাজনীতি করছে। এ. ডি. সির টাকা সব খরচ করছে, বেআইনীভাবে দুর্নীতির মাধ্যমে। আমরা সেই কথা জানি। প্রচুর টাকা ওরা দুর্নীতির মাধ্যমে খরচ করছে। আগরতলায় বসে হেড কোয়ার্টার চালাচ্ছেন তারা। মাসে তাদের গাড়ীর তেলের জন্য যে খরচ সেটা হচ্ছে ৩ লক্ষ টাকা। বৎসরে ৩৬ লক্ষ টাকা। এ. ডি. সির গরীব অংশের জন্য টাকাগুলি আর খরচ হয় না। আমরা বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে রাবার প্লানটেশানের মাধ্যমে জুমিয়াদের পুনর্বাসন ব্যবস্থা করেছি। রাবার পুনর্বাসন জুমিয়াদের একমাত্র অর্থকরী ফসল। এই রাবার পুনর্বাসনের সেটা পি জি পি'র হোক, বা টি আর পি সি'র মাধ্যমে হোক আর রাবার বোর্ডের মাধ্যমে হোক এই পুনর্বাসনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে জুমিয়ারা দাঁড়াতে পারে। এ. ডি. সি'র প্রায় ৪ লক্ষ, ৫ লক্ষ মানুষ রয়েছে, সেই সমস্ত মানুষের দুর্দিনে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করার যথেষ্ট সুযোগ ছিল, সেই অর্থ তারা তাদের জন্য খরচ করেনি। এই কথাটা তারা লুকিয়ে রেখেছেন। সেই কথা তারা বলছেন না কেন? এই হচ্ছে ব্যবস্থা স্যার। কিন্তু আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সঠিকভাবে বলেছেন, কোন দুর্নীতি আমাদের প্রশাসনে থাকবেনা। দুর্নীতির ঊর্ধ্বে রেখে ত্রিপুরার, আমাদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে দাঁড়িয়ে মানুষের জন্য যতটুকু করা যায়, একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে আমরা উন্নয়নমূলক কাজ করে যাব। অত্যন্ত বাস্তব সত্য কথা। তাদের আমলে যেভাবে টাকা নয়ছয় হয়েছে তাতে বঞ্চিত হয়েছে ট্রাইবেলরা, বঞ্চিত হয়েছে তফশিলা জাতির মানুষ, বঞ্চিত হয়েছে ত্রিপুরার ২৮ লক্ষ মানুষ। এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে এই ডিমাণ্ডগুলির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে এবং আশা করি এই হাউসে ডিমাণ্ডগুলি সর্বসম্মতি গৃহীত হবে এইটুকু বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় কৃষিমন্ত্রী শ্রীবাজুবন রিয়াং।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে হাউসে যে কয়টা ডিমাণ্ড

চাওয়া হয়েছে, তার সমর্থনে এবং যে হুইটা দপ্তর আমি দেখছি এ্যাগ্রিকালচার ডিমাণ্ড নং-২৭ তার জন্য ব্যয় বরাদ্দ আমরা চেয়েছি ৩৫ কোটি ৩৮ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা, এর একটা ২৮ নম্বর ডিমাণ্ড, হর্টিকালচার প্ল্যান এবং নন প্ল্যানে মোট ১২ কোটি ৬৮ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা ব্যয়বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। আমারা ২টো দপ্তরের জন্য কেন টাকা চাওয়া হয়েছে, তা আমি সংক্ষেপে বলব। আমাদের রাজ্যের যে অর্থনীতি সেটা কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি। রাজ্যে ৭৫ ভাগ জনগণ কৃষির উপর নির্ভরশীল। আমাদের চাষের এলাকা, বা চাষের জমি প্রায় ২.৭৮ লাখ হেক্টর এবং এই জমি এই মোট জমির শতকরা ৬৭.৭ মার্জিন্যাল ফার্মারসরা দখল করে আছে, শতকরা ২৬.৬ শতাংশ ছোট কৃষকরা চাষবাস করছে। আমাদের এইখানে আমাদের জমিতে ফসল ফলানোর জন্য জলের প্রয়োজন, সেই সুবিধা আমাদের খুব কম। আমাদের জমির শতকরা ১৫ ভাগ লিফ্ট এবং মাইনর ইরিগেশানের মাধ্যমে জলসেচের সুযোগ আছে। সেটাও সর্বত্র ঠিকভাবে বলা যায় না। কোন জায়গায় বিদ্যুতের গোলমাল, কোন জায়গায় যন্ত্রাংশের গোলমাল তারজন্য যা জল দরকার সেই জল আমরা দিতে পারিনা এবং গত ৫ বৎসরে রাজ্যের বেশীর ভাগ লিফ্ট এবং মাইনর ইরিগেশানের বিভিন্ন যন্ত্র বিভিন্ন জায়গায় নষ্ট করে দিয়ে গেছে। এইগুলি মেরামতের জন্য এই বৎসরে টাকার অভাবের জন্য আমরা সবগুলি করতে পারিনি, করা যায়নি। বিগত বন্যায় অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এর মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা সামনের বৎসরের জন্য খাদ্যশস্য ফলাবার জন্য আমরা লক্ষ্য মাত্রা নিয়েছি ৬.১৫ লক্ষ মেট্রিক টন। আমরা খুব কষ্ট করে রাজ্যের কৃষকদের জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় উৎপাদিত সার এবং ঔষধ আনছি। রাজ্যের কৃষকদের যদি আমরা প্রয়োজন অনুযায়ী সার এবং বীজ দিতে পারতাম, সরবরাহ করতে পারতাম, সেই সুযোগ যদি দেওয়া হত, নিশ্চয়ই রাজ্যের কৃষকরা যে পরিশ্রম করেন এবং আমার দপ্তর যেভাবে কৃষকদের সাহায্য করছে, আমরা যদি আরও বেশী করে দিতে পারতাম তাহলে আরও বেশী ফসল ফলানো যেত। স্যার, আমরা এখনও পর্যন্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বেশ কয়টা রাজ্য থেকে আমরা প্রতি হেক্টরে যে পরিমাণ সার ব্যবহার করি তা তুলনায় বেশী। আমরা এখন ৩৩.৭০ কেজি আমরা প্রতি হেক্টরে সার ব্যবহার করি। সেইটা সর্বভারতীয় পর্য্যায়ে ৬৬.৯০ কে. জি. প্রতি হেক্টরে কেন্দ্রীয় সরকার সারের উৎপাদন এবং বিলিবন্টনের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়ার ফলে এবং ডাংকেল প্রস্তাব কার্যকর করার ফলে এবং বিশ্ব ব্যাংক এর-চাপে নতিস্বীকার করে কেন্দ্রীয় সরকার সারের নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়ার ফলে ইউরিয়া এবং অন্যান্য সার রাজ্যের বিভিন্ন অংশে পৌঁছে দিতে আমাদেব কষ্ট হচ্ছে। গত পাঁচ বছর আমাদের রাজ্যের সমতল ভূমি বাদে টীলা জমিতে বিভিন্ন ফসল করার সুযোগ কংগ্রেস ও টি, ইউ, জে, এস, সরকার ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। বিশেষ করে বিভিন্ন ফলের বাগান এবং ধানের বীজ তৈরীর খামারগুলির সূচনায় অবস্থা করে দিয়েছে।

কৃষি দপ্তরের অধীনে ৩১টি বীজ উৎপাদনের খামার রয়েছে। এরমধ্যে কয়েকটা বাদদিয়ে বাকী খামারগুলিতে দেখছি পার্মানেন্ট ও কেজুয়েল শ্রমিক যা দরকার তার চাইতে অনেক বেশী আছে। কিন্তু সেইভাবে ফলের বাগানগুলিতে অনেক বেশী শ্রমিক কাজ করছেন। আমরা ক্ষমতায় এসে শ্রমিকদের কাজে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছি। সেইজন্য ৫৭টা ফলের বাগান এবং ৩১টা কৃষি খামার পরিচালনার জন্য শ্রমিকদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করছি যাতে উন্নত মানের ফসল উৎপাদন করতে পারে। এখানে হিসাব করে দেখা গেছে, বর্তমানে যেভাবে চলছে সেইভাবে হলে আমাদের এই বাগান ও খামারগুলিতে প্রায় সাড়ে চার হাজার শ্রমিক উদ্ধৃত্ত। তাদেরকে বাদ দিতে হবে। সেই জন্য শ্রমিকদের কাছে আবেদন রাখছি যে, তারা যেন চেষ্টা করে উৎপাদনটা বাড়ানোর জন্য, তার আয় বাড়ানোর জন্য। যদি আয় না বাড়ে তাহলে এই বাগানগুলি রাখার কোন অর্থ হয় না। শ্রমিকরাও যাতে তাদের নিজেদের বাগান ভাবে এবং সেইভাবে কাজ করে সেই দিক থেকে আপনার মারফতে আহ্বান জানাচ্ছি। আমাদের রাজ্যের কৃষকরা যে সব ফসল করছেন, সেগুলির জাতে উপযুক্ত পরিবেশে বাজার জাত করতে পারেন, সেজন্য বাজার উন্নয়ন কর্মসূচী আমাদের দপ্তর নিয়েছেন। সারা জেলা পরিষদ এলাকা এবং তার বাইরে বিভিন্ন জায়গায় সেলস্ ষ্টোরের মাধ্যমে কৃষকরা সেই ফসল বাজার জাত করতে পারেন তার ব্যবস্থা করছি। স্যার, আপনি জানেন, গত বন্যায় রাজ্যের অনেক চাষের জমি নষ্ট হয়ে গেছে। সেই জমি যাতে আবার চাষের উপযুক্ত তোলা যায় সেই ব্যবস্থাও আমরা করছি। আমাদের রাজ্যে বিভিন্ন ধরণের বীজ আমরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকে কিনে সংগ্রহ করে তারপর কৃষকদের মধ্যে বিক্রী করে থাকি। আবার আমাদের নিজস্ব খামারে আলুর বীজ হয়েছে। সেগুলি আগামী বছর দিতে পারব। সেই কর্মসূচী আমরা নিয়েছি। এইভাবে যাতে অন্যান্য সব্জী বীজও কৃষকদের দিতে পারি সেজন্য আমরা আস্তে আস্তে চেষ্টা করে যাচ্ছি। ভারত-বর্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকে সব্জী বীজ এবং অন্যান্য বীজ আনতে গেলে আমাদের লোক পাঠাতে হয়। এগুলি আনতে সময় লাগে। এতে বিলি করার ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়! কারণ, বীজগুলি এমনসময় আসে তখন কৃষকরা নিতে উৎসাহিত হন না সময় পেরিয়ে যায় বলে। সেই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। আমাদের রাজ্যে অনেক উন্নত মানের কৃষক আছেন যারা বিজ্ঞান ভিত্তিক চাষ করে থাকেন। ঠিক সেই রকম দপ্তরে অনেক বিজ্ঞ অফিসারও আছেন তাদের একসঙ্গে নিয়ে রাজ্যে কৃষি উৎপাদন বাড়াবার জন্য দপ্তর ব্যবস্থা নিচ্ছে। স্যার, আপনি জানেন, গত বন্যায় অনেক ফসল নষ্ট হয়ে প্রচুর ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে। তবু বন্যার পরে যে সময় পেয়েছেন, তাতে অন্যান্য সব্জী উৎপাদন বাড়িয়ে নিতে পারেন, সেজন্য দপ্তর থেকেও চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা আলুর থেকে আলুর বীজ উন্নত মানের উৎপাদন করেছি। আমার বিশ্বাস এটাতে বিশ্বের যে কোন জায়গা থেকে ত্রিপুরা এগিয়ে আছে। এই বীজ ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায়

নিচ্ছে এবং ভারতের বাইরেও কেহ কেহ নিচ্ছে। এবার আমরা ১০০ কে জির উপর উৎপাদন করব। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গার চাহিদা এবং ভারতবর্ষের বাইরেরও চাহিদা মত পাঠাতে পারব। কৃষকদের আর্থিক সহায়তা হিসাবে ব্যাঙ্ক যে ঋণ পাবার ক্ষেত্রে আমরা সে রকম সহযোগিতা ব্যাঙ্ক থেকে পাচ্ছি না। কৃষকরা যাতে সেটা পেতে পারে সেটা আমরা দেখব এবং এ ব্যাপারে কৃষকদের পাশে গিয়ে দাঁড়াব। একমাত্র ধান ফসল করার ক্ষেত্রে তারা গ্রুপ ইনসুরেন্সের সুযোগ দেন। কিন্তু বিভিন্ন ব্যাঙ্ক সেটা দেয় না। গ্রুপ ইনসুরেন্স থাকলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে টাকা সাহায্য পাওয়া যায়। স্যার, সেটা যাতে পাওয়া যায়, আমরা সে চেষ্টা করব। তার সঙ্গে অন্যান্য ফসল, আলু, এবং বিভিন্ন ফসল যারা করেন তাদেরকে যাতে সাহায্য দেওয়া যায় এবং তারা যাতে প্রচুর পরিমাণে ফসল ফলাতে পারেন তারজন্য আমরা চেষ্টা করছি। স্যার, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে প্রচুর পরিমাণে পানচাষী আছে। ট্রাইবেলদের একটা বিরাট অংশ খাসিয়া পান চাষ করে। তাদেরকে সহায়তা করার জন্য আমাদের দপ্তর কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন। আমরা ডেমোনেষ্ট্রেশান হিসাবে পানের বুরুজ তৈরী করা, পানের চারা তৈরী করা, ঔষধ, সার, বীজ ইত্যাদি বাবদ ১ হাজার টাকা সাহায্য দিয়ে রাজ্যের পান চাষীদেরকে সাহায্য করছি এবং এবার থেকে পান চাষীরা যাতে আরও ব্যাপকভাবে পান চাষের সুযোগ পেতে পারেন সেই লক্ষ্যমাত্রা আমরা নিয়েছি। আগামী বছর থেকে রাজ্যের পান চাষীরা আরও সুযোগ সুবিধা পেয়ে এগিয়ে যেতে পারবেন। এই কথা বলে আজকের ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রী গোপালচন্দ্র দাস।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, ১৯৯৪-৯৫ইং সালের বাজেটে দফা ওয়াড়ী ব্যয়বরাদ্দ নিয়ে যে আলোচনা চলছে তাতে আমার দপ্তর এ্যানিম্যাল হাসবেণ্ড্রি এবং জেইল দপ্তরের সমর্থনে কয়েকটি কথা বলতে চাই। স্যার, আপনি অবগত আছেন যে এ্যানিম্যাল হাসবেণ্ড্রি দপ্তর একটা সায়েন্টিফিক দপ্তর এবং তার একটা টেকনিক্যাল দিক আছে। গত পাঁচ বছরে রাজ্যের কর্ণধাররা এই ডিপার্টমেন্টের সর্বনাশ করে দিয়েছেন। এই টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্টের সমস্ত টাকা পয়সা তারা টেকনিক্যালী কিভাবে নয়ছয় করা যায় সেই পন্থাই তারা নিয়েছিলেন। আমাদের কতগুলি ফার্ম ছিল। বিশেষ করে আর. কে. নগর ক্যাটেল ব্রিডিং ফার্ম, বিভিন্ন ডাক ব্রিডিং ফার্ম, গান্ধীগ্রাম ষ্টেট পোল্ট্রি ফার্ম ইত্যাদি। গত পাঁচ বছর ধরে এই ফার্মগুলিকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। আমরা সরকারে আসার পর এইগুলিকে রিভাইভ করার জন্য প্রচেষ্টা নেই। স্যার, আমরা যে অবস্থায় পেয়েছিলাম, তখন ১৯৯৩-৯৪ইং সালে আমরা বাজেটে টাকা পেয়েছিলাম, এ্যানিম্যাল হাসবেণ্ড্রি ডিপার্টমেন্টে অরিজিন্যাল বাজেট প্রপোজাল ছিল ৪ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ড্রাস্টিক্যালী বাজেটের প্ল্যান সাইড কাট করে ফলে আমার এই দপ্তরের বাজেট বরাদ্দও কাট

হয়ে যায়। তাতে এনিম্যাল হাসবেণ্ড্রি ডিপার্টমেন্টের রিভাইসড বাজেটে বরাদ্দ দাঁড়ায় ৩ কোটি টাকা। এই তিন কোটি টাকার মধ্যে ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা পি. ডাবলিউ. ডি. খাতে চলে যায়। বাকী রইল ২ কোটি ৯৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। এই ২ কোটি ৯৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার মধ্যে সেখানে প্ল্যানে কিছু বেতন ভাতা ইত্যাদি দেওয়ার ফলে প্রায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা চলে যায়। ডেভেলাপমেন্টের ক্ষেত্রে মাত্র ১ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা থাকে এরমধ্যে আমাদের কাজটাকে সীমাবদ্ধ রাখতে হয় ফলে আমাদের অনেক পরিকল্পনা থাকা সত্বেও এই পরিকল্পনা কেটে কাটছাট করতে হয়েছে। আমাদের কাজের পরিসীমা টাকা অনুযায়ী সংক্ষিপ্ত করতে হয়েছে। ১৯৯৪-৯৫ সালে আমাদের বাজেট এলোকেশ্যান রাখা হয়েছিল, ৯ কোটি ৩ লক্ষ ২২ হাজার টাকা। তারমধ্যে ৩ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা ডেয়ারী ডেভলাপমেন্ট-এ এবং ১ কোটি টাকা নন্ প্ল্যান যেটা সবটাই হচ্ছে, বেতন ভাতা কর্মচারীদের ৫ কোটি ১৭ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা, আর ডেয়ারী ডেভেলাপমেন্টে ৩৩ লক্ষ টাকা। এনিমেল হাজবেনডারিতে ১৯৯৪-৯৫ সালে ৩৬ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে, সেটা প্রায় ২ কোটি টাকা চলে যাবে সেখানে বেতন ভাতা এবং ওয়েসেস্ দেওয়ার জন্য। এখানে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। স্যার, আমরা তার যে কমপারেটিভ ষ্টাটমেণ্ট তুলে ধরি তাহলে আমার দপ্তরে কি কাজ হয়েছে এবং কি ডেভেলাপমেন্ট হয়েছে এই হাউসের সামনে পরিস্কার হবে। স্যার, পলট্রি ডেভেলাপমেন্টের ক্ষেত্রে এই কথাটা বলার আগে আমি আর একটা কথা বলে নিতে চাই যে, এই যে বাজেট তার মধ্যে ৩৬ লক্ষ টাকা রয়ে গেছে প্রিভিয়াস লায়েবিলিটি যেটা এখনও আমরা পরিশোধ করতে পারছি না এবং এই বাজেটে এখনও প্রভিশ্যান রাখা যায়নি, যেটা বিগত সরকারের আমলে এই লায়েবিলিটিজ রেখে গেছে। এই সমস্ত ওরা রেখে গেছেন যেগুলির বিভিন্ন কাজ এবং অকাজ তারা করেছেন, সেই দায়িত্ব আমাদের উপর চাপিয়ে রেখে গেছেন। স্যার, এখন আমি পলট্রির কথা বলছি ১৯৯২-৯৩ সনে পীডস্ প্রডিউস হয়েছিল, সেখানে ৭২ হাজার টাকা, ১৯৯৩.৯৪ সালে ১ কোটি ৯৫ হাজার টাকা, স্যার, আমরা ১৯৯৫-৯৬ সালে এটা ১ লক্ষ টাকা রেখেছি, এই কারণে আমাদের ষ্টাট পলট্রি ফার্ম এটাকে সায়েন্টিফিক্যালি করার জন্য, তারজন্য ২ মাস তাকে বন্ধ রেখেছি। কারণ, তার যে সমস্ত জীবানু সেই সমস্ত জীবানু মুক্ত করার জন্য এটা হয়নি এতদিন। স্যার, এই কারণে, বন্ধ রাখতে হবে। সেই কারণে, আমরা টারগেট কিছুটা কম রেখেছি, যাতে এখন থেকে সাইনটেফিক্যালি ফার্মটাকে মেইনটেইন করা যায়। স্যার, একটা আনন্দ সংবাদ দিতে পারি যে, এই বছরে ১৯৯৪-৯৫ সালে আমরা বয়লারের জন্য একটা পরীক্ষামূলক সীডস্ প্রজেক্ট হাতে নিয়েছি এবং আগামী ২৬শে মার্চ একটা ফাষ্ট লট বের হবে। এই রাজ্যের ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা এবং ব্রয়লার জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে বিশেষ করে অর্থনৈতিক দিক থেকে যুবকরা এবং অন্যান্য চাষীরা অগ্রসর হচ্ছে, তার যে ইকনমিক কনডিশ্যান আপ-গ্রেড করার জন্য।

কাজেহ, এটা খুবই উপযোগী হবে যদি আমরা এটা সাক্‌সেসফুল করতে পারি। তার জন্য ১৯৯৪-৯৫ সালের টারগেট আমরা ফিক্সড্‌ করেছি ২০ হাজার। এটা পরীক্ষামূলক আমরা শুরু করেছি, যাতে আমরা ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে পারি। আমাদের কনষ্ট্রাকশানের প্রবলেম রয়ে গেছে কারণ, জোট সরকারের আমলে কিছু বেআইনী কাজ হয়েছিল এই সমস্ত কারণে তার বিরুদ্ধে ভিজিলেন্সও আছে এবং কনষ্ট্রাকশানের কাজ বন্ধ হয়ে রয়েছে। যদি ইতিমধ্যে ভিজিলেন্সের ক্লিয়ারেন্স পাওয়া যায় এবং কনষ্ট্রাকশান কমপ্লিট হয় তাহলে এটা আমরা অনেক পরিমাণ বাড়াতে পারব।

জোট সরকারের আমলে কিছু বে-আইনী কাজকর্ম হয়েছিল, এই সমস্ত কারণে ভিজিলেন্স প্রয়োজনে কনষ্ট্রাকশানের কাজ বন্ধ হয়ে রয়েছে। যদি ইতিমধ্যে ভিজিলেন্স ক্লিয়ারেন্স পাওয়া যায় এবং কনষ্ট্রাকশাম সেখানে কমপ্লিট হয় তাহলে এইটা আমরা অনেক পরিমাণে বাড়াতে পারব। স্যার, এ ছাড়াও ন্যাশিনেল কো-অপারেটিভ ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশান, তার কাছে এন, সি, ডি, সি, প্রজেক্ট আমরা একটা সাবমিট করেছি ৬৩ হাজার লেয়ারে যাতে আমরা এন, সি, ডি, সি-র সেখানে সিষ্টেম আমরা পাই। তার জন্য যাতে সেখামে বিশেষ করে বেকার যুবক যারা আছে যারা এই সমস্ত অর্থনৈতিক উন্নয়নে এগিয়ে আসবে তাদের সাহায্য করার জন্য। স্যার, আমাদের ডাক ডেভেলাপমেন্টের ক্ষেত্রে সেখানে ১৯৯২-৯৩ তে যে, এচিভমেন্ট হয়েছিল ৩২ হাজার টাকা, ১৯৯৩-৯৪ সালে এচিভমেন্ট হয়েছে ৪০ টাকার। আমরা টারগেট রেখেছি ১৯৯৪-৯৫-এ ৪৫ হাজার টাকার এইটা আমরা প্রডিউস করব ইতিমধ্যে! স্যার, আমাদের খাঁকি কেমেল হাঁস এইটা খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে আমরা রাজস্থান, মেঘালয়, আন্দামান নিকোবর এবং পশ্চিমবঙ্গে প্রায় তিন হাজার সাপ্লাই করেছি। অন্যান্য জায়গা থেকেও আরও ডিমাণ্ড এসেছে। তাছাড়াও এই ডাক রিহ্যাবিলিটেশন্‌ স্কীম-এর জন্য গভর্ণমেন্ট অফ ইণ্ডিয়ার কাছে আমরা আরও ১ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকার একটা স্কীম সাবমিট করেছি। এছাড়া ডাক ডেভলাপমেণ্ট-এর ব্যাপারে এখানে বিশেষ গুরুত্ব আছে। বিশেষ করে আমাদের ত্রিপুরাতে বা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে ভারতবর্ষে মাত্র দুইটি ডাক প্রডাকশান সেন্টার আছে। একটা আছে ব্যাঙ্গালোরে, তারপরেই হচ্ছে আমাদের আগরতলাতে। আমরা ন্যাশানেল লেবেলে কনফারেন্স-এর অরগেনাইজ করেছি ডাক ডেভেলাপমেন্টের জন্য আগামী ১৮ এবং ১৯শে এপ্রিল এইটা আগরতলাতে হবে। এইটা অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ যে আমরা বিশেষ করে আগরতলাতে এই কনফারেন্স-এর মধ্য দিয়ে আগামী দিনে কি করে এই অঞ্চলের এই হাঁসকে আরও কত বেশী উন্নত করা যায়, এইটাকে কি করে আরও বাড়ানো যায় তার জন্য এই কনফারেন্স ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকে যারা এক্সপার্ট তারা আসবেন এবং এটার সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করবেন। এইটা আমাদের রাজ্যের পক্ষে সুখবর স্যার। স্যার, আমাদের রাজ্যে শুকর চাষও একটা ভাইটেল স্কীম। বিশেষ করে আমাদের উপজাতিদের মধ্যে এইটা খুব

জনপ্রিয়, তারা নিজেরা শুকর চাষে এগিয়ে এসেছেন। স্যার, আমাদের পিগ প্রডাকশান ফার্ম আছে নালকাটাতে ষ্টেইট পলট্রি ফার্ম আছে, গান্ধীগ্রামে আমাদের ষ্টেট লেবেলে ফার্ম আছে। তাছাড়া বীরচন্দ্রমনু, অমরপুর, নবীনছড়া এখানেও আমাদের ইউনিট আছে। তাছাড়াও হাওয়াইবাড়ীতে আমরা একটা নূতন পিগ ফার্ম অলরেডী চালু করছি। সেখানেও ১৯৯২-৯৩তে আমাদের যে এচিভমেন্ট হয়েছিল এগারশত। ১৯৯৩-৯৪ সালে পনেরশত, ১৯৯৪-৯৫ সালে ষোলশত সেখানে টারগেট নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও আমরা স্পেশাল এই পিগ প্রডাকশানের ক্ষেত্রে অলরেডী গভর্ণমেণ্ট অফ্ ইণ্ডিয়ার সঙ্গে করসপনডেন্স করে অতিরিক্ত ২৫ লক্ষ টাকা আমরা পেয়েছি, যেটা ষ্টেট স্কীমের অতিরিক্ত। স্যার, আমাদের রাজ্যে এই এনিমেল হাজবেনড্রি আই, সি, ডি, পি, প্রোগ্রাম অর্থাৎ যেটা ইনটেনসিপ কেটেল ডেভলাপমেণ্ট প্রোগ্রাম সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে এইটার মধ্যে দিয়ে আমাদের যে সমস্ত দেশী গরু আছে তাদের ক্রস্ ব্রীডিং-এ অর্থাৎ সংকর জাতীয় গরু উৎপাদন অর্থাৎ উন্নত জাতের গরু উৎপাদন করা—এইটা আমাদের লক্ষ্য। ধীরে ধীরে মানুষ যাতে সেইদিকে ঝোঁকে এবং তাদের উন্নয়নের পথ যা'তে সুগম করতে পারি এই লক্ষ্যে এই আই, সি, ডি, পি, প্রোগ্রাম এই রাজ্যে চালু করা হয়েছে। এবং সেটাকে আমাদের সরকার অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে যে অ্যাচিভ্মেণ্ট ১৯৯২-৯৩ ইং সনে ৪৫ হাজার, সেখানে ইন্সেপ্শন্ হয়েছিল, ১৯৯৩-৯৪ সালে ইন্সেপ্শন্ অর্থাৎ কৃত্রিম প্রজনন্ হয়েছে ৫০ হাজার। আর ১৯৯৪-৯৫ সালে এই টার্গেট আমরা রেখেছি ৫৫ হাজার। সেখানে স্যার, আমরা ফ্রোজেন সিমেন (হিমায়িত প্রোভি) চালু করে আজকে দুর্গম এলাকাতেও নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। আগে কিন্তু এইটা ছিল না। ফলে লিকুয়িড্ সিমেন নিয়ে যাবার পর দেখা যেত সেটি নষ্ট হয়ে গেছে বা সেইভাবে প্রিজারভেশন করার মত বরফ ইত্যাদি ছিল না। ফলে অনেক অসুবিধা আমাদের ফিল করতে হয়েছে। কিন্তু এখন নাইট্রোজেন প্ল্যাণ্ট চালু হয়েছে এইখানে। ফলে এখন দুর্গম অঞ্চলগুলোতে আমরা এই ফ্রোজেন সিমেন দিয়ে কাভার করতে পেরেছি। স্যার, আমরা এইবার অলরেডি ৪০ হাজার ফ্রোজেন সিমেন ষ্টক করেছি। অথচ আগে আমাদের সরকার আসার আগে ছিল ২০ হাজার মাত্র। তখন এইটাতে খুবই নেগলেট করা হয়েছিল গত পাঁচ বছর চাষীরা খুব নিরাশ হয়ে পড়েছিল। কারণ, তারা যখন গরু ডাকলে পরে পশু হাসপাতালগুলিতে নিয়ে যেত, তখন সেখান থেকে তাদের কোন সাহায্য করা হত না। কিন্তু আমরা এইটা চালু করেছি। যার ফলে আজকে দুর্গম এলাকায়ও আমরা এই ফ্রোজেন সিমেন পেঁাছে দেবার ব্যবস্থা করেছি এবং এইগুলি একস্টেনশন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্যার, আমাদের অ্যানিম্যাল হাসবেণ্ড্রির ক্ষেত্রে মেডিসিন্ এবং ভ্যাক্সীন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে এই মেডিসিন এবং ভেকসিনগুলি আমাদের বামফ্রন্ট সরকার যখন ক্ষমতায় আসলেন তখন কোন পশু চিকিৎসা কেন্দ্রেই এইগুলি ছিল না। আমরা আসার পর আমাদের সামর্থ অনুযায়ী প্রায় প্রতিটি চিকিৎসা কেন্দ্রেই এই বিভিন্ন প্রকার ঔষধ এবং ভেকসিন দেবার ব্যবস্থা করেছি।

স্যার, এই রাজ্যে পর পর চারটি বন্যা হয়ে গেলো এবং তখন আমরা একটি বিশেষ টীম পাঠিয়েছি। সেখানে অ্যানিম্যাল হাসবেণ্ড্রি সম্পর্কে এস্‌পার্ট যারা আছেন, তারা মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং তারা সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন। তবে মাঝে মাঝে যে দুই একটা ইন্সিডেন্ট হয়নি তা নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও কিছু পশুপাখি মরে গিয়েছে। সবটা আমরা করতে পারিনি। কাজেই, সেটিস্‌ফেকটরিলি কিছু করতে না পারলেও এই সময় বিশেষ টীম পাঠিয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছি যাতে এইগুলিকে একটা পরিষেবার মধ্যে নিয়ে আসা যায়। স্যার, আমাদের একটা ইম্পর্টেন্ট স্কীম হচ্ছে, হাইফার রেয়ারিং স্কীম যেটা গোখাদ্য-জার্সি বাছুর এর জন্য- তারজন্য নম প্ল্যানে এই ১৯৯২-৯৩ সালে সেন্ট্রাল গভার্ণমেন্ট স্পোন্‌সর্ড স্কীম ছিল। কিন্তু ১৯৯২-৯৩ সালে এই স্কীমটি ষ্টেট প্ল্যানে শীফট করা হয়েছে। স্যার, এইটা গত চার পাঁচ বছর খুবই ইরেগুলার হয়ে পড়েছিল। কিন্তু আমরা যখন আসি তখন এইটাকে রেগুলার করতে শুরু করলাম, তখন যে ড্রাষ্টিক্যালী বাজেট কাট হয়, যার ফলে আমাদের পক্ষে এই স্কীমটিকে আর কন্টিনিউ করা সম্ভব হলো না যদিও এইটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্কীম. কারণ, কৃষকরা যখন জার্সি বাছুরের জন্য গো-খাদ্য পায় তখন জার্সি গরু পালনের জন্য উৎসাহিত হয়। কিন্তু ইচ্ছা থাকা সত্বেও আমাদের যখন বাজেট কাট হয়ে গেলো ড্রাষ্টিক্যালী, তখন এইটা চালু করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ডিমাণ্ড করেছি অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করার জন্য যাতে করে আমরা এই স্কীমটিকে পুনরায় চালু করতে পারি।

স্যার, আমাদের এইখানে একটা কথা উল্লেখ করতে হচ্ছে যে বেনিফিসারী স্কীম-বিশেষ করে ডাউন-ট্রোডেন পিপ্‌ল্‌ যারা বিলো পভার্টি লাইন আছে, তাদের জন্য আমাদের দপ্তরে একটা স্কীম ছিল। সেটা হচ্ছে বেনিফিসারী স্কীম—সেটাতে হাঁস, মোরগ ইত্যাদি দিয়ে যারা দুর্বলতর অংশের সমাজে রয়েছে তাদের সাহায্যের জন্য এই স্কীমটি চালু ছিল। কিন্তু ডিপার্টমেন্টের বাজেট-আমাদের-গভার্নমেন্টের বাজেট কাট হওয়ার ফলে আমাদের ডিপার্টমেন্টের উপর এই চাপ পড়েছে। যার-ফলে এই স্কীমটি এখন চালু রাখা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। এরজন্য আমরা দেখেছি এই বাজেটে আমরা যে ১ কোটি টাকার মত ধরেছি—এই টাকার মধ্যে আমাদের মেডিসিন, ভেকসিন ইত্যাদি এবং আরো অন্যান্য জিনিসপত্রের জন্য প্রয়োজন যা অ্যানিম্যাল হাসবেণ্ড্রির জন্য একটি পরিষেবা গড়ে তোলা দরকার যেটা না থাকলে পরে আমাদের খুবই মুস্কিলে পড়ে যেতে হবে। তারপর আমাদের এই স্কীমের জন্য যদি অতিরিক্ত অর্থ না পাওয়া যায় তাহলে এই স্কীমটিকে চালু রাখা যাবে না। এই রকম একটা অবস্থার মধ্যে আমরা এসে দাঁড়িয়েছি।

স্যার, ডেয়ারীর জন্য আমরা ১ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্ধ করেছি। এর মধ্যে ৫০ লক্ষ টাকা ইয়ারমার্কড্‌ করা হয়েছে আগরতলার ডেয়েরীটিকে রিপেয়ার করার জন্য। কারণ, গত ১৫ বৎসর

যাবৎ ধরে এই ডেয়ারীর কোন সংস্কার করা হয়নি । আর বাকি ৫০ লক্ষ টাকা দিয়ে রাজ্যের অন্যান্য ডেয়ারী ডেভেলাপমেন্টের জন্য খরচ করা হবে। তার অতিরিক্ত স্যার, আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে আরো ৩ কোটি ৪ লক্ষ টাকার সাহায্য ১০০ পারসেন্ট গ্র্যান্ট আমরা পেয়েছি যার দ্বারা এই ডেয়ারীগুলিকে মডার্ণাইজ করার জন্য খরচ করা হবে। তাছাড়া একটা নতুন ফীড মেকিং প্ল্যান্ট গোখাদ্য, পশু খাদ্য, তৈরী করার জন্য ২ টন পাওয়ার ক্যাপাসিটির প্ল্যান্টটি চালু হয়েছে। এর ফলে আমরা পশু খাদ্য তৈরীর ক্ষেত্রে অনেকটা স্বাবলম্বী হতে পারব। আমাদের আর বাইরের উপর খুব একটা নির্ভরশীল হতে হবে না, যদি আমরা আমাদের যা ইন্‌গ্রিডিয়েন্টস ইত্যাদি ঠিক ঠিক মত পাই । স্যার, আমাদের টোটাল যে প্রোগ্রাম, ফার্ম ওয়াইজ রেভিনিউ যা এসেছে আমাদের দপ্তরে তাতে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৯১-৯২ সালে ১৬ লক্ষ ৯০ হাজার ৭৬৭ টাকা, ১৯৯২-৯৩ সালে ১৭ লক্ষ ২ হাজার ৭৩৯ টাকা, ১৯৯৩-৯৪ইং সালে ১০ মাসের রেভিনিউ আর্ণ করা হয়েছে ১৯ লক্ষ ৬৯ হাজার ১৮০ টাকা। কাজেই এনিমেল হাজবেণ্ড্রী ডিপার্টমেন্ট আমাদের রাজ্যে বিকল্প আয়ের উৎস হিসাবে কাজ করে চলেছে। রেল-শিল্প ঠিকভাবে বিকাশ না হওয়ার ফলে এবং এগ্রিকালচার ল্যাণ্ড সীমিত থাকার ফলে বিকল্প আয় হিসাবে পশুপালন একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। আমরা চেষ্টা করছি যে দপ্তরকে বিজ্ঞানসম্মত আরো কি করে উন্নতি করা যায়। সেটা নির্ভর করবে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য কি পরিমাণ পাওয়া যাবে তার উপর।

স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৬— জেইল ডিপার্টমেন্ট যদিও এটা নন প্ল্যান ডিপার্টমেন্ট । সেখানে বাজেট এলোকেশান এককোটি তিরাশি লক্ষ সাত হাজার টাকা। জেল মর্ডানাইজেসানের জন্য আমরা সেখানে কাজ হাতে নিয়েছি। বিশেষ করে পুরানো স্ট্রাকচার যেগুলি রয়ে গিয়েছে সেগুলিকে ডিমলিশ করে অমরপুর,, বিলোনীয়া, সাব্রুম ইত্যাদি জায়গাতে নুতন কনস্ট্রাকশান করব । তাছাড়া স্যার আমাদের আগরতলা সেন্ট্রাল জেলে ওয়াকি টকির ব্যবস্থা করার জন্যও টাকার সংস্থার রাখা হয়েছে। এটি যোগাযোগ ও খবরা খবর যাতে দ্রুত আনা নেওয়া করা যায় সেই জন্য। জেল মর্ডানাইজেসান করতে গিয়ে ওয়াস টাওয়ারের জন্য সেখানে টাকা ধরা হয়েছে। তাছাড়া আমাদের ভুকেশন্যাল ট্রেইডে নুতন একটা ইউনিট যোগ করা হবে। যেটা হলো কার্পেনটারী ইউনিট। কয়েদীরা যাতে জেল থেকে বেড়িয়ে সামাজিক জীবনে পুনর্বাসন পেতে পারেন সেই জন্য এটা করা হবে। যদিও বাঁশ বেতের কাজে দেশ বিদেশে যথেষ্ট সুনাম আদায় করেছে এবং ফরেন মানি আর্ণ করেছে। তাছাড়া আমাদের একটা প্রিনটিং প্রেস আছে। যেটা জোট সরকারের আমলে প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সেটা পুনরায় চালু করা হচ্ছে। সেন্‌ট্রাল জেল সম্প্রসারণের জন্য টাকা ধরা হয়েছে । তাছাড়া আমরা প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরি নির্মাণের জন্য টাকা ধরা হয়েছে । উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে আগরতলা সেন্ট্রাল জেলে মহেলা কয়েদীদের জন্য আলাদা একটা কারাগার খুবই শীঘ্র উদ্বোধন হবে। নির্মাণ কার্য শেষ হয়ে গিয়েছে। এই সমস্ত স্কীম আমরা নিয়েছি। আমরা

কারাগারকে শুধুমাত্র একটা অত্যাচারের জায়গা হিসাবে দেখতে চাই না। আমাদের বামফ্রন্টের চিন্তা আজ কয়েদীদের মানসিক যাতে উন্নতি হয় সামাজিক পুনর্বাসনের লক্ষ্যে এই জেলখানা একটা সংশোধনের জায়গা হিসাবে ট্রিট করতে ইতিমধ্যেই শুরু করেছেন। তাদের যদি মানসিক উন্নতি হয়, তারা যাতে সামাজিক পুর্ণবাসন পেতে পারেন সেই জন্য এই জেলটাকে ট্রিট করা হচ্ছে এবং তার যে মানবিক মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে এবং জেলের সংস্কার চলছে সেই ভাবে তারা যাতে শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করতে পারে এই জন্য গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

স্যার, আর একটা কথা আমি আপনার মাধ্যমে এই হাউসে জানাতে চাই যে সমস্ত মানসিক রোগীদের জেলে পাঠানো হত এটা আমরা ঘোষণা করতে চাই যে ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম রাজ্য ত্রিপুরা যেখানে আর কোন মানসিক রোগীকে কারাগারে রাখা হবে না। এখানে আমার সহকর্মীরা বলেছেন যে বিরোধী দলের সদস্যারা এখান থেকে পালানোর চেষ্টা করছেন তারাও একধরণের মানসিক রোগী তাদের কৃতকর্মের জন্য তাঁরা আজকে এখানে আসছেন না। কারণ তারা আজকে আসামীর কাঠগড়ায়। কাজেই আজকে তাদের সেই কারাগারে নিয়ে রাখতে হবে কারণ তারা এখন পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। জনগণ তাদের যে রায় দিয়ে গণতন্ত্রের সেই রায়কে আজকে তারা সম্মান জানাননি। আমরা জানি গণতন্ত্রে দলের একটা ভূমিকা আছে সেই ভূমিকা তারা পালন করছেন না। তাদের কৃতকর্মের জন্য তাঁরা আজকে আসামীর কাঠগড়ায় সেই জন্য তাঁরা আজকে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। তাই আমার সহকর্মীরা প্রস্তাব করেছেন, তাদের সেই কারাগারের জন্য। আমি বলছি সেটা বিবেচনা করে দেখা যাবে। স্যার, আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করতে চাইনা। আমি আশা করি এখানে যে ব্যয়বরাদ্দ ধরা হয়েছে এটাকে সবাই অনুমোদন করবেন। রাজ্যের সামগ্রিক স্বার্থে, উন্নয়নের স্বার্থে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে বাজেট পেশ করেছেন তার প্রতি আমরা পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী শ্রীফৈয়জুর রহমান।

শ্রীফৈয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি প্রথমে ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। আমার দপ্তর বড় দপ্তর। এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার ৩০ এখানে যে অর্থ ধরা হয়েছে বন দপ্তরের মুল উদ্দেশ্য হল ৪টা কাজ। এক নাম্বার বন সৃষ্টি করা এবং রক্ষা করা। আমরা লক্ষ্য করেছি, গত ৫ বছরে এই রাজ্যে যে সরকার ছিল, সেই সরকারে নিজে স্লিপ দিয়ে দপ্তরের যারা কর্মকর্তা, যারা অফিসার তাদের মাধ্যমে কারবারী যারা তাদের দিয়ে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের কোটি

কোটি টাকার সম্পদ তারা উজাড় করে দিয়েছেন। আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার পর বনজ উৎসবএর মাধ্যমে এই দশ মাসে-এর মধ্যে আমরা আড়াই কোটি চারা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে (জুন, জুলাই, আগষ্ট মাস) রাজ্য ভিত্তিক, জেলা ব্লক ভিত্তিক, পঞ্চায়েত ভিত্তিক আমরা বনজ উৎসব করেছি। বনজ উৎসবের সমস্ত অংশের মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে আমরা নতন বন সৃষ্টি করার জন্য আমরা উদ্যোগ নিয়েছি। এবং আড়াই কোটি গাছের চারা আমরা ১৫ হেক্টর ভূমিতে নতন বন সৃষ্টি করার জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আমাদের বামফ্রন্ট সরকার আসাব পর আমরা প্রায় সাড়ে চার হাজার হেক্টর ভূমিতে প্লেনটেশনের কাজ শেষ করেছি। আর বাকি প্লেনটেশনের কাজ শুরু করব। আমরা আশা করি সেই কাজ শেষ করতে পারব। বন রক্ষা করা বন এমন একটা জিনিষ স্যার, বনের আর এক নাম জীবন। বন যদি না থাকে আমরা অক্সিজেন পাব না, আমরা শ্বাস প্রশ্বাস ফেলতে পারব না। এই রাজ্য একদিন সবুজ বনে ঢাকা ছিল, বহু মূল্যবান গাছ ত্রিপুরা রাজ্যে ছিল। এই ত্রিপুরা রাজ্য এমন একদিন ছিল, ত্রিপুরা ছিল সবুজ বনে ঘেরা, বহু মূল্যবান গাছ। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ছিল বাঁশ বাগান.। আজকে প্রায় শেষের দিকে। এই রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষের সহযোগিতা নিয়ে বন সৃষ্টি যদি করতে না পারি. তাহলে আগামী দিনে এই রাজ্য এবং এই রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষের সর্বনাশ হয়ে যাবে। এবং বন ধ্বংস হওয়ার সাথে সাথে আমরা লক্ষ্য করছি, আমাদের এই রাজ্যের যারা বনের জন্তু, পশু, পাখী এই সব ধ্বংস হয়ে যাবে। ত্রিপুরাতে বহু মূল্যবান. বন্য জন্তু আছে, যেমন বাঘ ভাল্লুক থেকে আরম্ভ করে হাতি, এই সমস্ত আরো অনেক। এই ত্রিপুরার হাতি ভারতবর্ষের মধ্যে বিখ্যাত ছিল। আজকে বন উজার হয়ে যাওয়াতে, ত্রিপুরা রাজ্যে হাতি পাওয়া যাচ্ছে না। তাই আমাদের এই সরকার আসার পরে, আমরা উদ্যোগ নিয়েছি যে বন্য জন্তুদের সংরক্ষণ কেন্দ্র, ওয়াইল্ড লাইফ সেন্সুরা আমরা করব। সিপাহীজলাতে আপনারা জানেন এই ধরণের একটা আছে এবং পতিছড়ি, তৃষ্ণা সেখানে আছে। এইগুলিকে আরো উন্নত ধরণের সেন্সুরী করার উদ্যোগ নিয়েছি তা ছাড়া উনকুটিতে, যতনবাড়ী এবং চোড়াইবাড়ীতে সেন্সুরী করার জন্য তদন্ত চলছে। যদি প্রয়োজনীয় জায়গা পাওয়া যায়, তাহলে আমরা আরো নূতন সেন্সুরী করার চেষ্টা আছে। এই ত্রিপুরা রাজ্যের অধিকাংশ মানুষ গরীব। এখানে অধিকাংশ জায়গা হল টীলা ভূমি। এই রাজ্যের মানুষকে তার নিজের পায়ে দাড় করাবার জন্য যেমন বন দপ্তর থেকে আমরা গত বৎসরও করেছি, এবারও অর্থাৎ ৯৪-৯৫ সালেও আমরা ভাবছি যে, রাস্তাগুলিতে, রোড সাইডে প্লেন্টেসান যেমন বিভিন্ন গাছের চারা আমরা সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে লাগাতে পারি তার ব্যবস্থা করছি এবং গরীব ভূমিহীন, জুমিয়া, তাদেরকে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে যেমন, সেগুন বাগান রাবার বাগান, বাঁশ বাগান তা আমরা করে দিয়েছি, যাতে গরীব অংশের মানুষকে নিজের পায়ে দাড় করানো যায় তার জন্য। এবং এই ধরণের পরিকল্পনা আছে। রাবার সারা ভারতবর্ষের মধ্যে, আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্য দ্বিতীয় স্থান লাভ করছে এই ত্রিপুরা রাজ্যে, বিশেষ করে তফসিলী জাতি এবং উপজাতিদের জন্য পুনর্বাসন

স্কীমে আমরা রাবার বাগান করেছি। এই রাবার বাগান করার জন্য পর্ষদ থেকে এবং ওয়াল্ড ব্যাংক থেকে কিছু টাকা পাওয়ার কথা ছিল, সেই টাকা যদি আমরা পাই তা হলে রাজ্যে আরো এলাকাতে যাতে আগামী দিনে, পুর্ণর্বাসন স্কীমে উপজাতিদের জন্য, তফসীলি জাতিদের জন্য যাতে নূতন করে রাবার বাগান করতে পারি, তার জন্য আমাদের উদ্যোগ থাকবে এবং বর্তমানে যে রাবার বাগানগুলি চালু আছে, সেই বাগানগুলিতে বহু শ্রমিক কাজ করে তাদের জিবীকা নির্বাহ করছেন। এই রাবার থেকে একটা রাবার ফেক্টরি করা হয়েছে—এই রাজ্যে কিছুদিন আগে বিলোনীয়ার তাকমাছড়াতে করা হয়েছে। এই ত্রিপুরা রাজ্যে বন দপ্তরের উদ্যোগে ডাইস্‌স্পেরিয়া বাগান অনেকগুলি আছে এই বাগানগুলিতে ডাইওজনিন জাতীয় এক ধরণের ঔষধ-এর গাছ লাগানো হয়েছে সেই গাছগুলির নীচে যে মূল থাকে, ২০ থেকে ২৫ কেজি ওজনের এক একটা মূল সেই মূল থেকে বিভিন্ন ধরণের ঔষধ তৈরী হয়। সেই ঔষধের জন্য আমরা সদরের নাগিছড়ায়ে একটি কারখানা তৈরীর কাজ চলছে। সেখানে যদি কারখানাটা চালু হয় এই ত্রিপুরার মাটি থেকে সেই ডাইওজনিন জাতীয় বহু মূল্যাবান ঔষধ পাওয়া যায় এবং সেই ডাইওজনিন এক কেজির মূল্য ৮০ টাকা। এই ধরণের প্রচুর ডাইওজনিন ঔষধ এই রাজ্যে প্রচুর আছে, অনেক গাছ আমরা সৃষ্টি করতে পেরেছি। এছাড়া এই রাজ্যে এককালে বিভিন্ন ধরণের বাঁশভর্তি ছিল। আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে বাঁশ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। বাঁশ মানুষের অত্যন্ত প্রয়োজন। রিসার্চ ডিভিশন থেকে ব্যাপক উদ্যোগ নিয়ে মূলি বাঁশ, বরাক বাঁশ- বিভিন্ন ধরণের বাঁশ যাহাতে সারা রাজ্যে ব্যাপক হারে উৎপাদন করা যায় তার জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই বছর প্রায় ১০ হাজার পরিবারগুলিকে ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট মাধ্যমে ঢলো বাঁশের চারা দিতে পারব এবং বিভিন্ন জায়গাতে আর কি মূলি বাঁশের চারা, বরাক বাঁশের চারা দেওয়ার উদ্যোগ দেওয়া হয়েছে বলতে গেলে গত বামফ্রন্ট সরকার-এর আমলে সোসিয়েল ফরেষ্ট্রির একটি কর্মউদ্যোগ ছিল সারা রাজ্যের মধ্যে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সোসিয়েল ফরেষ্ট্রি তুলেছে তার জন্য একটি নির্দেশ দিয়েছেন। প্রয়োজনীয় অর্থ না পাওয়াতে বর্তমানে সেই কারখানা করতে পারছিনা। বর্তমানে আর, ডি, ডিপার্টমেণ্টের মাধ্যমে এবং ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের মাধ্যমে বিভিন্ন পঞ্চায়েতে কিছু কিছু কাজ চালু আছে। এছাড়া আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে আর এক ধরণের গাছ পাওয়া যায় তার নাম হচ্ছে বিজল। চেংবিজল গাছ অনেক মূল্যবান গাছ। সেই চেংবিজল গাছের যে ডাল আছে সেই ডাল প্রতি কে জিতে ১৫০ টাকা ব্যাঙ্গালোরে। আমরা এই বছরে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিটি মহকুমায় এই চেংবিজলের ডাল আমরা করব। এই চেংবিজলের পাতা এবং ডালে এক ধরণের আঠা আছে। সেই আঠাকে গোল্লা করে রাখা হয়। আটা দরকার লাগে আগরবাতী তৈরী করার সময়। অল্প জল দিয়ে

এই গোল্লাতে গন্ধা দিলে আগরবাঁতী তৈরী হয়ে যায় ব্যাঙ্গালুরে একটা ফ্যাক্টরী আছে। সেখানে এইগুলি তৈরী হয়। একমাত্র, উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে চেংবিজল গাছ এই ত্রিপুরা রাজ্যেই আছে। আমাদের এই গাছটি রক্ষা করতে হবে। নূতন করে যাহাতে আরও বেশী করে লাগানো যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। এই গাছগুলি গ্রামে বস্তিতে, শহরের আনাচে কানাচে সবখানে লাগানো যায় আমরা ব্যাপক উদ্যোগ নিয়ে এইটা সৃষ্টি করব।

মিঃ স্পীকার স্যার, বন রক্ষা করার জন্য বনরক্ষী বাহিনীকে এই সরকার আসার পরে আরও শক্তিশালী করা হয়েছে। যদি কোন পাবলিক তাকে ধরিয়ে দিতে পারেন, তাহলে আমাদের বন দপ্তরের থেকে তাকে পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। তাই, আমি এই হাউসে বলছি যে যেহেতু বন মানুষের প্রয়োজন, সেহেতু এই বনকে মানুষেরই রক্ষা করতে হবে এবং সেই সংগে এই ত্রিপুরা রাজ্যের বনজ সম্পদকে রক্ষা করার জন্য আমি ত্রিপুরার সকল অংশের মানুষের সহযোগিতা কামনা করছি। আর, সেই সঙ্গে এই বাজেটের মধ্যে অন্যান্য দপ্তর সম্পর্কে যে ডিমাণ্ডগুলি রয়েছে, সেগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

VOTING ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR 1994-95.

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্যগণ, আজকের কার্যসূচীর অন্তর্গত ১৯৯৪-৯৫ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলির উপর আলোচনা শেষ হয়েছে। তাই, এখন আমি ১৯৯৪-৯৫ আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি একটি একটি করে ভোটে দিচ্ছি।

First, I am putting the Demand No. 1 to vote.

The question before the House is the motion moved by Hon'ble chief Minister that "a sum not exceeding Rs. 1, 46, 68,000/ excluding the Charges expenditure of Rs. 3,32,000/ be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1995 in respect of Demand No. 1 under the following Major heads : -- 2011—Parliament, State/Union Territory Legislatures—Rs, 1, 46,68,000/-,

(The Demands was put to voice vote and Passed.)

Next Demand No. 3. The qnestion before the House is the motion moved by Hon'ble Chief Minister that 'a sum not excedding Rs. 5,92.27,000/—be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1995 in respect of Demnad No. 3 under the following Major heads :—

2013—Council of Ministers	Rs. 33,76,000/-
2052—Secretariat General Services	Rs. 4,64 07,000/-

VOTING ON THE DEMANDS FOR GRANTS

FOR—1994-95

2070—Other Administrative Services Rs. 89,27,000/-

3451—General Economic Services Rs. 5,17,000/-,"

(Then the Demamds was put to voice vote and Passed.)

Next Demand No. 4. The question before the House is the motion moved by Hon'ble Chief Minister that 'a sum not exceeding Rs. 83,60,000/-be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1995 in respect of Demand No. 4 under the following Major heads :—2015-Elections Rs. 83,60,000/-,"

(Then the Demand was put to voice vote and passed.)

Next Demand No. 5. The question before the House is the motion moved by Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 7,38,00,000/- (Excluding the charges expenditure of Rs. 58,60,000/-), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1995 in respect of Demand No. 5 under the following Major heads :—

2014	—	Administration of Justice	Rs.	3,37,07,000/-
2070	—	Other Administrative Services	Rs.	93,000/-
4070	—	Capital Outlay on Administrative Services	Rs.	4,00,00,000/-

(Then the Demands was put to voice vote and Passed.)

Next Demand No. 7. The question before the House is the motion moved by Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 27,64,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1995 in respect of Demand No. 7 under the following Major head 2070 Other Administrative Services ... ... Rs. 27,64,000/-,

(Then the Demands was put to voice vote and passed.)

Now I am putting the Demand No. 8 to vote. Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 4,05,000/- (excluding the charges expenditure of Rs. 43,11,000/-), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1995 in respect of Demand No. 8 under the following Major Heads :—

2070 Other Administrative Services .. ... Rs. 4,05,000/-

(Then the Demand was put to voice vote and passed.)

Now, Iam putting the Demand No. 10 to vote. Now, the question before the House is that a sum not exceeding Rs, 57,27,89,000/- (excluding the charges

expenditure of Rs. 31,37,000/-), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 1995 in respect of Demand No. 10 under the following Major Heads :—

2055—Police	Rs.	45,49,20,000/-
2070—Other Administrative Services	Rs.	8,45,74,000/-
3275—Other Communication Services	Rs.	3,32,95,000/-

(Then the demand was put to voice vote and passed.)

Now, I am putting the Demand No. 18 to vote. Now, the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 32,89,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1995 in respect of Demand No. 18 under the following Major heads :—

2070—Other Administrative Services	Rs.	5,000/-
2235—Social Security and Welfare	Rs.	24,84,000/-
2252—Other Social Services	Rs.	8,00,000/-

(Then the demand was put to voice vote and passed.)

Now, I am putting the Demand No. 22 to vote. Now, the question before the House is that a sum not exceeding Rs, 3,11,52,000/- be granted to defray the charged which will came in course of payment during the year ending on the 31st March, 1995 in respect of Demand No. 22 under the following Major Heads :—

2235-Social Security and Welfare .....Rs. 3,11,52.000/-

(Then the demand was put to voice vote and passed).

Now, I am putting the Demand No. 34 to vote. Now, the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 45,65,38,000/- be granted to defray the charges which will came in course of payment during the year ending on the 31st March 1995 in respect of Demand No. 34 under the following Major Heads :—

3451-Secretariat Economic Services .. Rs. 65.38 000/-

4070-Capital outlay on other Administrative Services ... Rs. 45,00,00.000/-

(Then the demand was put to voice vote and passed)

Now, I am putting the Demand No. 43 to vote. Now. the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 48,56,45,000/- (excluding the charges expenditure of Rs. 89, 72, 56, 000/-), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1995 in respect of Demand No, 43

VOTING ON THE DEMANDS FOR GRANTS
FOR—1994-95

under the following Major Hoads :—

2047-Other Fiscal Services... ...	Rs. 22, 92, 000/-
2070-Other Administrative Services	Rs. 15, 00, 00, 000/-
2552-Secretariat General Services	Rs. 5, 00, 000/-
2071-Pension and other Retirement benefits...	Rs. 30, 39, 75, 000/-
2075-Miscellaneous General Services...	Rs. 49, 08, 000/-
5465-Investment in General Financial and trading Institutions.	Rs. 3, 70, 000/-
7610-Loans to Government Employees......	Rs, 2, 36, 000/-

(Then the demand was put to voice vote and passed.)

Now, I am putting the Demand No. 12. to vote. The question before the House is the Demand No. 12 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare, A. D, C., Co-operation, T. R- P. & P. G. P. etc. Deptts. that a sum not exceeding Rs. 6, 92, 70, 70, 000/- (excluding the charges expenditure of Rs. 1, 14, 50, 000/-) be granted to defray the charges which will come course of payment during the year ending on the 31st March, 1995 in respect of Demand No. 12 under the following Major Heads :-

2425-Co-operation	Rs. 3, 08, 69, 000/-
4425-Capital outlay on Co-operation...	Rs. 12, 58, 80, 000/-
6426-Loans to Co-operative Societies.........	Rs. 1, 25, 30, 000/-

(Then the Demand was put to voice vote and passed.)

Now, I am puttiog the Demand No. 19 to vote. The question before the Honse is the Demend No. 19 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare, A, D, C., Co-operation, T. R. P. & P. G. P. etc. Department that a sum not exceeding Rs. 55, 16, 26,000/-, be granted to defray the charges whioh will come in cousse of payment during the year ending on the 31st March, 1995 in respect of Demand No. 19 under the following Major Heads :—

2225-Welfare of Sch. Castes, Sch. Tribes aud Other Backward Classes	Rs. 46, 87, 68, 000/-

2236-Nutrition .... Rs. 3, 26, 58, 000/-

3604-Compensation and Assignment to Local Bodies and-Panchayat Raj Institutions .... Rs. 5, 02 00, 000/-

(Then The Demand was put to voice vote and passed.)

Naw, I am putting the Demand No. 32 to vote. The question before the House is the Demand No. 32 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of Tribal welfare, A.D.C. Co-operation, T. R. P. & P. G. P. etc. Department that a sum not exceeding Rs. 3,01,00,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment. during the year ending on the 31st March. 1995 in refpect of Demand No. 32 under the following major Heads :—

2225—Welfare of Sch. Castes, Sch. Tribles & O. B. C. ... ... Rs. 85,00,000/-

2406—Foresty and wild life ... ... Rs. 2,16,00,000/-

(Then the Demand was put to voice vote and passed.)

Now, I am putting the Demand No. 27 to vote. The question before the House is the Demand No. 27 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture & Horticulture Departments a sum not exceeding Rs. 35,68,32,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1995 in respect of Demand No' 27 under the following Major Heads:—

2401—Crop Husbandry ...	Rs. 22,61,32,000/-
2408—Food Storage and werehousing	Rs' 1,25,00,000/-
2415—Agriculture Research and Education	Rs 18,00,000/-
2435—Other Agricultural Porgramme	Rs. 57.00,000/-
2552—North Eastern Area	Rs' 7 00,000/-
4401—Capital outlay on Crop Husbandry	Rs, 11,00,00,000/-

(Then the Demand was put to voiee vote and passed,)

Now, the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister in-charge that a sum not exceeding Rs. 12,68,71-000/- (excluding the charges expenditure of Rs. 3,20,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment

during the year ending on the 31st March, 1995 in respect of Demand No. 28 under the following Major Heads :—

2401— Crop Husbandary	Rs. 7,05,61,000/-
2402— Soil and Water Conservation	Rs. 4,·0,70,000/-
2552— North Eastern Areas	Rs. 62,00,000/-
4401— Capital outlay on Crop Husbandary	Rs. 50,00,000/-

(Then the Demand was put to voice vote and passed.)

Now, the question before the Hourse is the Motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding Rs, 9,03,22,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1995 in respect of Demand No. 29 under the following Major Heads :—

2403— Animal Husbandry	Rs. 7,68,79,000/-
2404— Dairy Development	Rs. 1,33,03,000/-
2552— North Eastern Area	Rs. 1,40,000/-

(Then the Demand was put to voice vote and passed.)

Now, the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding Rs. 2,08,29,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 1995 in respect of Demand No. 36 under the following Major Heads :—

2056— Jails	Rs. 2,08,29,000/-

(Then the Demand was put to voice vote and passed)

Now, the question before the House is the Motion moved by the Hou'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding Rs 1,16,78 000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1995 in respect of Demand No. 9 under the following Major Heads :—

3454— Census Survey and Statistics	Rs. 1,16.78.000/-

(Then the Demand was pnt to voice vote and passed.)

Now, the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Misister-in-charge that a sum not exceeding Rs. 107,95,38,000/- be granted to defray the charges which

will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1995 in respect of Demand No; 21 under the following Major Heads :—

2408— Food Storage and Warehousing	Rs. 2,23,28,000/-
3456— Civil Supplies	Rs. 72,10,000/-
4408— Capital outlay on Food Storage	Rs, 105,00,00,000/-

(Then the Demand was put to voice vote and passed)

Now, the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding Rs. 2, 75, 20, 000/ be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1995 in respect of Demand No. 38 under the following Major Heads : --

2058-Stationary and Printing	Rs. 2, 75, 20, 000/--

(Then the Demand was put to voice vote and passed.)

Now, the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister in-charge that a sum not exceeding Rs. 12, 50, 71,000/ be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1995 in respect of Demand No. 30 under the following Major Heads :—

2402-Soil and Water conservation	Rs. 1,35,00.000/-
2406-Forestry and Wild life	Rs. 10,75,71,000/-
2552-North Eastern Areas	Rs. 40,00,000/-

(Then the Demand was put to voice vote and passed.)

Now, the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding Rs. 2,95,87,000/-be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1995 in respect of Demand No. 42 under the following Major Heads :—

2204-Sports and Youth Services	Rs. 1,08,80,000/--
2552-North Eastern Areas	Rs. 10,07,000/—
4202 Capital outlay on Education, Sports, Art and Culture	Rs. 1,77,00,000/—

(Then the Demand was put to voice vote and passed.)

মি : স্পীকার :—এই সভা আগামী ১৮ই মার্চ, শুক্রবার, ১৯৯৪ইং তারিখ বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

ANNEXURE—"A"

ADMITTED STARRED QUESTION NO. - 7

Asked by **Shri Samir Deb Sarkar** M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Law Department be pleased to state :—

QUESTION

১। গরীব জনগণকে মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য মহকুমা ভিত্তিক Legal Aid Committee বর্তমানে আছে কিনা ;

২। ১৯৯৩-৯৪ ইং আর্থিক বৎসরে গরীব মানুষকে মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে সরকার থেকে কি পরিমাণ আর্থিক সাহায্য করা সম্ভব হয়েছে ?

ANSWERS

১। বর্তমানে মহকুমা ভিত্তিক Legal Aid Committee নেই। তবে পুনর্গঠনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

২। কোন গরীব মানুষকেই মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে সরকার তরফ থেকে সরাসরি আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়না। গরীব জনগণের মামলা পরিচালনার জন্য সরকারী উকিল (Legal Aid Council) প্রতি মহকুমায় নিয়োগ করা আছে। এদেরকে মামলা পরিচালনার জন্য ফি দেওয়া হয়ে থাকে।

ADMITTED STARRTED QUESTION NO. 9

Name of Member :—**Shri Samir Deb Sarkar.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to State :—

১। রাজ্যে ফসল বীমা কোন সাল থেকে চালু হয়েছে ?

২। ১৯৯৩-৯২ ইং আর্থিক বৎসরে কতজন কৃষক বীমা করেছিলেন এবং তন্মধ্যে কতজন ফসল নষ্ট হবার কারণে বীমার সুযোগ অনুযায়ী টাকা পেয়েছিলেন ?

ANSWERS

১। ১৯৮৫-৮৬ সালের রবি খন্দ থেকে রাজ্যে ফসলবীমা চালু হয়েছে।

১। ১৯৯৩-৯৪ আর্থিক বৎসরে খরিফ খন্দ পর্যন্ত ৭ (সাত) জন কৃষক ফসলবীমা করেছেন রবি খন্দের বীমার কাজ এখনও চলছে। চালু বৎসরে ফসলবীমার সুযোগ অনুযায়ী কোন টাকা এখনও দেওয়া হয় নাই।

ADMITTED STARRED QUESTION NO.—20

Name of the Member : – **Shri** Amal Mallik

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Animal Husbandry Department **be pleased to state —**

QUESTIONS

১। রাজ্যে বর্তমানে কয়টি পোল্‌ট্রি (মোরগ ফার্ম) আছে।

২। বর্তমান আর্থিক বৎসরে ৩১।১২।৯৫ তারিখ পর্যন্ত রাজ্যে নতুন কোন মোরগ খামার খোলা হয়েছে কিনা।

৩। খোলা হয়ে থাকলে কোথায় কোথায় খোলা হয়েছে তার বিবরণ ?

ANSWERS

১। রাজ্যে বর্তমানে তিনটি পোল্‌ট্রি (মোরগ ফার্ম) আছে।

২। না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 23.

Name of the Member : – Shri Amal Mallik.

Will the Hon'ble Minister-in Charge of the Home Department be pleased to state :—

QUESTIONS

১। বর্ত্তমানে রাজ্যে নূতন কোন থানা খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না এবং

২। থাকলে কোথায় কোথায় ?

৩। জোলাইবাড়ী, ঋষ্যমুখ, বরপাথারীতে নূতন থানা বা ও পি খোলার কোন সিদ্ধান্ত সরকারের আছে কিনা ?

ANSWERS

১। না,

২। প্রশ্ন উঠে না,

৩। জোলাইবাড়ী ও বড়পাথারীতে নূতন কোন থানা বা আউট পোষ্ট খোলার কোন সিদ্ধান্ত বর্ত্তমানে নেই। তবে বিলোনীয়া থানাধীন ঋষ্যমুখে একটি পুলিশ আউটপোষ্ট স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি নেওয়া হইতেছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 35

Name of Member:—Shri Amal Mallik.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :

QUESTION

১। ইহা কি সত্য বিলোনীয়া মহকুমার লাউগাং বাজারে একটি মার্কেট শেডষ্টল করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এবং তৎসম্পর্কে আর্থিক মঞ্জুরী ও দেওয়া হয়েছে।

২। সত্য হইলে কবে নাগাদ কাজ আরম্ভ করা হবে ?

ANSWERS

১। বিলোনীয়া মহকুমায় লাউগাং বাজারে একটি বাজার শেড সেইল হল করার পরিকল্পনা আছে। তবে আর্থিক মঞ্জুরী এখনও দেওয়া হয়নি।

২। শেড নির্মাণের কাজ আর্থিক সংস্থার উপর নির্ভরশীল তাই বর্তমানে অবস্থার কোন সুনির্দিষ্ট সময়সীমা নির্দ্ধারণ করা যায় না।

Admitted Starred Question No. 47.

Name of Member :—Shri **Rati Mohan Jamatia,**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

QUESTION

১। জোট সরকার এর আমলে ৫ বছরে মোট কয়টি গোডাউন এবং ভি, এল ডব্লিউ অফিস ঘর নির্মাণ করা হয়েছে ? এবং

২। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার এই বছর কয়টি গোডাউন ও ভি, এল, ডব্লিউ অফিস ঘর নির্মাণ করেছেন ?

ANSWER

১। জোট সরকারের আমলে পাঁচ বছরে মোট ৭২টি গোডাউন এবং ৪৬টি ভি, এল, ডব্লিউ অফিস কাম-ষ্টোর নির্মিত হইয়াছে।

২। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার এই বছর জানুয়ারী মাস পর্যন্ত ১টি গোডাউন ও দুইটি ভি, এল ডাব্লিউ অফিস-কাম-ষ্টোর নির্মাণ করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 60

Name of Member :—**Sri Khagendra Jamatia,**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Agriculture Department be Pleased to State :

QUESTION

১। রাজ্যে মোট কয়টি ভি. এল. ডাব্লিউ ষ্টোর আছে ?

২ নুতন করে ভি. এল. ডাব্লিউ ষ্টোর খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

৩। থাকলে কোন কোন স্থানে খোলা হবে ?

ANSWER

১। বর্তমানে রাজ্যে মোট ৩৬৮টি ভি এল. ডাব্লিউ ষ্টোর আছে। এ ছাড়া আগরতলা নম্ ব্লক

এরিয়াতে সার বীজ ইত্যাদি বিতরণের জন্য একটি বিক্রয় কেন্দ্র (সেইলডিপো) চালু রয়েছে।

২। বর্তমানে নাই।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 65

Name of Member :— **Shri Umesh Ch Nath,**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Agriculture Department be pleased to state :

১। ইহা কি সত্য কদমতলা বাজারে নুতন শেড নির্মান করা হবে,

২। যদি সত্য হয় তাহা হইলে শেড নির্মানের জন্য প্রয়োজনীয় কাজ করা ব্লক থেকে কতটুকু অগ্রসর হয়েছে এবং বর্তমানে কি অবস্থায় আছে,

ANSWERS

১। ইহা সত্য নহে,

২। প্রশ্ন উঠেনা,

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 96

Name of Member :—**Sri Bidhu Bhushan. Malakar,**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

১। আলু ও সব্জী চাষীদের কল্যানার্থে কুমারঘাটে কোন হিমঘর তৈরী করার পরিকল্পনা আছে কি ?

ANSWER

Minister-in-charge of Agriculture :—Shri **Bajudan Reyan**

১। অষ্টম যোজনায় উত্তর ত্রিপুরায় হিমঘর তৈরী করার প্রস্তাব আছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 98

Name of Member :— **Sri Bidhu Bhushan Malakar,**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Agriculture Department be pleased to State :

১। ইহা কি সত্য যে পাবিয়াছড়া রেগুলেটেড্ মার্কেটের জন্য গত জোট সরকারের সময় বাজেটে যে অর্থ ধরা হয়েছিল তাহা অন্য খাতে ব্যয় হইয়াছে ?

২। সত্য হলে তার কারন।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

১। বাজেটে সামগ্রিক কতগুলি নির্দিষ্ট সংখ্যক বাজার উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়, কোন নির্দিষ্ট বাজার উন্নয়নের জন্য অর্থবরাদ্দ করা হয় না। মোট বরাদ্দ অর্থ হইতে ১৯৯২-৯৩ সালে পাবিয়াছড়া রেগুলেটেড্ মার্কেটের উন্নয়নকল্পে জমি অধিগ্রহণের জন্য অর্থ মঞ্জুরী দেওয়া হইয়াছিল।
২। অর্থ মঞ্জুরী দেওয়া সত্বেও এল, ও, সি মাধ্যমে অর্থ বরাদ্দ না হওয়ায় কোন অর্থ ব্যয় না হওয়ায় কোন অর্থ ব্যয় করা হয় নাই।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 99

Name of the Member :— **Sri Bidhu Bhushan Malakar,**

Will the Hon'ble Ministe.-in Charge of the Home Department be Pleased to State :—

QUESTION

১। কুমারঘাটে ফায়ার সার্ভিস সাব-সেন্টারটি দপ্তরের নিজস্ব জমিতে চলতি বছরে নির্মাণ করার কোন পরিকল্পনা আছে কি না?

ANSWERS

১। হঁ্যা মহাশয়।

Admitted Starred Question No. 111

Name of the Member :— **SRI Umesh Chandra Nath, M.L.A.**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to State :—

১। ত্রিপুরা রাজ্যে থানা ও ফাঁড়ি থানা কতটি?
২। সব থানা ও ফাঁড়ি থানাগুলিতে কাজের সুবিধার জন্য গাড়ী আছে কি না,
৩। কদমতলা ফাঁড়ি থানাতে যে গাড়ীটি আছে তাহা সচল আছে কিনা।

ANSWERS

১। বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে থানার সংখ্যা ৪৫টি এবং ফাঁড়ি থানার সংখ্যা ৫৬টি
২। বর্তমানে ৪৩টি থানাতে এবং ৭টি ফাঁড়ি থানাতে গাড়ী প্রদান করা হয়েছে।
৩। কদমতলা ফাঁড়ি থানাতে একটি গাড়ী প্রদান করা হয়েছিল কিন্তু গাড়ীটি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সেখানে বর্তমানে আর কোন গাড়ী দেওয়া হয় নাই।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 126.

Name of the Member :— SRI **Makhan Lal Chakraborty,**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to State :—

১। রাজ্যে অগ্নি নির্বাপক কেন্দ্রের সংখ্যা কত? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব),
২। বর্তমান আর্থিক বৎসরে নুতন করে অগ্নি নির্বাপক কেন্দ্র বসানোর পরিকল্পনা আছে কি? এবং

৩। খোয়াই বিভাগের কল্যানপুরে একটি অগ্নি নির্বাপক কেন্দ্র খোলা হবে কি ?

ANSWERS

Name of the Minister :— **Sri Dasaratha Deb, Chief Minister**, Tripura.

১। বর্তমানে রাজ্যে ২১টি অগ্নি নির্বাপক কেন্দ্র/উপকেন্দ্র আছে। ২১টি অগ্নি নির্বাপক কেন্দ্র/উপকেন্দ্রের বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

১। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা

১) আগরতলা ২) খোয়াই ৩) তেলিয়ামুড়া ৪) সোনামুড়া ৫) বিশালগড় ৬) মোহনপুর

২। উত্তর ত্রিপুরা জেলা

১) ধর্মনগর ২) কৈলাশহর ৩) কমলপুর ৪) আমবাসা ৫) পানিসাগর, ৬) কুমারঘাট ৭) কাঞ্চণপুর।

৩। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা

১) উদয়পুর ২) অমরপুর ৩) বিলোনীয়া ৪) সাব্রুম ৫) শান্তির বাজার ৬) যতন বাড়ী ৭) মনুবাজার ৮) গণ্ডাছড়া

২। বর্তমানে এইরূপ কোন পরিকল্পনা নেই।

৩। বর্তমানে এইরূপ কোন প্রস্তাব নেই।

ADMITTED STARRED QUESTION NO :— 127

Name of Member :— Shri Madhab Chandra Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Animal Husbandry Department be pleased to state.

QUESTION :

১। রাজ্যে কয়টি পশুপালন কেন্দ্র রয়েছে।

২। রাজ্যের পশুপালন কেন্দ্র ও পলট্রি ফার্ম থেকে বৎসরে কত আয় হয়, এবং

৩। পল্‌ট্রি ফার্ম থেকে উন্নতমানের হাঁস, মোরগ রাজ্যের মানুষের মধ্যে কি কি পদ্ধতিতে বিতরণ করা হয় ?

ANSWERS

১। রাজ্যে ১০টি পশুপালন কেন্দ্র আছে।

২। এই পশুপালন কেন্দ্র ও পল্‌ট্রিফামগুলি থেকে বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ (১৯৯২-৯৩) ১৭,০২,৭৩৯.০০ টাকা।

৩। Beneficiary Scheme-এর মাধ্যমে এবং জনসাধারণের চাহিদা অনুযায়ী নগদ দাম নিয়ে বিতরণ করা হয়।

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Aaswers

ADMITTED STARRED QUESTION NO 131

NAME OF MEMBER : SHRI SUDHAN DAS.

Will the Hon'ble Minster-in-Charge of the Information, Cultural Affair and Tourism Department be Pleased to State :

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য জোট সরকারের আমলে তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের প্রায় ৯৩ জন কর্মচারীকে ছাটাই করা হয়েছিল।

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে সেই ছাটাই কর্মচারীগণকে পুনঃ নিয়োগ করা হবে কিনা এবং

৩। যদি করা হয় তা হলে কবে নাগাদ করা হবে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ। এর মধ্যে ৮৫ জন চুক্তি বদ্ধ লোকশিল্পী এবং ৮জন দৈনিক হাজিরা কর্মী ছিলেন।

২। হ্যাঁ

৩। পূর্ন নিয়োগের বিষয়টি সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যত সত্বর সম্ভব ছাটাই কর্মীদের পুর্ণনিয়োগের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তবে, এ মূহুর্তে নির্দিষ্ট সময় তারিখ বলা সম্ভব নয়।

Admitted Starrred Question No. 141.

Name of the Member :— Shri Sudhan Das,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :—

১। রাজ্যের অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্রগুলিকে আধুনিকরণ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা এবং

২। রাজ্যে কয়টি ব্লক হেডকোয়াটারে অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্র করা হয়নি ?

A N S W E R S

১। হ্যাঁ মহাশয়।

২। ১৮টি।

Admitted Starred Question No. 145.

Name of the Member :— Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be Pleased to state—

১। ইহা কি সত্য সিধাই থানার অন্তর্গত বিজয়নগর গ্রামের মৃত নগরবাসী দাসের পুত্র শ্রী কানু লাল দাসকে গত ২৫-১১-৯৩ ইং তারিখ এ-টি-টি এফ উগ্রপন্থীরা অপহরণ করে নিয়ে গেছে।

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে তার উদ্ধারের কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

Admitted Starred Question No. 146.

Name of the Member :—Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister.-in-Charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য সিধাই থানার অন্তর্গত সুরেন্দ্র নগর গ্রামের শ্রীহরেন্দ্র সুত্রধরেব ছেলে শ্রীরাখাল সুত্রধরকে ১০-১-৯৪ইং তাবিখে উগ্রপন্থীরা সুরেন্দ্রনগর থেকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছে।

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে তার উদ্ধারের কি,কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

ANSWER

Name of the Minister : —Shri Dasaratha Deb Chief Minister, Tripura.

১। ইহা সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 147

Name of the Member :—Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য ১৯৯৩ইং সনের অক্টোবর মাসে সিধাই থানাধীন সিমনা কলোনী থেকে এ, টি, টি, এফ-উগ্রপন্থীরা শ্রীহরি বর্মণকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে ;

২। যদি সত্য হয় তা তার উদ্ধারের কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

ANSWER

১। ইহা সত্য নহে

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No :— 149

Name of the Member :— Shri Dilip Kumar. Choudhury,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :

১। ইহা কি সত্য যে ২৭শে জানুয়ারী ৯৪ ইং তারিখে সাব্রুম মহকুমার মনুবাজারে প্রকাশ্যে দিনের বেলায় থানার সামনে সক্রিয় কং(ই) কর্মী জহরলাল দেবনাথ খুন হয় এবং অপর কর্মী দিপক রায় অপহৃত হয় ?

২। অপহৃত কং(ই) কর্মী দীপক রায়কে উদ্ধার করা হয়েছে কি এবং করে থাকলে কি অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে ?

৩। উক্ত ঘটনায় জড়িতদের নাম ঠিকানা কি ?

৪। উক্ত ঘটনায় জড়িত কতজনকে এখন পর্য্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয়েছে ?

ANSWER

১। হ্যাঁ।

২। এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই।

৩। যেহেতু অজ্ঞাতনামা দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা উক্ত ঘটনা দুইটি সংগটিত হয়েছে সেইহেতু তাহাদের নাম ও ঠিকানা জানা যায় নাই।

৪। উভয় ঘটনায় এখন পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 163

NAME OF THE MEMBER : SHRI PANNA LAL GHOSH

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Information, Cultural Affairs & Tourism Department be Pleased to State.

প্রশ্ন

১। বর্তমানে সারা ত্রিপুরায় যাত্রী নিবাসের সংখ্যা কয়টি ?

২। উদয়পুর ডাক বাংলো রোডে যাত্রী নিবাসের কাজ কতটুকু অগ্রসর হয়েছে এবং বর্তমানে তাহা কি পর্যায়ে আছে ?

৩। উক্ত যাত্রী নিবাসের কাজ শেষ করে শীঘ্রই চালু করার জন্য কোন উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা ?

উত্তর

১। ২ (দুই) টি। চালু অবস্থায় আগরতলাতে একটি রয়েছে।

২ এবং ৩নং প্রশ্নের উত্তর :—

উদয়পুর যাত্রী নিবাসের কাজ সি পি ডব্লিউ ডিকে দেওয়া হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট প্ল্যান এবং এষ্টিমেট ইতিমধ্যে অনুমোদিত হয়েছে। যথা শীঘ্র কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

Assembly Admited Starred Question No. 171.

Name of the Member:—**Shri Makhan Lal Chakraborty**

Will the Hon'ble State Minister In-charge of Fisheries Department be pleased to State:—

প্রশ্ন ১। বিগত জোট সরকারের সময় যে সমস্ত সরকারী জলাশয়গুলি মৎস্যজীবিদের কাছ থেকে নিয়ে গিয়ে ব্যক্তি মালিকানায় দেওয়া হয়েছিল তাহার সংখ্যা কত ?

উত্তর ১। বিগত সরকার দ্বারা গঠিত লিজ কমিটির সুপারিশ অনুসারে ব্যক্তি বিশেষকে ৬৬টি

জলাশয় লিজ দেওয়া হয়েছিল যাহার পরিমাণ ৫৯.৬৭৮ হেক্টার। এছাড়া বিভিন্ন মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিকে ২০ টি সরকারী জলাশয় লিজ দেওয়া হয়েছিল যাহার পরিমাণ ৪৪.৯০ হেক্টার।

প্রশ্ন ২। বর্তমান তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার মৎস্যজীবিদের হাতে এসব জলাশয় তুলে দিতে কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন ?

উত্তর ২। সরকারী জলাশয়গুলি লিজ দেওয়ার ব্যাপারে সরকার মিউনিসিপ্যাল এলাকার জন্য ও ব্লক এলাকার জন্য দুইটি লিজ কমিটি গঠন করেছে ঐ সকল এলাকার সরকারী জলাশয়গুলির লিজ দেওয়ার জন্য। এই কমিটিগুলির সুপারিশের ভিত্তিতে জলাশয়গুলি মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিগুলিকে, দলগত মৎস্যচাষী ও বেকার যুবকদের মধ্যে লিজ দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৩। এ পর্যন্ত কতটি জলাশয়ের দায়িত্ব তাদের হাতে দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর ৩। এখন পর্যন্ত মাত্র ৩ টি জলাশয় ত্রিপুরা এ্যাঙ্গলিং এবং এ্যাকোয়াটিক সোসাইটিকে লিজ দেওয়া হয়েছে যাহার পরিমাণ ৬.১৯ হেক্টার।

বাকী জলাশয়গুলির লিজ দেওয়ার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 242

Name of Member —**Shri Madhab Chandra Saha M L.A.**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the **Agriculture** Department **be pleased to state :—**

QUESTION

১। ত্রিপুরাতে কয়টি কৃষি ফার্ম (সরকারী) ও ফলের বাগান আছে ?

২। তারমধ্যে কয়টি ফার্ম ও বাগান চালু আছে ?

৩। ভবিষ্যতে আরও ফার্মও ফলের বাগান (সরকারী পরিচালনায়) বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

A N S W E R

১। বর্তমানে ত্রিপুরায় মোট ২১টি কৃষি ফার্ম ও ৫৭টি ফলের বাগান আছে।

২। সব কয়টি ফার্ম ও বাগান চালু আছে।

৩। বর্তমানে এমন কোন পরিকল্পনা নাই।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 249

Name of Member :— SHRI TAPAN CHAKRABORTY,

Will be Hon'ble Minister-in-charge of the Animal Husbandry **Department** be **pleased** to State :—

PAPERS LAID ON THE TABLE

Questions & Answers

১। আগরতলা ডেয়ারীতে বর্তমানে দৈনিক দুগ্ধ উৎপাদন ক্ষমতা কত ?

২। উক্ত ডেয়ারী থেকে কতটি পরিবারে দুগ্ধ সরবরাহ করা হয়ে থাকে এবং সারা রাজ্যে কতটি কৃষক পরিবার থেকে মিল্ক ইউনিয়নগুলি সরাসরি দুগ্ধ ক্রয় করে থাকে, এবং

৩। লিটার প্রতি দুগ্ধের ক্রয়মূল্য কত ?

ANSWER

১। আগরতলা ডেয়ারীতে বর্তমানে দৈনিক দুগ্ধ উৎপাদন ক্ষমতা ১০,০০০ লিটার।

২। উক্ত ডেয়ারী থেকে ৩২০০ টি পরিবারে দুগ্ধ সরবরাহ করা হয়ে থাকে, এবং সারা রাজ্যে ৪,০৭০টি কৃষক পরিবার থেকে দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতির মাধ্যমে দুগ্ধ ক্রয় করে থাকে, এবং

৩। লিটার প্রতি দুগ্ধের ক্রয়মূল্য ৭ টাকা ৫০ পয়সা।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 251

Name of Member :— SHRI UMESH CH. NATH

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Agriculture Department be pleased to State :

QUESTION

১। বর্তমানে সারা রাজ্যে কি পরিমাণ জমিতে আখের চাষ হচ্ছে এবং উৎপাদিত আখের পরিমাণ কত ?

২। প্রতি বৎসর রাজ্যে কি পরিমাণ গুড় উৎপন্ন হয় ?

৩। কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি এই গুড় ক্রয়ে সরকার ব্যবস্থা নেবেন কি ?

ANSWER

১। বর্তমানে রাজ্যে ১৫০০ হেক্টর জমিতে আখের চাষ হচ্ছে এবং উৎপাদিত আখের পরিমাণ ৭২,০০০ মেঃ টন।

২। রাজ্যে উৎপাদিত গুড়ের আনুমানিক পরিমাণ ৫,৭৬০ মেঃ টন।

৩। কৃষকদের নিকট হইতে সরাসরি ক্রয় করার কোন পরিকল্পনা বর্তমানে নাই।

Admitted Starred Question No. 269.

Name of the Member :— Shri Debabrata Koloy.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be Pleased to State:—

QUESTION

১। বিগত কংগ্রেস ও উপজাতি যুব সমিতির জোট সরকারের আমলের সময় ও বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার-এর শাসনের ১৯৯৩ ইং সনের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সময়ে এ রাজ্যের তথাকথিত উগ্রপন্থী-দের দ্বারা কতজন উপজাতি ও কতজন অউপজাতি নিহত হয়েছে ? তার আলাদা হিসাব।

২। উগ্রপন্থীদের দ্বারা নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের কতজনকে চাকুরী দেওয়ার কোনরকম পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি ;

৩। যদি থাকে কতটুকু কার্যকরী হয়েছে ?

ANSWER

১) মোট ২২০ জন যাহার মধ্যে ১২৬ জন উপজাতি ও ৯৪ জন অউপজাতি।

২) হঁ্যা। তবে শূন্যপদের ভিত্তিতে।

৩) সরকারের নিয়মনীতি অনুযায়ী কিছু নিয়োগের বিষয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 280

Name of the Member :— Khagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be Pleased to State. :—

QUESTION

১। ১৯৮০ সাল (Riot) সময় সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত এস-এস-বি এল-গান ফিরিয়ে দেবার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে কবে নাগাদ ফিরিয়ে দেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

১। ১৯৮০ সনের জুন মাসে সরকার কর্তৃক বন্দুক বাজেয়াপ্ত করার কোন নির্দেশ দেওয়া হয় নাই। তবে ১৯৮০ সনের জুন মাসে রাজ্যের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনাক্রমে সরকার এক নির্দেশ প্রদান করে জেলা শাসক মহোদয়গণকে Arms Act-এর 17 ধারা অনুযায়ী লাইসেন্স প্রাপ্ত সমস্ত ব্যক্তিগণকে তাহাদের বন্দুক সংশ্লিষ্ট থানায় নিরাপত্তার স্বার্থে জমা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বলা হয়।

২। জমা দেওয়া বন্দুক ফেরত পাওয়ার জন্য আবেদন করলে তদন্তক্রমে কোন ফৌজদারী মামলা না থাকিলে আবেদনপত্র বিবেচনা করে দেখা হবে।

Admitted Starred Question No. 283

Name of the Mamber :— Shri Khagendra Jamatia

Will the Honble Minister-in-Charge of the Home Department to be pleased State:—

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে লাইসেন্স কৃত Small Arms (Revalver Pistal) ব্যক্তি মালিকাধীন আছে কতটি ?

২। ব্যক্তি মালিকাধীন সব Small Arms ফিরিয়ে নেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

৩। ইহা কি সত্য শ্রীননী গোপাল ভট্টাচার্য্য T.C.S Gr.—1 MD ত্রিপুরা জুট মিল লিঃ-এর নিকট লাইসেন্সকৃত একটি Revolver আছে ?

উত্তর

১। ১৬১টি লাইসেন্সকৃত ক্ষুদ্র আগ্নেয়াস্ত্র (রিলভার, পিস্তল) ব্যক্তি মালিকাধীন আছে।

২। এইরূপ কোন পরিকল্পনা সরকারের নিকট নেই।

৩। হ্যাঁ। ইহা সত্য।

Admitted Starred Question No. 295.

Name of the Member :— Shri Brajendra Mog Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ইহা কি সত্য যে, গত ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৯৩ ইং সালে জোলাইবাড়ী বাজারে সন্ধ্যায় পূর্ব পিলাকের গাঁওসভার Development Committee-র **Chairman (A.D.C.)** দুস্কৃতকারী কর্তৃক হামলায় নিহত হয়েছে ;

২। সত্য হইলে পুলিশ আসামীকে গ্রেপ্তার করেছে কি না ;

৩। পুলিশের পক্ষ থেকে কোন কেইস নেওয়া হয়েছে কি না ;

৪। নিহত পরিবারকে সরকার পক্ষ থেকে কোন সাহায্য করা হয়েছে কি না ?

A N S W E R

১। হ্যাঁ ইহা সত্য।

২। একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

৩। হ্যাঁ নেওয়া হয়েছে।

৪। হ্যাঁ।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 304

Name of the Member :—Sri Pabitra Kar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১নং :—ত্রিপুরা রাজ্যে মোট কতজন পান চাষী রয়েছে ?

২নং : ১৯৯২-৯৩ সালে কত জন পান চাষীকে কোন স্কীমে কত টাকা সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়েছে ?

৩নং : এই সাহায্যের পরিমাণ বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

১ নং :— ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ৪,৩৫৯ জন পান চাষী আছে।

২ নং :— পান বোরজ তৈয়ারী করার জন্য ১৯৯২-৯৩ সালে মশলা উৎপাদন প্রকল্পে প্রদর্শনী মূলক চাষের নিমিত্তে তিন জেলায় মোট ৫০০টি প্রদর্শনী ক্ষেত্র করা হয় এবং প্রতি ক্ষেত্রে মোট ১০০০ টাকা ব্যয় করা হয়, এবং প্রতিটি নির্ধারিত পান চাষীকে প্রদর্শনী ক্ষেত্রের জন্য নিম্নলিখিত

জিনিষপত্র এবং নগদ মূল্য দেওয়া হয়েছে।

(১)	নগদ	৪৫০ টাকা।
(২)	পানের চারা বাবদ	৫০০ টাকা।
(৩)	খৈলের মূল্য বাবদ	৪০ টাকা।
(৪)	পোকা মাকড় মারার ঔষধ বাবদ	১০ টাকা।
		মোট—১০০০ টাকা।

৩ নং :— নাই।

Admitted Starred Question No. 317.

Name of the Member :—Shri Rati Mohan Jamatia,

Will the Hon'ble State Minister-in-charge of Fisheries Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

নং ১ :—ডম্বুর জলাশয়ের চতুর্দিকে ছড়িয়ে থাকা উচ্ছেদকৃত উপজাতি পরিবারগুলোর পুনর্বাসনের জন্য কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দেওয়া আছে কি না?

উত্তর

নং ১ :— না; এক্ষণে এরূপ কোন পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দেওয়া নাই।

প্রশ্ন

নং ২ :— থাকিলে, এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের মতামত জানা গিয়েছে কি না?

উত্তর

নং ২ :— যেহেতু কোন পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দেওয়া নাই, তাই মতামত জানার উঠে না।

প্রশ্ন

নং ৩ :— না হলে, এ ব্যাপারে আবার যোগাযোগ করা হবে কি?

নং ৩ :— প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 318

Name of the Member ;—Shri Len Prasad Malsai,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state ;—

প্রশ্ন

১নং :—বর্তমান আর্থিক বছরে উপজাতি চাষীদের সব্জী চাষের জন্য কত টাকা বাজেট বরাদ্দ আছে।

২নং :—এর মধ্যে কত ব্যয় করা হয়েছে?

৩নং :—এই প্রকল্পে মোট কত জন উপজাতি চাষীদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে?

৪নং :—এই প্রকল্পের মাধ্যমে সব্জী উৎপাদনের পরিমাণ কত হতে পারে বলে আশা করা যায়।

PAPERS LAND ON THE TABLE
Questions & Answers

১নং :—বর্তমান আর্থিক বছরে উপজাতি চাষীদের সব্জী চাষের জন্য একশ বিশ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল পরে বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ সঙ্কোচের পরিপ্রেক্ষিতে আশি লক্ষ টাকা ধার্য্য হয়।

২নং :—জানুয়ারী ১৯৯৪ইং পর্য্যন্ত উনিশ লক্ষ তিরানব্বই হাজার দুইশত টাকা ব্যয় হয়েছে ।

৩নং :—১৯৯৩-৯৪ইং সনে ৩৮৭৫ জন উপজাতি চাষীদের এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৪নং :—এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৮৫০০ মেঃ টন থেকে ৯০০০ মেঃ টন সব্জী চাষ উৎপাদন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

Admitted Starred Question No. 328

Name of the Member :—Shri Lan Prasad Malsai.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :—

QUESTION

১। বর্তমানে রাজ্যে উগ্রপন্থীদের দ্বারা অশান্তি সৃষ্টির কারণে ১। খেদাছড়া ২। সবোয়াল পাড়া ৩। গছিরাম পাড়া। জম্পুই কম্পুই বাজার এই চারটি স্থানে আউট পোষ্ট স্থাপনের জন্য সরকার কোন চিন্তা করছেন কি না ?

২। করে থাকলে উক্ত আউট পোষ্টগুলি কবে নাগাদ স্থাপন করা যাবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Name of the Minister :—Shri Dasaratha Deb, Chief Minister Tripura.

১। বর্তমানে এমন কোন প্রস্তাব সরকারের নিকট নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

ANNEXURE—"B"

ADMITTED UN-STARRED QUESTION—NO. 3

Name of Member :— Sri Samir Deb Sarkar,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :-

QUESTION

১। ১৯৯৩-৯৪ইং আর্থিক বৎসরে রাজ্যে কতটি সমবায় সংস্থা এবং কতজন ব্যক্তিকে পাওয়ারটিলার এবং পাম্পসেট কৃষি দপ্তর থেকে বণ্টন করা হয়েছে বা পাবার জন্য ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে।

২। ১৯৯৪-৯৫ইং আর্থিক বৎসরে মোট কতটি সমবায় সংস্থা ও কতজন ব্যক্তিকে সরকার পাওয়ারটিলার পাম্পসেট সরবরাহ করার পরিকল্পনা সরকারের আছে ?

৩। ঐ সকল পাওয়ারটিলার ও পাম্পসেট-এর জন্য জা:সরকারকে কত টাকা সাবসিডি প্রদান করতে হয়েছে ১৯৯৩-৯৪ ইং সনে।

A N S W E R

উত্তর :— ১। বর্তমান ১৯৯৩-৯৪ইং আর্থিক বৎসরে ৩১শে জানুয়ারী '৯৪ইং পর্যন্ত কৃষি বিভাগ থেকে ৬৬ জন ব্যক্তিকে পাওয়ারটিলার ও ১০১ জন ব্যক্তিকে পাম্পসেট ভর্তুকীতে বিতরণের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে ৩৯ জন কৃষককে পাম্পসেটও ৩১ জন কৃষককে পাওয়ার টিলার বিতরণের কাজ শেষ হয়েছে। বাকী ৬২ জন কৃষকের মধ্যে পাম্পসেটও ৩৫ জন কৃষকদের মধ্যে পাওয়ারটিলার বিতরণের কাজ চলিতেছে।

এই আর্থিক বৎসরে কোন সমবায় সংস্থাকে পাওয়ারটিলা বা পাম্পসেট দেওয়া হয়নি।

২। ১৯৯৪-৯৫ইং আর্থিক বছরে ইনটিগ্রেটেড সিরিএল ডেভলাপমেন্ট প্রোগ্রাম (সি-এস-এস)-এর অধীনে ২০০(দুই শত) জন কৃষককে পাওয়ারটিলার এবং ১০০০ (এক হাজার) জনকে পাম্পসেট ভর্তুকীতে বিতরণ করার জন্য কৃষি দপ্তর কর্তৃক কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রস্তাব করা হয়েছে।

সমবায় দপ্তর ১৯৯৪-৯৫ইং আর্থিক বৎসরে মোট ১৫টি পাওয়ার টিলার ১০টি সমবায় সংস্থাকে বিতরণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

৩। ১৯৯৩-৯৪ইং সনে পাওয়ার টিলারও পাম্পসেট বিতরণের জন্য কৃষি দপ্তর থেকে ১৫'৯৬ লক্ষ (পনের লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার) টাকা ভর্তুকী বাবদ খরচ হবে।

Admitted Un-Starred Question No. 19.

Name of the Members :— Shri Amal Mallik, Shri Ratimohan Jamatia, Sri Debabrath Koloy, Sri Dilip Kr, Chowdhury,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to State :—

QUESTION

১। ১০-৪-৯৩ইং হইতে ৩১-১২-৯৩ইং সময় পর্যন্ত এ, টি, টি, এফ, এন, এল, এফ, টি, ও অন্যান্য উগ্রপন্থী সংস্থার মোট কত জন উগ্রপন্থী সরকারের নিকট আত্মসমর্পণ করেন (সংস্থা ভিত্তিক হিসাব এবং কতজন বাঙ্গালী, কতজন উপজাতি, কতজন অন্যান্য সম্প্রদায়ের)।

২। উক্ত আত্মসমর্পণকারী উগ্রপন্থীদের নিকট হইতে কি কি অস্ত্র পাওয়া গেছে ? (তার বিস্তারীত বিবরণ) ;

৩। উক্ত সময়ে আত্মসমর্পণকারী উগ্রপন্থীদের কতজন চাকুরীর সুযোগ পেয়েছেন, কতজন এখনও পান নাই ;

৪। উক্ত আত্মসমর্পণকারী উগ্রপন্থীদের জন্য ৩১/১২/৯৩ ইং পর্যন্ত রাজ্য সরকারের মোট কত টাকা খরচ হয়েছে ?

৫। ইহা কি সত্য যে আত্মসমর্পণকারী উগ্রপন্থীদের মধ্যে যাদের নামে সুনির্দিষ্ট কেইস ছিল সরকার সে সমস্ত কেইস withdraw করে নিচ্ছেন ; ?

৬। ইহা কি সত্য যে আত্মসমর্পণকারীদের চাকুরী না দেওয়া পর্যন্ত প্রতিমাসে ৫০০ টাকা করে ভাতা দেওয়া হবে ?

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

A N S W E R

। মোট ১৬৩৮ জন আত্মসমর্পণ করেছেন। আত্মসমর্পণকারী উগ্রপন্থীদের সংখ্যা ভিত্তিক হিসাব।

১। উপজাতি	১৬০৬ জন
২। বাঙ্গালী	৮ জন
৩। অন্যান্য	২৪ জন

অস্ত্রশস্ত্র

১. এস, এল, আর ১টি
২ ৩০৩ রাইফেল ২০টি
৩ দেশী তৈরী বন্দুক ৩০৯টি
৪ দেশী তৈরী পিস্তল ৪৩টি
৫ দেশী তৈরী '২২ রিভলবার ৭টি
৬ ৩৬ এইচ-ই-গ্রেনেড ৭টি (৩টি ডেমেজ

৭। পাইপগান ১০টি
৮। গ্যাস গ্রেনেড—৪টি (১টি ডেমেজ)
৯। দেশী তৈরী বোমা—৩টি
১০। ডেগার—১৭টি
১১। ভোজালী—৫টি
১২। দেশী এম বি বি এল বন্দুক—২১টি
১৩। মোটর বোমা—১টি

গুলাবারুদ

১) দেশী তৈরী বন্দুকের কার্তুজ ৩২টি
২) গান পাউডার ২০০ গ্রাম
৩) ৩০৩ রাইফেল গুলি ৪৬ রাউণ্ড
৪) ২২ রিভলবার গুলি ৬ রাউণ্ড
৫) রিভলবারের গুলি ৫ রাউণ্ড(১টি ডেমেজ)
৬) ৭'৬২ পিস্তলের গুলি ১১ রাউণ্ড (১টি ডেমেজ)
৭) ওয়াকি টকি—২ সেট

৩। এখন পর্য্যন্ত কাহাকেও চাকুরী দেওয়া হয় নাই।

৪। ৩৯ লক্ষ্য ৫৫ হাজার ৫০০ শত টাকা।

৫। হ্যাঁ। এ পর্য্যন্ত ৪০টি মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।

৬। চাকুরী না পাওয়া পর্য্যন্ত কেবল ১০ মাস আত্মসমর্পণকারীদের ৫০০ টাকা করে ভাতা দেওয়ার সংস্থান রাখা হয়েছে।

Admitted Un-starred Question No. 20

Name of the Member :—Shri Amal Mallik, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :-

১। ইহা কি সত্য যে বর্তমান রাজ্য সরকার এর নির্দেশে রাজ্যের বিভিন্ন কোর্টে এ-পি-পি গণ

শত শত কেইস উঠিয়ে নিচ্ছেন ; এবং

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে ৩১-১২-৯৩ইং পর্য্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন কোর্ট থেকে কত কেইস (মামলা) তুলে নেওয়া হয়েছে ? (তার মহকুমা ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব)।

A N S W E R

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Un-starred Question No. 21.

Name of the Member :— Shri Amal Mallik, M.L.A

Will the Hon'ble Ministar-in-Charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ১৯৮৮ইং-এর মার্চ মাস হইতে ১৯৯৩ইং ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সময়ে উগ্রপন্থীরা (বিভিন্ন বৈরী সংগঠন) বিভিন্ন ধরণের কত পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র রাজ্যের মধ্যে বি, এস, এফ,-সি, আর, পি, এফ, গ্রীপ, আসাম রাইফেল ও রাজ্য পুলিশের নিকট থেকে বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে কোন কোন ধরণের কত অস্ত্রশস্ত্র ছিনিয়ে নিয়েছে ? (তার আলাদা আলাদা হিসাব) ।

A N S W E R

১। ১৯৮৮ ইং সনের মার্চ মাস থেকে ১৯৯৩ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত উগ্রপন্থী কর্তৃক রাজ্যে কর্তব্যরত বি, এস, এফ,-সি, আর, পি, এফ,-গ্রীপ,-আসাম রাইফেলস ও রাজ্য পুলিশ, টি, এস, আর এর নিকট থেকে বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ছিনিয়ে নিয়েছে তার আলাদা আলাদা হিসাব সাজিয়ে তালিকায় দেওয়া গেল।

	.৩০৩ রাইফেল	.৩৮ রিভলবার	স্টেন গান	এস এল আর	৯ এম এম পিস্তল	৭.৬২ রাইফেল	বেয়নেট	এল, এম, জি,	গোলা বারুদ .৩০৩	গোলা বারুদ .৩৮	গোলা বারুদ ৯ এম এম	গোলা বারুদ ৭.৬২	স্টেনগানের মেগাজিন
বি, এস, এফ,	—	—	—	৭	—	—	—	—	—	—		২০০	—
সি, আর, পি, এফ	—	—	—	—	—	—	—	১	—	—		১২৫	—
গ্রীপ	—	—	—	২	—	—	—	—	—	—		১৩৪	—
আসাম রাইফেল	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—
পুলিশ	৬৬	৯	৩	—	২	—	৭	—	২০১৬	১৮০	১৩৯	—	৩
টি, এস, আর	৩	—	—	৩	—	—	—	—	১৫০	—	—	২০৫	—
মোট	৬৯	৯	৩	১২	২	৩	৭	১	২১৬৬	১৮৬	১৩৯	৬৬৪	৩

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

Admitted Un-starred Question No. 23

Name of the Member :— Sri Rati Mohan Jamatia. M.L.A

Will the Hon'ble Minister In-Charge of the Agriculture department be pleased to state :—

১নং প্রশ্ন :— বর্তমান আর্থিক বৎসরে মোট কি পরিমাণ আলুবীজ ক্রয় করা হইয়াছে?

২নং প্রশ্ন :— এরজন্য সরকারের ব্যয়ের পরিমাণ কত ?

৩নং প্রশ্ন :— ঐ সব আলুর বীজ কোন্ কোন্ সংস্থা ও ব্যক্তিকে সরবরাহ করা হয় এবং কিসের ভিত্তিতে ?

ANSWER

১নং উত্তর :— বর্তমান আর্থিক বৎসরে (১৯৯৩-৯৪ ইং) ১৭৪৩ মেঃ টন সংস্থা পত্রপ্রাপ্ত উন্নত-মানের বীজ আলু ক্রয় করা হইয়াছে।

২নং উত্তর :— বীজ আলু ক্রয় করা বাবদ ব্যয়ের পরিমাণ এককোটি বার লক্ষ একাশি হাজার দুইশত পঞ্চাশ টাকা।

৩নং উত্তর :— ঐ সকল আলুবীজ বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছে। যে যে প্রকল্পের ভিত্তিতে দেওয়া হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত করা হইল :—

প্রকল্পের নাম	আলর পরিমাণ মেঃ টন	কিসের ভিত্তিতে
ক) পরিবহন ভর্তুকী চাষ প্রকল্প	৮২২·০ মেঃ টন	পরিবহন ভর্তুকীসহ প্রতি কেজি ৫ (পাঁচ) টাকা হিসাবে নগদে সাধারণ কৃষকদের মধ্যে বিক্রি করা হয়।
খ) উপজাতি নিবিড় সব্জী চাষ প্রকল্প	৮২২·০ মেঃ টন ৬৪০·০ ” ১৪৬২·০ ”	বিনামূল্যে মোট ৪০টি উপজাতি নিবিড় সব্জী চাষ প্রকল্পে বিতরণ করা হয়।
গ) তপশিলী জাতি নিবিড় সব্জীচাষ প্রকল্প।	১২০ মেঃ টন	বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। প্রকল্পের সংখ্যা ২০টি।
ঘ) ৫০ ভাগ ভর্তুকীতে উপজাতি কৃষক দ্বারা	১৭০ ” ”	৫০ ভাগ ভর্তুকি

নিবিড় সব্জী চাষ প্রকল্প শুধুমাত্র ৩ বৎসর অতি-ক্রান্ত প্রকল্পাঞ্চলে প্রযোয্য		
ঙ) নদীর চরে প্রদর্শন মূলক চাষ প্রকল্প	২০ " "	বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।
চ) মিনিকিট হিসাবে	১০৪ " "	বিগত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। (প্রতিটি মিনিকিট ১০ কেজি হিসাবে)
ছ) অন্যান্য বিভাগীয় পরিকল্পনায় প্রদর্শন ক্ষেত্রকারে এবং বিভাগীয় খামারে বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যে	১৫০ " "	
	২০২৬ মেঃ টন	

Admitted Un-starred Question No. 28.

Name of the Member :—Shri Amal Mallik, M.L.A

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ১৯৯৩ইং এপ্রিল থেকে ১৯৯৪ইং এর ৪-১-৯৪ইং পর্যন্ত রাজ্য স্বরাষ্ট্রদপ্তর দ্বারা রাজ্যে কোন ধরণের কয়টি কেইস উঠিয়ে নেওয়ার জন্য সুপারিশ করেছে ;

২। সুপারিশ মত কোন, মহকুমায় কত কেইস এখন পর্য্যন্ত প্রত্যাহার করা হয়েছে ?

ANSWER

১। উক্ত সময়ের মধ্যে রাজ্য স্বরাষ্ট্রদপ্তর থেকে কোন প্রকার মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশ করা হয় নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-starred Question No. 38.

Name of the Member :—Shri Tapan Chakraborty,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ১০ই এপ্রিল ১৯৯৩ইং থেকে ৩১শে জানুয়ারী ১৯৯৪ইং পর্য্যন্ত সি পি আই (এম) ও তার

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

বিভিন্ন গণ-সংগঠনের মোট কতজন কর্মী, নেতা ও সমর্থক বিভিন্ন আক্রমণে নিহত হয়েছেন তার হিসেব। (নিহতের পরিচয় ও আক্রমণকারীর রাজনৈতিক পরিচয় সহ)

ANSWER

১। গত ১০ই এপ্রিল ১৯৯৩ইং থেকে ৩১শে জানুয়ারী ১৯৯৪ইং পর্যন্ত সি পি আই (এম) ও তার বিভিন্ন গণ-সংগঠনের যে সব কর্মী নেতা ও সমর্থক বিভিন্ন আক্রমণে নিহত হয়েছেন তার হিসাব নিহতের পরিচয় ও আক্রমণকারীর রাজনৈতিক পরিচয় সঙ্গীয় তালিকায় দেয়া গেল।

নিহতের নাম ও ঠিকানা	নিহতের রাজনৈতিক পরিচয়	আক্রমণকারীর রাজনৈতিক পরিচয়
১। সুরেশ দাস ২। সুধীর দাস নূতন বাড়ী এস এন কলোনী	সি পি আই (এম) সমর্থক	অ-রাজনৈতিক
৩। শিশির দেববর্মা রাজচন্দ্রাই পাড়া	সি পি আই (এম) সমর্থক	অ-রাজনৈতিক
৪। শ্যামচরণ দেববর্মা হরিচরণ পাড়া (উদয়পুর)	সি পি আই (এম) সমর্থক	অ-রাজনৈতিক
৫। স্বপন ওরফে বিশু দেববর্মা লক্ষণ কোবরা পাড়া	সি পি আই (এম) সমর্থক	অ-রাজনৈতিক
৬। মনীন্দ্র দেববর্মা দাশরামবাড়ী	সি পি আই (এম) সমর্থক	অ-রাজনৈতিক
৭। বিক্রমমানিক্য জমাতিয়া চামপামুড়া, হদ্রাই	ঐ	টি, ইউ, জে, এস
৮। অধীর দেববর্মা ৯। রেবতী দেববর্মা ১০। রজনী দেববর্মা দুখাই জমাদার পাড়া	ঐ	সি পি আই(এম) সমর্থক
১১। বিমল সাহা, গাবর্দী	ঐ	টি, ইউ, জে, এস
১২। হরিকৃষ্ণ পাল, মনাই পাথর	ঐ	অ-রাজনৈতিক
১৩। জীবন দে, হরিহরদোলা	ঐ	ঐ

নিহতের নাম ও ঠিকানা	নিহতের রাজনৈতিক পরিচয়	আক্রমণকারীর রাজনৈতিক পরিচয়
১৪। শাহাজান মিঞা, কানাইবাড়ী	ঐ	ঐ
১৫। দীলদার হোসেন, উত্তরমুড়া	ঐ	ঐ
১৬। জগদীশ দেববর্মা, কানাইবাড়ী	সি পি আই(এম) সমর্থক	অ-রাজনৈতিক
১৭। সূর্য্য দেববর্মা, ওয়াকি পাড়া	ঐ	ঐ
১৮। হেমন্ত ত্রিপুরা, পচারাম পাড়া	ঐ	টি, ইউ, জে, এস,
১৯। বজ্র ত্রিপুরা, দেওয়ান বাড়ী	ঐ	অ-রাজনৈতিক
২০। রবীন্দ্র ত্রিপুরা, দেওয়ানবাড়ী	ঐ	ঐ
২১। সরেন্টপদ জমাতিয়া রণজিত কলোনী, বীরগঞ্জ থানা	ঐ	টি, ইউ, জে, এস,
২২। শঙ্কর ঘোষ, রাঙ্গামাটি, বীরগঞ্জ থানা	ঐ	কং(ই)
২৩। নেপাল চক্রবর্ত্তী, চণ্ডীপাড়া, বীরগঞ্জ থানা	ঐ	সি, পি, আই (এম)
২৪। নেপাল দাস, রাঙ্গামাটি, বীরগঞ্জ থানা	ঐ	ঐ
২৫। বিমল দাস, এল. টি. রোড, আর, কে. পুর থানা।	ঐ	ঐ
২৬। ভিক্ষারাম রিয়াং, হরিমোহনপাড়া মনুথানা	ঐ	অ-রাজনৈতিক
২৭। ভানুলাল দেববর্মা, ভিতরমইমুড়া, মনুথানা	ঐ	ঐ
২৮। হরিঙ্গা ডারলং দেওরাছড়া, মনুথানা	ঐ	সি, পি, আই (এম)
২৯। লক্ষ্মীচরণ ত্রিপুরা, চন্দ্র রিয়াং রোয়াজাপাড়া ছামনু থানা	ঐ	অ-রাজনৈতিক

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

৩০। অনন্ত মোহন ত্রিপুরা, ৩১। পাংত্রী ত্রিপুরা, মেজিষ্ট্রোকারবাড়ীপাড়া, ছামনু থানা	সি পি আই এম অ-রাজনৈতিক সমর্থক	
৩২। ইন্দ্রমণি ত্রিপুরা ৩৩। কৃপালক্ষী ত্রিপুরা ৩৪। কারবারী ত্রিপুরা	ঐ	ঐ
৩৫। মহেন্দ্র দেববর্মা, পতিমনু, ছামনু থানা		
৩৬। ধীরেন্দ্র শীল, হাড়ের খোলা, কমলপুর থানা	ঐ	কং (আই)

Admitted Un-starred Question No, 39.

Name of the Member :—Shri Amal Mallik M, L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :—

১। গত ১০ই এপ্রিল ১৯৯৩ইং হইতে ১৬ই ফেব্রুয়ারী ৯৪ ইং পর্যান্ত রাজ্যে কত জন বালক বালিকা (১৮ বৎসরের নিম্ন বয়সী) খুন ও অপহৃত হয়েছে তার আলাদা আলাদা থানা ভিত্তিক হিসাব ?

ANSWER

১। গত ১০ই এপ্রিল ১৯৯৩ ইং সন থেকে ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ ইং সন পর্যন্ত ১৮ বৎসরের নীচে যে সমস্ত বালক বালিকা খুন এবং অপহৃত হয়েছে তার থানা ভিত্তিক হিসাব সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া গেল

থানার নাম	খুনের সংখ্যা		অপহরণের সংখ্যা		উদ্ধার করা সংখ্যা
	বালক	বালিকা	বালক	বালিকা	
১। সোনামুড়া	—	—	—	৪	৪
২। তেলিয়ামুড়া	—	—	১	—	১
৩। টাকারজলা	—	—	—	১	১
৪। কল্যানপুর	—	১	—	—	—
৫। এয়ারপোর্টে	১	—	—	—	—
৬। পুর্ব আগরতলা	—	—	—	২	২

৭।	পশ্চিম আগরতলা	—	—	—	৪	৪
৮।	সিধাই	১	—	—	১	সন্ধান মিলেনি
৯।	জিরানীয়া	—	—	—	৫	৫
১০।	বিশালগড়	৩	১	—	১	সন্ধান মিলেনি
১১।	আমতলী	১	—	—	—	—
১২।	মনুবাজার	১	—	—	—	—
১৩।	সাব্রুম	—	—	—	—	—
১৪।	আর কে পুর	—	—	—	৩	৩
১৫।	কৈলাশহর	১	—	—	—	—
১৫।	ফটিকরায়	—	—	—	২	২
১৭।	মনু	—	—	—	১	১
১৮।	ধর্মনগর	—	—	—	১	১
১৯।	চোরাইবাড়ী	—	১	—	২	২
২০।	পানীসাগর	—	—	—	১	১
২১।	আমবাসা	১	—	—	১	১
২২।	সালেমা	—	—	২	১	৩
	মোট সংখ্যা	৯	৪	৩	৩০	৩১

Admited Un-starred Question No. 40.

Name of the Member :—Shri Hasmai Reang

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে গত কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস জোট সরকারের আমলে সমগ্র ত্রিপুরায় অনেক নিরীহ উপজাতি-অউপজাতি শিক্ষক কর্মচারীসহ বহু লোকের বিরুদ্ধে তদানিন্তন সরকার মিথ্যা মামলা দায়ের করে থানাতে ও কোর্টে চালান দিয়ে হয়রাণী করা হয়েছিল।

২। সত্য হলে মোট কত জনের বিরুদ্ধে ঐরূপ মামলা দায়ের করা হয়েছিল তার সংখ্যা, (মহকুমা ভিত্তিক)

৩। ঐ সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করার বিষয়ে বর্তমান সরকার কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কিনা,

৪। করে থাকলে এ পর্যন্ত এরূপ কত সংখ্যক মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে তার হিসাব ?

ANSWER

১। হ্যাঁ। ইহা সত্য।

২। যে ২৮টি ঘটনায় ১০৮ জনের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছিল তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব :—

মহকুমার নাম	মামলার সংখ্যা	যাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল তাদের সংখ্যা
সদর	৩	৬
ধর্মনগর	১৪	৬৫
কৈলাশহর	১০	৩৬
লংতরাইভেলী	১	১
	২৮	১০৮

৩ নং ও ৪ নং। সমস্ত মামলাগুলি মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ার ফাইন্যাল রিপোর্ট দাখিলের পরিপ্রেক্ষিতে নিস্পত্তি ঘটে।

Admitted Un-starred Question No—41.

Name of the Memder :—Shri Ratan Lal Nath,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be Pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য-বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর ১৯৯০ইং সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৫ই ফেব্রুয়ারী ৯৪ইং পর্যন্ত সারা রাজ্যে কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস, আমরা বাঙ্গালী ও অন্যান্য বামফ্রন্ট বিরোধী রাজনৈতিক দলের এবং এই সকল রাজনৈতিক দলের সমর্থিত অন্যান্য শাখা সংগঠনের অফিস জবর দখল করা হয়েছে ?

২। যদি সত্য হয় তবে এর সংখ্যা কত ? এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এবং তাদের সমর্থিত সংগঠনের পৃথক পৃথকভাবে (থানা ভিত্তিক হিসাব)।

ANSWER

১। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর এই ধরণের কোন ঘটনার কথা পুলিশের নিকট নেই বা এই ব্যাপারে কেহই কোন অভিযোগ পুলিশের নিকট দায়ের করে নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 42

Name of the Member :— Shri Amal Mallik.

(Shri Rati Mohan Jamatia.)

Will the Hon'ble State Minister-in-charge of Fisheries Department be please to State :—

প্রশ্ন—১। বর্তমান আর্থিক বৎসরে এপ্রিল '৯৩ইং হইতে জানুয়ারী '৯৪ইং পর্য্যন্ত ডম্বুর জলাশয় থেকে কত মাছ ধরা হয়েছে (মাস ভিত্তিক হিসাব) ;

উত্তর—১। এপ্রিল '৯৩ইং হইতে জানুয়ারী '৯৪ইং পর্যন্ত ডম্বুর জলাশয় হইতে মোট ১,১৫,৯৪৬'০ কি. গ্রাম মাছ ধরা হয়েছে ; যার মাস ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

মাস	ধৃত মাছের পরিমাণ
এপ্রিল '৯৩	১ ১৪৩'৬ কি.গ্রাম.
মে '৯৩	৮২,৭৭৯'০ "
জুন '৯৩	১৯,৬০৬'০ "
জুলাই '৯৩ আগষ্ট '৯৩	মাছ ধরা বন্ধ ছিল
সেপ্টেম্বর '৯৩	২০'০ "
অক্টোবর '৯৩	৫,৬০৬'০ "
নভেম্বর '৯৩	৩,৬৬৪'২ "
ডিসেম্বর '৯৩	১,৫৫১'৯ "
জানুয়ারী '৯৪	১,৫৭৪'৩ "
	১,১৫,৯৪৬'০ কি. গ্রাম

প্রশ্ন-২ উক্ত সময়ের মধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় (কাউন্টারে) কত বার মাছ বিক্রি করা হয়েছে, কোন কোন জায়গায় এবং বিক্রয়ের ফলে কত টাকা পাওয়া গিয়াছে ; তার জায়গা ও বার ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব ;

উত্তর—২ রাজ্যে মহকুমা ভিত্তিক ডম্বুর মাছ বিক্রির পরিমাণ এবং বিক্রয় লব্ধ অর্থের পরিমাণ নিম্নরূপ :—

মাস	মহকুমা	মোট দিন	কাউন্টার সংখ্যা	মাছ বিক্রয়ের পরিমাণ (কিঃ গ্রাম)	বিক্রয় লব্ধ অর্থের পরিমাণ(টাকা)
এপ্রিল '৯৩	অমরপুর	২৫	২টি যতনবাড়ী মন্দিরঘাট	৯৯৩˙১	১৮,১৮৩˙৪০ টাকা
				মোট :- ৯৯৩˙১ কিঃ গ্রা	১৮,১৮৩˙৪০ পঃ
মে '৯৩	সাব্রুম	১	৩টি সাঁতচান্দ/সাব্রুম/মনুঘাট	১৭০˙০	৪,৭২৮˙০০
	বিলোনিয়া	৫	৩টি বিলোনিয়া/মির্জাপুর/বনকর	৩,২৭৩˙৬	৯৪,৪৬৯˙০০
	উদয়পুর	৯	২টি উদয়পুর ফিসারী অফিস/রমেশ চৌমুহনী	৬,১৯২˙৪	১,৬৭,৮৮৬˙৬৫
	অমরপুর	৬	১টি ফিসারী অফিস	১,২৯০˙৬	৩৪,৬৩৭˙৯০
		২৮	৩টি যতনবাড়ী/মন্দির ঘাট/নূতনবাজার	৩,৬৪০˙৪	৯৬,৯০২˙৭৫
	ধর্মনগর	৬	৬টি ধর্মনগর ফিসারী অফিস/রাজবাড়ী/নয়াপাড়া/হাপলং/পানিসাগর/চন্দ্রপুর	৩,৮৫২˙১	১,১৮,৫১১˙২৫
	কৈলাশহর	৯	৩টি কুমারঘাট/ফটিকরায় কৈলাশহর	৪,৪০৬˙৩	১,২৫,৯৭৪˙০০

মে '৯৩	কমলপুর	১৪	৬টি সালেমা/কমলপুর/ কুলাই/আভাঙ্গা শান্তিরবাজার/আমবাসা	৫,০৮৪'৫	১,৪১,৪৮৯'০০টা.
	সোনামুড়া	৭	৭টি সোনামুড়া/মেলাঘর/ বক্সনগর/দুর্লভ নারায়ণ/কাঁঠালিয়া/ নলছড়/বৈরাগীবাজার	২,০৩৩'৭	৫৮,৬২৬'০০
	খোয়াই	১০	২টি খোয়াই অফিসটিলা/ তেলিয়ামুড়া	৩,৫৮২'৩	১,০০,১৫৬'০০
	সদর (আগরতলা)	২৮	৫+২৫=৩০টি মহারাজগঞ্জ/মঠচৌমুহনী/ লেক চৌমুহনী/জি. বি/ দুর্গাচৌমুহনী/হাসপাতাল প্যারাডাইস চৌমুহনী/ অভয়নগর/বটতলা/ আইতরমা/সচিবালয় ইত্যাদি	৩৬,৭৪৫'৯	১০,৫৬,০৮৮'৩৯

মোট—৭০,২৭১'৮ কিঃ গ্রাম ২০,১৭,৬৫২'৩৪ টাকা

জুন '৯৩	উদয়পুর	১	১টি	৩৮০'৩	১১,৬৪৬'১০
	বিলোনিয়া	১	২টি	২৬০'৯	৬,৫৯৩'০০
	অমরপুর (যতনবাড়ী	১৮	৩টি	১,১৮৩'৭	৩২,৯৮৯'৫০
	সোনামুড়া	২	৪টি	৮০৩'০	২৪,৮৬২'০০
	খোয়াই	১	২টি	৪০৯'১	১১,২১৬'০০

মাস	মহকুমা	মোট দিন	কাউন্টার	মাছ বিক্রয়ের পরিমাণ কি, গ্রাম	বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ (টাকা)
	সদর (আগরতলা)	১৩	১৪টি	৯,৯৫১.২	২,৪১,৫৫২.৪০
				১২,৯৮৮.২	৩,২৮৮৫৯,০০
				কি গ্রাম	টাকা
সেপ্টেম্বর ৯৩	সদর (আগরতলা)	১	১টি	১৮.৫	২৯০.০০
				মোট ১৮.৫ কিঃ গ্রাম	২৯০.০০টাঃ
অক্টোবর ৯৩	অমরপুর (যতনবাড়ী)	২৮	২টি	১,২৬১ ৩	২২,৫৯৮.৪০
	সদর (আগরতলা)	৭	৭টি	৪, ১৬৬.০	১,০৪.৩৮৪.৭৩
			মোটঃ—	৫,৪২৭.৩ কি·গ্রাম	১,২৬,৯৮৩.১০ টাকা
নভেম্বর ৯৩	অমরপুর (যতনবাড়ী)	২৬	২টি	৯৩৪.২	১৮,৯৮১.৩৫
	সদর (আগরতলা)	১৭	১০টি	২,৬১৩.৫ কি.গ্রাম	৬৭,১১২.০৯
			মোটঃ	৩,৫৪৭.৭	৮৬,০৯৩.৪২ টাকা
ডিসেম্বর ৯৩	অমরপুর (যতনবাড়ী)	২৮	২টি	৬৪২.৫	১৩,৭৮৮.৫৫
	সদর (আগরতলা)	১০	৪টি	৭০১.০	১৮,৯৮৩.৩৪
			মোটঃ	১,৩৪৩৫ কি·গ্রাম	৩২.৭৭১.৮৯ টাকা
জানুয়ারী ৯৪	অমরপুর (যতনবাড়ী)	২১	২টি	৯৮৫.৭	১৯,৩৩৯.২০
	সদর (আগরতলা)	২	১টি	৩৮৩.৩	১০,০০৮.৯৫
				১,৩৬৯.০ কিঃগ্রাম	২৯,৩৪৮.১৫ টাকা

প্রশ্ন-৩। উক্ত সময়ে ডম্বুর মাছ বিক্রির ফলে কত টাকা সরকারের আয় হয়েছে ;

উত্তর-৩। উক্ত সময়ে ডম্বুর মাছ বিক্রি করে মোট ২৬,৪০,১৮১.৩৫ টাকা আয় হয়েছে।

প্রশ্ন-৪। গত ৮৮-৮৯ইং সনের একই সময়ে ডম্বুর থেকে কি পরিমাণ মাছ ধরা হয়েছিল ?

উত্তর-৪। গত ৮৮-৮৯ইং সনের একই সময়ে মোট ১, ৪৮, ৯৩২.৪ কি. গ্রাম মাছ ধরা হয়েছিল।

Admitted Un-Starred Question No. 49.

Name of the Member :— **Sri Makhan Lal Chakraborty.**

Will the Hon'ble State Minister-in-charge of Fisheries Department be please to State :—

প্রশ্ন নং — ১। গ্রামীণ মৎস্যচাষ উন্নয়ন প্রকল্পে ১৯৯৩-৯৪ইং আর্থিক বৎসরে রাজ্যে কতটি পুকুর খনন বা সংস্কার করা হয়েছে ?

উত্তর— ১। গ্রামীণ মৎস্যচাষ উন্নয়ন প্রকল্পে মৎস্যদপ্তর কর্তৃক রাজ্যে ১৯৯৩-৯৪ ইং বৎসরে জলাশয় তৈয়ারী ও সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে ; তাহার ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

ব্লকের নাম	নূতন জলাশয় সৃষ্টি		জলাশয় সংস্কার		মোট	
	সংখ্যা	আয়তন	সংখ্যা	আয়তন	সংখ্যা	আয়তন
১। মাতাবাড়ী	২১	৬.৭৩ হেঃ	—	—	২১	৬.৭৩ হে
২। বগাফা	৩০	৪.৪০ ,,	—	—	৩০	৪.৪০ ,,
৩। রাজনগর	৩২	৫.৩৮ ,,	—	—	৩২	৫.৩৮ ,,
৪। সাঁতচান্দ	৫৪	১০.৮৪ ,,	—	—	৫৪	১০.৮৪ ,,
৫। অমরপুর	৩	০.৫৬ ,,	—	—	৩	০.৫৩ ,,
৬। ডম্বুরনগর	—	—	—	—	—	—
৭। মেলাঘর	৩৫	৬.৮৪ ,,	২	০.৩২ হেঃ	৩৭	৭.১৬ ,,
৮। মোহনপুর	৪৩	০.৯০ ,,	১	০.২০ ,,	৪৪	১.১০ ,,
৯। বিশালগড়	৩৭	১০.৭২ ,,	৪	০.৮০ ,,	৭১	১০.৫২ ,,
১০। জিরানীয়া	২৫	৪.১০ ,,	১	০.২০ ,,	২৬	৪.৫০ ,,

ব্লকের নাম	নূতন জলাশয় সৃষ্টি		জলাশয় সংস্কার		মোট	
	সংখ্যা	আয়তন	সংখ্যা	আয়তন	সংখ্যা	আয়তন
১১। টাকারজলা	৩০	৪.৮০ ,,	—	—	৩০	১'৬১ ,,
১২। তেলিয়ামুড়া	৪৪	১২'৩২ ,,	—	--	৪৪	১'৩৩ ,,
১৩। খোয়াই	৮	১'৩৪ ,,	—	—	৮	১'৫৪ ,,
১৪। পানিসাগর	৪৯	৯'৪৮ ,,	—	—	৪৯	৯'৪৮ ,,
১৫। কাঞ্চনপুর	২৬	৫'১৮ হেঃ	—	—		২৬৫'১৮ হেঃ
১৬। আভাঙ্গা	৩১	৬'২০ ,,	৩	০'৫৬ হেঃ	৩৪	৬'৭৬ ,,
১৭। কুমারঘাট	৫০	১১.১৬ ,,	১	১'৪৪ ,,	৫১	১২'৬০ ,,
১৮। ছামনু	—	—	—	—	—	—
মোট :—	৫৪৮	১০০ ৯৫ হেঃ	১২	৩.৫২ ,,	৫৬০	১০৪'৪৭ হেঃ

প্রশ্ন নং :— ২। ১৯৯৩-৯৪ ইং সনে কত পোনা মাছ বিলি করা হয়েছে ?

উত্তর :— ২। ১৯৯৩ ৯৪ ইং সনে মৎস্যদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্প মারফত রাজ্যে মোট ১৫৩ লক্ষ ১৭ হাজারটি মাছের চারা পোনা মোট ২৮,১২২ জন মৎস্যচাষীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে যাহার ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

ব্লকের নাম	বিতরিত মাছের পোনার সংখ্যা	উপকৃত মৎস্য চাষীর সংখ্যা
১। মাতাবাড়ী	১'৫২ লক্ষ	৩৬৬৩ জন
২। বগাফা	৬'৭৮ ,,	১১২৭ ,,
৩। রাজনগর	৮'২৪ ,,	১১৬৪ ,,
৪। সাঁতচান্দ	৭'৫২ ,,	১০৫৯ ,,
৫। অমরপুর	৭'৫৫ ,,	১৪৪৮ ,,
৬। ডম্বুরনগর	—	—
৭। মেলাঘর	১২'৫০ ,,	২৫'২৮ ,,
৮। মোহনপুর	৫ ৬৭ ,,	৯৭১ ,,
৯। বিশালগড়	১৩'[illegible] ,,	১৭৬৫ ,,
১০। জিরানীয়া	১০ ৬৯ ,,	১৯৮৬ ,,

ব্লকের নাম	বিতরিত মাছের পোনার সংখ্যা	উপকৃত মৎস্যচাষীর সংখ্যা
১১। টাকারজলা	০'৬১ লক্ষ	৮৪ জন
১২। তেলিয়ামুড়া	৬'৮০ ,,	১১৬৪ ,,
১৩। খোয়াই	৯'২৫ ,,	১৫৬৩ ,,
১৪। পানিসাগর	১৩'২৫ ,,	২৪৭৩ ,,
১৫। কাঞ্চনপুর	১০'৬২ ,,	২১২২ ,,
১৬। আভাঙ্গা	১৫·৪৩ ,,	৫৬৮ ,,
১৭। কুমারঘাট	২০'৬৫ ,,	৩৮২৪ ,,
১৮। ছামনু	৩ ৪৬ ,,	৬২৩ ,,
মোট —	১৫৩'১৭ লক্ষ	২৮,১২২ জন

প্রশ্ন :— ৩। ইহা কি সত্য যে বর্তমান বৎসরে উত্তর ও দক্ষিণ ত্রিপুরায় ব্যাপকভাবে গলদা চিংড়ির পোনা বিতরণ করা হয়েছে ?

উত্তর : ৩। হ্যাঁ, ইহা সত্য।

প্রশ্ন :— ৪। সত্য হইলে গলদা চিংড়ি বাজারে আমদানি করতে কতদিন সময় নেবে।

উত্তর :— ৪। গলদা চিংড়ির পোনা দক্ষিণ ত্রিপুরায় ১২৮ জন মৎস্যচাষীকে ১,২১,০০০টি এবং উত্তর ত্রিপুরায় ৪১৮ জন মৎস্যচাষীকে ১,১০,০০০টি দেওয়া হয়েছে তাদের নিজস্ব জলাশয়ে চাষ করার জন্য। তাহার বিক্রয় করলেই বাজারে আমদানি হবে। ৫-৬ মাস সময় লাগে বাজারে জাত করতে।

Admitted Un-Starred Question No. 52

Name of the member :— Shri Sudhan Das,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :-

১। রাজ্যে ১৯৯২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৯৩ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত এবং ১৯৯৩ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী থেকে ৯৪ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী থেকে ৯৫ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত কি কি ধরণের কতটি অপরাধমূলক মামলা বিভিন্ন থানায় নথিভুক্ত হয়েছে ?

(বৎসর ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব)।

A N S W E R

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

Admitted Un-starred Question No. 57.

Name of the Members :— 1. Shri Amal Mallik,

2. Shri Debabrata Koloy.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :—

১। এ রাজ্যে ৩য় বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যে সমস্ত উগ্রপন্থী আত্মসমর্পণ করেছে তাদের আত্মসমর্পণের ব্যাপারে কোন রকম রাজনৈতিক চুক্তি এবং উগ্রপন্থীদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের কোন রকম প্রতিশ্রুতি আছে কি না ;

২। যদি থাকে চুক্তিগুলি ও রাজ্য সরকারের প্রতিশ্রুতিগুলি কি ?

A N S W E R

উত্তর :—১-২। রাজ্যে ৩য় বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যে সমস্ত উগ্রপন্থী আত্মসমর্পণ করেছে তাদের মধ্যে এবং সরকারের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর এক চুক্তি সম্পাদিত হয় :—

১। আত্মসমর্পনকারী এ, টি, টি, এফ-এর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

২। বহিরাগতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা করা।

৩। হস্তান্তরিত জমি পুনরুদ্ধার করা।

৪। উপজাতিভূক্ত অধিকাংশ গ্রাম এ, ডি, সি ভূক্ত করা।

৫। ইনার লাইন পারমিট চালু করা।

৬। এ, ডি, সি'র জন্য গ্রাম্য পুলিশ বাহিনী।

৭। ত্রিপুরা ট্রাইবেল অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক কাউনসিল-এর মধ্যে এস. টি আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

৮। সাংস্কৃতিক উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করা।

৯। ককবরক ও অন্যান্য উপজাতি ভাষার সমৃদ্ধি।

১০। বর্তমান ত্রিপুরা বিধানসভা ভবন স্থানান্তরিত করে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদকে ঐতিহাসিক সৌধ হিসাবে চিহ্নিত করা।

১১। জুমিয়া পুনর্বাসন।

১২। ত্রিপুরা ট্রাইবেল অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক কাউনসিল এলাকায় শিল্প স্থাপন।

১৩। অফিস বেয়ারারদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল ও নিরাপত্তা।

১৪। গৃহ সমস্যার ব্যবস্থা।

১৫। পানীয় জলের ব্যবস্থা।

১৬। সরকারী চাকুরী ও অর্থনৈতিক পুনর্বাসন।

Admitted Un-Starred Question No. 60

Name of the Member :— Shri Ratan Lal Nath,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to State :—

১। ১০ই এপ্রিল ৯৩ইং হইতে ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যান্ত সময় রাজ্যে এ, টি, টি, এফ সহ বিভিন্ন উগ্রপন্থী সংস্থা দ্বারা কয়টি অপহরণ ঘটনা ঘটেছে, (থানানুযায়ী হিসাব)

২। এর মধ্যে কয়জনকে উগ্রপন্থীরা ফেরৎ দিয়াছে এবং সরকারী প্রচেষ্টায় কতজন উদ্ধার হয়েছে (থানানুযায়ী হিসাব) ;

৩। উপরোক্ত অপহৃতদের মধ্যে কতজন সরকারী কর্মচারী ছিল এবং তাদের কতজন মুক্তি পেয়েছেন ?

ANSWER

১নং ও ২নং প্রশ্নের উত্তর

বিগত ১০ই এপ্রিল ১৯৯৩ ইং থেকে ১৫ই ফেব্রুয়ারী '৯৯৪ ইং পর্য্যন্ত সময়ে রাজ্যে এ, টি, টি, এফ সহ বিভিন্ন উগ্রপন্থী সংগঠন কর্তৃক অপহৃত ঘটনার সংখ্যা সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টায় উদ্ধারের থানাভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

থানার নাম	অপহরণের সংখ্যা	সরকারী ও বে-সরকারী প্রচেষ্টায় উদ্ধারের সংখ্যা
১। তৈদু	৭	৫
২। বিশালগড়	২	২
৩। আমবাসা	৭	৭
৪। কল্যাণপুর	২	—
৫। মনু	৫	৫
৬। নূতনবাজার	৬	৬
৭। অম্পি	৫	৪
৮। কিল্লা	৩	৩
৯। রইশ্যাবাড়ী	৭	৫
১০। তেলিয়ামুড়া	৫	৫
১১। ফটিকরায়	৫	৩

১২।	জিরানীয়া	৩	২
১৩।	সালেমা	৪	৪
১৪।	সিধাই	৬	৬
১৫।	গণ্ডাছড়া	৮	৭
১৬।	ছাওমনু	৩	২
১৭।	বাইখোরা	১	১
১৮।	কমলপুর	৫	৫
১৯।	কাঞ্চণপুর	১	—
২০।	খোয়াই	৩	৩
২১।	টাকারজলা	৪	৪
		৯২	৯৭

৩। উপরোক্ত ৯২ জন অপহৃত-ব্যক্তিদের মধ্যে ১৯ জন সরকারী কর্মচারী। ১৯ জন অপহৃত সরকারী কর্মচারীর মধ্যে ১৬ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে।

Admitted Un-starred Question No. 61

Name of the Member :— **Shri Dilip Kr. Choudhury,**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :—

১। রাজ্যে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার অধিষ্টিত হওয়ার পর ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ইং পর্য্যন্ত কত অস্ত্র লুটের ঘটনা ঘটেছে ?

২। এতে কতজন পুলিশ আধা সামরিক বাহিনীর সদস্য আহত ও নিহত হয়েছে ?

৩। এতে কি ধরণের কতটি অস্ত্র লুট হয়েছে ?

৪। এ পর্য্যন্ত লুট হওয়া কতটি অস্ত্র উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে ?

A N S W E R

১। রাজ্যে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার অধিষ্টিত হওয়ার পর বিগত ১০ই এপ্রিল, ১৯৯৩ইং সন থেকে ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ইং পর্য্যন্ত মোট ১৩টি অস্ত্র লুটের ঘটনা ঘটেছে।

২। এই সমস্ত অস্ত্র লুটের ঘটনায় মোট ১৩ জন নিরাপত্তা কর্মী (পুলিশ—১১ এবং বি, এস, এফ—২) নিহত হন এবং ৭ জন পুলিশ ও ৪ জন বি, এস, এফ মোট—১১ জন আহত হন।

৩। অস্ত্রশস্ত্র

ক) এস, এল, আর—৬টি
খ) '৩০৩ রাইফেল—১৯ "
গ) '৩৮ রিভলবার —৪ "
ঘ) ৯ এম, এম, পিস্তল—২ "
ঙ) ডি, বি, বি, এল —১ "
চ) ষ্টেনগান —১ "

গোলাবারুদ

ক) ৭'৬২ রিভলবারগুলি —১৯০
খ) '৩০৩ রাইফেলগুলি —৭৮৪
গ) '৩৮ রিভলবার গুলি — ৯৬
ঘ) ৯ এম, এম, পিস্তলের গুলি—১০৫
ঙ) বন্দুকের কার্তুজ —১৭
চ) ষ্টেনগানের ম্যাগাজিন — ৩
ছ) বেয়নেট —৭

৪। যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে তার হিসাব :—

১। '৩০৩ রাইফেল —২টি
২। '৩৮ রিভলবার —১টি
৩। '৩০৩ রাইফেলের গুলি —২৫টি
৪। '৩৮ রিভলবারের গুলি —২৪টি

Admitted Un-starred Question No. 63

Asked by Shri Ratan Lal Nath, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Law Department be pleased to state:—

QUESTIONS.

১। ইহা কি সত্য যে প্রতি বৎসর দুঃস্থ জনগণকে আইনী সাহায্য দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকার গুলিকে অর্থ মঞ্জুর করে থাকে ?

২। যদি হয়ে থাকে তবে বর্তমান অর্থ বৎসরে ত্রিপুরার জন্য কত টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল ? এবং এই পর্যন্ত কত টাকা ব্যয়িত হয়েছে ? এবং

৩। এর ফলে কত জন লোক সারা রাজ্যে উপকৃত হয়েছে ? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

ANSWERS

১। সত্য নহে। কারণ, Legal Aid and Legal Advice, State plan-এর Scheme কাজেই প্রতি বৎসর এই Scheme-এর জন্য আলাদাভাবে কেন্দ্রীয় সরকার অর্থবরাদ্দ করেন না। কাজেই Legal Aid and Legal Advice-এর টাকা state plan থেকেই খরচ হয়। এই Scheme-এ গত আর্থিক বৎসরে মোট ১৬০০ গরীব জনগণকে সাহায্য করার সম্ভব হয়েছে।

২। }
৩। } ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

Admuited Un-starred Question No. 64

Name of Member :— Shri Sudhan Das.

Will the Hon'ble Mimister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state:—

QUESTION.

১। কৃষি দপ্তরের পরিচালনাধীন পাওয়ার টীলার সহ কৃষি যন্ত্রাদি ভাড়া দেওয়ার কয়টি কেন্দ্র আছে ? (কৃষি মহকুমা ভিত্তিক নাম সহ হিসাব)।

২। এই ভাড়া কেন্দ্রগুলির কয়টিতে সরকারী লোক আছে এবং ১৯৯৩-৯৪ আর্থিক বৎসরে ভাড়া বাবত দপ্তরের নিকট কত টাকা জমা পড়েছে ? (১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ইং পর্যন্ত)।

৩। এই ভাড়া কেন্দ্রগুলিতে কতটা পাওয়ার টিলার আছে, তার মধ্যে ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ ইং পর্যন্ত একটা চালু অবস্থায় আছে ?

ANSWER

১। রাজ্যে কৃষি দপ্তরের পরিচালনাধীন পাওয়ার টিলার ও কৃষি যন্ত্রপাতি ভাড়া দেওয়ার ৭৮টি ভাড়া কেন্দ্র আছে। তাহার কৃষি মহকুমা ভিত্তিক নাম ও হিসাব এইরূপ :—

পশ্চিম ত্রিপুরা

কৃষি মহকুমার নাম	কেন্দ্রের নাম
১। বিশালগড়	১। বিশালগড়।
	২। চারিপাড়া।
	৩। জে, সি, নগর
	৪। সেকেরকোট।
	৫। দেবীছড়া।
	৬। দুর্গানগর।
	৭। রামনগর।
	৮। লালসিংমুড়া।
	৯। চড়িলাম।
২। খোয়াই	১। সোনাতলা।
	২। হাতকাটা।

		৩।	এ, আর বাড়ী।
		৪।	বেহালাবাড়ী।
		৫।	বাচাইবাড়ী।
৩।	মেলাঘর	১।	নলছড়।
		২।	কুলুবাড়ী।
		৩।	মতিনগর।
		৪।	কাঠালিয়া।
		৫।	বক্সনগর।
		৬।	কলমছড়া।
		৭।	মেলাঘর।
		৮।	ধনপুর।
৪।	তেলিয়ামুড়া	১।	উঃ মহারানীপুর।
৫।	জিরানীয়া	১।	জিরানীয়া।
		২।	বৃদ্ধনগর।
		৩।	মান্দাই।
৬।	মোহনপুর	১।	মোহনপুর।
		২।	নূতননগর।
		৩।	কাতলামারা।
		৪।	ছেছুরিয়া।
		৫।	বামুটিয়া।
		৬।	নরসিংগড়।
		৭।	কামালঘাট।
৭।	নর্থ ব্লক	১।	আগরতলা।

মোট পশ্চিম ত্রিপুরা :- ৩৪টি ভাড়া কেন্দ্র।

দক্ষিণ ত্রিপুরা :-

১।	মাতারবাড়ী	১।	মির্জা।
		২।	গর্জি।
		৩।	উদয়পুর।

২। বগাফা ১। শান্তিরবাজার।
২। বাইখোরা।
৩। মনু।
৩। সাতচান্দ ১। দৌলবাড়ী।
২। বৈষ্ণবপুর।
৩। ছোটখিল।
৪। বেতাগা।
৫। আমলীঘাট।
৬। কৃষ্ণনগর।
৭। শিলাছড়ি।
৪। রাজনগর ১। মতাই।
২। অভয়নগর।
৩। রাজনগর।
৪। হেকিমপুর।
৫। রাধানগর।
৬। বড়পাথরী।
? অমরপুর ১। বামপুর।
২। নূতনবাজার।
৩। অম্পি।
৪। করবুক।
৫। নগরাই।
৬। তৈদু।
৬। গণ্ডাছড়া নাই।

মোট দক্ষিণ ত্রিপুরা :— ২৫টি ভাড়া কেন্দ্র।

উত্তর ত্রিপুরা :—

১। কাঞ্চণপুর ১। কাঞ্চণপুর।
২। দশদা।
২। কুমারঘাট ১। কনকপুর।

২। টিলাবাজার।
৩। সমরুরপাড়।
৪। গৌড়নগর।
৫। পাবিয়াছড়া।
৩। ছাওমনু ১। ছৈলেংটা।
২। করমছড়া।
৪। সালেমা ১। হালাহালি।
২। শ্রীরামপুর।
৩। বামনছড়া।
৪। আভাংগা।
৫। শিকারীবাড়ী।
৫। পানিসাগর ১। পানিসাগর।
২। ধর্মনগর।
৩। কদমতলা।
৪। কুর্ত্তী।
৫। বানীবাড়ী।

মোট উত্তর ত্রিপুরা ঃ ১৯টি ভাড়া কেন্দ্র।
মোট ত্রিপুরা ঃ ৭৮টি ভাড়া কেন্দ্র।

২। প্রতিটি ভাড়া কেন্দ্রে সরকারী লোক আছে ১৯৯৩-৯৪ইং আর্থিক বছরে ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ইং পর্যন্ত কৃষি দপ্তর ভাড়া বাবদ মোট ১১,৮২,৭০৭.৫০ টাকা সংগ্রহ করেছে।

৩। ঐ সকল ভাড়া কেন্দ্রগুলিতে মোট ২৬৬টি পাওয়ার টিলার আছে। তারমধ্যে ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ই পর্যন্ত ১৪২টি পাওয়ার টিলার চালু ছিল।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION No. 66

Name of Member :— Shri Makhan Lal Chakraborty,

QUESTION

১। ১৯৯৩-৯৪ আর্থিক বৎসরে কত জন কৃষক ভর্তুকিতে স্প্রে মেসিন, পাওয়ার টিলার এবং

পাম্প মেসিন খরিদ করেছেন ?

২ · ১৯৯৪-৯৫ ইং সনের লক্ষ্যমাত্রা কত ? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)।

ANSWER

১। ১৯৯৩-৯৪ আর্থিক বৎসরে ৭ই মার্চ '৯৪ পর্যান্ত বাজ্যে মোট ১১৫ (এক শত পনের) জন কৃষক স্প্রে মেসিন ৫৮ জন কৃষক পাওয়ার টিলার এবং ৮৭ জন কৃষক পাম্প মেশিন ভতুর্কিতে খরিদ করেছেন। তার কৃষি মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

কৃষি মহকুমা	স্প্রে-মেশিন	—	পাওয়ার টিলার	পাম্প মেশিন
মাতাবাড়ী	৩৫	২	২	১
বগাফা	—	৫	৫	১০
শাতচান্দ			৫	২
রাজনগর	—		৮	২
অমরপুর	—		৩	—
ডম্বুরনগর	—		—	—
মোট দক্ষিণ ত্রিপুরা :—	৩৫		২৩	১৫
খোয়াই	—		—	—
মেলাঘর	—		৬	২৫
মোহনপুর	১৫		—	১১
বিশালগড়	—		৭	৮
জিরানীয়া	—		—	৩
তেলিয়ামুড়া	—		৭	৫
মোট পশ্চিম ত্রিপুরা :	২৫		২০	৫২
সালেমা	—		৫	২
কুমারঘাট	—		৫	৫
পানিসাগর	২৫		৪	৫
কাঞ্চনপুর	৩০		১	৮
ছা-মনু	—		—	—
মোট উত্তর ত্রিপুরা :	৫৫		১৫	২০
মোট ত্রিপুরা :—	১১৫		৫৮	৮৭

২। ১৯৯৪-৯৫ইং সনের জন্য জিলা ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে যাহার সংখ্যা নিম্নরূপ :-

জিলা	প্রে-মেশিন	পাওয়ার টিলার	পাম্প মেশিন
পশ্চিম জিলা	৭৩৫	৭৪	৩৭০
দক্ষিণ জিলা	৬১৭	৬৬	৩৩০
উত্তর জিলা	৪৮০	৬০	৩০০
	১৮৩২	২০০	১০০০

নূতন আর্থিক বছরের প্রারম্ভে জিলা কৃষি অফিসারগণ কৃষি মহকুমা ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করিবেন।

Admitted Un-Starred Question No. 67

Name of the Member :—(1) **Sri Ratan lal Nath. M.L.A.**

(2) Sri Dilip Kr. Chowdhury. M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be Pleased to state :—

১। ৮ই ডিসেম্বর ৯৩ইং হইতে ১৫ই ফেব্রুয়ারী ৯৪ইং পর্যান্ত সারা রাজ্যে কতটি খুন, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট এর ঘটনা ঘটেছে ; (প্রতিটি অপরাধের থানা ভিত্তিক হিসাব) ;

২। এই সময়ের মধ্যে কয়টি নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে সমস্ত রাজ্যের থানানুযায়ী হিসাব ? এবং কয়টি ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে ? (থানানুযায়ী হিসাব)।

ANSWER

১নং ও ২নং প্রশ্নের উত্তর

বিগত ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৯৩ইং হইতে ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭ইং পর্য্যন্ত সারা রাজ্যে সংঘটিত খুন, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, নারী নির্যাতন ও ডাকাতির ঘটনার থানাভিত্তিক হিসাব সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া গেল।

থানার নাম	খুন	অগ্নিসংযোগ	লুটপাট	নারী নির্যাতন	ডাকাতি
১	২	৩	৪	৫	৬
পূর্ব আগরতলা	৪	২	১	—	১
পশ্চিম আগরতলা	২	১	—	১	—
জিরানীয়া	১	১	৩	—	১
বিশালগড়	৪	—	১	১	—

আমতলী	২	১	—	—	
টাকারজলা	—	—	—	—	
সিধাই	—	১	১	১	—
এয়ারপোর্ট	৪	—	—	৪	১
খোয়াই	৪	২	—	—	—
তেলিয়ামুড়া	৩	৫	১	১	২
কল্যাণপুর	১	৫	২	১	—
সোনামুড়া	—	—	২	—	—
মেলাঘর	১	১	—	২	১
কলমছড়া	—	—	—	—	—
যাত্রাপুর	—	—	১	—	—
আর-কে-পুর	১	—	২	২	২
কিল্লা	—	১	—	—	৪
বিলোনীয়া	—	—	—	—	১
পি-আর-বাড়ী	—	—	—	—	—
শান্তির বাজার	২	১	—	—	—
বাইখোরা	১	—	১	—	—
সাব্রুম	—	—	—	—	২
মনুবাজার	২	—	—	—	১
বীরগঞ্জ	২	—	৩	—	২
নূতন বাজার	১	—	—	—	—
অম্পি	২	—	১	—	—
তৈদু	—	—	১	১	২
গণ্ডাছড়া	—	১	—	—	১
গঙ্গানগর	—	—	—	—	—
রৈশ্যাবাড়ী	১	—	২	—	১
কৈলাশহর	৮	—	৫	২	—

ফটিকরায়	১	—	১	৯	—
মনু	১	৩	১	২	—
ছামনু	—	—	—	—	—
ধর্মনগর	২	১	—	—	—
চোরাইবাড়ী	১	২	২	১	১
পানিসাগর	১	—	—	—	১
কাঞ্চণপুর	—	—	—	—	১
পেচারথল	—	—	৩	—	২
দামছড়া	—	—	—	— ৭	২
ভাইমুন	—	—	—	—	২
কমলপুর	—	১	১	—	১
আমবাসা	০	১	২	১	২
সালেমা	২	২	—	—	—

Admitted Un-starred Question No. : 73

Name of the Member : Shri Ratanlal Nath

Will the Hon'ble Minister in charge of the information, cultural affairs and tourism Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যের দৈনিক পত্রিকাগুলিকে ৯২-৯৩ অর্থ বৎসরে রাজ্য সরকার কর্তৃক মোট কত টাকার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল ?

(প্রত্যেকটি পত্রিকার আলাদা আলাদা হিসাব

২। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ৯৩-৯৪ অ বৎসরের ২৫-২-৯৪ইং পর্যান্ত রাজ্য সরকার কর্তৃক রাজ্যের দৈনিক পত্রিকাগুলিকে মোট কত টাকার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে ?

(প্রত্যেকটি পত্রিকার আলাদা আলাদা হিসাব)।

উত্তর

১। মোট ২৫,২৩,৯৩৫·৭০ ার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল।

প্রত্যেকটি পত্রিকার আলাদা হিসাব জুড়ে দেওয়া গেল।

২। মোট ১৯,১২,৫৭৩২০ টাকার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে।

প্রত্যেকটি পত্রিকার হিসাব জুড়ে

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

Statement showing the total amount of Display and Classified advertisement issued to local Daily News papers for the Period from 1992-93

	Name Newspapers	Display	Classified	Total Amount
1.	Dainik Sambad	Rs. 20'304'00	Rs. 2,69,238'60	Rs. 2,89,542.60
2.	Tripura Darpan	Rs '1,301'00	Rs. 2,23,366'00	Rs. 2.34,667'00
3.	Syandan	Rs. 29,993'00	Rs. 2,71,297'20	Rs. 3,01,29o,20
4.	Bhabi Bharat	Rs. 23,8?9'00	Rs. 1,83,522'00	Rs. 2,07,351'00
5.	Ganadut	Rs. 43,253'00	Rs. 2,44,608'40	Rs. 2,87,861'40
6.	Ganasambad	Rs. 37,481'00	Rs. 2,47,543'00	Rs. 2,85,024'00
7.	Swastidoot	Rs. 23,646'00	Rs. 1,61,742'00	s. 1,85,388'00
8.	Manush	Rs. 20.974'00	Rs. 1.88,639'00	Rs. 2.09,613'00
9.	Jagaran	Rs. 29,757'00	Rs. 1,84.320'00	Rs. 2,14,077'00
10.	Bibek	Rs. 8,954'00	Rs. 83,798'00	Rs. 92,752'00
11.	Padatik	Rs. 7,617'00	Rs. 68,931'00	Rs. 76,543'00
12.	Promod Barta	Rs. 5,274.00	Rs. 36,427'50	Rs. 41,701'50
13.	Janapad	Rs. 3,246'00	Rs. 11,070'00	Rs. 14,316'00
14.	Bartaman Tripura	Rs. 6,720'00	Rs 75,620'00	Rs. 82,340'00
15.	Tripura observer	Rs. 1,464'00	Nil.	Rs. 1,464'00
		Rs. 2,73,813'00	Rs. 22,50,122'70	Rs. 25,23,35'70

Statement showing the total amount of Display and Classified Advertisement to local daily Newspapers during the Period from April' 93 to 25-2-94.

	Name of Newspaper	Display	Classified	Total Amount
1.	Dainik Sambad	Rs. 17,533'00	Rs. 1,91.567'00	Rs. 2,09,100'00
2.	Tripura Darpan	Rs. 13,300'00	Rs 1,71,548,00	Rs. 1,84,848'00
3.	Sayandan	Rs. 8,566'00	Rs. 1,63,827'00	Rs, 1,72,393'00
4.	Ganasambad	Rs. 6,058'00	Rs. 149,665'00	Rs. 1,55,723'00
5.	Daily Dasher Katha.	Rs. 14,479'00	Rs. 2,55,233'00	Rs. 2,69,712'0o

6, Ganadut	Rs. 8,950'00	Rs. 1,69'885,60	Rs,1,78,835'60
7. Bhabi Bharat	Rs. 5,867'00	Rs, 1,39,153'00	Rs, 1,45,020'00
8. Manush	Rs. 4,820,00	Rs. 1,11,188'00	Rs. 1,16,008'00
9, Swastidoot	Rs, 3,809'00	Rs, 91,528,60	Rs, 95,337'60
10. Jagaran	Rs. 4,468'00	Rs. 1,20.S40,00	Rs. 1,25,308'00
11. Bibek	Rs, 3,842,00	Rs. 79,580,00	Rs. 83,422'00
12. Padatik	Rs, 1,375'00	Rs, 52,434,00	Rs. 53,809'00
13, Bartaman Tripura	Rs. 2,024'00	Rs. 59,050,00	Rs, 61,074,00
14. Promod Barta.	Rs, 1,200'00	Rs. 29,280'00	Rs, 30,480,00
15. Tripura observer.	Rs,1,068'00	Rs. 30,435'00	Rs, 31,503,00
	Rs. 97,350'00	Rs. 11,15,21428	Rs 19,12,572'00

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The House met in the Assembly House, Agartala, on Friday, the 18th March, 1994 at 11 A. M,

PRESENT

Shri Bimal Sinha Speaker in the Chair, Chief Minister, the Deputy Speaker, Nine Ministers, four Minsters of state and 30 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :-- আজকের কার্যাসূচীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যদের নামের পাশে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পাশে যে কোন নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক।

(মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত)।

মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ এবং শ্রীতপন চক্রবর্তী ।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ (কদমতলা) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৯।

শ্রীমতি কাতিককন্যা দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৯।

১। বর্তমানে রাজ্যের অঙ্গনওয়াদী কেন্দ্রগুলিতে নিযুক্ত নিয়মিত ও অনিয়মিত কর্মীর সংখ্যা কত? (নিয়মিত ও অনিয়মিত কর্মচারীর পৃথক পৃথক হিসাব)।

২। চলতি অর্থ বৎসরে (১৯৯৩-৯৪ ইং) অঙ্গনওয়াদী কর্মীদের মধ্য হইতে কত জনকে রাজ্য সরকারের অন্যান্য দপ্তরে চাকুরী দেওয়া হয়েছে? এবং

৩ অঙ্গনওয়াদী কর্মীগণ বর্তমানে কি হারে ভাতা পাচ্ছেন?

৪। অনিয়মিত কর্মীদেরকে নিয়মিত কর্মী হিসাবে নিযুক্ত করে উপযুক্ত বেতন ও ভাতাদি প্রদানের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে আলোচনার জন্য কোন উদ্যোগ নেওয়া হবে কি না?

১। বর্তমানে রাজ্যে অঙ্গনওয়াদী কেন্দ্রগুলিতে নিযুক্ত অনিয়মিত কর্মীর সংখ্যা ২০৫৫ (দুই হাজার পঞ্চান্ন) জন। সকল অঙ্গনওয়াদী কর্মীরা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পে মাসিক ভাতায় অনিয়মিত কর্মী হিসাবে নিযুক্ত।

২। ১৯৯৩-৯৪ ইং অর্থ বৎসরে একজনকেও অন্যান্য দপ্তরে চাকুরী দেওয়া হয় নাই।

৩। রাজ্যে কর্মরত অঙ্গনওয়াদী কর্মীদের মাসিক ভাতার হার নিম্নরূপ ঃ—

ক) মাধ্যমিক ফেল কর্মীগণ— ৩৫০ টাকা

খ) মাধ্যমিক ফেল এবং পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন - ৩৭৫ টাকা

গ) মাধ্যমিক ফেল এবং দশ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন— ৪০০ টাকা

ঘ) মাধ্যমিক পাশ— ৪০০ টাকা

ঙ) মাধ্যমিক পাশ এবং পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন— ৪২৫ টাকা

চ) মাধ্যমিক পাশ এবং দশ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন— ৪৫০ টাকা

৪। সংশ্লিষ্ট বিষয়টি নিয়ে আলোচনার উদ্যোগ রাজ্য সরকারের অব্যাহত আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই সব অঙ্গনওয়াদী কর্মীরা, তারা কি রাজ্য সরকারের না কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মী এবং এই কর্মচারীরা তারা কোন শ্রেণীর ক্লাশ থ্রি না ক্লাশ ফোর কোনটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী)ঃ— মি ডেপুটি স্পীকার স্যার, অঙ্গনওয়াদী কর্মচারীরা কেন্দ্রীয় সরকারের স্কীমের কর্মচারী এবং তারা ক্লাস থ্রিও না, ক্লাস ফোরও না। তাদের কাজটা তাদের স্কীম অনুযায়ী হয়ে থাকে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী (কল্যাণপুর) ঃ এখানে এই অঙ্গনওয়াদী সেন্টারের কর্মীদের সম্পর্কে আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই বামফ্রন্ট সরকার [illegible] নতুন অবস্থায় অনেকগুলি ব্লকে এই কর্মসূচী চালু করেছেন। আমাদের তেলিয়ামুড়া ব্লকে এই কর্মসূচী চালুর আগে সরকার থেকে একটা নির্দেশ দিয়েছিল সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রে কর্মী নিয়োগের জন্য, তখন সেখানকার পাশ করা অনেক মেয়েরা এই সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রে চাকুরীর ব্যাপারে তারা অফারও পেয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে যেহেতু স্কেলটা পরিবর্তন হয়ে অঙ্গনওয়াদীতে যোগ দিল তখন তেলিয়ামুড়া ব্লকের এই সমস্ত কর্মীদের ঐ অফার বন্ধ রেখে কর্মী হিসাবে তাদের একটা ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করে সেখানে তাদেরকে কাজে নিয়োগ করা হয়। তখনকার যে রাজ্য সরকার যিনি মুখ্যমন্ত্রী আছেন তখন তিনিই ছিলেন সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী, তখন একটা প্রতিশ্রুতি ছিল যে এরা যেহেতু মাধ্যমিক পাশ এবং বালোয়ারীতে চাকুরী পেয়েছিল এখন যেহেতু স্কীমটা পরিবর্তন হয়ে অঙ্গনওয়াদী হয়ে গেছে, তাই ওয়ারকার, ভবিষ্যতে সরকার এদের আস্তে আস্তে সমস্ত পাশ করা কর্মীদের রাজ্য সরকারের রেগুলার চাকুরীতে নিয়োগ করবেন। কিন্তু এই ১৫ ১৬ বছর পরও এরা রেগুলার হয়নি এই সম্পর্কে এখানে যখন ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট এসেছেন তখন বিষয়টাকে

গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন কি না জানবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— রেগুলার যেটা সেটা, এই ভাবে তো একটা স্কেল থেকে আর একটা স্কেলে দেওয়া যায় না। যদি কোন পদ খালি থাকে যখন নিয়োগ হবে তখন তারা ইণ্টারভিউর সুযোগ পেতে পারেন। কিন্তু অঙ্গনওয়াদী হিসাবে ঢোকার পর এরা এম. এ পাশ করলে এম. এ পাশের স্কেল দেব এই ধরণের কোন স্কীম সরকারের নাই।

শ্রীদেবব্রত কলই (অম্পিনগর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে ভারপ্রাপ্ত মাননীয় অঙ্গনওয়াদী সেণ্টার বলেছেন ২০৫৫টি অঙ্গনওয়াদী সেণ্টার আছে. এর মধ্যে কয়টা চালু আছে এবং কয়টা অচল আছে বা মোট আমাদের রাজ্যে অঙ্গনওয়াদী সেণ্টারের কোটা কয়টি ছিল এবং সবগুলি কোটা পূরণ করা গেছে কিনা ?

শ্রীমতি কাত্তিককন্যা দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— আপাততঃ সবটাতেই চালু আছে।

শ্রীদেবব্রত কলই :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমরা জানি অমরপুর মহকুমাতে যদিও ১৯১টি চালু হওয়ার কথা কিন্তু সেখানে আদৌ তা চালু নাই। মাত্র ৮টি চালু আছে, কাজেই এই সমস্ত চালু না হওয়ার কারণ কি এবং আমরা দেখেছি জোট সরকারের আমলে যারা উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান এবং সদস্য ছিলেন তাদের বাড়ীতে একটা গ্রামে পাশাপাশি দুই তিনটা স্কুল আছে এমনও আছে। আবার প্রয়োজন থাকা সত্বেও কোন কোন গাঁওসভাতে একটাও নাই। সেটা পুনরায় ঠিক করে যাতে সমস্ত অঞ্চলের মানুষ অঙ্গনওয়াদী সেণ্টারের সুযোগ সুবিধা পায় সেটার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীমতী কাত্তিককন্যা দেববর্মা রাষ্ট্রমন্ত্রী :— আপাততঃ এই রকম কোন তথ্য আমাদের দপ্তরের এখানে নেই, যদি এই রকম থেকে থাকে তাহলে আমি দপ্তরকে নির্দেশ দেব এবং এইটা সম্পর্কে খোঁজ খবর নেব।

শ্রীপ্রণব দেববর্মা (সিমনা) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, রাজ্যের অঙ্গনওয়াদী যে স্কীমটি আছে এইটা হল ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে যাওয়ার প্রাক্ মূহুর্তে তাদেরকে শিক্ষার আঙ্গিনায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা। তা ত্রিপুরা রাজ্যে এই স্কীমটা চালু হওয়ার পর অনেক ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এই স্কীম থেকে অনেক উপকৃত হয়েছেন। কাজেই রাজ্যের মধ্যে আমরা দেখি যে প্রতিটি ব্লক এরিয়াতে বিগত জোট সরকারের আমলে অঙ্গনওয়াদী ঘরগুলি সম্পূর্ণ ভেঙ্গে গেছে। কাজেই এই সমস্ত ভাঙ্গা ঘরগুলি আমাদের মোহনপুর এলাকাতেই ৭৬ টির মত ঘর ভাঙ্গা আছে। এর মধ্যে আমরা জি, আর, ওয়াই-র কিছু টাকা দিয়ে ব্লক লেবেলে কিছু ঘর করিয়েছি, কিন্তু এইটা দিয়েতো সমস্যার সমাধান হয় না। কাজেই অসংখ্য ঘর এখনও ভাঙ্গা অবস্থায় আছে। কাজেই এইগুলিকে আবার মেরামত

'করে এই সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শিক্ষার সুযোগ দিতে সরকার কোন চিন্তা ভাবনা করেছেন কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :—অঙ্গনওয়াদী ঘর যেগুলি ভেঙ্গে গেছে সেগুলি মেরামত করা হবে, কিন্তু এইটার জন্যতো টাকার প্রয়োজন আছে, আর্থিক অবস্থার সংকুলান না হলে পরে সব ঘর একটসঙ্গে করা যাবে না। কিন্তু আমাদের স্কীম রয়েছে। সে স্কীমগুলি আমরা বিভিন্ন ব্লকে পাঠিয়ে দিয়েছি। সে অনুযায়ী কিছু কিছু রিপেয়ারিং-এর কাজ দেওয়া হয়েছে। তবে সবগুলি করতে সময় লাগবে রাতা-রাতি করা যাবে না। আমাদের স্কীম রয়েছে ঘরগুলি মেরামতি করা বা নতুন করে নির্মাণ করার কিন্তু তার জন্য আর্থিক সমস্যার প্রশ্ন রয়েছে।

শ্রীআনন্দমোহন রোয়াজা (রাইমাভ্যালী) :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার এইখানে মাননীয় মন্ত্রীবাহাদুর বললেন যে সবগুলি অঙ্গনওয়াদি সেণ্টারগুলি সবগুলিই চালু আছে কিন্তু গণ্ডাছড়ার বদনিয়াপাড়া ভগীরথবাড়ী পাড়া; মনসাপাড়া এই সব এলাকায় গত পাঁচ বৎসর থেকে এখন পর্য্যন্ত অঙ্গ য়াদি সেণ্টারগুলি চালু করা হয়নি। এইগুলি অতি সত্বর চালু করার কোন পরিকল্পনা সর কারের আছে কিনা না ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী)—মিঃ স্পীকার স্যার, কোন কোন অঙ্গনওয়াদি সেণ্টার চালু না সেটা দপ্তর খোঁজ নিয়ে দেখবে। তবে মাননীয় সদস্যরা যদি এই ব্যাপারে দপ্তরকে জানান যে কোন কোন অঙ্গনওয়াদি সেণ্টারগুলি অচল রয়েছে তবে সেটা খোঁজ করে আবার চালু করার ব্যবস্থা করা হবে।

মিঃ স্পীকার মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ। (অনুপস্থিত)

শ্রীঅরুণ ভৌমিক (বড়জলা)—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এই প্রশ্নটিতে ইন্টারেষ্টেড। আমি আপনার অনুমতি নিয়ে প্রশ্নটি উৎথাপন করতে চাই।

অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫৭।

শ্রীসুকুমার বর্মন (রাষ্ট্রমন্ত্রী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অ্যাডমিডেট ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫৭।

প্রশ্ন নং ১) । ইহা কি সত্য কেন্দ্রীয় সরকার ও, বি সি সম্প্রদায়ের জন্য এই বৎসর ও বি সি খাতে ত্রিপুরাতে অর্থমঞ্জুর করেছেন, এবং

প্রশ্ন নং (২) যদি সত্য হয় তবে সেই অর্থ সঠিকভাবে ও বি সি সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য ব্যয় হচ্ছে কিনা ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, ইহা সত্য।

২। যেহেতু এখনো পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় বসবাসত কারা কারা ও, বি, সি সম্প্রদায়ভুক্ত তা' চিহ্নিতকহ হয়নি, সেহেতু, ও, বি সি কল্যাণে কোস অর্থ ব্যয় করা সরা সম্ভব হয়নি। তবে রাজ্য সরকার গত ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩ ইং রাজ্যের ও, বি, সি, সম্প্রদায় চিহ্নিতকরণের জন্য একটি কমিশন গঠন করেছেন কমিশনের প্রশাসনিক ব্যয় সহ এখন পর্য্যন্ত মোট ২৫ হাজার টাকা খরচ হয়েছে হয়েছে।

শ্রীঅরুন ভৌমিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যাব, এই যে অর্থ মঞ্জুর করেছেন কেন্দ্রিয় সরকার ও, বি, সি, দের জন্য এইটা কত টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে তা' মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এবং এইটাও জানাবেন কি না যেহেতু কেন্দ্রিয় সরকারের মঞ্জরীকৃত টাকাও ও, বি, সি, চিহ্নিতকরণ না হলে খরচ করা যাবে না এবং কেন্দ্রিয় সরকারের চাকুরীতে কেউ ও, বি, সি, সার্টিফিকেট না পেলে দরখাস্ত করতে পারছে না, এব, ও বি সি করপোরেশন কং কেন্দ্রিয় সরকার থেকে টাকাও পাওয়া যাবে না তাহলে এই যে ও বি সি

যেটা চিহ্নিত করণের সিদ্ধান্ত একটা রাজ্য সরকার কতদিনের মধ্যে নেবেন এই সম্পর্কে এই সম্প্রদায়কে সে আশ্বাস মাননীয় মন্ত্রা মহোদয় কি না?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) : কিঃ স্পীকার স্যার, এই সম্পুর্কে অতি শীঘ্রই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এবং এই সেশনের পরে যে কেবিনেট মিটিং হবে সেখানেই এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রী **তপন চক্রবর্তী** মহোদয়।

শ্রী তপন চক্রবর্তী কৈলাশহর :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাড্মিটেড্ ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪৭।

শ্রী অঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাড্মিটেড্ ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪৮।

প্রশ্ন

১। বর্তমানে সারা রাজ্যে জুম চাষের উপর জীবিকা নির্ভরশীল এখন উপজাতি পরিবারের সংখ্যা কত এবং

২। এই সকল জুমিয়া পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য সরকার কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

উত্তর

১। ১৯৮৭ ইং সনে প্রকৃত জুমিয়া পরিবারের সংখ্যা নির্ধারণের জন্য একটি সমীক্ষা করা হয়। সমীক্ষায় দেখা যায় জুমিয়া উপজাতি পরিবারের সংখ্যা ৫৫৯৪৯টি। এরমধ্যে সম্পুর্ণ জুমেয় উপর নির্ভরশীল পরিবারের সংখ্যা ২১,৬৭৭টি আর এারংশিক জুমের উপর নির্ভরশীল পরিবারের সংখ্যা

৩৩,৩৩৫ টি।

২। এই সব পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য উপজাতি কল্যাণ দপ্তর পরিকল্পনা বরাদ্দ অনুযায়ী পুনর্বাসন দিচ্ছে এবং প্রতি বছরের ন্যায় চলতি আর্থিক বছরেও উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মাধ্যমে ৪০৫ টি জুমিয়া উপজাতি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া পরিকল্পনা আছে।

শ্রী তপন চক্রবর্তী :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এখানে জুম চাষের উপর নির্ভরশীল উপজাতি জুমিয়া পরিবার এবং তাদের পুনর্বাসনের যেসমস্ত কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে সেটা কি শুধু মাত্র রাজ্যের উপজাতি কল্যাণ দপ্তর দেখেন না কি জেলা পরিষদের সেখানে কোন দায়-দায়িত্ব রয়েছে? সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রী অঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, উপজাতি জুমিয়া পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের উপজাতি কল্যাণ দপ্তর এবং এ. ডি সি আলাদাভাবে কাজ করছেন। এ. ডি সির আওতায় যা পড়ে সেটা এ. ডি. সি দেখেন এবং রাজ্য সরকারেরটা রাজ্য সরকার করেন।

শ্রী জীতেন্দ্র সরকার (তেলিয়ামুড়া) :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই উপজাতিদের মধ্যে একটি বিরাট অংশ জুম চাষের উপর নির্ভর করেন। আমি ছোটবেলা থেকেই জুমিয়া পুনর্বাসনের কথাটি শুনে আসছি। সরকার যখন থেকে এই রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই পুনর্বাসনের কর্মসূচী চলছে। কিন্তু আমার ধারণা দীর্ঘদিন ধরে যেভাবে জুমিয়া পুনর্বাসন পর্ব চালু রয়েছে সেটা সঠিকভাবে রূপায়িত হচ্ছে না। কাজেই এই ক্ষেত্রে আমার ধারণা, জুমিয়া পুনর্বাসনকে আরোও কার্য্যকরী ও বাস্তবমুখী করে তোলার জন্য যেসমস্ত দপ্তরগুলি এই পুনর্বাসনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত যেন ট্রাইবেল ওয়েল-ফেয়ার এগ্রিকালচার ইত্যাদি দপ্তরগুলি একত্রে বসে একটি বাস্তবমুখী কর্মসূচী তৈরী তাকে রূপায়ণের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিলে প্রকৃত জুমিয়ারা প্রকৃতপক্ষেই উপকৃত হবেন। কাজেই সঠিকভাবে যদি পরিকল্পনা না নেওয়া হয় তাহলে এটা ঠিকভাবে চলবে না বলে আমার ধারণা। তাছাড়া জুমিয়াদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার প্রশ্ন এখানে জড়িত রয়েছে। সেজন্য আমার প্রশ্ন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই জুমিয়াদের স্বনির্ভর করার জন্য এই জুমিয়া পুনর্বাসন প্রকল্প রূপায়ণ করার জন্য সঠিকভাবে কোন স্কীম নেওয়া হবে কিনা বা এই ব্যাপারে কোন চিন্তা-ভাবনা করছেন কিনা?

শ্রী অঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে একটি বাস্তবমুখী প্রশ্ন করেছেন। এটা অত্যন্ত সত্য কথা যে জুমিয়াদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী করা দরকার। এবং সেই লক্ষ্যে সরকার যখন থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তখন থেকেই জুমিয়াদের ব্যাপারে বিভিন্ন ধরণের কর্মসূচী নেওয়া হয়ে থাকে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে। বিভিন্ন সময়েই জুমিয়াদের পুনর্বাসন দিয়ে আসা

হচ্ছে। কিন্তু দেখা গিয়েছে যে সব ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে সাফল্য পাওয়া যায় নাই। তবে নিশ্চয়ই জুমিয়াদের প্রকৃতভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন করার জন্য আরো বেশী করে গুরুত্ব দেওয়া হবে এবং দপ্তরের অফিসারদের নিয়ে আলোচনা করা হবে এবং এইসবগুলি চিন্তা ভাবনা করে দেখা হবে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য লেনপ্রসাদ মলসই।

শ্রীলেনপ্রসাদ মলসই (কাঞ্চনপুর) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, তৃতীয় বামফ্রণ্ট সরকার আসার পর পুনর্বাসন প্রকল্পে কিছু কাজ ধরার জন্য চিন্তাভাবনা নিয়েছেন যে কথা মাননীয় মহোদয় বলেছেন। এই স্কীমে এক একটা পরিবারের জন্য কত টাকার পুনর্বাসন দেওয়া হবে এবং পুনর্বাসনের জন্য কোন কোন এলাকা, কোন কোন সাব-ডিভিশনে কতজনকে পুনর্বাসনের আওতায় আনার জন্য সরকার চিন্তা ধারা নিয়েছেন এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) — মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে যেভাবে প্রশ্ন করার কথা তিনিই সেই প্রশ্ন আনেন নি। কাজেই মাননীয় সদস্য যদি আলাদাভাবে প্রশ্ন করেন তাহলে হয়ত সাবডিভিশন কতটা টারগেট নেওয়া হয়েছিল তা দিতে আমার কোন অসুবিধা হবে না, জবাব দেওয়া যাবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য খগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, (ককবরক) পুনর্বাসন নিরাও কীবাংখে বীসীক নীজাক তাই কমখেই ব বীসীক কম? আব মানগীনাং মন্ত্রী সানাই দে? বঙ্গানুবাদ—পুনর্বাসনের আর্থিক অনুদান সর্বোচ্চ কত এবং কত দেওয়া হয়?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য সাপ্লিমেণ্টারী প্রশ্ন করেছেন যে, উপজাতি পুনর্বাসনের জন্য সর্বোচ্চ অর্থের পরিমাণ কত এবং সর্বনিম্ন পরিমাণ কত? এই ক্ষেত্রে প্র্যাক্টিক্যালি জুম চাষী বলতে তো এখানে পি, জি, পি-র মধ্যে যারা আছেন তারাও জুম চাষী। তাদের পুনর্বাসন দেওয়ার সিস্টেমটা আলাদা ধরণের। তাদের প্রতি পরিবার পিছু বাড়ীঘর দেওয়া থেকে শুরু করে এখানে যে স্কীম আছে সব বলা যাবে না। এইগুলি করতে গিয়ে ২৩ হাজার টাকা পর্যন্ত খরচ এবং পরবর্তী সময়ে আরও কিছু টাকা খরচ করতে হয় তাদের জন্য। আর উপজাতি কল্যাণ দপ্তর থেকে যে রি-সেটেলমেণ্ট যেটা জুমিয়াকে রি সেটেলমেণ্ট স্কীম দিতে ৩০ হাজার টাকা লাগে এক নাম্বার আর দুই নাম্বার ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন যে শুধু টিলাতে জমি দিয়ে তাদের যে পুনর্বাসন দেওয়া হয় তাতে সফল হচ্ছে না। প্রেকটিক্যালি টিলাতে সব ক্ষেত্রে এক না। সুনির্দিষ্টভাবে বললে এই কলোনীতে এই রকম হয়েছে তাহলে হয়ত উত্তর দেওয়া সম্ভব হত। কিন্তু সবগুলি সফল হয় নি তা তো নয়। কাজেই স্কীম ওয়াইজ তার যাতে ঠিক ঠিকভাবে এই জিনিষগুলি সময়মত পেতে পারে এবং সময়মত দেওয়া যায়

বাড়ীঘর ঠিকমত করা যায় সেই ব্যাপারে নিশ্চয় সরকার সচেতন আছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী প্রণব দেববর্মা।

শ্রীপ্রণব দেববর্মা। :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, জুমিয়া পুনর্বাসন দেওয়ার ক্ষেত্রে, এ, ডি, সিও দিয়ে থাকেন এবং রাজ্য সরকারও দিয়ে থাকেন। এখন আমার প্রশ্ন হল এ, ডি, সি এরিয়ার ভিতরে কি শুধু এ, ডি, সি, পুনর্বাসন দেন, না রাজ্য সরকারও দেন ? দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে এই জুমিয়া পুনর্বাসন আমরা দীর্ঘদিন ধরে দেখি এবং এই স্কীমগুলি খুবই পুরানো। এই স্কীমগুলি সব জায়গায় সম্পূর্ণ সফলতা না হওয়ায় জুমিয়াদের যে আসল উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না। কাজেই আগামী দিনে নতুন কোন স্কীম নেওয়ার জন্য কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, রাজ্য সরকার থেকে এ. ডি. সি. এলাকায় এ. ডি. সি. তার বরাদ্দকৃত অর্থের পরিকনল্পা অনুযায়ী সেখানে তারা নিজস্ব এজেন্সির মাধ্যমে পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা আছে এবং দেওয়া হয়ে থাকে। এটা সরাসরি উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। তার আগে মাননীয় সদস্য এর প্রশ্নের উত্তরে আমি বলেছি যে এটাকে আরো বেশী আপ গ্রেড করা যায় কিনা, আরো বেশী উন্নত করা যায় কিনা, সেটাকে কিভাবে আরো বেশী একটিভ করা যায় সেই ব্যাপারে আমাদের চিন্তা ভাবনা আছে। আমরা চিন্তা ভাবনা করে কাজে এগুচ্ছি। এখন বর্তমান যে স্কীমগুলি, সেই গুলি বাদে, অন্য কোন স্কীম করা যায় কিনা, তা দেখছি। তবে এখনি কি স্কীম দেওয়া যাবে তা বলা যাবে না।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) **:**—মিঃ স্পীকার স্যার, রাবার প্লেন্টেশানে একটা স্কীম আছে। রিহেভিলেটেশ্যান হয় রাবারের ভিত্তিতে। হর্টিক্যালচারের স্কীমেও আছে। সেইগুলিকে কমবাইণ্ড করে কিভাবে তাদেরকে রিহেবিলেটেশান দেওয়া যায়, তা চেষ্টা করা যাবে। তবে এটা খুবই কঠিন কাজ পুনর্বাসন যাদেরকে দেওয়া হবে, তাদের প্রত্যেককে নাল জমি দেওয়া যাবে সেই সম্ভবনা ত্রিপুরাতে নেই। সেই সম্ভাবনা ৫০,৫২ সালে ছিল এখন সেই নাল জমি বলতে কিছুই নেই। টিলা জমিতেই তাদেরকে পুনর্বাসন দিতে হবে আর এ. ডি. সি. এরিয়া ছাড়া জায়গা কোথায়। এটা রাজ্য সরকারই দিন আর এ. ডি. সি. ই দিন। জুমিয়া পুনর্বাসন এ ডি. সি. এলাকাতেই করতে হবে। জুমিয়া যারা আছেন তারা প্রত্যেকেই এ. ডি সি এরিয়ার মধ্যে। এ, ডি, সি এরিয়ার বাইরে জুমিয়া আছেন বলে আমার জানা নেই। কয়েকটা পরিবার হয়তো থাকতে পারে। কাজেই এ, ডি, সি এলাকাতেই তাদেরকে অর্থাৎ জুমিয়াদেরকে পুনর্বাসন দিতে হবে। এটা এ, ডি, সি-ই যত দিক আর রাজ্য সরকারই দিক। এটা এ, ডি, সি এবং রাজ্য সরকারকে মিলিত

ভাবেই দেখতে হবে যে কোনটা সম্ভব হবে। কাজেই এ. ডি. সি এর বাইরে গিয়ে কোন পুনর্বাসন দেওয়ার স্কোপ নেই। এটাও জানা থাকা দরকার।

শ্রীসুবল রুদ্র (সোনামুড়া) ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন ১৯৮৭ সালের একটা হিসাব দিয়েছেন। জুমিয়া পরিবার কতটা আছে ত্রিপুরা রাজ্যে। আমরা জানি যে গত ৫ বৎসর এই রাজ্যে প্রচুর অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং সেই অনুপ্রবেশ এর প্রভাব যেটা হয়েছে এটা এ. ডি. সি. এরিয়াতে এবং জুমিয়া এরিয়াতে। আমরা জানি গত ৫ বৎসর বহু গরীব কৃষক ভূমিহীনে পরিণত হয়েছে এবং এই ক্ষেত্রে যে ৫৫ হাজার জুমিয়া পরিবারের যে হিসাব দিয়েছেন ৮৭ সালে, ৫, ৭, বৎসর হয়ে গেছে তার হিসাব পত্র হয়নি। এই ক্ষেত্রে এই অনুপ্রবেশের প্রভাব কতটুকু হয়েছে ট্রাইবেল এরিয়াতে জুমিয়া পরিবারদের উপর, এটা নূতন করে সমীক্ষা করা এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সরকার কি তা ভাবনা করেছেন কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, জুমিয়া এলাকাতে অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে কিন্তু তারা কোন সময়ই জুমিয়া হিসাবে গণ্য হবে না। কারণ জুমিয়া হল তারা যারা জুম চাষ করে। বাংলাদেশ থেকে এসে অনুপ্রবেশ করেছে, তারা জুমিয়া না। কাজেই জুমিয়া হিসাবে যখন গননা করা হবে তখন তারা জুমিয়া হিসাবে গণ্য হবেন না। আর একমাত্র চাকমা রিফোজী ছাড়া অন্য কোন ট্রাইবেল খুব বেশী অনুপ্রবেশ করেছে, তার হিসাব আমাদের কাছে নেই। তবে কিছু লোক আসতে পারে কিন্তু চাকমারা যারা আছে তাদেরকে ক্যাম্পেই রাখা হয়েছে। কাজেই অন্য কোন পপুলেশান এর সঙ্গে মিস্কট হবার কোন সম্ভাবনা নেই। দুই একটা পরিবার যদি হয়েও থাকে তারা জুমিয়া না। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকার কথা নয়। নবাগত যারা অনুপ্রবেশকারী জুমিয়াদের মধ্যে ভিড়েছে, জুমিয়া এলাকায় তারা যেতে পারে, জুমিয়া এলাকায় তারা মাটি দখল করতে পারে কিন্তু তাদেরকে জুমিয়া হিসাবে গণ্য করা হবে না।

মি স্পীকার —মাননীয় সদস্যের প্রশ্নটি ছিল জুমিয়াতে এফেক্ট হয়েছে কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ —এফেক্ট থাকবে কিন্তু সংখ্যাটা বলা যাচ্ছে না।

শ্রীসুবল রুদ্র ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, অনুপ্রবেশকারীরা ট্রাইবেল এরিয়াতে গিয়ে, এ. ডি. সি এলাকাতে গিয়ে উপজাতি অঞ্চলে গিয়ে গরীব উপজাতি গরীব কৃষকদের কোন জমি সেখানে কেড়ে নিয়েছেন কিনা কোন জমি হস্তান্তর হয়েছে কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—এটা আলাদা প্রশ্ন।

মি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য হামমাই রিয়াং

শ্রীহাসমাই রিয়াং (কুলাই) ঃ— মি স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চন নম্বর — ২০১।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চন নাম্বার ২০১।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে রাজ্যের গরীব জুমিয়া ও ভুমিহীনদের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে পুনর্বাসনের জন্য মৎস্য চাঁষ, হাঁস, মুরগী ও শুকর ইত্যাদি পালনের যে আর্থিক সুযোগ দেওয়া হইত তাহা ১৯৮৮ ইং সনে জোট সরকার শাসন ক্ষমতায় আসার পর বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

২। যদি সত্য হয় তবে উপজাতি ভূমিহীন ও জুমিয়াদের স্বার্থে উক্ত প্রকল্পগুলি পুনরায় চালু করে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য কোন উদোগ নেওয়া হবে কিনা ;

৩। না নেওয়া হলে তাহার কারণ ?

উত্তর

১। না ইহা সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীহাসমাই রিয়াং :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, জোট সরকারের আমলে যেখানে তারা জুমিয়ারা ছিল তাদের সাহায্য করার জন্য উপজাতি কল্যাণ দপ্তর থেকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছিল।

সেই সময় উপজাতি উগ্রপন্থীদের আক্রমণে সহ্য করতে না পেরে অন্যত্র সরে গিয়েছিলেন। সেই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে সাপ্লিমেণ্টারী প্রশ্নে জানতে চেয়েছেন সেই তথ্য এখন আমার কাছে নেই। তবে উনি যখা জানতে চেয়েছেন সেগুলি তদন্ত করে দেখব।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, ঘটনাটি সত্য। সেখান থেকে গিয়ে কিছু লোক গণ্ডাছড়ায় গিয়ে বসবাস করছেন। কাজেই এটা ঘটনা এই গ্রাম থেকে উচ্ছেদ হয়ে গেছে। তবে পরবর্তী সময় ফিরে এসেছে কিনা, সেটি দপ্তরকে খুজে দেখতে হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অবগতির জন্য আমি বলছি। যেহেতু আমি নিজেও কমলপুরের, এই ৪২ পরিবার সবাই উচ্ছেদ তাদেরকে আগের জায়গায় পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে না। পুনর্বাসনের টাকা মঞ্জুর হয়েছে কিন্তু কিছু আমলাতান্ত্রিক কারণে এখনো তাদেরকে একটি পয়সাও দেওয়া হয়নি। এখনো তারা আগরতলাতে ঘোরাফেরা করছে।

মাননীয় সদস্য, দিলীপ কুমার চৌধুরী এবং রতিমোহন জমাতিয়া একটি প্রশ্ন করেছেন। ওরা অনুপস্থিত।

মাননীয় সদস্য রতনলাল নাথ এবং অরুণ ভৌমিক।

শ্রীঅরুণ ভৌমিক :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চন নাম্বার—২১৩

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মি স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চন নাম্বার—২১৩

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য ইউ, জি, সি ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের জন্য ৫ (পাঁচ)টি সাবজেক্ট (বিষয়) মঞ্জুর করেছে ?

২। যদি সত্য হয়, ঐ সাবজেক্ট বিষয়গুলি কি কি ?

৩। রাজ্য সরকার এই বৎসর কি কি সাবজেক্ট (বিষয়) ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের জন্য অনুমোদন দিয়েছেন।

৪। এর মধ্যে জিওগ্রাফী আছে কিনা, এবং

৫। যদি না থাকে এর কারণ কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী শর্তসাপেক্ষে ৫ (পাঁচ)টি বিষয় চালু করার জন্য সুপারিশ করেন,

২। বিষয়গুলি হল রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন, ও ভূগোল অষ্টম পরিকল্পনার প্রথম পর্যায় এবং শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান দ্বিতীয় পর্যায়,

৩। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও দর্শন বিভাগ দুইটি চালুর জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন ৫ই মার্চ ১৯৯৪ ইং তারিখে দেওয়া হয়েছে।

৪। না।

৫। আর্থিক প্রতিকূলতা ও পরিকাঠামোগত অপ্রতুলতা হেতু ভূগোল বিভাগটি বর্তমানে চালু করা সম্ভব হচ্ছে না।

শ্রীঅরুন ভৌমিক :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আপনার কাছ থেকে জানতে পারলাম যে ইউ, জি, সি মোট ৫টি বিষয়ের উপর মঞ্জুরী দিয়েছেন, তার মধ্যে ২টি বিষয় চালু হয়েছে, আর, ৩টি রাজ্যের আর্থিক সীমাবদ্ধতার জন্য চালু করা যায়নি। তাই আমি আপনার কাছ থেকে জানতে চাইছি যে আগামী বছরে বাকী ৩টি বিষয় চালু করা হবে কিনা ?

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, ইউ, জি, সি প্রথম পর্যায়ে যে ২টি বিষয়ে মঞ্জুরী দিয়েছেন, সেগুলি ইতিমধ্যে চালু হয়ে গেছে এবং ২য় পর্য্যায়ে যে ৩টির মঞ্জুরী দিয়েছেন, সেগুলি চালু করার ব্যাপারটা আমাদের আর্থিক সঙ্গতির উপর নির্ভর করবে।

মিঃ স্পীকার :— মাণিকলাল চক্রবর্ত্তী

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— স্যার, ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩৪।

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী):— স্যার, ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩৪।

প্রশ্ন

১) রাজ্যের রাবার বোর্ড এই বৎসরে কত হেক্টার জমিতে রাবার বাগান সম্প্রসারণ করেছেন ?

২ ১৯৯৪-৯৫ আর্থিক বৎসরে আরও কত হেক্টার জমিতে উক্ত বাগান সম্প্রসারণের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করেছেন ?

৩) ১৯৯৩-৯৪ আর্থিক বৎসরে রাবার বোর্ড কত রাবার উৎপাদন করেছেন ?

৪) তাহার আয় ব্যয়ের হিসাব।

উত্তর

১) রাবার বোর্ড আগরতলা হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১৯৯৩-৯৪ ইং সনে মোট ১ হাজার হেক্টার জমিতে রাবারের বাগান সম্প্রসারণ করেছেন।

২) ১৯৯৪-৯৫ইং সনে রাবার বোর্ড আরও ১ হাজার হেক্টার জমিতে রাবার চাষ করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছেন।

৩) ১৯৯৩-৯৪ইং আর্থিক বছর শেষ না হওয়াতে উৎপাদিত রাবারের পরিমাণ এখনও জানা যায়নি।

৪) ৩নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— স্যার, এই রাজ্যে রাবার চাষের সম্প্রসারণটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ, এই রাজ্যে উৎপাদিত রাবার উন্নতমানের। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, যে এই রাজ্যে রাবার চাষের মাধ্যমে এই উপজাতি এবং অন্যান্য ভূমিহীন অংশের মানুষদিগকে পুনর্বাসন দেওয়ার একটা বিশেষ উপায় হবে। মাননীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন যে রাবার বোর্ড আগরতলায় থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রাবার বাগানের সম্প্রসারণের কাজ চালাচ্ছেন। ফলে আমাদের বিভিন্ন ব্লকগুলিতে কিভাবে, কোথায় এই রাবার চাষের সম্প্রসারণ করা হচ্ছে, তা আমরা আদৌ জানতে পারছি না। তাই, আমি জানতে চাইছি যে এই রাবার চাষের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে প্রতিটি ব্লকে রাবার বোর্ডের একটা ব্রাঞ্চ খোলে কোথায়, কি স্কীমের মাধ্যমে সেটা করা হবে, তার কোন ব্যবস্থা করা হবে কি ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী):— স্যার, প্ল্যানটেশন যারা করবে তাদের জন্য ট্রেনিং এর ব্যবস্থা আছে। এটাকে ব্লকের সাথে নিয়ে যাওয়ার প্রশ্ন উঠে না। কারণ রাবার প্ল্যানটেশন যারা করে

তারা নিজেরা গাছ লাগায়, নিজেরাই সব করে। কাজেই এভাবে ব্লক স্তরে নিয়ে যাওয়ার কোন সুবিধা নাই।

শ্রীপবিত্র কর (খয়েরপুর) ঃ— সাপ্লিমেনটারী স্যার, বিশ্ব ব্যাঙ্ক রাবার চাষ সম্প্রসারণের জন্য কত কোটি টাকা এই পর্য্যন্ত দিয়েছে এবং কত টাকা আমাদের রাজ্যে এই পর্য্যন্ত ব্যয় হয়েছে? বিশেষ করে ছোট ছোট রাবার চাষী যারা যাদের ৪/৫ শো রাবার গাছ আছে এবং লেডাস কালেকশন করে তাদের এই সমস্ত প্রোসেসিং এর জন্য ডিপার্টমেণ্ট কি কি সাহায্য করে এবং সরকারের প্রোসেসিং সম্পর্কে নূতন কোন পরিকল্পনা আছে কি না ?

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী)ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, বিশ্ব ব্যাংক টাকা দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু আমির এখন পর্য্যন্ত টাকা পাইনি। সেই জন্য অর্থ সংকটের জন্য অনেক কিছু করার থাকলেও আমরা করতে পারছি না।

শ্রীসহীদ চৌধুরী (বক্সনগর) ঃ— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ১ হাজার হেক্টর জমিতে ১৯৯৩-৯৪ সালে রাবার সম্প্রসারণ করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই জায়গাগুলি কোথায়, , যেখানে বাগানের কাজ শুরু হয়েছে ?

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা আলাদা প্রশ্ন করলে বলতে পারব।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী, শ্রীসুধন দাস এবং শ্রীতপন চক্রবর্তী মহোদয়গণ একটি প্রশ্ন করেছেন।

শ্রীসুধন দাস (রাজনগর) ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন নং ২৩৮ ।

জীতেন্দ্র চৌধুরী (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ — মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশচন নং ২৩৮।

প্রশ্ন	উত্তর
১) বর্তমানে মোট কয়টি স্কুলে কত সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে মিড ডে মিলের আওতায় আনা হয়েছে ?	১) বর্তমানে মোট ২৩৫০টি স্কুলে ৩ লক্ষ ২০ হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে এই মিড-ডে মিলের আওতায় আনা হয়েছে।
২) এই মিড-ডে-মিলের বর্তমান বরাদ্দ মাথা পিছু ০.৭৫ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ১০০ টাকা করার ব্যবস্থা করা হবে কিনা ?	২) বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন।
৩) অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত মিড-ডে-মিল প্রথা চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?	৩) অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত মিড-ডে মিল চালু করতে পারিনাই।

৪) ১৯৯৩-৯৪ ইং অর্থবর্ষে কতজন ছাত্র-ছাত্রীকে মিড-ডে-মিলের আওতায় আনা হয়েছে ?	৪) ১৯৯৩-৯৪ আর্থিক বছরে ৩ লক্ষ ২০ হাজার ছাত্র ছাত্রীকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— স্যার, আমরা দেখেছি, মিড-ডে-মিলের জন্য ৭৫ পয়সার টিফিন দেওয়া হচ্ছে। এই টিফিন কি কি ভাবে দেওয়া হচ্ছে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ? অনেক জায়গায় আমরা দেখেছি, বিভিন্ন ভাবে দেওয়া হচ্ছে। কোথাও একটি রুটি, কোথাও কলা, আবার কোথাও ২টি ব্রিটানিয়া বিস্কুট দেওয়া হচ্ছে। আমরা দেখেছি, এই মিড-ডে-মিল চালু হবার পর এই স্কীমের টাকা বিরাট লুঠতরাজ হচ্ছে। আমরা কিছু ক্ষেত্রে ধরেছিও। তাই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, সব জায়গায় যাতে একই রকম টিফিন দেওয়া যায় সে রকম কোন সিষ্টেম চালু করা যাবে কিনা ?

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (রাষ্ট্রমন্ত্রী) **:—স্যার,** সারা রাজ্যে এক সিষ্টেমের আওতায় আনার মধ্যে কিছু অসুবিধা কিছু কিছু জিনিস আছে যা সব জায়গায় সমভাবে পাওয়া যায় না। যে জিনিস যে জায়গায় সহজলভ্য তাই ৭ পয়সার মধ্যে দেওয়া হয়। এই মিড-ডে-মিল ম্যানেজ করার জন্য স্কুলের টীচার এবং স্থানীয় লোকদের নিয়ে একটি কমিটি করা হয় সেই কমিটিই ঠিক করে কিভাবে দেওয়া হবে।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে তথ্য পেলাম, এই মিড-ডে-মিল আগামী দিনে ভাল ভাবে চালু করার জন্য সরকার চেষ্টা করছেন। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, জোট আমলে মিড-ডে-মিল বন্ধ থাকার কারণ কি ছিল ?

শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, জোটের আমলে বন্ধ ছিল এটা ঠিক। তবে কেন বন্ধ ছিল তা বলতে পারব না। শুধু মিড-ডে-মিল নয় জোট সরকারের আমলে অনেক কিছুই বন্ধ ছিল।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসুধন দাস।

শ্রীসুধন দাস (রাজনগর) :—অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং-২৬৪।

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং-২৬৪।

শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— **স্যার,** অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং-২৬৪।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে কতটা এস. বি., হাই এবং হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের বিজ্ঞান শিক্ষক সহ বিষয় শিক্ষক নেই,

২। বিজ্ঞান ও বিষয় শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে সরকার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন কিনা, এবং

৩। সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত 'গভঃ' অ্যাডেড স্কুলগুলিতে বিষয় শিক্ষকের অভাব পূরণ করার ব্যাপারে সরকার কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কিনা ?

উত্তর

১। রাজ্যে ২৮৭টি এস বি., হাই, হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে বিজ্ঞান শিক্ষক সহ বিষয় শিক্ষক নেই।

২। বিজ্ঞান ও বিষয় শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে চেষ্টা করা হচ্ছে।

৩। বে-সরকারী (গ্রাণ্ট-ইন-এইড) স্কুলগুলিতে বিষয় শিক্ষকের অভাব পূরণ করার ব্যাপারে সরকার বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের শূন্যপদ সরকারী নিয়মনীতি (হাণ্ড্রেড পারসেন্ট রোষ্টার) মেনে পূরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

শ্রীসুবল রুদ্র (সোনামুড়া) :- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি, কিছু কিছু স্কুলে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিজ্ঞান সহ বিষয় শিক্ষক আছেন। এমনও দেখা গেছে, এক স্কুলে পিওর সাইন্স ও বায়ো সাইন্স শিক্ষক ৫ জন করে আছে। যদি ঘটনাটি জানা থাকে, তবে কবে নাগাদ স্কুলগুলিতে সমতা ফিরিয়ে আনা যাবে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাতে পারবেন কি ?

শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যা তথ্য দিলেন তা সঠিক তথ্য। আগরতলা শহর এবং মফঃস্বলের হেড কোয়ার্টারগুলির স্কুলগুলিতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সাইন্স শিক্ষক আছেন। আগামী শিক্ষাবর্ষের শুরু থেকে এই অসম বন্টন মেটানোর জন্য চেষ্টা সরকার থেকে চালান হবে। এই জন্য সরকারের তরফ থেকে বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনের কাছে আবেদন থাকবে, তারা যাতে তাদের কথা চিন্তা করে রাজ্যের চাহিদার ক্ষেত্রে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়।

আর বিষয় শিক্ষক যে নেই এটার কারণ হল বিগত জোট সরকারের আমলে ভিকটিমাইজ কমিটি ইত্যাদি নাম দিয়ে নিয়োগ করা হয়েছিল। শিক্ষা দপ্তরে কতগুলি নমর্স আছে কতজন বিষয় শিক্ষক—সাইনস, কমার্স নিয়োগ করা হবে ; সেখানে গত জোট সরকারের আমলে কিছু বয়সোর্ধ—৪০/৫০ বৎসরের লোককে নিয়োগ করা হয়েছিল, কোন নিয়ম মানা হয় নি। যার ফলে বিভিন্ন স্কুলে বিষয় শিক্ষকের অভাব দেখা দিয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— **শ্রী** দেবব্রত কলই

শ্রীদেবব্রত কলই (অম্পিনগর) :— এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ২৭১ স্যার।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ২৭১ স্যার।

প্রশ্ন

১) বিগত স্বশাসিত জেলাপরিষদ গঠন করার সময় পরিষদের অভ্যন্তরে উপজাতি ও অউপজাতিদের জনসংখ্যা কত ছিল,

২) ১৯৯৩ইং সনের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকার ভিতর উপজাতি ও অউপজাতিদের জনসংখ্যা কত হয়, (পৃথক পৃথক ভাবে)

৩) স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ অভ্যন্তরে বেআইনী অনুপ্রবেশ বন্ধ করার জন্য রাজ্য সরকারের কোন রকম সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে কিনা, এবং

৪) যদি থাকে তাহলে পরিকল্পনাগুলি কি কি, এবং

৫) কবে নাগাদ কার্য্যকরী করা হবে বলে আশা করা যায় ?

১ ১৯৮১ সালের জনগনণার ভিত্তিতে ১৯৮২ সালে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ গঠন করা হয়েছিল। ১৯৮৯ সাথে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের অভ্যন্তরে উপজাতি জনসংখ্যা ছিল ৪ লক্ষ ৪৯ হাজার ৩৫ এবং অ-উপজাতি জনসংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৮১ হাজার ৭৭০।

২। ভারতবর্ষে প্রতি দশ বৎসর পর পর জনগণনা হয়ে থাকে। কাজেই ১৯৯৩ ইং এর ডিসেম্বর পর্য্যন্ত জনসংখ্যা জানানো সম্ভব নয়। কারণ ১৯৯১ সালে জনগননা কাজ শেষ করা হয়।

৩। হ্যাঁ আছে।

৪ এবং ৫। বেআইনী অনুপ্রবেশ বন্ধ করার জন্য এ. ডি. সি এলাকায় ইনার লাইন পারমিট চালু করার পরিকল্পনা আছে।

শ্রীদেবব্রত কলই :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন যে ১৯৯৩ ইং সনে কোন জনগণনা হয় নি। তাহলে ১৯৯১ ইং সনে যে সেনসাস হয়েছিল তার ভিত্তিতে এ ডি সি এলাকায় লোকসংখ্যা কত ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— স্যার ১৯৯১ ইং সেনসাস অনুযায়ী এ. ডি. সি এলাকায় উপজাতি জনসংখ্যা হল ৬,৬২,৭০৩ জন এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা হল ২,২৪,৫৯৭ জন।

শ্রীতপন চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমরা জানি ত্রিপুরা রাজ্যে এ. ডি সি এলাকায় একটা বিরাট অংশ ত্রিপুরা বাংলাদেশ সীমান্ত রয়েছে। কাজেই অনুপ্রবেশ বন্ধ করার জন্য বর্ডারকে কিভাবে সীল করা যায় তার জন্য রাজ্যসরকারের তরফ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বার বার এই বিষয় নিয়ে আন্দোলন হয়েছে, দাবী করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার বর্ডার সীল করবার জন্য বর্ডারের চৌকিগুলিকে আরও শক্তিশালী করার জন্য কোনরূপ ব্যবস্থা নিয়েছেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, বর্ডার সীল করার কোন সিদ্ধান্ত এখনও হয় নি। তবে

বর্ডার এলাকায় অনুপ্রবেশ বন্ধ করার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আমরা চেষ্টা করছি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যও আমরা চাইছি এবং বর্ডার এরিয়ায় পাহাড়া দেবার জন্য বি. এস. এফ-এর সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য আমরা বলেছি। এখনও পর্যান্ত সে সম্পর্কে কার্যকরী ব্যবস্থা যথেষ্ট না।

তবে আমাদের অনেক প্রস্তাব আছে মাননীয় সদস্যরা জানেন। বর্ডারের তারের বেড়া পর্য্যন্ত সবই আছে। কনষ্ট্রাকশনের কাজও শুরু হয়ে গেছে বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু বর্ডার এরিয়াকে সুরক্ষিত করতে গেলে অনুপ্রবেশ বন্ধ করা যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকু হচ্ছে না এটা আমরা নিজেরা অনুভব করি এবং আমরা বার বারই কেন্দ্রের কাছে অনুরোধ করেছি এবং আমাদের প্রস্তাব আমরা দিয়েছি।

শ্রীদেবব্রত কলই :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জবাবে জানিয়েছিলেন অনুপ্রবেশ রোধের জন্য ইনার লাইন পারমিট প্রথা চালু করবেন। সেটা কবে নাগাদ চালু হবে এবং সেটা কিভাবে হবে তার কোন পরিকাঠামো করা হয়েছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অনুপ্রবেশ বন্ধ করার জন্য ইনার লাইন পারমিট সেটা ঠিক নয়। ইনার লাইন পারমিট চালু করার যে সিদ্ধান্ত আমাদের আছে সেটা হচ্ছে এ ডি সি এরিয়াতে অউপজাতি জনগণ গিয়ে যাতে জমি দখল করতে না পারে এবং এ. ডি. সিতে ট্রাইবেল জনসংখ্যা ছাড়িয়ে না যেতে পারে তারজন্য এই ইনার লাইন পারমিটের প্রশ্ন আমরা উত্থাপন করেছি। তবে ইনার লাইন পারমিট চালু করবার জন্য আমাদের সিদ্ধান্ত আছে, আমাদের পরিকল্পনা আছে কিন্তু সেই ইনার লাইন পারমিট চালু করতে গেলে আইনগত যেসব অসুবিধা সেই অসুবিধাগুলি দূর করতে হবে। ইনার লাইন পারমিট চালু করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন লাগবে কারণ এই আইন পাশ করার ক্ষমতা তো রাজ্য সরকারের নেই। এই আইন তো কেন্দ্রীয় সরকারকে পার্লামেন্টে পাশ করাতে হবে তারজন্য ওদের সঙ্গে আলোচনা করেছি এবং আইনটা যাতে করা যায় তার জন্য আমাদের দিক থেকে যতদূর সম্ভব চেষ্টা করছি সেদিক থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের একটা সহযোগিতা লাগবে আইনের ব্যবস্থা তাদের করতে হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ এবং শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া।

শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ (যুবরাজনগর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬২।

শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬২।

প্রশ্ন

১। প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষায় শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কিনা এবং

২। যদি না নেওয়া হয়ে থাকে তবে এ ধরণের কোন উদ্যোগ নেওয়া হবে কি ?

৩। মণিপুরী ভাষায় শিক্ষার মাধ্যম চালু করার কোন ইচ্ছা সরকারের আছে কি ?

৪। থাকিলে কবে পর্যন্ত কার্য্যকর হইবে আশা করা যায় ?

৫। না থাকিলে কারণ ?

১। বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষায় শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার জন্য প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষা উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয়েছিল এবং কতগুলি বিদ্যালয় চিহ্নিত করা হয়েছে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। এটা তো আগেই বলা হয়েছে।

৪। আনুসঙ্গিক প্রক্রিয়া শেষ হলে কার্যকরী করা যাবে।

৫। প্রশ্নই উঠে না।

শ্রীরমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীর সংখ্যা ত্রিপুরা রাজ্যে কত এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কিনা এবং এই বিষ্ণুপুরী মণিপুরী যারা ত্রিপুরা রাজ্যে আছেন তাদের জন্য এই ভাষা এবং সংখ্যালঘু, অন্যান্য ভাষাভাষি লোকদের জন্য আলাদা ডাইরেকটরিয়েট চালু করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার ভারত সরকারের যে সেনসাস ডিপার্টমেণ্ট আছে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীদের আলাদাভাবে ওরা গণনা করে তার জনসংখ্যা। কাজেই তার সংখ্যা আলাদাভাবে আমার কাছে নাই। তাছাড়া এই ভাষার জন্য আলাদা সেল এইরকম করার কোন উদ্যোগ নাই। তবে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সহ সমস্ত সংখ্যালঘুদের ভাষার প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার আন্তরিক ইচ্ছা আছে শ্রদ্ধা আছে। তার জন্য একটা সেল আছে। সেই সেলকে আগামীদিনে আমরা আরও উন্নত করব, স্বয়ংসম্পূর্ণ করে সমস্ত সংখ্যালঘুদের ভাষা যাতে চালু হতে পারে সমৃদ্ধ হতে পারে তার জন্য আমাদের আন্তরিক উদ্যোগ থাকবে।

শ্রীসুধন দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী তাদের ভাষায় প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার জন্য ইতিমধ্যে তারা আন্দোলনে নেমেছেন সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কিনা ?

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—স্যার যদিও একটা আলাদা প্রশ্ন তবুও এইটা আমাদের জানা আছে যে ত্রিপুরা রাজ্যে জয়েণ্ট অ্যাকশান কমিটির ৩টা সংগঠন বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ছাত্র যুব সংস্থা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী স্টুডেণ্টস ইউনিয়ন। এই ৩টা সংগঠনের দ্বারা গঠিত অ্যাকশান কমিটি ইতিমধ্যে

সদর, কৈলাশহর, ধর্মনগর, কমলপুর এবং খোয়াই এই বিভাগের বিভাগীয় মহকুমা শাসকের কাছে তাদের দাবী জানিয়েছে ভাষার জন্য এইটা আমাদের জানা আছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য অরুন ভৌমিক।

শ্রীঅরুন ভৌমিক (বড়জলা) :—অ্যাডমিটেড কোয়েশান নং—৩০২

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—Admitted Question No —302

Question

1. What are the causes ralating to resignation of Shri Kanai Lal Chakraborty from the post of Vice Chancellor of Tripura University

A N S W E R

1. Sri Kanai Lal Chakrabory has informed that he has resigned from the post of Vice-Chencellor of Univeersity owing to unavoidable domestic probloms.

শ্রীঅরুন ভৌমিক :— এইটা নিয়ে পত্র-পত্রিকায় অনেক লেখালেখি হয়েছে। আমি ব্যাক্তিগতভাবে উনাকে চিনি যাদবপুর ইউনিভারসিটিতে থাকাকালীন। উনি অত্যন্ত ভাল মানুষ। এইরকম একজন শিক্ষাবিদ আমাদের এখানে এসেছিলেন, আমাদের শিক্ষা বিভাগের দায়িত্ব নিয়েছিলেন, আমরা খুব খুশী হয়েছিলাম। প্রকৃত কি কারণে তিনি ইউনিভারসিটি থেকে চলে গেলেন তা সরকার থেকে খোঁজ নেওয়া হয়েছিল কিনা ?

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (রাষ্ট্রমন্ত্র):— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোন ভদ্রলোক যদি ডোমেস্টিক কারণ বা আন অ্যাভয়ডেবল সিচ্যুয়েশানের কথা বলেন, তার ভিতরে বোধহয় আর খোঁজ নেওয়াটা ঠিক না।

(ANNEXURES—"A" & "B")

REFRENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :—এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আজকের কার্য্যসূচীতে ২(দুইটি) রেফারেন্স পিরিয়ড আছে। নিম্নে উল্লেখিত উল্লেখ্য বিষয়ের উপর মাননীয় বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য বিষয়টি গত ১৫-৩-৯৪ ইং তারিখ মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর মহোদয় উৎথাপন করেছিলেন। এখন আমি মাননীয় বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নে উল্লেখিত বিষয় বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো :— "অদ্য ১৫.৩.৯৪ইং তারিখে "ডেইলী দেশের কথা" পত্রিকায় "কেন্দ্রের অসহযোগিতায় রুখিয়ার দ্বিতীয় তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প আটক, টাকা দেয়নি এন. ই. সি" এই শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, ত্রিপুরার ক্রম বর্দ্ধমান বিদ্যুতের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে ত্রিপুরা বিদ্যুৎ দপ্তর ১৯৯০ সালে রুখিয়া গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের সম্প্রসারণের

জন্য "ফেইজ টু" ও "ফেইজ থ্রী" এই দুই ধাপে চারটি, প্রতিধাপে দুটি করে এবং প্রতিটি ৮ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন তাপ বিদ্যুৎ ইউনিট বসানোর প্রকল্পের পরিকল্পনা করে।

উত্তর পূর্বাঞ্চল পরিষদের আর্থিক সহায়তায় "ফেইজ টুতে" মোট ১৬ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন গ্যাসভিত্তিক ইউনিট বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর মধ্যে ৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উত্তর পূর্বাঞ্চল পরিষদের নির্দেশে মিজোরামের জন্য বরাদ্দ করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রকল্পটির (ফেইজ টু) আনুমানিক ব্যয় ধরা হয় ৪১·১৬ কোটি টাকা। প্রকল্পটির রূপায়ণের জন্য ভারত সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রকের প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র পাওয়া গেলেও বন ও পরিবেশ মন্ত্রকের ছাড়পত্র পাওয়াতে যথেষ্ট বিলম্ব হয়। পরিশেষে ত্রিপুরার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ চেষ্টায় গত নভেম্বর মাসে বন ও পরিবেশ মন্ত্রকের অনুমতি পাওয়া যায়। ভারত সরকারের বন ও পরিবেশ মন্ত্রকের এই বিলম্বিত ছাড়পত্রের দরুণ এই প্রকল্পটির রূপায়ণের সময়সীমা (অর্থাৎ যা ধার্য্য হয়েছিল তা ৯৪-৯৫ সালে শেষ হবে) তা প্রায় এক বছর পিছিয়ে পড়েছে।

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এক চিঠির বক্তব্য অনুসারে এটা জানা গেছে যে এই প্রকল্পটি বর্তমানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার এই অনুমোদন পাওয়া গেলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক উত্তর পূর্বাঞ্চল পরিষদের মাধ্যমে অর্থ মঞ্জুর করবে। প্রকল্পটির জন্য উত্তর পূর্বাঞ্চল পরিষদ চলতি আর্থিক বছরে ১২ কোটি টাকার সংস্থান রেখেছিল। কিন্তু ভারত সরকারের বন ও পরিবেশ দপ্তরের মন্ত্রকের বিলম্বিত ছাড়পত্র এবং এখন অবধি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার অনুমোদন না হওয়ায় চলতি আর্থিক বছরে কোন অর্থ মঞ্জুরী এই অবধি পাওয়া যায়নি।

আমরা আশা রাখি ত্রিপুরার মত পিছিয়ে পড়া রাজ্যের বিদ্যুৎ সমস্যার কথা মাথায় রেখে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা বিষয়টি অতিসত্বর অনুমোদন করবে। এই অর্থ বছরে অনুমোদন না পাওয়া গেলে প্রকল্পটির রূপায়ণের কাজ আরও পিছিয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে। যদিও "ফেইজ টু"র প্রকল্পের অনুমোদন এখনও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে পাওয়া যায়নি। আপনারা জেনে খুশী হবেন যে আমাদের সরকারের সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যেও আমরা "ফেইজ থ্রী" প্রকল্প যা নাকি রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা খাতের আর্থিক বরাদ্দের মধ্যে তার নির্মাণ কাজ শুরু হয়ে গেছে। গত নভেম্বর মাসে বন ও পরিবেশ মন্ত্রকের ছাড়পত্র পাবার পর এখন এই কাজ পুরোদমে চলছে। মেশিন সরবরাহ এবং বসানোর কাজের বরাত দেয়া হয়েছে "ভারত হেভী ইলেকট্রিক্যালস" সেটা পেয়েছে এবং এটা আশা করা যায় যে ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বছরের মধ্যে "ফেইজ থ্রী" প্রকল্পের কাজটা আমরা শেষ করতে পারব। এই প্রকল্পের কাজ শেষ হলে রাজ্য ১৬ মেগাওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ পাবে।

শ্রীপবিত্র কর (খয়েরপুর) :— স্যার, আমি যে বিষয়টা উত্থাপন করেছিলাম, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের

বক্তব্যের মধ্যদিয়ে তা পরিস্কার হয়েছে যে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের জন্য আমাদের রাজ্যের মত একটা পিছিয়ে পড়া রাজ্যে যেখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন হওয়ার কথা টাকার সংস্থানও আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চলের পরিষদের আছে তবু আমরা এইটা করতে পারিনি। তাই আমি অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে এই কথা বলতে চাই যে যেখানে আমাদের শিল্পের অগ্রগতি নেই এবং আমাদের বিদ্যুৎ যেখানে এমন একটা কঠিন অবস্থার মধ্যে আছে সেই জায়গায় আমাদের একটা ইনফাসট্রাকচার তৈরী হয়েছে এবং এইটা আমি যতটুকু জানি এর আগের দশ বছর আগে আমাদের যে বামফ্রন্ট সরকার ছিলেন, সেই সময় থেকে এখানে এই তিনটা ইউনিট করার জন্য চিন্তা শুরু করেই প্রথম ইউনিটটি তৈরী হয়। কিন্তু গত পাঁচ বছর তাব কিছুই হয়নি জোট সরকারের আমলে। এখন আবার যখন আমাদের ৩য় বামফ্রন্ট সরকার আসার পর সমস্ত দিক থেকে আমাদের এখানকার মন্ত্রীসভা সরকারের পক্ষে থেকে যখন একটা বিশেষভাবে উদ্যোগ নিয়েছেন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তিনি আলাদাভাবে এই বিষয়টাকে কেন্দ্রীয় সরকারের দরবারে উপস্থিত করেছেন। সেখানে একটা দপ্তরকে অনুমোদন করতে আমাদের এক বছর সময় লেগে গেল। আর ১য় প্রশ্নটা এই ফাইন্যানসিয়েল ইয়ারের আর মাত্র কয়েকদিন বাকি আছে, এই সময়ের মধ্যে যদি আমরা অনুমোদন না পাই তাহলে এই বছরেও আমাদের অনুমোদন ছাড়া কাজ সম্ভব হবে না। ফলে এই বিষয়টি এই সভার মাধ্যমে মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করতে চাই যে আমাদের এই যে সেন্টিমেন্ট — এই সেন্টিমেন্টটি কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানো হোক। যাতে বিদ্যুতের মতই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে সেটা পাঠান তাহলে আমরা এইটা শুরু করতে পারি এইটা আমি বলতে চাই।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী :—মিঃ স্পীকার স্যার এই অনুমোদন পাওয়ার জন্য আমার তরফ থেকে কোন গাফিলতি নেই। বার বার আমি তাদের কাছে লিখেছি। হাউসের সেন্টিমেন্ট লক্ষ্য করে আমি আবার লিখব এবং সম্ভবত আমি কিছুদিনের মধ্যেই দিল্লীতে যাব এবং সেখানে আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলব।

মিঃ স্পীকার : দ্বিতীয় আরেকটি বিষয় —"গত ১৬-৩-৯৪ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশ-চন্দ্র নাথ মহোদয়" একটি নোটিশ উত্থাপন করেছিলেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো—"গত ১৩ই মার্চ, ১৯৯৪ইং গভীর রাত্রে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ধর্মনগর বাজারের একাংশ ভস্মীভূত হয়ে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হওয়া সম্পর্কে।"

আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়টির উপর একটি বিবৃতি প্রদানের জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার বিবৃতির বিষয়বস্তু হল্যে " গত ১৩ই মার্চ ১৯৯৪ ইং গভীর রাত্রে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ধর্মনগর বাজারেরি একাংশ ভস্মীভূত হয়ে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হওয়া সম্পর্কে।"

গত ১৩-৩-৯৪ ইং রাত্র আনুমানিক ২'৫৫ মিঃ সময়ে ধর্মনগর বাজারে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় ইহার ফলে ৪১০টি ছোট, বড় বিভিন্ন রকমের দোকান সম্পূর্ণভাবে আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রাথমিক তদন্তে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় এক কোটি বার লক্ষ টাকার মত প্রকাশ পায়। প্রকাশ থাকে যে ঐ বাজারের মাঝখানে অবস্থিত একটি চায়ের দোকান হইতে আগুন লাগার ফলে সঙ্গে সঙ্গে আশে পাশের সমস্ত দোকানে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। আগুন লাগার সংবাদ পাইয়া অগ্নি নির্বাপক সংস্থার ধর্মনগর শাখা, পানিসাগর, কৈলাশহর এবং কুমারঘাট শাখার কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং স্থানীয় দোকানদার, পুলিশকর্মী ও আশপাশ অঞ্চলের লোকজনের সহায়তার ভোরের দিকে আগুন আয়ত্তে আনতে সমর্থ হয়। কিন্তু বাজারে অবস্থিত দোকানগুলি একত্রে থাকার ফলে খুব অল্প সময়েই আগুনে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে যারফলে প্রায় ৪১০টি নিম্নলিখিত প্রকারের দোকান ভস্মীভূত হয়ে যায় ১) মুদির দোকান ৯৬ টি ২) প্রসাধন সামগ্রীর দোকান ৫৬টি, ৩) কাপড়ের দোকান ৭২ টি, ৪) সুপারীর দোকান ১০টি, ৫) ফলের দোকান-২৪টি, ৬) সব্জির দোকান-১০২টি, ৭) হোটেল ৫টি, ৮) চা, মিষ্টি, মাংস, রেস্তোরা- ইত্যাদি মিলিয়ে মোট ৪৫ টি।

স্থানীয় প্রশাসন হইতে মোট এক লক্ষ ত্রিশ হাজার ছয়শত টাকা ক্ষতিগ্রস্ত দোকানদারদের মধ্যে বিলি করা হয় বলে প্রকাশ পায় এই ঘটনায় এখনো পর্য্যন্ত নাশকতার কোন প্রমাণ পুলিশের তদন্তে প্রকাশ পায় নাই। পুলিশি তদন্ত অব্যাহত আছে।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, গত ১৩ই মার্চ ৯৪ইং রাত্রি ২'৫৫ মিঃ ধর্মনগর বাজারে আগুন লাগে এবং প্রায় চার শতাধিক ছোটবড় দোকান ভস্মীভূত হয়ে যায়। পরের দিন ১৪ই মার্চ, মাননীয় পঞ্চায়েতমন্ত্রী শ্রীসুবোধ দাস মহোদয় এবং আমি সকালবেলা ধর্মনগর বাজারে যাই এবং বাজার পরিদর্শন করি। তখন অ্যাডিশন্যাল এস, ডি, ও, এবং আর আই কে বাজারে রিপোর্ট সংগ্রহ করতে দেখেছি। বাজারের এই প্রচণ্ড ক্ষতির জন্য ব্যবসায়ীদের ব্যবসার জন্য সাহায্য দিতে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ রাখছি।

এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা দুস্কৃতকারীদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে বলে অনেকেরই ধারণা। কয়েক

বৎসর পূর্বেও এই বাজারটি আগুনে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। অতএব এই ১৩ই মার্চের অগ্নিকাণ্ডের পেছনে কোন ষড়যন্ত্র আছে কি না এইটা জোরদার তদন্ত করে দেখতে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে পুলিশ যে তদন্ত করেছে তাতে ষড়যন্ত্রের কোনরকম হদিশ তারা পায়নি। তবে মাননীয় সদস্য যখন বলেছেন তখন পুলিশকে আরো ভালভাবে তদন্ত করে দেখার জন্য নির্দেশ দিচ্ছি। এবং যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের প্রতি আমাদের যথেষ্ট সহানুভূতি আছে এবং প্রাথমিক সাহায্য হিসাবে আমি আগেই বলছি কত টাকা দেওয়া হয়েছে— ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা—প্রত্যেককে ৬০০ টাকা করে আমরা দিয়েছি এবং যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের ব্যবসা পুনর্বার শুরু করবার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন সেটাতো সরকারের পক্ষে সবটা দেওয়া সম্ভব নয়। বিভিন্ন ফিনান্সিয়েল ইনষ্টিটিউশন থেকে তারা সাহায্য গ্রহণ করে এইটা স্টার্ট করা যায় কি না এইটা দেখা যাবে। তবে সবাইকে সেই পরিমাণ টাকা দেওয়ার মত সরকারের এই রকম কোন বাজেটও নাই, কোন বরাদ্দ নাই। তবে তারা যাতে কোন ফিনান্সিয়াল ইনষ্টিটিউশন থেকে সাহায্য পেতে পারেন সেজন্য সরকারী পক্ষ থেকে তাদেরকে সাহায্য সহযোগীতা করা যেতে পারে এই ব্যাপারে।

শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র নাথ (যুবরাজনগর) :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন যে বড় ছোট মিলিয়ে ৪১০টি দোকান গত ১৩ই মার্চ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়েছে। এদেরকে সরকারের পক্ষ থেকে ১লক্ষ ৩০ হাজার ৬০০ টাকা সাহায্য দেওয়া হয়েছে। আমরা যতদূর জানি যে প্রত্যেক দোকানের জন্য নগদ ৬০০ টাকা করে সাহায্য দেওয়া হয়েছে। ভস্মীভূত দোকানের মধ্যে ছোট দোকানের সংখ্যাই বেশী। এই হাউসের কাছে তথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার এটাই বক্তব্য যে সবকারী সাহায্য হয়ত সম্ভব নয়। কিন্তু ছোট ব্যবসায়ীরা যাতে পুনরায় তাদের ব্যবসাটা চালু করতে পারেন সেইজন্য টিনের সেড তৈরী করে দেওয়া যায় কিনা? সেইজন্য কোন উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা? বিগত তিন তিনটি বন্যায় এই সমস্ত ব্যবসায়ীরা বিশেষ করে ছোট দোকানীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন এবং এবার আবার ক্ষতিগ্রস্ত হলেন। এমনও দোকানী রয়েছেন যিনি পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল। দুই তিনজন অবিবাহিত ছেলে-মেয়ে নিয়ে দুরবস্থার

মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। কাজেই তাদের জন্য একটা ছোট সেড তৈরী করে দেওয়া হবে কিনা আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে জানতে চাই।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে একটা প্রস্তাব করেছেন। প্রস্তাবটা সরকারের পক্ষে কতদূর কার্যকর সম্ভব সেটা এখানে আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। ন্যাচারেল কেলামিটি অনুসারে সরকারের যা নর্ম আছে সেই নর্ম অনুসারে যা সাহায্য দেওয়ার আমরা দিয়েছি। আরোও কিছু থাকলে সেটাও দেওয়া হবে। টিনের সেড করে দেওয়ার মত কোন স্কীম আমাদের কাছে নেই। মাননীয় সদস্য যা বলেছেন, সেখানে যারা আছেন তারা নিশ্চয়ই সেটা দেখবেন। তবে সরকার কিভাবে করতে পারবে সেটা আমরা দেখব। কিন্তু এখনই এমন কোন কমিটমেণ্ট আমি দিতে পারব না। কারণ এটা রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল।

CALLING ATTENTION

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন এখন মাননীয় সদস্য শ্রী মাখনলাল চক্রবর্তী মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "গত ২রা মার্চ, ৯৪ ইং রাত অনুমান ৮-৩০ মিনিটে খোয়াই মহকুমার কল্যাণপুর থানাধীন দ্বারিকাপুর গাঁওসভার আনন্দ টিলার সুব্রত শুক্লদাস-এর বাড়ীতে ডাকাতির ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ২.৩.৯৪ইং রাত্র আনুমানিক ৮-৩০ মিঃ সময় খোয়াই মহকুমার কল্যাণপুর থানার অন্তর্গত দ্বারিকাপুর গাঁওসভার আনন্দটিলার শ্রীসুব্রত শুক্লদাস তাহার মা এবং বাবা সহ রান্না ঘরে ছিল। এমন সময় তিনজন পরিচিত যুবক যথা (১) শ্রীনীলচাদ সরকার সাং গৌরাঙ্গটিলা (২) শ্রীকার্ত্তিক শীল, সাং লক্ষীনারায়ণপুর এবং (৩) শ্রীনিমাই শুক্লদাস সাং শান্তিনগর তাদের রান্না ঘরে প্রবেশ করে এবং ভোজালী ও লাঠি দেখাইয়া বলে যে বেতনের টাকা দিয়ে দিতে। এময় সময় শ্রীসুব্রত শুক্লদাস ও তাহার বাবা তাহাদের পশ্চিম ভিটির বসত ঘরে যান। তাহার বাবা আলমারি হইতে টাকা দেওয়ার জন্য মানি ব্যাগ বাহির করার সাথে সাথে কে বা কাহারা তাহার বাবার হাত হইতে মানি ব্যাগটি নিয়ে যায়। মানি ব্যাগের মধ্যে বেতনের চার হাজার টাকা ছিল। এই মর্মে শ্রীসুব্রত শুক্লদাস তাহার পরিচিত তিন ব্যক্তির নামে কল্যাণপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন এবং সুবিচারের জন্য প্রার্থনা করেন।

উক্ত ঘটনার সংশ্রবে কল্যাণপুর থানার পুলিশ গত ৩-৩-৯৪ইং সকাল ৮-১৫ মিঃ সময় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯২ ধারায় ১২/৯৪ নং মোকদ্দমা নথিভুক্ত করে ঘটনার কার্য্য আরম্ভ করেন। তদন্তকালে কল্যাণপুর থানার পুলিশ অভিযুক্ত তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পারেন,

পারেন যে তাহাদের সাথে আরও দুই জন ব্যক্তি যথা (১) শ্রীশীতল সরকার সাং তোতাবাড়ী (২) শ্রীসুনীল সরকার সাং তোতাবাড়ী ছিলেন এবং তাহাদের নিকট হইতে ৭৯৫ টাকা উদ্ধার করেন।

উপরোক্ত ঘটনা তদন্তক্রমে কল্যাণপুর থানার পুলিশ মোকাদ্দমাটির সাথে ভারতীয় দণ্ডবিধির-৩৯৫ ধারা এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারা যুক্ত করেন। উক্ত মামলার সংশ্রবে অপর দুইজন আসামী পুলিশের গ্রেপ্তার এড়াইবার জন্য পলাতক আছে। ঘটনাটির তদন্তকার্য্য অব্যাহত আছে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেটা বলেছেন এটা ঠিক। এবং এই আসামীরা গ্রেপ্তার হওয়ার পরে তাদের জিজ্ঞাসাবাদের পরবর্তী সময় তাদের কাছ থেকে জানার পর তাদের যে হাতিয়ার এবং বন্দুক সেগুলি কল্যাণপুর চা বাগানের জঙ্গলে রেখেছিল সেগুলি পরের দিন পুলিশ সহ শতাধিক মানুষ সেই জঙ্গল থেকে তাদের হাতিয়ার এবং বন্দুকগুলি উদ্ধার করে এনেছেন ; এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নেই। মাননীয় সদস্য যখন বলেছেন সেটা ঠিকই হবে। আমার হাতে এই তথ্য নেই।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার; এই যে নামগুলি বললেন এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি যে, বামফ্রন্ট সরকার তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর ঐ এলাকায় মোহরছড়া থেকে রামচন্দ্রঘাট পর্যন্ত এই বিস্তৃত এলাকাতে কংগ্রেস এবং আমরা বাঙ্গালী মিলিতভাবে একটা বাঙ্গালী বাহিনী তৈরী করেছে। এবং তারা বাঙ্গালী বাহিনী নাম দিয়ে এই যে, জুন মাস থেকে সমস্ত এলাকায় পোষ্টারিং করে ! সেখানে বিভিন্ন রকম স্লোগান আক্রমণাত্মক শ্লোগান দিচ্ছে। একটা বাঙ্গালী হলে খুন তিনটা ট্রাইবেল করব খুন। এইভাবে পোষ্টারিং করেছিল। পরবর্তী সময় এই বাহিনী কয়েকটা গ্রুপে ভাগ হয়ে তারা শান্তি শৃংখলা নষ্ট করার জন্য নানা রকম কৌশল করেছেন। প্রথম তাদের কৌশল হল স্পর্শকাতর এলাকায় যেমন লক্ষ্মীনারায়ণ ভূমিহীন কলোনী, খাস কল্যাণপুর কলোনী, সমরপুর তোঁতাবাড়ী এবং মাইছভাঙ্গা এইগুলি স্যার মিশ্র বসতি এলাকা ট্রাইবেল নন-ট্রাইবেল পাশাপাশি বাড়ীতে বাস করে।

সেই সমস্ত এলাকায় তারা বিভিন্ন উগ্রপন্থী নাম করে চিঠি দিতে থাকে এবং চাঁদার জুলুম ইত্যাতি করে এলাকায় অশান্তি সৃষ্টি করে থাকে। এবং এই চাঁদা নিতে এসে খাস কল্যাণপুরে একটা দাঙ্গা বাঁধাবার চেষ্টা করেছিল। সেগুলিও আমরা প্রতিরোধ করে ঐ এলাকায় শান্তি রক্ষা করে চলছি। এরা ক্রমান্বয়ে ডাকাতি, চুরি, আক্রমণ সংগঠিত করছে। একটা ডাকাতি করে তারা ধরাও পড়েছে। এই রকম গত ১০. ১২. ৯৩ইং. তারিখ এই মোহরছড়ার লাল টিলাতে, রাধাচরণ টিলায় তারা রাতে এক বাড়ীতে ঢুকে রসিক দাস এবং যুবরাজ দাস তাদের দুইজনকে গুলিবিদ্ধ করে আহত

করে। তারপরে ঐ রাতেই তারা এই লাল টিলায় ষড়যন্ত্র করে পাশের যে গ্রাম মোহরবাড়ী সেখানে আগুন দেবে কিন্তু সেখানে আমাদের পার্টির সমর্থক সহ এলাকার জনগণ প্রতিরোধ করে। তারপর পুলিশ আসার পর আমরা সেদিন দাঙ্গার হাত থেকে রক্ষা পাই। নাহলে মোহরবাড়ী সেই দিনই পুড়ে দিত। ১৪. ১. ৯৪ইং তারিখ তোঁতাবাড়ীর আমাদের কয়েকটি ছেলে বেড়াতে গিয়েছিল মাইছভাঙ্গায়, সেখানে ঐ বাঙ্গালী বাহিনী তাদের আটকিয়ে তাদের টাকা পয়সা নিয়ে যায়, থানায় পুলিশ গিয়ে তাদের উদ্ধার করে! এইভাবে তারা অশান্তির সৃষ্ঠি করছে। এই যে তারা তিন চারটা গ্রুপে ভাগ হয়েছিল এবং তার একটা গ্রুপে সুনীল সরকার বাঙ্গালী বাহিনীর কমাণ্ডেণ্টট হিসাবে সমস্ত পোষ্টার এলাকায় ছিল। তারই একটা গ্রুপ ধরা পড়েছিল। এবং তাদের হাত থেকে বন্দুকও পাওয়া গেছে! এই যে বাঙ্গালী বাহিনী এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী দশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, কিছু সাম্প্রদায়িক শক্তি কিছু দুস্কৃতকারী নানা রকম অশান্তির সৃষ্টি করছে বিভিন্ন জায়গায়। এটা শুধু কল্যাণপুর এলাকায় নয় অন্য জায়গায়ও থাকতে পারে। এই আগরতলায়ও কম কি। কিন্তু এই সমস্ত দুস্কৃতিকারী যারা দাঙ্গার সৃষ্টি করে অরাজকতা সৃষ্টি করতে চায় তাদের সম্পর্কে হুশিয়ার সরকার পক্ষও আছে এবং জনগণের পক্ষেও হুশিয়ার থাকতে হবে। আর মাননীয় সদস্য বলেছেন সেখানে একটা দাঙ্গার অবস্থা ছিল কিন্তু জাতি উপজাতি তারা মিলিতভাবে সেই দাঙ্গা রোধ করেছে। এখন এই ধরণের অশান্তি বন্ধ করার জন্য একা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। স্থানীয় লোক যারা শান্তি চায়, যারা সম্প্রীতি চায়, যারা বিভিন্ন জাতি উপজাতির মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষা করতে চায় তাদেরও এগিয়ে আসতে হবে, সংঘবদ্ধভাবে এই সমস্ত দুস্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে তাদেরও শক্তভাবে দাঁড়াতে হবে এবং এই সবের বিরুদ্ধে জনগণ রুখে দাঁড়াতে হবে এবং তাদের আমরা আবেদন জানাব এবং সরকারের পক্ষ থেকে যা করার নিশ্চয় আমরা করব যাতে এই ধরণের কোন ঘটনা ঘটতে না পারে সেটা রুখবার জন্য সরকার-এর পক্ষ থেকে যথেষ্ট চেষ্টা করা হবে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— পয়েণ্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, এই গ্রুপগুলি অস্ত্র-এর ট্রেনিং দেয়?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই রকম অস্ত্র ট্রেনিং তো উগ্রপন্থীরাও দিচ্ছে কাজেই এটা আমাদের জানা আছে যে কারা অস্ত্র ট্রেনিং দেয়। কিন্তু তাদেরকে ধরতে হবে, তবেই তো তাদের বন্ধ করা যাবে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— পয়েণ্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, আমরা স্যার, পুলিশের কাছে নাম ধাম সবই দিয়েছি কিন্তু কিছুই হচ্ছেনা।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি বসুন, আপনি বসুন।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর) :— পয়েণ্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কিনা, এই ঘটনাগুলির পেছনে এ, টি, বি, এফ তথা এল ত্রিপুরা বেঙ্গল ফোর্স নামে তারা

প্রটেকশান দেওয়ার জন্য একটা বাহিনা তৈরী করেছে। এইসব ঘটনাগুলির পেছনে তারাই জড়িত কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, তবে এই রকম তথ্য আমার হাতে নেই। তা থাকলেও থাকতে পারে। কারণ আমি মনে করি অল ত্রিপুরা বেঙ্গল ফোর্স ঘঠন করার কোন প্রয়োজন নেই। বাঙ্গালীরা এখানে নিরাপত্তার অভাব হচ্ছে এটা ঠিক না। কাকে রক্ষা করবার জন্য তারা বাঙ্গালী বাহিনী তৈরী করবে। বাঙ্গালী বাহিনী তৈরী করার অর্থই হল, একটা বদ্ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়া গঠন করা হইতেছে। এবং রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্য ... হচ্ছে না। যারা করেছেন তাদের এই কাজ থেকে বিরত থাকা উচিৎ। এই বাঙ্গালী বাহিনীই বলুন, ত্রিপুরা বাহিনীই বলুন আর অন্য কোন বাহিনীই বলুন, তারা রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারবে না। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা অপ্রাতিকর ঘটনা ঘটানোর জন্য তাদের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট করার জন্য, তাদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করা, পরস্পর পরস্পরকে বৈরী মনোভাবাপন্ন করে তোলাই সাহায্য করবে। এটাকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের নিন্দা করা উচিৎ. যে কোন রাজনৈতিক দলই হোক, তার মতপার্থক্য থাকতে পারে কিন্তু এইসব দলের পেছনে কোন রাজনৈতিক দলের মদত থাকে তবে এটা খুবই খারাপ হবে এবং এটা ত্রিপুরা রাজ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক হবে। এই সম্পর্কে সকলকে সচেতন থাকার জন্য আমি বলছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : আজ আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিসের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বাকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যে মাননীয় সদস্য শ্রী শহিদ চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ ইং তারিখে সোনামূড়া মহকুমার তক্সাপাড়া গ্রামে বুধা মিঞার বাড়ীতে ডাকাতি ও তার ছেলে আব্দুল ছাত্তার ডাকাতের গুলিতে নিহত হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, "গত ১২-ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ ইং তারিখে সোনামুড়া মহকুমার তকছাপাড়া গ্রামে বুধা মিঞার বাড়ীতে ডাকাতি ও তার ছেলে আব্দুল ছাত্তার ডাকাতের গুলিতে নিহত হওয়া সম্পর্কে।"

গত ১২/১৩-২-৯৪ ইং তারিখে রাত্র আনুমানিক ১২.৩০ মিঃ সময় একদল অজ্ঞাত নামা ডাকাতদল গাদা বন্দুক, দা, ইত্যাদি নিয়ে মেলাঘর থানাধীন তকছাপাড়া সাকিনের হায়দর আলীর পুত্র বুধা মিঞার বাড়ীতে চড়াও হয় এবং ৫টি গরু নিয়ে যাওয়ার সময় বুধা মিঞার পুত্র ছাত্তার মিঞা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করিলে ডাকাতদল বন্দুক হইতে গুলি ছুড়িতে থাকে, ফলে গুলি ছাত্তার মিঞার পেটে ও বুধা মিঞার স্ত্রী নেকজান বিবির ডান পায়ে লাগে ও আঘাত প্রাপ্ত হয়।

ছাত্তার মিঞা ও নেকজান বিবিকে মেলাঘর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করা হয়।

প্রকাশ থাকে যে উক্ত ডাকাতদল বুধা মিঞার বাড়ী ডাকাতি করিয়া যাওয়ার পথে তকছাপাড়া গ্রামের বীরেন্দ্র শর্মার পুত্র শ্রীরতন শর্মার বাড়ী থেকেও তিনটি গরু ও একটি বাছুর ডাকাতি করিয়া নিয়া যায়।

উক্ত ঘটনা তকছাপাড়া গ্রামের শ্রীফজল হকের স্ত্রী আমিনা খাতুনের অভিযোগ মূলে মেলাঘর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫, ৩৯৭ ধারা ও অস্ত্র আইনের ২৭ ধারায় ১৬/৯৪ নং মোকদ্দমা নথীভুক্ত করা হয়।

গত ১৩-২-৯৪ ইং তারিখে আঘাত প্রাপ্ত ছাত্তার মিঞাকে মেলাঘর হাসপাতাল হইতে জি. বি. হাসপাতালে স্থানান্তরীত করা হয় ও পরে হাসপাতালে মারা যায়। তদন্তকালে পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৬ ধারা মোকদ্দমার সঙ্গে যুক্ত করেন এবং তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করেন।

তদন্তকালে জানা যায় যে উক্ত ডাকাতদলের সংখ্যা ১০,১৫ জন এবং ডাকাতির পর উক্ত দলটি বাংলাদেশের দিকে চলিয়া গিয়াছে।

ঘটনার তদন্তকার্য্য অব্যাহত আছে।

শ্রীশহীদ চৌধুরী (বক্সনগর) :— পয়েন্ট অফ ক্লেরিফিকেশন স্যার, আমরা জানি যে আব্দুল সাত্তার মার্কসবাদী কমুনিষ্ট পার্টির একজন সভ্য এবং এলাকার শিক্ষিত, স্থানীয় যুব নেতা। এই ঘটনাটা তার যে জনপ্রিয়তা আছে এটাকে নষ্ট করার জন্যই একটা স্বার্থান্বেষী মহল থেকে এই জাতীয় ঘটনা এবং তাকে খুন করা হয়েছে এবং এটা একটি রাজনৈতিক চক্রান্ত, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— এটা আমার জানা নেই। তবে রাজনৈতিক চক্রান্ত এর পিছনে থাকতেও পারে। রাজনৈতিক চক্রান্ত থাকলে পরে ডাকাতি, খুন সবই হয়। এই ঘটনাটি ভাল করে তদন্ত করে দেখার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছি।

শ্রীশহীদ চৌধুরী :— এই যে ডাকাত দলটি বাংলাদেশী না এদিকের লোকও আছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— ডাকাত ধরার আগে এরা বাংলাদেশী না ত্রিপুরার বলা যাচ্ছে না। তবে পুলিশের রিপোর্ট মতে তারা ডাকাতি করার পর বাংলাদেশের দিকে চলে যাচ্ছে। তদন্ত অব্যাহত আছে।

শ্রীশহীদ চৌধুরী :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, সেটি আমি জানি, এলাকাবাসী জানে, এই যে বিস্তির্ণ এলাকা দুর্লভ নারায়ণ, তক্সাপাড়া, রবি গোপাল, খাসচৌমুহনী এই এলাকার মধ্যে স্থানিয় একটা গ্রুপ বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রতক্ষ্য ও পরোক্ষ্য মদতে তৈরী হয়েছে। বাংলাদেশী ডাকাতদের মদতে প্রায়ই সেখানে প্রতিদিন এই এলাকার মধ্যে ডাকাতি সংগঠিত করছে এবং এই ঘটনাকে মোকাবেলা করার জন্য এবং তাদেরকে ধরার জন্য সক্রিয় ভূমিকা নেবেন কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— পুলিশ নিশ্চয়ই সক্রিয় ভূমিকা নেবেন।

শ্রীশহীদ চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই যে ডাকাতির ফলে পরিবারটা ক্ষতিগ্রস্ত হল এবং ছেলে ডাকাতের গুলিতে নিহত হল, তার পরিপ্রেক্ষিতে ঐ পরিবারটাকে কোন রকম আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কথা সরকার চিন্তা করছেন কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— তারা সরকারের কাছে আবেদন করলে দেখা যাবে।

মিঃ স্পীকার :— আজ মাননীয় সদস্য শ্রীহরিচরণ সরকার মহোদয় কর্তৃক আনীত অপর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে নিম্নের বিষয়বস্তুর উপর তার বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। গত ১১/৩/৯৪ ইং সকাল ৯ ঘটিকায় মোহনপুর ব্লকাধীন গোপালনগর (আমগাছিয়া) ভূমিহীন কলোনীর বাসিন্দা শ্রীঅমরচাঁদ নমঃকে উক্ত শ্রীরতন দত্ত এবং তার তিন ভাই মিলে মারধোর করে গুরুতরভাবে আহত করা সম্পর্কে।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার গত ১১/৩/৯৪ইং তারিখ সকাল অনুমান ৯ ঘটিকার সময় মোহনপুর ব্লকাধীন সিধাই থানার অন্তর্গত আমগাছিয়া কলোনীর শ্রীপরেশ দত্তের পুত্র সর্বশ্রী রতন দত্ত, নারায়ণ দত্ত, সুদর্শন দত্ত ও স্বপন দত্ত সরকারী পুকুরে জল সেচের মাধ্যমে মাছ ধরিতে দেখিয়া ঐ সাকিনের শ্রীসুনীল দেবের পুত্র শ্রীরামচন্দ্র দেব ও মৃত কৃত্তি নমঃ এর পুত্র শ্রীঅমরচাঁদ নমঃ সরকারী পুকুরে কার অনুমতি নিয়া মাছ ধরিতেছে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে বাদী শ্রীরতন দত্ত ও তার তিন ভাই মিলে লাঠি নিয়া শ্রীরামচন্দ্র দেব ও শ্রীঅমরচাঁদ নমঃ এর উপর অতর্কিতভাবে আক্রমণ করে। ফলে শ্রীরামচন্দ্র দেবের ডান হাতেও অমরচাঁদ নমঃ এর মাথায় আঘাত পায়। ঘটনার পর প্রতিবেশীগণ এসে প্রাপ্ত উভয়কে চিকিৎসার জন্য মোহনপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান এবং প্রাথমিক চিকিৎসান্তে তাদেরকে সাথে সাথে ছেড়ে দেওয়া হয়।

উক্ত ঘটনা শ্রীরামচন্দ্র দেবের এক লিখিত অভিযোগ মূলে সিধাই থানার ভারতীয় দণ্ড বিধির ৩২৫/৩৪ ধারায় মোকদ্দমা নং ৩৪/৯৪ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্তকার্য শুরু করে।

আসামী পলাতক বিধায় এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই। গ্রেপ্তারের জন্য জোর প্রয়াস অব্যাহত আছে। তদন্ত কার্য চলিতেছে।

শ্রীহরিচরণ সরকার (বামুটিয়া) :—পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান, এই যে আসামী রতন দত্ত এবং তার তিন ভাইর আক্রমণের পর অমরচাঁদ নমঃ এবং রামচন্দ্র দেব গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। এই বিষয়ে সিধাই থানায় এজাহার করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে আসামীদের ধরার জন্য জোর প্রয়াস চালানো হচ্ছে, কিন্তু বাস্তবে দেখা গিয়েছে যে তারা একবার মাত্র খুঁজ নিতে এসেছিল, আসলে আসামীদের গ্রেপ্তার করার কোন প্রয়াসই নিচ্ছে না। তাই আমি জানতে

চাইছি যে এই আসামীরে গ্রেপ্তার করার জন্য এই পর্যন্ত কি ধরণের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে, তার প্রয়োজনীয় তথ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, আমার কাছে যে তথ্য আছে, তাতে আমি বলতে পারি যে আসামীদের ধরার জন্য জোর চেষ্টা চালানো হয়েছে। তবু মাননীয় সদস্য যখন বলছেন, তখন আমি পুলিশকে নতুন করে আসামী ধরার জন্য চেষ্টা করতে বলবো।

STATEMENT THE CHIEF MINISTER

মিঃ স্পীকার :— আজ মাননীয় সদস্য শ্রী তপন চক্রবর্তী কর্তৃক আনীত অন্য একটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য স্বীকৃত হয়েছিলেন। তাই, আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে নিম্নোক্ত বিষয় বস্তুর উপর তাঁর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি :

'Incident of Bomb unearthing at Chitrakatha Cinema Hall and other two places in Tripura.'

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, বিগত ১২/৩/৯৪ ইং তারিখ আগরতলা চিত্রকথা সিনেমা হলে বোমা রাখা, গত ১৪/৩/৯৪ ইং তারিখ উদয়পুর শিববাড়ী মেলা প্রাঙ্গণে বোমা বিস্ফোরণ এবং গত ১৫/৩/৯৪ ইং তারিখ আগরতলায় মিউনিসিপ্যালিটি অফিসে বোমা রাখার ঘটনাগুলি তদন্ত করা হয়। তদন্তে ঘটনাগুলি নিম্নরূপ :—

১) গত ১২/৩/৯৪ইং তারিখ দুপুর অনুমান ১২-৩০ মিঃ এর সময় আগরতলা শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত চিত্রকথা সিনেমা হলের ডিউটিতে থাকা একজন গৃহরক্ষী পশ্চিম আগরতলা থানার ভারপ্রাপ্ত কার্যাকারকের নিকট এসে জানায় যে ঐ দিন দুপুর শো চলার প্রাক মুহূর্তে হলের ১ম শ্রেণীর ঠিকিট পরীক্ষক ১ম শ্রেনীর সীটে একটি বোমার মত বস্তু দেখতে পেয়ে সংগে সংগে ঘটনাটি হলের গেইট রক্ষক, ম্যানেজার ও কর্তব্যরত গৃহরক্ষীকে জানায়।

এই সংবাদ পাওয়া মাত্র পশ্চিম আগরতলা থানার ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক ঘটনাটি থানায় ৬১৮ নং দৈনিকেতে লিপিবদ্ধ করে তদন্ত শুরু করে। তদন্তকালে তদন্তকারী অফিসার চিত্রকথা সিনামা হল পরিদর্শন করে এবং জানতে পারে যে দর্শকদের ও সিনামা হলের কর্মিগণের নিরাপত্তার স্বার্থের কথা চিন্তা করে হলের কর্মিগণ হলের সম্মুখে একটি জলাধারে এই বোমার মত বস্তুটিকে এনে ডুবিয়ে রাখে। তদন্তকারী অফিসার সংঙ্গে সংঙ্গে বোম ডিসকপোজাল অফিসারকে খবর দেয় এবং উক্ত অফিসার ঘটনাস্থলে এসে জলাধার থেকে বোমাটি তুলে আনে। এবং প্রাথমিক পরীক্ষা করে এই অভিমত দেন যে এটি একটি সত্যিকারের বোমা, তবে শক্তিশালী নয়। এই বোমাটির সংগে একটি ছোট টর্চ লাইট, একটি ব্যাটারি, একটি ইলেকট্রনিক হাত ঘড়ি কয়েকটি

তার সংযুক্ত ছিল্ল। তাছাড়াও বোমাটির সংঙ্গে বাংলায় লেখা একটি চিঠিও পাওয়া যায়। চিঠিটির বয়ান নিম্নরূপ :— টি টি কমানণ্ডো ফোর্স হেড অফিসের আগরতলা ডেটেড— ১১/৬/৯৪ টি টি, সংগঠনের পক্ষ থেকে বলছি এই বোমা অত্যাধুনিক টাইম বোমা এবং শহরের বড় বড় বিস্ফোরণ ঘটবে বলে বলছি।

টার্গেট পূর্ব থানা, সদর এস ডিও এডিশনেল এস পি শহরের দুই থানার ওসি এই ঘটনা গুলি প্রত্যক্ষ এক মাসের মধ্যে অবশ্যই ঘটিবে স্বাক্ষর অস্পষ্ট। তদন্তকালে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদে এই ঘটনায় কে বা কাহারা জড়িত জানিতে পারে নাই। তবে শহরে অতংক সৃষ্টি করার জন্যই উদ্দেশ্য প্রণোদিনভাবে এটি কাজই করেছে বলে অনুমান করা যাইতেছে। এখন পর্য্যন্ত ঘটনার কাহাকেও গ্রেপ্তার করা যায় নাই। বর্তমানে ভারতীর কার্য্যবিধির ১৫৭ (ক) ধারায় তদন্ত অব্যাহত আছে।

২) উদয়পুর শিববাড়ী মেলা প্রাঙ্গণে গত ১৪/৩/৯৭ ইং তারিখ বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা। গত ১৪/৩/৯৪ইং তারিখ উদয়পুর শিববাড়ী মেলা প্রাঙ্গণে শিব রাত্রির দিন কোন বোমা বিস্ফোরণ বা বোমা রাখার কোন ঘটনা ঘটে নাই। তবে গত ১৪/৩/৯৪ইং তারিখ শিবরাত্রির দিন সন্ধ্যা অনুমান ৭-১৫ মিঃ থেকে ৭-৩০ মিঃ এর মধ্যে রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত ছনবন নিবাসী শ্রীদিলীপ কুমার দেব তাহার সস্ত্রী শ্রীমতি রীণা দেব সহ উদয়পুর মহাদেব বাড়ী মেলা থেকে বাড়ী ফেরার পথে উদয়পুর মোটর ষ্ট্যাণ্ড ট্রাফিক পয়েন্টের নিকট যখন পৌঁছে তখন সেখানে একটি ফাটে ফলে পটকার ভিতরে থাকে পাথর শ্রীমতি রীণা দেবের পেটের বাদিকে আঘাত করে এবং পরবর্তী সময়ে উদয়পুর হাসপাতাল থেকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাড়া পায়। উক্ত ঘটনাটি রাধা-কিশোরপুর থানায় ৬৩৭ নং দৈনিকিতে গত ১৪-৩-৯৪ ইং তারিখ নথিভুক্ত করে পুলিশ ভারতীয় কার্য্যবিধির ১৫৭ (১) ধারায় তদন্ত শুরু করে। তদন্ত কালে তদন্তকারী অফিসার ঘটনাস্থল থেকে কিছু পাট, দড়ি ইত্যাদি সিজ করে তাহাদের হেপাজতে নেয়। তদন্তকালে ইহাও জানা যায় যে দুটি অজ্ঞাত ছোট বালন সেখানে পটকাটি ফাটায় ফলে শ্রীমতি রীনা দেব সামান্য আঘাত পান। বালক দুইটি পটকা ফাটিয়ে সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে পালিয়ে যায় ফলে তাদেরকে নিহিত করা যায় নাহ। (৩) গত ১৫-৩ ৯৪ ইং তারিখ আগরতলা মিউনিসিপালিটি অফিসে বোমা রাখার সম্পর্কে গত ১৫/৩/৯৪ ইং তারিখ বেলা ১০টা ৫ মিঃ এর সময় আগরতলা পৌরসভার অভ্যর্থনা কক্ষের একটি চেয়ারে টাইমবোমার ন্যায় একটি বস্তু দেখতে পেয়ে পৌরসভার একজিকিউটিভ অফিসার সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন যোগে ঘটনাটি পূর্ব আগরতলা থানায় জানায়। পূর্ব থানা থেকে অফিসার ঘটনাস্থল এসে বোমা প্রশিক্ষক এবং প্রশিক্ষক প্রাপ্ত কুকুর আনার ব্যবস্থা করেন। বোমা প্রশিক্ষক ও কুকুরের সাহায্যে উক্ত টাইম বোমার ন্যায় বস্তুটিকে পৌরসভার অফিস থেকে তুলে এনে আগরতলা শিশু উদ্যানের খোলা জায়গায় নিষ্ক্রিয় করে নিম্নলিখিত জিনিষগুলি দেখতে পায় :—

১) পেনসিল টর্চ একটি যাহার ভিতর কিছু তার ও বারুদ ছিল ২) টর্চের নিপ্পো ব্যাটারী একটি অকেজো ৩) ক্যাপাসিটার একটি যাহা বৈদ্যুতিক পাখাতে ব্যবহৃত হয় ৪) কিছু বৈদ্যুতিক তার ৫) একটি অকেজো অটোমেটিক ঘড়ি। উক্ত কক্ষের চেয়ারের নীচে একটি সাদা খাম খোলা অবস্থায় পাওয়া যায়। খামের ভিতর একটি সাদা কাগজের গ্যাডে টি টি. কমাণ্ডো ফোর্স এর নামে একটি বাংলা হরফে লেখা চিঠি পাওয়া যায়, যার বয়ান নিম্নরূপ টি, টি কমাণ্ডো ফোর্সের সংগঠনের পক্ষ থেকে বলছি এটি একটি হাতের তৈয়ারী টাইম বোমা। জনমনে আতংক হচ্ছে। তাহা আমরা জানি। কিন্তু আতংকের মধ্যে দিয়ে হঠাৎ বোমা বিস্ফোরণ ঘটবে তখন আর উপায় থাকবে না এবং আরও বলছি আজকে দিনে কয়েক জায়গাতে টাইমবোমা ফিট করব। জায়গাগুলি বলে দিচ্ছি—শহরের সিনেমা হল, বটতলা সুপার মার্কেট, উইম্যানস কলেজ এবং এক মাসের মধ্যে আমরা বড় অবস্থানগুলেতে এই মন্ত্রীসভার দুইজন মন্ত্রীকে হত্যা করব এবং ত্রিপুরা রাজ্য প্রশাসনে কর্মকর্তাগণ আমাদের ফাঁদে পড়লে রেহাই পাবে না! এই টার্গেটগুলি এক মাসের মধ্যে কাজ কাজ করব। অস্পষ্ট। তারিখ ১৪/৩/৯৪ ইং। প্রশিক্ষক প্রাপ্ত কুকুর দিয়ে পৌরসভার সমস্ত কক্ষ তল্লাসী করে আর কোথা বোমার ন্যায় বস্তু পাওয়া যায়নি।

উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব থানার জি, ডি নং ৭৭৪ এবং ৭৮৬ লিপিবদ্ধ করে ভারতীয় কার্য্যবিধির ১৫৭ ধারা অনুযায়ী তদন্ত শুরু করা হয়। এখন পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা যায় নাই।

ঘটনাটির তদন্ত কার্য্য অব্যাহত আছে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— স্যার, এই রাজ্যে অশান্তি সৃষ্টির জন্য কাজ চলছে। আমরা জানি, গত ১২ তারিখে আমরা বাঙ্গালী একটি সভা ডেকেছিল এর আগে আমরা ১৯৯১-৯২ সালে আমাদের খোয়াই-এর সোনাতলায় "আমরা বাঙ্গালী" টাইম বোমায় এক লিডার মারা যায়, এবং আরো ২/১ জন মারা যায় যারা বোমা বানাতে পারত। তারপরে দেখেছি, দামছড়া বাজারে ঐ "আমরা বাঙ্গালীর" টাইম বোমার আঘাতে ৫ জন গরীব উপজাতি অংশের মানুষকে মারা যেতে। তারা তখন বলেছিল, এইভাবে তারা কাজ করে যাবে। কাজে কাজেই এই কাজগুলি "আমরা বাঙ্গালী" করছে কিনা তা গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে কিনা তা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার, স্যার, অমুক লোক এই কাজ করেছে এই রকম ফিকস্‌ড আইডিয়া নিয়ে তদন্ত হয় না। তদন্ত হয় তারা করছে এই আইডিয়া নিয়ে। এই সম্পর্কে আমাদের সবার সচেতন থাকতে হবে। ঘটনাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ, উদ্বেগজনক কাজেই মাননীয় সদস্য আমরা বাঙলী সম্পর্কে যে সব কথা বলেছেন তা ঠিক। কিন্তু আমরা বাঙ্গালী করেছে তার তথ্য প্রমাণ না পাওয়া গেলে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। তবে এটা ঠিক, কাজটা

দুষ্কৃতকারীরাই করছে, রাজ্যে অশান্তি সৃষ্টি করার জন্য। আমাদের বামফ্রন্ট সরকারকে বিপদে ফেলার জন্য করছে এটা পরিস্কার বুঝা যাবে, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ করবে না। তবে এটা যাতে না হয়, তারজন্য আরো বেশী আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। সরকার সচেতন আছেন। জনগণেরও থাকতে হবে, যাতে ঢুকে কেহ কোথাও বোমা রাখতে না পারে। কারণ, পুলিশত আর সব জায়গায় বেড়াতে পারবে না। কাজেই মানুষ যেন নজর রাখে। স্যার, যারা এই সব অপকর্ম করছে তাদের ডিটেকট করার ইচ্ছা থাকলে করা যাবে।

শ্রীঅরুন ভৌমিক :— স্যার, এই যে বোমা বা টাইম বোমাই যাই হোক, যা সীজ করা হয়েছে, পাওয়া গেছে এর বিস্ফোরক জোর কি রকম ছিল? এটা কি শুধু ভয় দেখানোর জন্য? না, তার মধ্যে বিস্ফোরক ক্ষমতা ছিল, তাজা ছিল? স্যার পরীক্ষা করে কি পাওয়া গেছে। তা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি? আসলে এটা কি একটা সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কিংবা মানুষকে ভয় দেখাতে, দাঙ্গা সৃষ্টি করতে কিংবা আগরতলা শহরে, সমাজে ভীতির সৃষ্টি সে ব্যাপারে প্রকৃত প্রস্তাব কি? এই বোমা সম্পর্কে পুলিশ বা বিশেষজ্ঞদের অভিমত সরকারের কাছে ব্যক্ত করছেন কিনা সেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— এই পর্যন্ত পুলিশের কাছ থেকে যা জানা গেছে, এটা খুব শক্তিশালী বিস্ফোরক বোমা ছিল না।

শ্রীদেবব্রত কলই (অম্পিনগর) :— এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের ষ্টেটমেন্ট থেকে জানতে পেলাম, এটা করছে, টি. টি. কমাণ্ডো ফোর্স। টি. টি. কমাণ্ডো ফোর্সের অর্থ কি? এই টি. টি. কমাণ্ডো ফোর্স কাদের দ্বারা গঠিত, এবং কি উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত তা রাজ্য সরকারের কাছে তথ্য আছে কিনা বা স্বরাষ্ট্র দপ্তর কোন তথ্য প্রমাণ পেয়েছেন কিনা তা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী)— এই চিঠিই প্রমাণ করে এই রকম একটি দল আছে। এর থেকে বিস্তৃত কিছু জানা যায়নি। টি. টি. কমাণ্ডো ফোর্স বলতে যা বুঝায় তাই হবে। পুলিশ এদের সম্পর্কে এখনও খুঁজে বের করতে পারেনি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়ের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আমি একটি পিটিশান পেয়েছি বড়জলা এলাকাবাসীদের পক্ষে শ্রী চন্দ্রশেখর সরকার মহোদয়ের নিকট হতে। পিটিশানটির বিষয়বস্তু হলো

" Regarding Construction of pacca bridge at Durga Chowmuhani over Katakhal and a small bridge over the stream jhajee for the interest of people who are residing at Barjala"

পিটিশানটি ফরোয়ার্ড এবং কাউন্টার সাইন করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅরুন ভৌমিক মহোদয় ।

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীঅরুন ভৌমিক মহোদয়কে পিটিশানটি এই সভায় উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি ।

SHRI ARUN KUMAR BHOWMIK :— Mr. Speaker Sir, under Rule 256 of the Rules of Procedure and Conduct of Business of the Tripura Legislative Assembly I beg to present a Petition signed by Shri Chandra Sekhar Sarker and counter signed by me 'Regarding construction as pacca bridge at Durga Chowmuhani over the Katakhal and a Small bridge over the Stream Jhajee for the interest of people who are residing at Barjala.'

Mr. Speaker :— This Case has been referred to Petition Committee.

PRESENTATION OF COMMITTEE REPORT

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো— "পাবলিক আণ্ডারটেকিংস্ কমিটি তেইশতম (২৩ তম) প্রতিবেদন সভার সামনে উপস্থাপন"

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর (চেয়ারম্যান অব্ দি কমিটি অন পাবলিক আণ্ডারটেকিংস) মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রতিবেদনটি সভার সামনে পেশ করার জন্য ।

SHRI PABITRA KAR :— Mr. Speaker Sir, I beg to lay before the House a copy of the 23rd Report of the Committee on Public Undertakings.

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আজকের সভায় পেশ করা প্রতিবেদনের প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

GOVERNMENT RESOLUTION

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো—গভর্নমেন্ট রিজলিউশান। উক্ত রিজলিউশানটি এনেছেন ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ।

এখন আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি রিজলিউশানটি সভায় উত্থাপন করার জন্য। রিজলিউশানটির বিষয়বস্তু হলো :—

GOVERNMENT RESOLUTION

"The Tripura Legistlative Assembly hereby resolves that the Tripura Land Revenue and Land Reforms (Sixth Amendment) Bill, 1989 (Tripura Bill No. 14 of 1989) which was passed by the House on the 1st September 1989 and reserved by the Governor on. 3rd February, 1990 for the consideration of the President and the Bill was subsequently returned by the Central Government to the State Government on its request, be withdrawn of the ground that the Bill is to be replaced subsequently by a new Bill which substantially alters the provisions contained therein."

Shri Samar Chowdhury (Minister) :- Mr. Speaker Sir I beg to move the following Resolution seeking the leave of the House to withdraw the Tripura Land Revenue and Land Reforms (sixth Amendment) Bill 1989. The Resolution as follows :—

"Tripura Legislative Assembly hereby resolves that the Tripura Land Reveaue and Land Reforms (Sixth Amendment) Bill, 1989 (Tripura Bill No, 14 of 1989) which was passed by the House on the 1st September, 1989 and reserved by the Governor on 3rd February, 1990 for the consideration of the President and the Bill was subsequently, returned by the Central Government to the State Goverument on its request, be withdrawn on the ground the Bill is to be replaced subsequently by a new Bill which substantialy alters the provisions contained therein. '

মিঃ স্পিকার স্যার, এই রিজিলিউশানের মধ্যে মোটামুটি কি কারণে এই রিজলিউশানটি যুক্ত করতে হয়েছে তার উল্লেখ আছে। তা সত্বেও আমি ২/১টি কথা বলব। রাজ্য সরকারের কাছে প্রশ্ন এসেছিল ১৯৮৯ সনে টি. এল. আর. এবং এল আর (সিক্স এমেণ্ডমেন্ট) বিলটি কি গতি হবে এই জন্য যে এটা গত ফাষ্ট সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯ এসেম্বলীতে পাশ হয়েছিল। ঠিক ঠিক এই বিলটা নয় যে বিলটি পাশ হয়েছিল সিক্স্থ এমেণ্ডমেন্ট হিসাবে সে বিলটি গভর্ণরের কনসিডারেশনের পর প্রেসিডেন্ট অব ইণ্ডিয়ার এসেন্টের জন্য প্রেরিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার আইনটির কিছু পরিবর্তন ও সংশোধনী ছাড়া রাষ্ট্রপতির এসেন্টের জন্য অনুমোদন দেয়নি। এর পর রাজ্য-সরকারের সাথে কয়েক দফা কেন্দ্রীয় সরকারের আর. ডি. মিনিষ্ট্রি অব হোম এফেয়ার্স এবং মিনিষ্ট্রি অব ল্যাণ্ড আলোচনা হয়েছে। একটা রিভাইসড ত্রিপুরা ল্যাণ্ড রেভেনিউ এবং ল্যাণ্ড রিফর্মস সিক্সথ এমেণ্ডমেন্ট অর্ডিন্যানস ১৯৯২ তৈরী হয়েছিল। এই প্রপোসড অর্ডিনানস রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পেয়েছে। রাজ্য সরকারের কাছে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসে তাহলে পরে মূল যে বিলটি পাশ হয়েছিল সেটার কি গতি হবে ?

কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে তাদের মতামত জানিয়েছেন টি. এল. আর. এ্যাণ্ড এল. এল. আর সিকসথ্ এ্যামেণ্ডমেণ্ট বিল ১৯৮৯ সালের আইনটিকে উইথড্র করে দিতে হবে কেন্দ্রের অনুমতি নিয়ে। আরও সিদ্ধান্ত হয়েছে প্রোপজড্ অরডিনানসটিকেই টি. এল. আর এ্যাণ্ড এল. আর সিকসথ্ এ্যামেণ্ডমেণ্ড ১৯৯৪ বিলের কনভার্ট করতে হবে একডিংলি আই প্রেজেণ্ট বিফোর দি হাউস ফর এপ্রোচিং।

মিঃ স্পীকার :— এখন আমি ভূমি রাজস্ব ও ভূমিসংস্কার দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত রিজলিউশানটি ভোটে দিচ্ছি। রিজলিউশানটি হলো:—

Tripura Legislative Assembly hereby resolves that the Trtpura Land Revenue and Land Reforms (sixth Amendment) Bill, 1989 (Tripura Bill No. 14 of 1989) which was passes by the House on the Ist September 1989 and reserveb by the Governor on 3rd February 1990 for the consideration of the President and the Bill was subesquently returned by the Central Government to the State Government on its request be withdrawn on the ground that the Bill is to be replaecd subsuquently by a new Bill which substan tially alters the provisions contained therein.''

অতএব, (রিজলিউশানটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

DISCUSSION ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR 1994-95

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো :—

"১৯৯৪-৯৫ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো সভায় উপস্থাপন, আলোচনা এবং উহাদের উপর ভোট গ্রহণ"।

আজকের কার্য্যসূচীতে মোট ১৯টি ব্যয় বরাদ্দের দাবী রয়েছে। এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে এবং আলোচনা শেষে ভোট গ্রহণ হবে।

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্য্যসূচীতে ব্যয় বরাদ্দের দাবী সমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়দের নাম (এ্যাপেণ্ডিক্স) দেওয়া হয়েছে। ব্যয় বরাদ্দের মঞ্জুরী প্রস্তাব সমূহ সভার কার্য্যসূচীর সঙ্গে মাননীয় সদস্য মহোদয়দের নিকট দেওয়া হয়েছে। ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো সভায় উথাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হল। এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোয় উপর আলোচনা আরম্ভ হবে। আমি মাননীয় সদস্যগণকে অনুরোধ করব যে আলোচনা চলাকালে তারা যেন তাদের বক্তব্য ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর সীমাবদ্ধ রাখেন। আলোচনা শেষ হওয়ার পর আমি ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব।

আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের চীফ হুইপদের অনুরোধ করব আজকের এই আলোচনায় তাদের দলের যে সকল সদস্য আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন তাদের নামের একটি তালিকা আমার দেওয়ার জন্য।

এখন আমি মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতি কার্ত্তিককন্যা দেববর্মাকে এই ব্যয়বরাদ্দের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি।

ককবরক

শ্রীমতি কার্ত্তিককন্যা দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ৭ই মার্চ বিধানসভানি হাউসঅ মাননীয় রাজ্যনি মুখ্যমন্ত্রী অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দনি উপরঅ যে ডিমাণ্ড পেশ খীলাই খা আবন আং সমর্থন খীলাইঅাই আং আলোচনা খীলাইনা নাইঅ। বিশেষ খীলাই আং ই ককন সানা নাইঅ বিগত ৫ বৎসর যাবৎ চাং নীগ যে ৬ শতাধিকনি সীলাইব কীবাং বরক মাই মাচায়া অাংগীই মা থীইখা। তাই শতে শতে নারীরগব নির্যাতিত অাংখা। বেকার যুবল-রগ সুবিনা নাংখা। তাই বিশেষ খীলাই এই যে, বেকার সমস্যারগনি সমাধান খীলাইনানি ক্ষেত্রে এবং মাই মাচায়ারগনি সমস্যা সমাধান খীলাইনানি ক্ষেত্রে এবং বিগত পাঁচ বৎসরঅ মহিলারগনি ইজ্জত সম্মান এমন জাগাঅ থাংখা আবরগন সীনামীই সম্মান ফীরগীই রীনানি হীনখে আবন উপযুক্ত সম্মান রীনানি মাগনাই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয়া মন্ত্রী শ্রীমতি কার্ত্তিককন্যা দেববর্মা আপনার বক্তব্য পরে Continue করুন। এ সভা বেলা দুই ঘটিকা পর্যন্ত মূলতুবী রইল। After Recess at 2-00 p.m.

শ্রীমতি কার্ত্তিককন্যা দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যায় বিভিন্ন দপ্তরনি উন্নয়নমূলক কাহাম সামীং তাংনানি বাগীই যে আগামী ৯৪-৯৫ আর্থিক বৎসরঅ বাড়তি রাং সানমানি অমন আং সমর্থন খীলাই আং আলোচনা খীলাইনানি নাইঅ। গ্রাম উন্নয়ননি বাগীই সামং তাংনানি থাংকা হীনখে যে রাং পয়সা নাংগ বিশেষ খীলাই বিগত পাঁচ বৎসরঅ চাং নীগ যে, বিভিন্ন রকম কাজ কর্ম এলাকাঅ অাংয়া। লামা থেকে শুধু খীলাই ইস্কুল নগ পর্যান্ত। বিভিন্ন রাজ্যরগনি চীরাইরনি তুলনাই চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি চীরা রগন কাহাম খীলাই পুষ্টিকর চামী তাই, কাহাঅ ফীরীংমীং খীলাইনানি বাগীই বিশেষ খীলাই সমাজকল্যান দপ্তর যে রাং নাইমানি আব মানখাহীখে কাহাম খীলাইন চীরাইরগনি তাই রাজ্যনি বাগীই সমাজনি বাগীই সামীং তাংগই মাননাই হীনীই আশা খীলাইঅ। এছাড়া তাইব কক সানা নাইঅ যারা বিগত পাঁচ বৎসরঅ যে ত্রিপুরা রাজ্যনি নারীরগ যেভাবে বঞ্চিত অাংখা সেইদিকে চিন্তা ভাবনা খীলাইঅাই

চিনি বামফ্রন্ট সরকার ফাইমানি পরে মহিলা রগনি বাগৗই চিন্তা ভাবনা খৗলাইআঁই যে ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশন গটন খৗলাইমানি অম সামৗং নাঈথক। চিনি মহিলা অংশনি বৗরৗইরগ যারা সুস্থ বিচার মানয়া বরকনি বাগৗই চিন্তা ভাবনা খৗলাইনানি দরকার। এই কক চিন্তা খৗলাই বরকনি বাগৗই বাজেটনি বিসিং রাং নারৗগজাগখৗ; বিগত ৫ বৎসরঅ ৩২ জন মহিলারগ যে ভাবে ধর্ষিতা ও নির্যাতিত আংখা অম সানানি মতয়া; এক সময় বরগন সমাজনি অনেক হাকচাল খৗলাই তানজাগখা। বনকন যদি এই সরকার সম্মান কৗফিলরৗঅয় মানখা হৗনখে বিশেষ খৗলাই নারী অংশন বর্ক-রগ বেলাই খা' তংথকজাগনাই এবং উপকার আংনাই। অর তাই বক থাইসা সানা নাইঅ যে ৫ বৎসর অ শিক্ষা ব্যবস্থা কোন ফান' কিছু কৗরৗইখা। তাবুক গ্রাম অঞ্চলনি দ্বাদশ স্কুল ফান হৗনদি হাই স্কুল ফান' হৗনদি গত পাঁচ বৎসরঅ সমস্ত সুযোগ সুবিধা হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। তাবুক পর্য্যন্ত বরকন কোন ব্যবস্থা খৗলাই রৗঅয় মানয়া। দ্বাদশ শ্রেণী বা হাই স্কুলঅ পড়ি নাই ছাত্রছাত্রী রগণ ত্রেঞ্চ কৗরৗইনি বাগৗই হাঅ আচৗগৗই পড়িনা নাংগ। আর যদি রাং মানখা হৗবখে বরকনি উপকার আংনাই। আং সভানি বৗসকাংঅ বাজেটনি উপর তাই কোন ককসানা নাইলিয়া। আসৗক সাঅয়ন আনি কক অরণ মৗথাকথা। ধন্যবাদ।

—: বঙ্গানুবাদ :—

শ্রীমতি কাৰ্ত্তিককন্যা দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার গত ৭ই মার্চ ত্রিপুরার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভার এই হাউসে যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের উপর যে, ডিমাণ্ড পেশ করেছেন এটাকে আমি সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। বিশেষ করে আমি এই কথাটাই বলতে চাইছি যে, বিগত ৫ (পাঁচ) বৎসরে (ছয়) শতাধিক থেকেও বেশী মানুষ না খেয়ে মরতে হয়েছে। আর শত শত নারীরা নির্যাতিত হতে হয়েছে। বেকার যুবকরা অযথা ঘুরতে হয়েছে। বেকারদের কোন সমস্যা সমাধান করতে পারেনি, গরীবদের কোন অন্নের সংস্থান করতে পারেনি। এছাড়া গত পাঁচ বছরে নারীদের ইজ্জত সম্মান এমন জায়গায় নেমে গেছে যে এটাকে উপযুক্ত জায়গায় ফিরিয়ে আনতে হলে এর প্রতি সম্মান ইজ্জত দিতে হবে।

মি' স্পীকার :— মাননীয়া শ্রীমতি কার্ত্তিককন্যা দেববর্মা আপনার পরে বক্তব্য Continu করুন। এই সভা বেলা ২ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।]

শ্রীমতি কাৰ্ত্তিককন্যা দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, বিভিন্ন দপ্তরে উন্নয়নমূলক কাজ করার জন্য আগামী ৯৪'৯৫ আর্থিক বৎসরে যে, টাকা চাওয়া হয়েছে, এটাকে আমি সমর্থন করে, আমার বক্তব্য শুরু করছি। গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরে উন্নয়নমূলক কাজকর্ম করতে হলে অনেক

টাকা পয়সার দরকার। বিগত ৫ (পাঁচ) বৎসরে কোন রকম উন্নয়নমূলক কাজ করা হয়নি। এমনকি রাস্তা থেকে শুরু করে স্কুল ঘর পর্যন্ত কিছুই করা হয়নি। বিভিন্ন রাজ্যের ছেলে মেয়েদের তুলনায় এই রাজ্যের ছেলে মেয়েদের যাতে সুশিক্ষা এবং পুষ্টিকর খাদ্যের জন্য যে টাকার দরকার এই টাকা চাওয়া হয়েছে, যা পাওয়া যায় তবে শিশুদের উন্নতির জন্য, সমাজের উন্নতির জন্য অনেক কাজ করা যাবে। এছাড়া বিগত ৫ (পাঁচ) বৎসরে যেভাবে নারীদের উপর অবিচার বা বঞ্চিত করা হয়েছে সেইদিকে বিচার করে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর মহিলাদের কথা চিন্তা করে, "মহিলা কমিশন" গঠন করা হয়েছে। এটা অনেক চিন্তা ভাবনা করে মহিলাদের সুবিচার যাতে পেতে পারে তার জন্য মহিলা কমিশন গঠন করা হয়েছে। এই কথা চিন্তা করে এর জন্য বাজেটে টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। বিগত পাঁচ বৎসরে ৩২ জন মহিলা যেভাবে ধর্ষিতা এবং নির্যাতিতা হয়েছে এটা ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়। এক সময় নারীদেরকে সমাজ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। এই সরকার যদি নারীদের ইজ্জত সম্মান পুনরায় ফিরিয়ে দিতে পারে তবে এদের মনে আস্থা ফিরে আসবে এবং নারী সমাজ বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। এখানে আরো একটা কথা বলতে হচ্ছে যে, ৫ (পাঁচ) বৎসরে শিক্ষা ব্যবস্থা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। গ্রামে গঞ্জে দ্বাদশ স্কুলই বলুন, আর হাইস্কুলই বলুন গত ৫ (পাঁচ) বৎসরে সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এখন পর্যন্ত কোন রকম সুযোগ করে দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠেনি। দ্বাদশ শ্রেণীই বলুন, আর হাইস্কুলই বলুন সব জায়গাতেই বেঞ্চের অভাবে মাটিতে বসে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাশ করতে হচ্ছে। শিক্ষা খাতে যদি টাকা পাওয়া যায় তবে অনেক উপকৃত হবে। আমি আপনাদের সামনে আর বাজেটের ওপর আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করছিনা। এতটুকু বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় পূর্তমন্ত্রী।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার — (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, গত ৭ই মার্চ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ১৯৯৪-৯৫ সালের ব্যয় বরাদ্দের জন্য যে বাজেট পেশ করেছেন আমি তাকে সমর্থন করি। আজকের বাজেটের যে সমস্ত ডিমাণ্ড আজকে এখানে রয়েছে লিষ্ট অফ্ বিজনেসে আমি তাকে সমর্থন করি। এর মধ্যে আমার দপ্তরেরও তিনটা ডিমাণ্ড এখানে আছে ডিমাণ্ড নং-১৩, ১৫,৩১। এই তিনটা ডিমাণ্ডে সবশুদ্ধ ১৭০ কোটি ২৪ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা এখানে ডিমাণ্ডে রাখা হয়েছে। স্যার, এই ডিমাণ্ডগুলির মধ্যে ১৩নং ডিমাণ্ডে পি, ডব্লু, ডি'র যে সমস্ত কাজকর্ম আছে সেগুলি করা হবে, রাস্তা, সেতু, বিল্ডিং ইত্যাদি করা হবে। এবং ডিমাণ্ড নং ১৫তে যে সব কাজকর্মগুলি আছে সেগুলিও করা হবে। এই ডিমাণ্ডের মধ্যে আছে ওয়াটার সাপ্লাই, মাইনর ইরিগেশান, ফ্লাড কনট্রোল, মিডিয়াম ইরিগেশান ইত্যাদি যে সমস্তগুলি রয়েছে সেগুলি সব করা হবে। তারপর ডিমাণ্ড নং ৩১শে রয়েছে গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের যে সমস্ত কাজকর্মগুলি রয়েছে তার মধ্যে ড্রিংকিং ওয়াটারের প্রভিশানও রয়েছে আই, আর ডি, পি, গ্রামীন কর্মসংস্থানের পরিকল্পনা রয়েছে সেগুলি

এখানে বাজেটে বক্তৃতায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন কাজেই এইগুলি নিয়ে আর বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার আগে আমি খুব অল্প সময় নিতে চাই যে কি অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা এই বাজেট করেছি, এইটা সবার জানা আছে এবং এই বিধানসভার মধ্যে বারে বারে আমরা উত্থাপন করেছি তা হল, গত পাঁচ বছরে যে লুণ্ঠন এখানে হয়েছে তাতে প্রধান দপ্তর হিসাবে যেটা ছিল সেটা হল পূর্ত দপ্তর। গত পাঁচ বছরে উন্নয়নের কাজ বস্তুতপক্ষে ত্রিপুরা রাজ্যে কিছুই হয়নি। যারা শহরবাসী আছেন তারা খুব ভাল করেই জানেন, গেল পাঁচ বছরের মধ্যে শহরের রাস্তাগুলি কি অবস্থায় ছিল। আমরা আসার পরে তার উন্নয়ণের কাজ হাতে নিয়েছি, তা ছাড়াও বিভিন্ন উন্নয়ণমূলক কাজ এই সমস্ত দপ্তরের কোথাও কিছু হয়নি। শুধু তাই নয়, তার সঙ্গে বিধ্বংসী যে বন্যা চার চারবার হয়ে গেল তাতে যে ক্ষয়ক্ষতি আমাদের হয়েছে তা পূরণ করা খুব কঠিন ব্যাপার। আমরা বর্তমান বছরে আমাদের প্ল্যানের টাকা নন প্ল্যানের টাকা সমস্ত খরচ করেছি ফ্লাডে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার জন্য। স্যার, এবার আমরা সরকারে এসে দেখলাম পূর্ত দপ্তরের কাছে কনট্রাকটাররা ২০ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা পাবে, কিভাবে সেই টাকা খরচ হয়েছে, আদৌ খরচ হয়েছে কি হয়নি তার হিসাব করা খুব কঠিন এবং আমরা তদন্ত ইত্যাদিও করিয়েছি। তারপরে আবার ফ্লাড ডেমিজ যা হয়েছে তাতে পূর্ত দপ্তরের দুটি শাখার মধ্যে ২৫ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তার মধ্যে প্রায় ৪১৯টি লিফ্ট ইরিগেশানের মধ্যে ২৯৮টি বিকল হয়ে গিয়েছিল। রাস্তাঘাট, ব্রীজ এইগুলিও অসংখ্য নষ্ট হয়েছে সেটা আমরা মেমরেনডামে দিয়েছিলাম, চেয়েছিলাম ভারত সরকারের কাছে ফ্লাড ডেমিজ মেরামতির জন্য টাকা, কিন্তু এইটা আলোচিত হয়েছে আমরা কোন টাকা পয়সা পাইনি। এই রকম একটা পরিস্থিতি সেখানেও এবারের বাজেটে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে আমাদের ধারণা পরিবার ক্ষেত্রে কত টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে। এই বৎসর আমাদের ৯৬'৯৮ কোটি টাকা, ১৬ কোটি টাকার উপরে আমাদের বাজেট থেকে ঋণ পরিশোধ করতে হচ্ছে যে ঋণ সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের এল আই সি এবং আর ই সি ইত্যাদি থেকে আমরা নিয়েছি এইবারের বাজেটে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে আমাদের ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে কত টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে। এই বৎসর আমাদের ৯৬'৯৮ কোটি টাকা এই বাজেটে ঋণ পরিশোধ করতে হচ্ছে যে ঋণ সেন্ট্রাল গভার্ণমেন্ট এল, আই, সি, এবং আর এ সি ইত্যাদি থেকে নেওয়া হয়েছে। তারমধ্যে ২০'২৩ কোটি টাকা যাচ্ছে আসল প্রিন্সিপাল বাবদ এবং বাকী সবটাই হচ্ছে শুধু ইন্টারেষ্ট-সুদ। সামনের বছরে এই বাজেটে দেখা যাবে যে ১০৩'৪২ কোটি টাকা পরিশোধ করতে হবে এই বাজেট থেকে তারমানে ১৯৯৪-৯৫ইং সনের বাজেট থেকে ঋণের সুদ হবে বেশী, আসল সামান্য। তারমধ্যে প্রিন্সিপাল হিসেবে যাবে ২৮'২১ কোটি টাকা, আর বাকি সবটাই হলো ইন্টারেষ্ট।

এইখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করছি যে দশম অর্থ কমিশন যখন ত্রিপুরা রাজ্যে এলেন তখন (গত বন্যার পর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দিল্লীতে গিয়েছিলেন) আমরা বলেছিলাম যে এই ছোট রাজ্যগুলি মরে যাবে। আমরা বলেছিলাম যে সমস্ত ঋণের টাকা আছে সেগুলিকে পাঁচ বছরের জন্য ঋণের টাকা এবং সুদ আদায় বন্ধ রাখা হোক— ডাবল পেমেন্ট হিসেবে পাঁচ বছর পর থেকে আমরা এইগুলিকে দেব। আমরা ফ্লাড ড্যামেজের জন্য কেন্দ্র থেকে কোন সাহায্যে পাইনি। কিন্তু তারা আমাদের এই প্রস্তাবটাও গ্রাহ্য করলেন না। ফলে কি হলো—১৯৯৪ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত আমাদের ঋণের পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে ৭৮৭'৩০ কোটি টাকা। এখন দশম অর্থ কমিশন কি আওয়ার্ড দেবে—তাদের এই টেনিউরের মধ্যে আমাদের এই ৭৮৭'৩০ কোটি টাকার অ্যাগেনষ্টে আমাদের সুদ দিতে হবে ৬২৭'৪৬ কোটি টাকা এবং এইটা ভয়ংকর ব্যাপার। যখন এইখানে ফিনান্স কমিশন এলেন তখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কমিশনের কাছে এই আবেদন রাখেন যে এই টাকা মুকুব করা হোক বিশেষ করে কেন্দ্রিয় সরকারের কাছে যে ঋণ আছে সেই ঋণের পরিমাণ হচ্ছে ৩১০'২৬ কোটি টাকা। এই টাকাটা মুকুব করে দেওয়া হোক। তা না হলে ঋণের আদায় বাবদ আগামী কয়েক বছরে টোট্যাল যা বাজেট হবে ত্রিপুরা রাজ্যে তার সবটাই ঋণ এবং সুদের দায়ে চলে

এই সংবাদ পাওয়া মাত্র পশ্চিম আগরতলা থানার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক ঘটনাটি থানায় ৬১৮ নং দৈনিকেতে লিপিবদ্ধ করে তদন্ত শুরু করে। তদন্তকালে তদন্তকারী অফিসার চিত্রকথা সিনামা হল পরিদর্শন করে এবং জানতে পারে যে দর্শকদের ও সিনামা হলের কর্মি গণের নিরপত্তার স্বার্থের কথা চিন্তা করে হলের কর্মিগণ হলের সম্মুখে একটি জলাধারে এই বোমার মত বস্তুটিকে এনে ডুবিয়ে রাখে। তদন্তকারী অফিসার সংগে সংগে বোম ডিসকপোজাল অফিসারকে খবর দেয় এবং উক্ত অভিসার ঘটনাস্থলে এসে জলাধার থেকে বোমাটি তুলে আনে। এবং প্রাথমিক পরীক্ষা করে এই অভিমত দেন যে এটি একটি সক্রিয়কারের বোমা তবে শক্তিশালী নয়। এই বোমাটির সংগে একটি ছোট টর্চ লাইট, একটি ব্যাটারি, একটি ইলেক্‌ট্রনিক হাত ঘাড় কয়েকটি তার সংযুক্ত ছিল। তাছাড়াও বোমাটির সংগে বাংলায় লেখা একটি চিঠিও পাওয়া যায়। চিঠিটির বয়ান নিম্নরূপ :— টি. টি. কমানডো ফোর্স হেড অফিসর আগরতলা ডেটেড—১২/৩/৯৪ টি. টি, সংগঠনের পক্ষ থেকে বলছি এই বোমা অত্যাধুনিক টাইম বোমা এবং শহরের বড় বড় বিসফোরণ ঘটবে বলে বলছি।

টার্গেট পূর্ব থানা, সদর এস ডিও. এডিশনেল এস. পি শহরের দুই থানার অসি এই ঘটনা-গুলি প্রত্যক্ষ এক মাসের মধ্যে অবশ্যই ঘটিবে স্বাক্ষর অস্পষ্ট। তদন্তকালে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদে এই ঘটনায় কে বা কাহারা জড়িত জানিতে পারে নাই তবে শহরে আতংক সৃষ্টি করার জন্যই উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে এটি কাজই করেছে বলে অনুমান করা যাইতেছে। এখন পর্যান্ত ঘটনায় কাহাকেও গ্রেপ্তার করা যায় নাই। বর্তমানে ভারতীয় কার্য্যবিধির ১৫৭ (ক) ধারায় তদন্ত অব্যাহত আছে।
(২) উদয় শিববাড়ী খেলা প্রাঙ্গনে গত ১৪/৩/৯৪ ইং তারিখ বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা। গত ১৪/৩/৯৪ ইং তারিখ উদয়পুর শিববাড়ী মেলা প্রাঙ্গণে শিব রাত্রির দিন কোন বোমা বিসফোরণ বা বোমা রাখার কোন ঘটনা ঘটে নাই। তবে গত ১৪/৩/৯৪ ইং তারিখ শিবরাত্রির দিন সন্ধ্যা অনুমান ৭-১৫ মিঃ থেকে ৭-৩০ মি এর মধ্যে রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত ছনবন নিবাসী শ্রীদিলীপ কুমার দেব তাহার সস্ত্রী, শ্রীমতি বীণা দেব সহ উদয়পুর মহাদেব বাড়ী খেলা থেকে বাড়ী ফেরার পথে উদয়পুর মটর ষ্ট্যাণ্ড ট্রাফিক পয়েনটের নিকট যখন পৌছে তখন সেখানে একটি ফাটা ফলে পটকার ভিতরে থাকে পাথর শ্রীমতি বীণা দেবের পেটের বা দিকে আঘাত করে এবং পরবর্তী সময়ে উদয়পুর হাসপাতাল থেকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাড়া পায়। উক্ত ঘটনাটি রাধা-কিশোরপুর থানায় ৬৪৭নং দৈনিকিতে গত ১৪-৩-৯৪ ইং তারিখ নথিভুক্ত করে পুলিশ ভারতীয় কার্য্যবিধির ১৫৭ (১) ধারায় তদন্ত শুরু করে। তদন্ত কালে তদন্তকারী অফিসার ঘটনাস্থল থেকে কিছু পাট, দড়ি ইত্যাদি সিজ করে তাহাদের হেপাজতে নেয়। তদন্তকালে ইহাও জানা যায় যে দুইটি অজ্ঞাত ছোট বালক সেখানে পটকাটি ফাটার ফলে শ্রীমতি বীণা দেব সামান্য আঘাত পান। বালক দুইটি পটকা ফাটিয়ে সংগে সংগে দৌড়ে পালিয়ে যায় ফলে তাদেরকে নিহত করা যায়

নাই। (৩) গত ১৫-৩-৯৪ ইং তারিখ আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি অফিসে বোমা রাখার সম্পর্কে

গত ১৫/৩/৯৪ ইং তারিখ বেলা ১০টা ৫ মিঃ এর সময় আগরতলা পৌরসভার অভ্যর্থনা কক্ষের একটি চেয়ারে টাইমবোমার ন্যায় একটি বস্তু দেখতে পেয়ে পৌরসভার একজিকিউটিভ অফিসার সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন যোগে ঘটনাটি পূর্ব আগরতলা থানায় জানায়। পূর্ব থানা থেকে অফিসার ঘটনাস্থল এসে বোমা প্রশিক্ষক এবং প্রশিক্ষক প্রাপ্ত কুকুর আনার ব্যবস্থা করেন। বোমা প্রশিক্ষক ও কুকুরের সাহায্যে উক্ত টাইম বোমার ন্যায় বস্তুটিকে পৌরসভার অফিস থেকে তুলে এনে আগরতলা শিশু উদ্যানের খোলা জায়গায় নিস্ক্রিয় করে নিম্নলিখিত জিনিষগুলি দেখতে পায় :—

১) পেনসিল টর্চ একটি যাহার ভিতর কিছু তার ও বারুদ ছিল ২) টর্চের নিপ্পো ব্যাটারী একটি অকেজো ৩) ক্যাপাসিটার একটি যাহা বৈদ্যুতিক পাখাতে ব্যবহৃত হয় ৪) কিছু বৈদ্যুতিক তার ৫) একটি অকেজো অটোমেটিক ঘড়ি। উক্ত কক্ষের চেয়ারের নীচে একটি সাদা খাম খোলা অবস্থায় পাওয়া যায়। খামের ভিতর একটি সাদা কাগজের প্যাডে টি. টি. কমাণ্ডো ফোর্স এর নামে একটি বাংলা হরফে লেখা চিঠি পাওয়া যায়, যার বয়ান নিম্নরূপ টি, টি কমাণ্ডো ফোর্সের সংগঠনের পক্ষ থেকে বলছি। এটি একটি হাতের তৈয়ারী টাইম বোমা। জনমনে আতংক হচ্ছে। তাহা আমরা জানি। কিন্তু আতংকের মধ্যে দিয়ে হঠাৎ বোমা বিসফোরণ ঘটবে তখন আর উপায় থাকবে না এবং আরও বলছি আজকে দিনে কয়েক জায়গাতে টাইমবোমা ফিট করব। জায়গাগুলি বলে দিচ্ছি—শহরের সিনেমা হল, বটতলা সুপার মার্কেট, উইম্যানস কলেজ এবং এক মাসের মধ্যে আমরা বড় অবস্থানগুলিতে এই মন্ত্রীসভার তুইজন মন্ত্রীকে হত্যা করব এবং ত্রিপুরা রাজ্য প্রশাসনে কর্মকর্তাগণ আমাদের ফাঁদে পড়লে রেহাই পাবে না! এই টার্গেটগুলি এক মাসের মধ্যে কাজ করব। অস্পস্ট। তারিখ ১৪/৩/৯৪ ইং। প্রশিক্ষক প্রাপ্ত কুকুর দিয়ে পৌরসভার সমস্ত কক্ষ তল্লাসী করে আর কোথা বোমার ন্যায় ব পাওয়া যায়নি।

উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব থানার জি, ডি নং ৭৭৪ এবং ৭৮৬ লিপিবদ্ধ করে ভারতীয় কার্যবিধির ১৫৭ ধারা অনুযায়ী তদন্ত শুরু করা হয়। এখন পর্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা যায় নাই।

ঘটনাটির তদন্ত কার্য্য অব্যাহত আছে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এই রাজ্যে অশান্তি সৃষ্টির জন্য কাজ চলছে। আমরা জানি, গত ১১ তারিখে আমরা বাঙ্গালী একটি সভা ডেকেছিল। এর আগে আমরা ১৯৯১-৯২ সালে আমাদের খোয়াই-এর সোনাতলায় "আমরা বাঙ্গালী" টাইম বোমায় এক লিডার মারা যায়, এবং আরো ২।১ জন মারা যায় যারা বোমা বানাতে পারত। তারপরে দেখেছি, দানছড়া বাজারে ঐ "আমরা বাঙ্গালীর" টাইম বোমার আঘাতে ৫ জন গরীব উপজাতি অংশের মানুষকে মারা যেতে।

তারা তখন বলেছিল, এইভাবে তারা কাজ করে যাবে। কাজে কাজেই এই কাজগুলি "আমরা বাঙ্গালী" করছে কিনা তা গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে কিনা তা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার, স্যার, অমুক লোক এই কাজ করেছে এই রকম ফিকস্‌ড আইডিয়া নিয়ে তদন্ত হয় না। তদন্ত হয় কারা করছে এই আইডিয়া নিয়ে। এই সম্পর্কে আমাদের সবার সচেতন থাকতে হবে। ঘটনাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ, উদ্বেগজনক কাজেই মাননীয় সদস্য আমরা বাঙ্গালী সম্পর্কে যে সব কথা বলেছেন তা ঠিক। কিন্তু আমরা বাঙ্গালী করেছে তার তথ্য প্রমাণ না পাওয়া গেলে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। তবে এটা ঠিক, কাজটা দুষ্কৃতকারীরাই করছে, রাজ্যে অশান্তি সৃষ্টি করার জন্য। আমাদের বামফ্রন্ট সরকারকে বিপদে ফেলার জন্য করছে এটা পরিস্কার বুঝা যাবে, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ করবে না। তবে এটা যাতে না হয়, তারজন্য আরো বেশী আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। সরকার সচেতন আছেন। জনগণেরও থাকতে হবে, যাতে ঢুকে কেহ কোথাও বোমা রাখতে না পারে। কারণ, পুলিশত আর সব জায়গায় বেড়াতে পারবে না। কাজেই মানুষ যেন নজর রাখে। স্যার, যারা এই সব অপকর্ম করছে তাদের ভিটেকট করার ইচ্ছা থাকলে করা যাবে।

শ্রীঅরুন ভৌমিক :— স্যার, এই যে বোমা বা টাইম বোমা যাই হোক, যা সীজ করা হয়েছে, পাওয়া গেছে এর বিস্ফোরক জোর কি রকম ছিল? এটা কি শুধু ভয় দেখানোর জন্য? না, তার মধ্যে বিস্ফোরক ক্ষমতা ছিল, তাজা ছিল? স্যার, পরীক্ষা করে কি পাওয়া গেছে! তা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি? আসলে এটা কি একটা সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কিংবা মানুষকে ভয় দেখাতে, দাঙ্গা সৃষ্টি করতে কিংবা আগরতলা শহরে, সমাজে ভীতির সৃষ্টি সে ব্যাপারে প্রকৃত প্রস্তাব কি? এই বোমা সম্পর্কে পুলিশ বা বিশেষজ্ঞদের অভিমত সরকারের কাছে ব্যক্ত করেছেন কিনা সেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— এই পর্য্যন্ত পুলিশের কাছ থেকে যা জানা গেছে, এটা খুব শক্তিশালী বিস্ফোড়ক বোমা ছিল না।

শ্রীদেবব্রত কলুই (অম্পিনগর) :— এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের ষ্টেটমেণ্ট থেকে জানতে পেলাম, এটা করছে, টি. টি কমাণ্ডো ফোর্স। টি. টি কমাণ্ডো ফোর্সের অর্থ কি? এই টি, টি কমাণ্ডো ফোর্স কাদের দ্বারা গঠিত, এবং কি উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত তা রাজ্য সরকারের কাছে তথ্য আছে কিনা বা স্বরাষ্ট্র দপ্তর কোন তথ্য প্রমাণ পেয়েছেন কিনা তা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— এই চিঠিই প্রমাণ করে এই রকম একটি দল আছে। এর থেকে বিস্তৃত কিছু জানা যায় নি। টি. টি. কমাণ্ডো ফোর্স বলতে যা বুঝায় তাই হবে। পুলিশ এদের সম্পর্কে এখনও কিছু খুঁজে বের করতে পারে নি।

PRESENTATION OF PETITION

মিঃ স্পীকার : - মাননীয় সদস্য মহোদয়ের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে আমি একটি পিটিশান পেয়েছি বড়জলা এলাকাবাসীদের পক্ষে শ্রী চন্দ্রশেখর সরকার মহোদয়ের নিকট হতে। পিটিশানটির বিষয়বস্তু হলো

"Regarding Construction of pacca bridge at Durga Chowmuhani over Katakhal and a small bridge over the stream Jhajee for the interest of people who are residing at Barjala"

পিটিশানটি ফরোয়ার্ড এবং কাউন্টার সাইন করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅরুন ভৌমিক মহোদয়।

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীঅরুন ভৌমিক মহোদয়কে পিটিশানটি এই সভায় উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

SHRI ARUN KUMAR BHOWMIK :—Mr. Speaker Sir, under Rule 256 of the Rules of Procedure and Conduct of Business of the Tripura Legislative Assembly I beg to present a Petition signed by Shri Chandra Sekhar Sarker and counter signed by me 'Regarding construction as pacca bridge at Durga Chowmuhani over the Katakhal and a Small bridge over the Stream Jhajee for the interest of people who are residing at at Barjala.'

Mr. Speaker ;— This Case has been referred to Petition Committee.

PRESENTATION OF COMMITTEE REPORT

মিঃ স্পীকার : সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো— "পাবলিক আণ্ডারটেকিংস্ কমিটি তেইশতম (২৩ তম) প্রতিবেদন সভার সামনে উপস্থাপন"

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর (চেয়ারম্যান অব দি কমিটি অন পাবলিক আণ্ডারটেকিংস) মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রতিবেদনটি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

SHRI PABITRA KAR :— Mr. Speaker Sir, I beg to lay before the House a copy of the 23rd Report of the Committee on Public Undertakings.

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আজকের সভায় পেশ করা প্রতিবেদনের প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

GOVERNMENT RESOLUTION

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো — গভর্ণমেন্ট রিজলিউশান। উক্ত রিজলিউ-

শানটি এনেছেন ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়।

এখন আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি রিজলিউশানটি সভায় উৎথাপন করার জন্য। রিজলিউশানটির বিষয়বস্তু হলো :—

"The Tripura Legislative Assembly hereby resolves that the Tripura Land Revenue and Land Reforms (Sixth Amendment) Bill, 1989 (Tripura Bill No. 14 of 1989), which was passed by the House on the Ist September, 1989 and reserved by the Governor on. 3rd February, 1990 for the considration of the President and the Bill was subsequently returned by the Central Government to the State Government on its request, be withdrawn on the ground that the Bill is to be replaced subsequently by a new Bill which substantially alters the provisions contained therein."

Shri Samar Chowdhury (Minister) :— Mr. Speaker Sir I beg to move the following Resolution seeking the leave of the House to withdraw the Tripura Land Revenue and Land Reforms (Sixth Amendment) Bill, 1989. The Resolution as follows :—

"Tripura Legislative Assembly hereby resolves that the Tripura Land Revenue and Land Reforms (Sixth Amendment) Bill, 1989 (Tripura Bill No. 14 of 1989), which was passed by the House on the Ist September, 1989 and reserved by the Governor on 3rd February, 1990 for the considention of the President and the Bill was subsequently returned by the Central Government to the State Government on its request, be withdrawn on the ground that the Bill is to be replaced subsequently by a new Bill which substantially alters the provisions contained therein."

মিঃ স্পীকার:— **স্যার**, এই রিজিলিউশানের মধ্যে মোটামুটি কি কারণে এই রিজলিউশানটি মুক্ত করতে হয়েছে তার উল্লেখ আছে। তা সত্বেও আমি ২/১টি কথা বলব। রাজ্য সরকারের কাছে প্রশ্ন এসেছিল ১৯৮৯ সনে টি. এল. আর এবং এল. আর (সিক্স এমেণ্ডমেণ্ট) বিলটি কি গতি হবে এই জন্য যে এটা গত ফাষ্ট সেপ্টেম্বর. ১৯৮৯. এসেমব্লীতে পাশ হয়েছিল। ঠিক ঠিক এই বিলটা নয় যে বিলটি পাশ হয়েছিল সিক্সথ্ এমেণ্ডমেন্ট হিসাবে সে বিলটি গভর্ণরের কনসিডারেশনের পর প্রেসিডেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার এসেন্টের জন্য প্রেরিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার আইনটির কিছু পরিবর্তন ও সংশোধনা ছাড়া রাষ্ট্রপতির এসেন্টের জন্য অনুমোদন দেয় নি। এর পর রাজ্য-সরকারের সাথে কয়েক দফা কেন্দ্রীয় সরকারের আর. ডি মিনিষ্ট্রি অব হোম এফেয়ার্স এবং মিনিষ্ট্রি অব ল্যাণ্ড আলোচনা হয়েছে। একটা রিভাইসড ত্রিপুরা ল্যাণ্ড রেভেনিউ এবং ল্যাণ্ড রিফর্মস

সিক্সথ্ এমেণ্ডমেনট অর্ডিনানস ১৯৯২ তৈরী হয়েছিল। এই প্রপোসড অর্ডিনান্স রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পেয়েছে। রাজ্য সরকারের কাছে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসে তাহলে পরে মূল যে বিলটি পাশ হয়েছিল সেটার কি গতি হবে ?

কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে তাদের মতামত জানিয়েছেন টি, এল, আর এ্যাণ্ড এল, আর সিকসথ্ এ্যামেণ্ডমেন্ট বিল ১৯৮৯ সালের আইনটিকে উইথড্র করে দিতে হবে কেন্দ্রের অনুমতি নিয়ে। আরও সিদ্ধান্ত হয়েছে প্রোপজড্ অরডিনান্সটিকেই টি এল, আর এ্যাণ্ড এল, আর সিকসথ্ এ্যামেণ্ডমেণ্ড ১৯৯৪ বিলের কনভার্ট করতে হবে একডিংলি আই প্রেজেন্ট বিফোর দি হাউস ফর এপ্রোচিং।

মিঃ স্পীকার ঃ—এখন আমি ভুমি রাজস্ব ও ভুমিসংস্কার দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উংথাপিত রিজলিউশানটি ভোটে দিচ্ছি। রিজলিউশানটি হলো :—

Tripura Legislative Assembly hereby resolves that the Tripura Land Revenue and Land Reforms (Sixth Amendment) Bill, 1989 (Tripura Bill No. 14 of 1989) which was passes by the House on the 1st September 1989 and reserved by the Governor on 3rd February 1990 for the consideration of the President and the Bill was subsequently returned by the Central Government to the State Government on its request be withdrawn on the ground that the Bill is to be replaced subsequently by a new Bill which substantially alters the provisions contained therein."

অতএব, (রিজলিউশানটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

DISCUSSION ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR 1994-95

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হলো :—

"১৯৯৪-৯৫ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো সভায় উপস্থাপন, আলোচনা এবং উহাদের উপর ভোট গ্রহণ"।

আজকের কার্য্যসূচীতে মোট ১৯টি ব্যয় বরাদ্দের দাবী রয়েছে। এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে এবং আলোচনা শেষে ভোট গ্রহণ হবে।

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্য্যসূচীতে ব্যয় বরাদ্দের দাবী সমূহ সংশ্লিষ্টমন্ত্রী মহোদয়দের নাম (এ্যাপেনণ্ডিকস্) দেওয়া হয়েছে। ব্যয় বরাদ্দের মঞ্জুরী প্রস্তাব সমূহ সভার কার্য্যসূচীর সঙ্গে মাননীয় সদস্য মহোদয়দের নিকট দেওয়া হয়েছে। ব্যয়বরাদ্দের দাবীগুলো সভায় উংথাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হল। এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে। আমি মাননীয় সদস্যগণকে অনুরোধ করব যে আলোচনা চলাকালে তারা যেন তাদের বক্তব্য ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর সীমাবদ্ধ রাখেন। আলোচনা শেষ হওয়ার পর আমি ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব।

আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের চীফ হুইপদের অনুরোধ করব আজকের এই আলোচনায় তাদের দলের যে সকল সদস্য আলোচনায় অংশ গ্রহন করবেন তাদের নামের একটি তালিকা আমার দেওয়ার জন্য।

এখন আমি মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতি কার্ত্তিককন্যা দেববর্মাকে এই ব্যয়বরাদ্দের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকারঃ— মাননীয় পূর্ত মন্ত্রী।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— মি স্পীকার স্যার, গত ৭ই মার্চ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ১৯৯৪-৯৫ সালের ব্যয় বরাদ্দের জন্য যে বাজেট পেশ করেছেন আমি তাকে সমর্থন করি। আজকের বাজেটার যে সমস্ত ডিমাণ্ড আজকে এখানে রয়েছে লিষ্ট অফ্ বিজনেসে আমি তাকে সমর্থন করি। এর মধ্যে আমার দপ্তরেরও তিনটা ডিমাণ্ড এখানে আছে ডিমাণ্ড নং-১৩, ১৫,৩১। এই তিনটা ডিমাণ্ডে সবশুদ্ধ ১৭০ কোটি ২৪ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা এখানে ডিমাণ্ডে রাখা হয়েছে। স্যার, এই ডিমাণ্ডগুলির মধ্যে ১৩ নং ডিমাণ্ডে পি, ডব্লু, ডির যে সমস্ত কাজ কর্ম আছে সেগুলি করা হবে, রাস্তা, সেতু, বিলডিং ইত্যাদি করা হবে। এবং ডিমাণ্ড নং ১৫ তে যে সব কাজকর্ম গুলি আছে সেগুলিও করা হবে। এই ডিমাণ্ডের মধ্যে আছে ওয়াটার সাপ্লাই, মাইনর ইরিগেশান, ফ্লাড কনট্রোল, মিডিয়াম ইরিগেশান ইত্যাদি যে সমস্তগুলি রয়েছে সেগুলি সব করা হবে। তারপর ডিমাণ্ড নং ৩১শে রয়েছে গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের যে সমস্ত কাজ কর্মগুলি রয়েছে তারমধ্যে ড্রিংকিং ওয়াটারের প্রভিশানও রয়েছে আই, আর, ডি, পি গ্রামীন কর্মসংস্থানের পরিকল্পনা রয়েছে সেগুলি এখানে বাজেট বক্তৃতায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন কাজেই এইগুলি নিয়ে আর বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার আগে আমি খুব অল্প সময় নিতে চাই যে কি অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা এই বাজেট করেছি, এইটা সবার জানা আছে এবং এই বিধানসভার মধ্যে বারে বারে আমরা উত্থাপন করেছি তা হল, গত পাঁচ বছরে যে লুণ্ঠন এখানে হয়েছে তাতে প্রধান দপ্তর হিসাবে যেটা ছিল সেটা হল পূর্ত দপ্তর। গত পাঁচ বছরে উন্নয়নের কাজ বস্তুতপক্ষে ত্রিপুরা রাজ্যে কিছুই হয়নি। যারা শহরবাসী আছেন তারা খুব ভাল করেই জানেন গেল পাঁচ বছরের মধ্যে শহরের রাস্তাগুলি কি অবস্থায় ছিল। আমরা আসার পরে তার উন্নয়নের কাজ হাতে নিয়েছি, তা ছাড়াও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ এই সমস্ত দপ্তরের কোথাও কিছু হয়নি। শুধু তাই নয় তার সঙ্গে বিধ্বংসী যে বন্যা চার চারবার হয়ে গেল তাতে যে ক্ষয়ক্ষতি আমাদের হয়েছে তা পূরন করা খুব কঠিন ব্যাপার। আমরা বর্তমান বছরে আমাদের প্ল্যানের টাকা নন প্ল্যানের টাকা সমস্ত খরচ করেছি ফ্লাডে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার জন্য। স্যার, এবার আমরা সরকারে এসে দেখলাম পূর্ত দপ্তরের কাছে কনট্রাকটাররা ২০ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা পাবে, কিভাবে সেই টাকা খরচ হয়েছে, আদৌ খরচ

হয়েছে কি হয়নি তার হিসাব করা খুব কঠিন এবং আমরা তদন্ত ইত্যাদিও করিয়েছি। তারপরে আবার ফ্লাড ডেমিজ যা হয়েছে তাতে পূর্ত দপ্তরের দুটি শাখার মধ্যে ২৫ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার মধ্যে প্রায় ৪১৯টি লিফ্‌ট ইরিগেশানের মধ্যে ২৯৮টি বিকল হয়ে গিয়েছিল। রাস্তাঘাট, ব্রীজ এইগুলিও অসংখ্য নষ্ট হয়েছে সেটা আমরা মেমরেনডামে দিয়েছিলাম, চেয়েছিলাম ভারত সরকারের কাছে ফ্লাড ডেমিজ মেরামতির জন্য টাকা, কিন্তু এইটা আলোচিত হয়েছে আমরা কোন টাকা পয়সা পাইনি। এই রকম একটা পরিস্থিতি সেখানেও এবারের বাজেটে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে আমাদের ধারণা পরিবার ক্ষেত্রে কত টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে। এই বৎসর আমাদের ৯৬·৯৮ কোটি টাকা, ১৬ কোটি টাকার উপরে আমাদের বাজেট থেকে ঋণ পরিশোধ করতে হচ্ছে যে ঋণ সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের এল আই সি এবং আর ই সি ইত্যাদি থেকে আমরা নিয়েছি এইবারের বাজেটে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে আমাদের ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে কত টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে। এই বৎসর আমাদের ৯৬·৯৮ কোটি টাকা এই বাজেটে ঋণ পরিশোধ করতে হচ্ছে যে ঋণ সেন্ট্রাল গভার্ণমেন্ট, এল, আই, সি, এবং আর, এ, সি, ইত্যাদি থেকে নেওয়া হয়েছে। তারমধ্যে ২০·২৩ কোটি টাকা যাচ্ছে আসল প্রিন্সিপাল বাবদ এবং বাকী সবটাই হচ্ছে শুধু ইন্টারেষ্ট-সুদ। সামনের বছরে এই বাজেটে দেখা যাবে যে ১০৬·৪২ কোটি টাকা পরিশোধ করতে হবে এই বাজেট থেকে। তারমানে ১৯৯৪-৯৫ ইং সনের বাজেট থেকে ঋণের সুদ হবে বেশী, আসল সামান্য। তারমধ্যে প্রিন্সিপাল হিসেবে যাবে ২৮·২৭ কোটি টাকা, আর বাকি সবটাই হলো ইন্টারেস্ট।

এইখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করছি যে দশম অর্থ কমিশন যখন ত্রিপুরা রাজ্যে এলেন তখন (গত বন্যার পর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দিল্লিতে গিয়েছিলেন) আমরা বলেছিলাম যে এই ছোট রাজ্যগুলি মরে যাবে। আমরা বলেছিলাম যে সমস্ত ঋণের টাকা আছে সেগুলিকে পাঁচ বছরের জন্য ঋণের টাকা এবং সুদ আদায় বন্ধ রাখা হোক—ডাবল পেমেন্ট হিসেবে পাঁচ বছর পর থেকে আমরা এইগুলিকে দেব। আমরা ফ্লাড ড্যামেজের জন্য কেন্দ্র থেকে কোন সাহায্য পাইনি। কিন্তু তারা আমাদের এই প্রস্তাবটাও গ্রাহ্য করলেন না; ফলে কি হলো—১৯৯৪ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত আমাদের ঋণের পরিমান দাঁড়াচ্ছে ৭৮৭·৩০ কোটি টাকা। এখন দশম অর্থ কমিশন কি আওয়ার্ড দেবে—তাদের এই টেনিউরের মধ্যে আমাদের এই ৭৮৭·৩০ কোটি টাকার অ্যাগেনষ্টে আমাদের সুদ দিতে হবে ৬২৭·৪৬ কোটি টাকা এবং এইটা ভয়ংকর ব্যাপার। যখন এইখানে ফিনান্স কমিশন এলেন তখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কমিশেনের কাছে এই আবেদন রাখেন যে এই টাকা মুকুব করা হোক বিশেষ করে কেন্দ্রিয় সরকারের কাছে যে ঋণ আছে সেই ঋণের পরিমান হচ্ছে ৩১০·৩৬ কোটি টাকা। এই টাকাটা মুকুব করে দেওয়া হোক। তা না হলে ঋণের আদায় বাবদ আগামী কয়েক বছরে টোট্যাল যা বাজেট হবে ত্রিপুরা রাজ্যে তার সবটাই ঋণ এবং তার সুদের দায়ে চলে

যাবে। এই রকম একটা পরিস্থিতি এইখানে লক্ষ্য করা দরকার যে-১৯৮৭ ইং সন পর্য্যন্ত আমাদের যে ঋণের টাকা ছিল কেন্দ্রিয় সরকারের কাছে এবং বিভিন্ন ফিনান্‌সিয়েল ইন্‌স্টিটিউশনের কাছে সেটা হলো ২৩১ কোটি ১ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা। গেলো পাঁচ বছরে এইটা দাঁড়ালো অ্যাজ্‌ অন ৩১-৩-১৯৯৩-৬১০ কোটি ৪ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা। তারমধ্যে শুধু গেলো পাঁচ বছরে ৩৮৫ কোটি ৩ লক্ষ ২ হাজার টাকা ঋণ নেওয়া হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে এই যে বিরাট সুদের টাকা আমাদের গুণতে হচ্ছে।

অথচ এইখানে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে ভারত সরকার যে নীতি গ্রহণ করেছেন, আমাদের রাজ্যগুলি এই উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি অত্যন্ত অনুন্নত এবং ইতিমধ্যে অ্যাসেম্বলী ফ্লোরে আলোচনা হয়েছে-মাননীয় সদস্যরা আলোচনা করেছেন, মন্ত্রীরা আলোচনা করেছেন যে বর্তমান যে অর্থনীতি ডাংকেল প্রস্তাব, এবং যা কিছু প্রস্তাব এখনো ঘটেনি আজকেও প্রস্তাব রয়েছে-একটা ভয়ংকর পরিণতির দিকে আমাদের দেশটা যাচ্ছে এবং যেহেতু আমাদের রাজ্য এই দেশের একটি অঙ্গরাজ্য এই পরিণতি আমাদের অ্যাফেক্‌ট্‌ করেছে ডাইরেক্‌টলি অ্যাফেক্‌ট্‌ করছে।

স্যার, আমরা যদি দেখতাম যে ভারত সরকার আমাদের দেশের মধ্যে যে সমস্ত সম্পদ আহরণের সুযোগ রয়েছে কালো টাকার উদ্ধারের সুযোগ রয়েছে, তাছাড়া যে সমস্ত অর্থ কেলেংকারী হচ্ছে হাজার হাজার কোটি টাকা, সেগুলিকে উদ্ধার করার চেষ্টা হচ্ছে, বিদেশ থেকে কোন অপমানজনক শর্তে ঋণ না নিয়ে দেশের উন্নয়নমূলক কাজে হাত দিতেন, তাহলে বিশেষ করে অনুন্নত অঞ্চল যেগুলি দেশের ভেতরে আছে সেগুলিকে উন্নত করার জন্য শিল্প কল কারখানা করে জীবনযাত্রার মান উন্নত করার চেষ্টা করতেন, তাহলে আমরা বুঝতাম। আমাদের রাজ্যে শতকরা ৭৩'৭৮ শতাংশ দারিদ্র্য-সীমার নীচে রয়েছে। আমরা ফিনান্স কমিশনকে বলেছি যে ভারত সরকার বরাবরই ইন্‌সিস্ট করছেন যে নিজস্ব রিসোর্স বাড়াও, নিজস্ব আয় বাড়াও। কিন্তু আমরা বললাম যে কোথায় আমরা টেক্‌স বসাবো, কারণ আমাদের রাজ্যে শতকরা ৭৪ জন মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে যারা ৪ হাজার থেকে সাড়ে চার হাজার টাকার ইন্‌কামের মধ্যে রয়েছে। কোথায় আমরা টেকস্‌ বসানো?

এইভাবে যদি ইনকাম না বাড়ানো যায় তাহলে এখান থেকে সাহায্য পাওয়া খুবই মুসকিল। যদি ইনকাম বাড়ানো যায় তাহলে হয়ত বেশী সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। এখন গোটা দেশটা ঋণের জালে জড়িয়ে যাচ্ছে। এই ধাক্‌কার ফলে রাজ্যে এই অবস্থা দাড়িয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যের তথ্য আমার কাছে রয়েছে। আমি তার উল্লেখ করতে চাই না। কিন্তু পপুলেশান রেশিয় অনুসারে আমাদের রাজ্যের জন্য প্লেনের বরাদ্দ তুলনামূলকভাবে অনেক কম। কাজেই আমাদের পক্ষে খুবই মুশকিল হয়ে দাড়িয়েছে। এইভাবে আমাদের রাজ্যের বাজেট এখানে করা হয়েছে। এই বাজেটের টাকা আমরা জনগণের কল্যানে ব্যয় করব। এই প্রতিশ্রুতি আমরা জনগণের কাছে রেখেছি। এবং এই হাউসে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী বিধায়করা সেটা বলেছেন।

আমরা ক্ষমতায় আসার পরে দেখলাম শুধু মাত্র ঋণের বোঝা নয়, কনস্ট্রাকশান ম্যাটেরিয়াল স্টোরে পাওয়া যায় নাই। তবে আমরা কিছু কিছু কালেক্ট করেছি এবং কাজ শুরু করেছি। এবং এ বিধানসভায় বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে আমি বলেছি যে যেসমস্ত এল, আই, স্কীম খারাপ হয়ে গিয়েছিল —সেগুলি করা আমাদের প্রথম কাজ। এই বছর এই এল, আই, স্কীমে কাজ চালু করার কথা ছিল, সেগুলি আমরা আগামী বছরের বাজেটে যে বরাদ্দ পাব সেখান থেকে চালু করব। আমরা গ্রামীণ জল সরবরাহ-এর উপর গুরুত্ব দেব। আর, ডি, এবং পি, এইচ, ই দপ্তর এগুলি করে। ১১০টির মত টিউবওয়েল হয়েছিল সেগুলিকে আমরা চালু করব। এবং নূতন করে আরোও ৩০ থেকে ৩৫টি ডীপ টিউবওয়েল বসিয়ে গ্রামীণ মানুষকে পানীয় জল সরবরাহের আওতায় আনতে পারব বলে আশা করি।

বন্যা নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে যেসমস্ত বাঁধ হাজার হাজার হেক্টর জমি নষ্ট হয়ে গিয়েছে সেগুলিকে মেরামতি করে সংরক্ষণের ব্যাপারে যাবতীয় ব্যবস্থা করব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে বলেছিলেন যে আমরা ৮১১টি মার্ক টু টিউবওয়েল করব শ্যালো টিউবওয়েল আড়াই হাজারের মত করব আই, আর, ডি, পিতে আমরা দশ হাজার মানুষকে সাহায্য করব। গ্রামীণ কর্মসংস্থানের জন্য এবার ৮৮লক্ষ ৬৭ হাজার শ্রমদিবস সৃষ্টি করা হবে। গৃহহীন চার হাজার পরিবারকে গৃহ নির্মানের জন্য টাকা দেব। এবং গ্রামাঞ্চলে ১৬৩৩টি পরিবারের জন্য সেনিটারী লেট্রিন নির্মাণের টার্গেট নিয়েছি। এইভাবে কাজ পরিচালনার জন্য আমরা প্রোগ্রাম নিয়েছি। আমাদের যে উদ্দেশ্য, মানুষের সেবার জন্য যে প্রতিশ্রুতি আমাদের রয়েছে গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য, পানীয় জলের জন্য কর্মসংস্থানের জন্য আমাদের চেষ্টা থাকবে।

স্যার, এই টাকার সম্পূর্ণ সদ ব্যবহার করার পরেও কাজ অনেকখানি অসম্পূর্ণ থাকবে। আমাদের প্রচেষ্টা থাকবে ১৯৯৩-৯৫ ইং সালের বাজেট এখানে অনুমোদিত হলে মানুষের কল্যানে ব্যয় করার চেষ্টা আমরা করব। আগামীতে আরো কঠিন দিন আসছে।

এটার জন্য সারা ভারতবর্ষে এ যে অর্থনীতি গ্রহণ করেছেন ভারত সরকার এবং কিভাবে গোটা দেশকে ঋণের জালে জড়িয়ে দিচ্ছেন তার বিরুদ্ধে পার্লামেন্ট থেকে আরম্ভ করে গ্রাম, শহর, কারখানা সমস্ত জায়গায় প্রতিবাদ ধ্বনিত হচ্ছে। এটাকে আরও সংগঠিত করতে হবে এবং নিজস্ব যে উৎসগুলি রয়েছে সেটাকে মোবালাইজ করার জন্য প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করতে হবে। আমরা আমাদের রাজ্যের মধ্যে বাজেটের টাকা সঠিকভাবে খরচ করব এবং শেষ করবার আগে এই বাজেট এবং ডিমাণ্ড যেগুলি রয়েছে সেগুলির প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন এবং হাউসের সমর্থন দাবী করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

VOTING ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR—1994-95

মি স্পীকার: আজকের কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ১৯৯৪-৯৫ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর আলোচনা শেষ হয়েছে। এখন আমি ১৯৯৪-৯৫ ইং আর্থিক সালের ব্যয়

বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেয়।

The motion that sum not exceeding Rs. 77,17,33,000/ (excluding the charges expenditure of Rs. 4,43,94,000/-) be granted to 3 defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1995 in respect of Demand No. 13 under the following Major Heads :—

2045	Other Taxes and Duties on Commudities and Services.	Rs.	5,40,00/-
2059	Public Works.	Rs.	30,25,52,000/-
2202	General Education.	Rs.	8,00,000/-
2216	Housing	Rs.	1,02,40,000/-
2403	Animal Husbandry.	Rs.	1,00,000/-
2851	Village and Small Indusries.	Rs.	50,000/-
3054	Roads and Bridges.	Rs.	6,54,00,000/-
4059	Capital outlay on Public Works.	Rs.	2,94,00,000/-
4202	Capital outlay on Education, Sports, Arts and Culture.	Rs.	1,11,01,000/-
4403	Capiatal outlay on Animal Husbandry.	Rs.	3,00,000/-
4851	Capital outlay on Village and Small Industries,	Rs.	2,50,000/-
4216	Capital outlay on Housing.	Rs.	6,58,00,000/-
4552	Capital outlay on North Eastern Areas.	Rs.	6,00,00,000/-
5054	Gapital outlay Roads and Bridges.	Rs.	22,52,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed)

The motion that a sum not exceeding Rs. 38,83.55,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 1995 in respect of Demand No. 15 under the following Major Heads :—

2215— Water Supply and Sanitation.	Rs.	2,58,44,000/-
2702— Minor Irrigation.	Rs.	16,96 38,000/-
2711— Flood, Control,	Rs.	86,18,,000/-
4215— Capital outlay on Water Supply and Sanitation.	Rs.	12,31,55,000

4701—	Capital outlay on Major and Medium Irrication.	Rs,	3,57,00,000/-
4705—	Capital outlay on Command Arca Develoment.	Rs.	4,00,000/-
4711—	Capital outlay on Flood Conrral Projeets.	Rs,	2,50,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

The motion that a sum not exceeding Rs. 54,23,65,000/- (excluding the charges expenditure of Rs. 13,88,000/-), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1995 in respect of Demand No. 31 under the following Major Heads :—

2501—	Special Programme for Rural Development.	Rs.	10,88,39,000/-
2505—	Rural Development.	Rs.	34,35,00,000/-
4215—	Capital outlay on Water Supply and Sanitation.	Rs.	5,75,50,000/-
4216—	Capital outlay on Housing.	Rs.	80,00,000/-
2215—	Water supply and Sanitation.	Rs.	1,19,76,000/-
2515—	Other Rural Dev, Programme.	Rs.	92,00,0000/-
6216—	Loans for Housing.	Rs.	33,00,000/-

(The Demand was put to voiee vote and passed.)

The motion that a sum not exceeding Rs 18,80,30,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1995 in respect of Demand No. 6 under the following Major Heads :—

2020—	Collection of Taxes on income and Expenditure.	Rs.	8,61,000/-
2029—	Land Revenue.	Rs.	4,92.85,000/-
2030—	Stamps & Registration.	Rs.	42,39;000/-
2039—	State Excise.	Rs.	29,93,000/-
2040—	Sale Tax.	Rs.	58,23,000/-
2235—	Social Seourity and Welfare.	Rs.	11,80,000/-
2245—	Releif on account of Natural Calamities.	Rs.	3,15,00,000/-
2252—	Other Social & Community Service	Rs.	12,64,000/-
2506—	Land Reforms.	Rs.	3,07,13,000/-
2552—	North Eastern Areas.	Rs.	47,60,000/-

3475—	Other General Economic Services.	Rs.	48,93,000/-
4552—	Capital Outlay on North Eastern Area.	Rs.	41,82,000/-
2053—	District Administration.	Rs.	3,76,27,000/-
2054—	Treasury and Accounts Adminisration.	Rs.	87,10,00/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

The Motion that a sum not exceeding Rs. 3,47,00,000/- granted to defray the charges which will come in course of Payment during the year ending on the 31st March, 1995 in respect of Demand No 11 under the following Major Head :—

2041—	Taxes on Vehicles.	Rs.	19,50,000/-
3055—	Road Transport.	Rs.	9,00,000/-
3075—	Other Transport Services.	Rs	11,50,000/-
5055—	Capital outlay on Road Transport.	Rs.	3,07,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

The Motion that a sum not exceeding Rs. 13,39,12,000/- be granted to detray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1995 in respect of Demand No. 14 under the following Major Heads :—

2230—	Labour and Employment,	Rs.	73,72,000/-
2407—	Plantation.	Rs.	8,00,000 -
2851 —	Village and Small Industires.	Rs.	6,33,79,000/-
2875 —	Other Industires.	Rs	41,61,000/-
5465 —	Investment in General Financial and Trading Institution.	Rs.	70,00,000/-
4860 —	Capital outlay on Consumer Industries.	Rs,	3,20,00,000
4885 —	Other Capital outlay on Industries and Minerals.	Rs.	1,90,00.000/-
6851 —	Loans for villages and Small Industries,	Rs.	2,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

The Motion that a sum not exceeding Rs. 13,59,34, 000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1995 in respect of Demand No. 25 under the following Major Heads :—

2851— Village and Small Industries.	Rs.	13,04,31,000/-
4425— Capital outlay on Co-operative,	Rs	15,00,000/-
5465—Investment in Genaral Financial and Trading Instutions.	Rs.	25,00,000/-
6851—Loans for Village and Small Industries.	Rs.	15,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed).

The motion that sum not exceeding Rs. 3,16, 37,000/- be granted to defrey the charges which wilt come in conrse of payment during the year ending on the 31st March, 1995 in respect of Demand No. 17 under the following Major Heade :—

2220— Information and Publicaty.	Rs.	2,61,73,000/-
3452— Tour ism	Rs.	49, 64, 000/-
2205— Arts and Culture	Rs.	5, 00, 000/-

(The Demand was put to voice vote and passed).

The Motion that a sum not exceediang Rs. 6, 99, 56, 000/- be granted to defray the eharges which will come in course of paymant during the year ending on the 31st March, 1995 in respeet of Demand No. 20 under the following Major Heade :-

2225—Welfars of Sch, Castes, Sch, Tribes and Other Backward Classes, Rs. 6,99,56,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :— Next Demand No.33. The question before the House is the motion moved by Hon'ble Education Minister that a sum not exceeding Rs.1,50,00,000/— be granted to defray the charges Which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 1995 in respeet of Demand No.33 under the following Major Heads :—

3425—Other Scientifics Research	Rs.33,00,000/—
5425—Capital Outlay on other Scientific Research	Rs.36,00.000/—
2810—Non conventional Energy	Rs.14,00,000/—
2501—Special Programme for Rural Development	Rs. 4,50,000/—
4810—Capital Outlay on Non-conventional Energy programme.	Rs.62,50,000/—

(The Demand was put to voice vote and passed).

Next Demand No.39. The question before the House in the motion moved by Hon'ble Education Minister that a sum not exceeding Rs.11,05,79000/—-bc granted to

deyray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 3'st March. 1995 in respect of Demand No. 39 under the following Major Heads : —

2202—General Education	Rs, 7,61,49,000/—
2203—Technical Education	Rs. 1,67,50,000/—
2204—Spoits & Youth Services	Rs. 52,90,000/—
2205—Art & Culture	Rs. 1,02 90,000/—
4202—Capital Outlay on Education, Sports, Art & Culture	Rs. 21,00,000/—

(The Demand was put to voice vote and passed).

Next Demand No.40. The question before the House is the motion moved by Hon'ble Education Minister that a sum not exceeding Rs.124 95,20,000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1995 in respect of Demand No.40 under the following Major heads : —

2202—General Education	Rs.121,11,54,000/—
2236—Nutrition	3,81,38,000/—
3454—Census Surveys & Statisties	2,28,000/—

(The Demand was put to voice vote ane Passed)

Next Demand No.14. The question before the House is the motion moved by Hon'ble Education Minister that a sum not exceeding Rs. 17,40.54.000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 1995 in respect of Demand No.41 under the following Major heads :—

2202—General Education	Rs. 9,33,34,000/—
2235—Social Security & Welfare	7,24,47,000/—
2236—Nutrition	79,73,000/—
4202—Capital Outlay on Education, Sports, Arts & Culture	1,50,000/—
4236—Capital Outlay on Nutrition	1,50,000/—

(The Demand was put to voice vote and Passed.)

Next Demaad No.14. The question before the House is the motion moved by Hon'ble Power Helth and Family Welfare Minister that as Sum not exceeding Rs.114,50 00,000/— excluding the charges expenditure of Rs.7,72,00,000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1995 in respect of Demands No.14 under the following Major heads ;—

2801—Power	Rs. 49.00,00.000/—
4552—Capital Outlay on North Eastern Areas	30,00,00,000/—
4801—Capital Outlay on Power Project	35,50,00,000/—

(The Demand was put to voice vote and Passed)

Next Demand No. 16. The question before the House is the motion moved by Hon'ble Minister in-charge of Health & Family Welfare that a sum not exceeding Rs.39,87,10,000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1995 in respect ot Demand No.16 under the following Major heads :—

2210—Medical & Public Health	Rs.29,32,58000/—
2245—Relief on account of Natural Calamities	1,000/—
2252—Other Scial Services	1,000/—
2552—North Eastern Areas	3,59,000/—
3454—Census Service & Statistics	7,19,000/—
2211—Family Welfare	7,50,00,000/—
4210—Capital Outlay on Medical & Public Health	2,85,75,000/—
4552—Capital Outlay on North Eastern Arees	7,97,000/—

(The Demand was put to voice vote and Passed.)

Mr Speaker :— I am putting the Domand No.35 to vote. The motion of demand was moved by the Minister in charge of the Health and P.W. Pawer, L.S.G. Departments. Now the quesion before the House is that a sum not exceeding Rs.17,25,000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1995 in respect of Demand No.25 under the following Major Heads :—

2059—Public Works	Rs.3,30,000/—
2217—Urban Develpment	Rs 14.71.85.000/—
4215—Capital outlay on Water Supply and Sanitation	Rs.1,50,00 000/—
4217—Capital outlay on Uroan Development.	Rs,1,00,00,000/—

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— I am putting the Demand No.23 to vote. The motion of Demand was moved by the Minister-in-Charge of the Panchayet department. Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs.11,01,64,000/—be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 1995 in respect of Demand No.23 under the following Major Heads :—

2515—Other Rural Development programme	Rs. 11,01,64,000/—

(The demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— I am putting the Demand No.37 to vote. The motion of demand was moved by the Minister-in-Charge of the Labour, employment and Industries Deptt: Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs;1,52,22,000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1995 in respect of Demand No.37 under the following Major Heads :—

2230—Labour and Employment	Rs, 1,52,20,000/—
4059—Capital outlay on Public Works	Rs. 2000/—

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— I am putting the Demand No.26 to vote. The motion of demand was moved by the Minister-in-Charge of the Fisheries S. C. Welfare Dept, Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs.6.28,05,000/— (excluding the charges expenditure of Rs.11,00,000/—) be granted to defray the charges which will come in course of payment during, the year ending on the 31st March, 1995 in respect of Demand No.26 under the following Major Heads :—

2404—Fisheries	Rs.6.27,30,000/—
2552—North Eastern Areas	Rs.75,000/—

(The Demand was put to voice vote and passed.)

ANNOUNCEMENT BY THE CHAIR.

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন একটি ঘোষণা দিচ্ছি । মাননীয় সদস্যগণের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে গত ৪ঠা মার্চ ১৯৯৪ইং তারিখ এই সভা কর্তৃক বিজনেস অ্যাডভাইজারী কমিটির যে প্রতিবেদনটি গৃহীত হয়েছিল তাহাতে "দি ত্রিপুরা মোটর ভেহিকল টেক্স (৫ম অ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিল ১৯৯৪" । অদ্য সভায় উত্থাপিত হওয়ার কথা ছিল । কিন্তু সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে আমাকে জানানো হয়েছে যে প্রশাসনিক অসুবিধার দরুন উক্ত বিলটি অদ্য সভায় উত্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে না।

তাই আমি সভাকে জানাচ্ছি যে ত্রিপুরা মোটর ভেহিকল টেক্স (৫ম অ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিল ১৯৯৪, অন্ত সভায় উত্থাপিত হবে না।

GOVERNMENT BILLS.

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো— 'দি ত্রিপুরা ল্যাণ্ড রেভিনিউ অ্যাণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস (সিকসথ অ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিল ১৯৯৪ (ত্রিপুরা বিল নং ৪ অব ১৯৯৪) উত্থাপন।' আমি এখন মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশন মুভ করতে।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী):— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় "The Tripura Land Revenue and Land reforms (Sixth Amendment) Bill. 1994 (Tripura Bill No. 4 of 1994)." — এই সভায় উত্থাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশনটি ভোটে দিচ্ছি। মোশনটি হলো "The Tripura Land Revenue and Land reforms (Sixth Amendment) Bill 1994 (Tripura Bill No. 4 of 1994)." এ সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।"

(মোশনটি ভোটে দিলে তাহা সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :— The Tripura Appropriation (No. 2 Bill, 1994 (Tripura Bill No. 2 of 1995)"—উত্থাপন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশন মুভ করতে।

Shri Dasharath Deb (Chief Minister) :— Mr. Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce "The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1994 (Tripura Bill No. 2 of 1994)."

Mr. Speaker :— No body has opposed the motion. So, I am giving the motion to vote. মোশানটি হলো- "The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1994 (Tripura Bill No- 2 of 1994)" এই সভায় উংথাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।

এই সভা সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে অনুমতি দিয়েছেন কাজেই বিলটি উত্থাপিত হলো।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :—"The Tripura Appropriation Bill, 1994 (Tripura Bill No. 3 of 1994)." —উত্থাপন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

Shri Dasharath Deb (Hon'ble Chief Minister) :—Mr. Speaker. Sir I beg to move for leave to introduce The Tripura Appropriation Bill, 1994 (Tripura Bill No. 3 of 1994)"

Mr. Speaker :—No body has opposed the motion.

এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো — "The Tripura Appropriation Bill 1994 (Tripura Bill No. 3 of 1994)"— এই সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।"

এই সভা সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে অনুমতি দিয়েছেন কাজেই বিলটি উত্থাপিত হলো। এখন আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব, এখানে যে সমস্ত বিল উত্থাপিত হয়েছে সেই সমস্ত বিলের প্রতিলিপি বিধানসভার নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য।

PRIVATE MEMBERS RESOLUTIONS

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো :—'প্রাইভেট্ মেম্বারস্ রিজিউলিশান।" আজকের কার্য্যসূচীতে তিনটি প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিউলিশানস্ আছে। রিজিউলিশানসের প্রথমটি উত্থাপন করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅরুন ভৌমিক মহোদয়, দ্বিতীয়টি উত্থাপন করবেন মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর মহোদয় এবং তৃতীয়টি উথাপন করবেন মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী মহোদয়।

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅরুন ভৌমিক মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজিউলিশানটি সভায় উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীঅরুন ভৌমিক (বড়জলা) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিউলিশান এনেছি সেটা আমি মুভ করতে চাই। সেটা এখন যে ভাবে আছে তা হচ্ছে "এই বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে অবিলম্বে রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমুহে গৃহাদির মেরামত ও সংস্কার এবং যাবতীয় আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করা হউক।" কিন্তু এই রিজিলিউশানের উপর আমি আমার অ্যামেণ্ডমেণ্ট আনতে চাই।

মিঃ স্পীকার :—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ইউ আর অলরেডি পারমিটেড টু অ্যামেণ্ড।

শ্রীঅরুন ভৌমিক :—আমার অ্যামেণ্ডমেণ্ট হচ্ছে, অবিলম্বের জায়গায় 'দ্রুত' এবং যাবতীয় জায়গায় 'প্রয়োজনীয়'।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে। তাহলে আপনার অ্যামেণ্ডমেণ্টটি দাড়াবে 'এই বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে, দ্রুত রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমুহে গৃহাদির মেরামত ও সংস্কার এবং যাবতীয় আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করা হউক।" এখন আপনি আপনার রিজলিউশানটি সভায় উত্থাপন করে আপনার বক্তব্য রাখুন।

শ্রীঅরুণ ভৌমিক :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। আজকে যারা ছাত্র আগামীদিনে তারা দেশের সুনাগরিক হবে, দেশকে গড়বে। ছাত্ররাই দেশের ভবিষ্যৎ। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে এই যে স্কুল-কলেজ রয়েছে সেখানে শিক্ষার পরিবেশ থাকা একান্ত প্রয়োজন। নতুবা, যে উদ্দেশ্য নিয়ে স্কুল-কলেজ স্থাপন করা হয়েছে বা ছাত্ররা ভর্ত্তি হয়েছে সেখানে যদি শিক্ষার পরিবেশ

না থাকে, সেখানে যদি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র না থাকে, তাহলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়বে। নতুবা যে উদ্দেশ্যে স্কুল এবং কলেজগুলিকে স্থাপন করা হয়েছে সেই উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে যাবে। ছাত্ররা স্কুলে ভর্ত্তি হয় বিদ্যা শিক্ষার জন্য কিন্তু সেখানে যদি বিদ্যা শিক্ষার পরিবেশ না থাকে, মিনিমাম যে সমস্ত জিনিষ প্রয়োজন সেগুলি যদি না থাকে তাহলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়বে। বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষার হার যদিও নৈরাশ্যজনক নয়, আমাদের রাজ্যে তফ্‌সীলি উপজাতি সংখ্যা শতকরা ৩১ পারসেন্ট এবং তফ্‌সীলি জাতির সংখ্যা শতকরা ১৬ ভাগ। কিন্তু এখনও দেখা যাচ্ছে যে সরকারী চাকুরীতে তফ্‌সীলি উপজাতি এবং তফ্‌সীলি জাতির জন্য যে সমস্ত সংরক্ষিত পদ আছে সেগুলি শিক্ষিত ব্যক্তির অভাবে পদগুলি পূরণ করা যাচ্ছে না। এই অবস্থায় শিক্ষার উপর আমাদের বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার দরকার। কিন্তু, স্কুল, কলেজগুলিতে আমরা যা দেখছি আগে যে অবস্থায় ছিল তার চেয়ে অনেক বেশী খারাপ হয়ে গেছে এবং বিগত পাঁচ বছরে জোট সরকারের রাজত্বে এই অবস্থাটা হয়েছে। রাস্তার পাশে যে সমস্ত স্কুলগুলি আছে, সেগুলির দিকে তাকালে দেখা যাবে যে কোন স্কুলের বেড়া ভাঙ্গা, সব দেখা যাচ্ছে, নীচে বসে ছেলেরা মেয়েরা পড়াশুনা করছে ফারনিচার নেই, বেঞ্চ নেই, বাড়ী থেকে মাদুর বা বস্তা নিয়ে এসে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদেরকে পড়াশুনা করতে হচ্ছে। এমনও কিছু স্কুল আছে যেখানে শিক্ষক বা শিক্ষয়ত্রীদের জন্য বসার জন্য কোন কমনরুম নেই, যে পরিমাণ চেয়ার দরকার সেগুলি নেই, অনেক কম আছে। এই অবস্থা চলতে দেওয়া যায় না। এমন অনেক স্কুল আছে যেখানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার তুলনায় যে পরিমাণ জয়েণ্ট বেঞ্চের দরকার তার দশ ভাগের এক ভাগ আছে। স্যার জোট সরকারের আমলে কিছু কিছু স্কুলকে আপগ্রেড করা হয়েছে। আপগ্রেডেশানের দরকার আছে, কারণ আজকে জন সংখ্যা বেড়েছে, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও বেড়েছে। উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনে সেখানে জুনিয়ার বেসিক স্কুলকে হাইস্কুলে আপগ্রেড করা হয়েছে, হাইস্কুলকে হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে আপগ্রেড করা দরকার। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে জুনিয়ার বেসিক স্কুলকে হাইস্কুলে এবং হাইস্কুলকে হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে রূপান্তর করা হয়েছে সেটা শুধু একটা ঘোষণা মাত্র। সেই সমস্ত স্কুলগুলিতে যে পরিমাণ বেঞ্চ দরকার, ঘর দরকার বা অন্যান্য ফার্নিচার, ব্ল্যাকবোর্ড দরকার সেগুলি কিছুই দেওয়া হয়নি। স্যার, আমি একটা স্কুলের কথা জানি সেটা হল দুর্জয়নগর হাইস্কুল। এই স্কুলটি এতদিন জুনিয়ার বেসিক স্কুলের যে হেড মাষ্টার মহোদয় ছিলেন তিনিই চালাচ্ছিলেন। ইদানিংকালে উক্ত হাইস্কুলটির জন্য নতুন হেড মাষ্টার এসেছেন। এমন অনেক স্কুল আছে। এই স্কুলটির অন্য নূতন দালানের দরকার, বাউণ্ডারী ফেন্সিং নেই, বেঞ্চ নেই। ইদানিং ৫০টা বেঞ্চ দেওয়া হয়েছে। বাকী স্কুলগুলিতে ২৫টা করে বেঞ্চ পাবে কিনা সন্দেহ। সরকারের জিলটা কর্মশালা এই ফার্নিচারগুলি তৈরী করছে। কিন্তু তারা যে কায়দায়, যে ট্রেডিশানে

তৈরী করছে, সেটা অত্যন্ত কম, রাজ্যের স্কুলগুলিতে যা প্রয়োজন সেটা করতে পারছে না। আমি মনে করি এই ব্যাপারে আমাদের শিক্ষা দপ্তর থেকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া দরকার। রাজ্যের স্কুলগুলিতে ব্ল্যাক বোর্ড নেই, ছাত্র-ছাত্রীরা বেঞ্চের অভাবে বসতে পারছে না, শিক্ষক শিক্ষয়ত্রীদের যদি স্কুলে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় তাহলে সেই সমস্ত স্কুলে পড়াশুনা হবে কি করে ?

কাজেই, সে দিক থেকে আমার এই প্রস্তাব এটাকে শুধু এডিউকেশন ডিপার্টমেন্টের যে সরকার বরাদ্দ থাকে তাতে সংকুলান হচ্ছে না এবং টাকারও অভাব আছে এটা আমরা সবাই জানি। এখানে এটাকে সাপ্লিমেণ্ট করার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও বলেছেন এখানে যে এস. আর. ই. পি., এন. আর. ই. পি এবং জওহর রোজগার যোজনার যে স্কীম আছে সেগুলিকে এই শিক্ষার প্রয়োজনে গুরুত্ব দিয়ে ঐসমস্ত স্কীমের অধীনে যে সমস্ত ছোট ছোট প্রাইমারী স্কুল আছে যেগুলি জুনিয়র স্কুল, অঙ্গনওয়াদী স্কুল, এই সমস্ত স্কুলগুলিতে এস. আর. ই. পি, এন. আর. ই. পি এবং জওহর রোজগার যোজনার টাকা দিয়ে অনেকটা ছোট খাট কাজ যেমন রিপেয়ার করা, মেয়েদের যে স্কুলগুলি রিপেয়ার করা একটু বেড়া দেওয়া, একটু ফেনসি করা, শৌচাগারের ব্যবস্থা করা, যেখানে পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই সেখানে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা এই কাজগুলি করা। আমি তো এটা চাই যেকোন খাত থেকে হোক, সেই ব্লক লেভেল থেকে হোক, এডিউকেশন লেভেল থেকে হোক যাতে করে এমন অনেক কাজ আছে যেগুলিতে অনেক বেশী টাকা লাগে না যেমন স্কুলের একটা ভাঙ্গা বেড়া সেটা দিতে ৫০০ টাকা লাগবে, ১০০/২০০ টাকা লাগবে। ছেলেমেয়েদের স্কুলে কি গরমের দিনে, কি শীতের দিনে এইভাবে একটা খোলা অবস্থায় গাছের নীচে পড়াশুনা করা যায় না। কাজেই আমি এই প্রস্তাব এনেছি এই হাউসে যাতে যত দ্রুত সম্ভব তা বলতে কালকেই করতে হবে তা নয় অর্থাৎ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অর্থাৎ গুরুত্ব সহকারে আমাদের এই যে সমস্যা, ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যা, শিক্ষক শিক্ষয়ত্রীদের সমস্যা তার প্রকৃত একটা পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য যে সমস্যা রয়েছে সেই সমস্যাগুলি যত দ্রুত সম্ভব এটা আমরা করতে এবং করার জন্য এই বিধানসভায় প্রস্তাব গৃহীত হলে এবং যদি এডিউকেশন ডিপার্টমেণ্ট এবং অন্য ডিপার্টমেণ্ট যারা সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেণ্ট তারা এই ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে অগ্রসর হবেন। আমার মনে হয় স্কুলগুলি আজকে যে দৈন্যদশা রয়েছে কি ফার্ণিচারের ক্ষেত্রে, কি ঘর মেরামতের ক্ষেত্রে, কি অন্যান্য জায়গায় কিছু নির্মীয়মান দালান অর্ধেক হয়ে আছে বাকীটা কমপ্লিট হচ্ছে না গেরাকলের কোন কারণে এবং কোন কারনে মামলা মোকদ্দমা আছে এবং কোন কারণে আগের কনটাকটারবা কাজ করছে। সেই সমস্ত জিনিষগুলি যাতে খুব দ্রুত গতিতে করা হয় এবং স্কুলগুলি চলার একটা পরিবেশ যাতে দ্রুত ফিরিয়ে আনা যায় সেই জন্য এই প্রস্তাব আমি এই বিধানসভায় এনেছি। আমি মনে করি মাননীয় সদস্যগণ এই প্রস্তাবের পক্ষে রায় দেবেন। এই বলে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রী শ্রীজীতেন চৌধুরী।

শ্রীজিতেন চৌধুরী (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীঅরুন ভৌমিক যে প্রাইভেট মেম্বারস রিজিলিউশান এনেছেন সে জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি কারণ এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং জরুরী বিষয় তিনি এই হাউসে উপস্থিত করেছেন। এটার উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই বিষয়গুলি এখানে বলতে চাই যে কোন রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন নির্ভর করে সে রাজ্যের নাগরিকদের গুণগত মানের উপর। এবং সেই গুণগত মান নির্ভর করে সেই রাজ্যের বা সেই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা কি রকম।

এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুচারুভাবে পরিচালনার জন্য, আমাদের স্কুল এডিউকেশান তথা স্কুল শিক্ষার জন্য যেসমস্ত প্রতিষ্ঠান আছে, সেগুলি এই রাজ্যের ক্ষেত্রে মোটামুটি ভাবে বলা যেতে পারে আমরা এগিয়ে আছি। এই রাজ্যে আনুপাতিক হারে স্কুলের সংখ্যা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বেশী স্কুল আছে, এবং আনুপাতিক হারে স্কুলে যাওয়ার ষ্টুডেন্টও বেশী অন্যান্য রাজ্যের তুলনায়। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে একটা স্কুল করতে গেলে তার প্রাথমিক শর্ত হল স্কুল ঘর থাকতে হবে, আসবাব পত্র থাকতে হবে, মাঠ থাকতে হবে এই সবগুলির জন্য সরকারের বিরাট খরচ করতে হয়। তার একটা তথ্য দিচ্ছি আমাদের রাজ্যে ২ হাজার ৬৪টি নিম্ন বুনিয়াদী, ৪২৯টি উচ্চ বুনিয়াদী, ৩৩১টি উচ্চ এবং ১৫০টি হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল আছে। এই সব স্কুলে আসবাবপত্র সরবরাহ করার জন্য সরকারকে একটা বিরাট ব্যয়ভার বহন করতে হয়। এইটা দুঃখের বিষয়, মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন আমাদের রাজ্যে বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে যে স্কুল আছে সেগুলিতে আসবাবপত্র নাই, কোনটাতে বেড়া ভেঙ্গে গেছে মেরামত হয়নি। এইটা গত ৫ বৎসরে এই শিক্ষার জন্য যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, মেরামত করার জন্য বা চেয়ার বেঞ্চ ইত্যাদি সরবরাহ করার জন্য এই টাকাগুলি সঠিকভাবে খরচ না হওয়ার কারণে, হঠাৎ করে একটা বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই এইগুলি পূরণ করতে আমাদের সময় লাগবে আমরা দৃঢ়তার সহিত সেই শূন্যতা পূরণ করবার জন্য আসবাবপত্র যেখানে নেই সেখানে আসবাবপত্র দেওয়ার জন্য স্কুলঘর যেখানে ভেঙ্গে গেছে সেখানে মেরামত করবার জন্য আমরা বিভিন্ন রকম উদ্যোগ নিয়েছি। সেই উদ্যোগের স্বরূপ হিসাবে বাজেটে তার প্রতিফলন ঘটেছে। এইটা লক্ষ্য করা দরকার আমরা এই বাজেটে শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েছি। এই কারনে নন প্ল্যান, প্ল্যান, সেন্ট্রাল স্পনসর্ড স্কীম এই সবগুলি মিলে ১৯৯৪-৯৫ বৎসরে ১১৪ কোটি ৯৫ লক্ষ ২০ হাজার টাকা শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয় করার জন্য আমরা বরাদ্দ ধরেছি। এখন এই টাকাগুলি যাতে সঠিকভাবে ব্যয় করা হয়, সঠিকভাবে ব্যয় করার জন্য আমরা যেসমস্ত পরিকাঠামো করেছি তাতে শুধুমাত্র আমাদের এই বরাদ্দ থেকেই নয়, তার বাইরেও এস, আর ই, পি, জে, আর, ওয়াই এবং আমপ্লয়মেন্ট অ্যাকসচেইঞ্জ স্কীমে যেগুলি ব্লকের মাধ্যমে কাজ হয়, টাকা খরচ হয় সেগুলিতে

আমরা স্কুল মেরামত, স্কুলের শৌচাগার তৈরী করা এবং স্কুল তৈরী করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছি। সেটা যাতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হয় যেখানে স্কুল নেই, সেখানে প্রথমে করা দরকার এই দিকে লক্ষ্য রেখে প্রত্যেকটি ব্লকে ব্লকে এই জন্য একটা সাব কমিটি করা হয়েছে. সেখানে অ্যালটমেন্ট যায় এবং সেইভাবে খরচ হয়। এই বৎসর আমরা ১২০ টি নিম্ন বনিয়াদী স্কুল করার জন্য কাজ শুরু করেছি। তারপরে এই বৎসরে আমরা উচ্চ বুনিয়াদী এবং হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলগুলিতে প্রায় ১০০টার মত পাকা শৌচাগার করার জন্য আর্থিক বরাদ্দ দিয়েছি। আশা করছি ৯৪-৯৫ইং বৎসরের শেষ দিকে সিনিয়ার বেসিক স্কুলে, হাই স্কুলে এবং হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের সবগুলিতেই শৌচাগার হয়ে যাবে, শৌচাগার আর বাকী থাকবে না এবং ৩টি জেলাতে স্কুলগুলিতে আসবাবপত্র মেরামত করার জন্য. আসবাবপত্র সরবরাহ করার জন্য একটা ইউনিট তৈরী করেছি সেই ইউনিটগুলি ইতিমধ্যে বনদপ্তরের যে সমস্ত সীজ করা কাঠ সেই কাঠ পেয়ে গেছে, সেগুলি সংগ্রহ করে আসবাবপত্র তৈরী করা শুরু করেছে এবং সরবরাহ করাও শুরু করেছে। আমরা স্যার, স্কুল ইনসপেকটরেটগুলিতে কিছু টাকা বরাদ্দ দিয়েছি, যেমন অনেক স্কুল আছে যেখানে আসবাবপত্র, বেনচ সবই আছে যেখানে একটু মেরামত করলে পরেই সেটা একটু কাঠ লাগালে পরেই বা পেরেক লাগালে পরেই এইটা ঠিক হয়ে যায় তার জন্য আমরা বরাদ্দ দিয়েছি। এইজন্য এবার বরাদ্দ একটু ব্যাপক পরিমাণে দেওয়া হয়েছে এইভাবে অনেক সমস্যার সমাধান করার জন্য আমরা উদ্যোগ নিয়েছি এবং তা ছাড়া ব্লক থেকেও এই সব কাজ সরবরাহ করার জন্য আমাদের বিভিন্ন স্কুলগুলিতে সেখানে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এখানে মাননীয় সদস্য বলেছেন যে তফসীলি জাতি উপজাতি অংশের মানুষ যাদের কাছে আমাদের শিক্ষাকে নিয়ে পৌছাতে হবে এইটা আমাদের অগ্রাধিকারের মধ্যে আছে, নজরের মধ্যে আছে। সেই জন্য এবার আমাদের পরিকল্পনা আছে বাজো ১০১টি তফসীলি জাতি এবং উপজাতি ছেলে মেয়েদের জন্য হোস্টেল চালু আছে যা তাতে প্রায় সাত থেকে আট হাজার ছাত্র ছাত্রী সেখানে থাকার সুযোগ পায় এবং সেখানে থাকে। তা ছাড়াও আরও কিছু হোস্টেল সেখানে তৈরী হয়ে আছে আমরা খুব তাড়াতাড়ি সেগুলি চালু করতে পারব আশা করি। শুধু এটাই নয় নূতন করে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যে হারে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে তাতে আমরা প্রয়োজনে আরও বেশী সংখ্যক ছাত্র বিশেষ করে প্রত্যন্ত এলাকার ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে সেই সুযোগ গ্রহণ করতে পারে তার জন্য পরিকল্পনার মধ্যে ব্যবস্থা আছে, এই বছর আরও ১০০ টার মত প্রাইমারী স্কুল খোলার জন্য এবং ৮০টা স্কুলকে প্রাইমারী স্কুল থেকে সিনিয়র বেসিকে পরিণত করার জন্য এবং দশটা স্কুলকে হাই স্কুল থেকে হায়ার সেকেণ্ডারীতে উন্নীত করার জন্য আমাদের পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যেখানে যেখানে প্রয়োজন আছে সেখানে সেটা করা যায় কিনা দেখছি। এখানে মূল বক্তব্য হল শিক্ষার খাতে আমরা সব চেয়ে বেশী অগ্রাধিকার দিয়েছি। কারণ শিক্ষা এই রাজ্যের জন্য প্রধান অস্ত্র, এই রাজ্যে যেখানে শিল্প নাই সেই রকম জমি নাই তাই শিক্ষা আমাদের একমাত্র অস্ত্র হতে

পারে। মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে যাতে তার জীবন যুদ্ধে রাজ্যের ভবিষ্যৎ বংশধররা দাড়াতে পারে, যুদ্ধ যাতে জয় করতে পারে তার জন্য আমরা শুধু এলটমেন্ট বাড়িয়েছি, তবে এইটাতে হবে না, আমরা লক্ষ্য করছি এইটা দুর্ভাগ্যের সঙ্গে যে আমাদের রাজ্যের কিছু কিছু শক্তি কিছু কিছু প্রতিক্রিয়াশীল গ্রুফ যারা স্কুল পোড়ানো, স্কুল ধ্বংস করা এবং স্কুলের মধ্যে নৈরাজ্য সৃষ্টি করার মধ্য দিয়ে এই সামগ্রিক পরিবেশটাকে যে পরিকাঠামো আমরা গড়ে তুলেছি যে সাংগঠনিক দিক আমরা গড়ে তুলেছি তাকে বিনষ্ট করার চেষ্টা চলছে। কাজেই আমাদের এই প্রচেষ্টা আসবাব পত্র সরবরাহ শিক্ষক সেভাবে নিয়োগ করা নূতন করে স্কুল আপগ্রেডেশান করা এবং নূতন করে পরিবেশ তৈরী করার যে চেষ্টা তার সঙ্গে আমরা যদি ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত মানুষকে যুক্ত না করতে পারি। দেখা যায় কোন কোন জায়গাতে শিক্ষক বিভিন্ন অজুহাতে থাকেন না সেখানে ভয় ভীতির প্রশ্ন উঠেনা কাজেই এই সব ক্ষেত্রে সেখানকার ছাত্ররা, অভিভাবকরা যদি সেই দায়িত্ব গ্রহণ না করে, যেমন করে একটা স্কুলে হঠাৎ করে সেখানে আগুন লেগে যায় বা আগুন লাগানো হয় চক্রান্ত করে সরকারকে বেকায়দায় ফেলার জন্য, যারা শিক্ষার শক্র, যারা সমাজের শক্র তারাই এই সব করার চেষ্টা করে। এই সব ক্ষেত্রে যদি সমগ্র রাজ্যবাসী এগিয়ে না আসে তাহলে আমরা যতই চেষ্টা করিনা কেন সেই চেষ্টা সফল হতে পারে না। কাজেই আমি মাননীয় সদস্যের আনা এই প্রাইভেট মেম্বারস রিজিউলিউশানটিকে সমর্থন করি এবং সমর্থন করে আমাদের যে উদ্যোগের কথা এখানে বলেছি আমরা যত দ্রুত সম্ভব আমাদের বরাদ্দের জন্য এইটার প্রতিটি পয়সা সঠিকভাবে খরচ করে এখানে ছাত্রদের স্কুলের যে সমস্যা তাকে সমাধান করার জন্য আমাদের চেষ্টা আমরা চালাব। তবে তার সঙ্গে জনগণকেও আমাদের পাশে থাকতে হবে এবং থাকলে পরে এইটা আরও সফল হবে এইটুকু বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—প্রস্তাবক মাননীয় সদস্য শ্রী অরুণ ভৌমিক মহোদয় কি কোন রিপ্লাই দেবেন।

শ্রীঅরুন ভৌমিক :—না স্যার।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅরুণ ভৌমিক মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত রিজিউলিউশানটি ভোটে দিচ্ছি। রিজিউলিউশানটি হলো :—"এই বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে যত দ্রুত সম্ভব রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে গৃহাদির মেরামত ও সংস্কার এবং প্রয়োজনীয় আসবাব পত্রের ব্যবস্থা করা হউক।"

(রিজিউলিউশানটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী পবিত্র কর মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজিউলিউশানটি সভায় উৎথাপন করার জন্য।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য বাইরে গেছেন। এখন নেক্স্ট রিজিউলিউশানটি মোভ করার জন্য অনুমতি দিন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্তী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজিলিউশনটি সভায় উৎথাপন করতে।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (কৈলাশহর) :—স্যার আমার রিজিলিউশানটি হলোঃ—

"এই সভা মনে করে জেনারেল অ্যাগ্রিমেন্ট অন্ ট্যারিফ অ্যাণ্ড ট্রেড এর অষ্টম রাউণ্ডের প্রস্তাব যা ডাংকেল প্রস্তাব নামে পরিচিত তা মেনে নেওয়া হলে আমাদের দেশের অর্থনীতিতে বিপর্যয় দেখা দেবে, যেমন (১) গণ বন্টন ব্যবস্থা বিপন্ন হবে (২) কৃষিপণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে বাধ্য বাধকতা আরোপিত হবে, (৩) বিদেশী পণ্যের অবাধ অনুপ্রবেশের সুযোগ হবে। অতএব এই সভা মনে করে এই কাজ দেশের সংবিধান বিরোধী।

অতএব, এই সভা এই ডাংকেল প্রস্তাব কার্য্যকর করা থেকে বিরত থাকার জন্য রাজ্য সরকারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারেরর কাছে দাবী জানাচ্ছি।

স্যার, আমার মনে আছে ১৯৮৬ সালে আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগন একটা ঘোষণা করেছিলেন যে পৃথিবীর বা বিশ্বের ব্যবস্থাকে প্রথম মহাযুদ্ধের আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে হবে—টু রল ব্যাক্ দ্যা ওয়াল্ড অর্ডার। এবং এই প্রথম মহাযুদ্ধের আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে গেলে বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে যে যে পরিবর্তনগুলি আনা দরকার সে পরিবর্তনগুলি ক আনার স্বার্থেই আমরা দেখলাম ১৯৮৬ সালে জেনারেল অ্যাগ্রিমেন্ট অন ট্রেড অ্যাণ্ড ট্যারিফ্ (গ্যাট) এইটা বহুকাল যাবৎ আছে। এই সংস্থা গোটা বিশ্বের বানিজ্যিক ব্যবস্থাকে, শুল্ক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিশেষ করে শিল্পোন্নত দেশগুলির উদ্যোগে এই গ্যাট তৈরী করা হয়েছিল। ১৯৮৬ সালের উরুগুয়েতে যে বৈঠক হয়—অষ্টম রাউণ্ড সভা—সেই সভায় গ্যাটের ডাইরেক্টর জেনারেল জন আর্থার ডাংকেল—তিনি রোনাল্ড রেগন বা আমেরিকান শিল্পপতি, এবং অর্থনীতিবিদ্‌রা যে পরামর্শ দিয়েছিলেন রেগন সাহেবকে যে বিশ্বের বর্তমান ব্যবস্থার মধ্যে প্রথম যুদ্ধের পরে আমেরিকার নিজেদের মন্দা কাটাতে যদি হয় তাহলে দেশের উৎপাদিত পণ্য ফসল, এমনকি তাদের দেশের সামরিক উৎপাদিত জিনিস সেগুলিকে যদি বিশ্বের বাজারে বিক্রির ব্যবস্থা করতে হয় এবং তাতে তাদের অধিপত্য যদি বজায় রাখতে হয় তাহলে সে রকম একটা ব্যবস্থা করতে হবে। যাকে পরবর্তী সময়ে বলা হয়েছে নিউ ওয়াল্ড' অর্ডার বা নয়া বিশ্ব ব্যবস্থা। এই স্বপ্ন বা পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য আমেরিকার নিয়ন্ত্রিত এই গ্যাটকে ব্যবহার করা হয়েছে এবং গ্যাটের ডাইরেক্টর জেনারেল জন আর্থার ডাংকেলকে দিয়েই সেই প্রস্তাবটা তৈরী করা হয়েছে—যা' আজকের বিশ্বে ডাংকেল প্রস্তাব নামে অভিহিত হয়েছে।

এই প্রস্তাব আমাদের দেশের মধ্যে কিরকম প্রভাব ফেলছে সেটা আমি পরবর্তী সময়ে আসছি এখন এই যে গ্যাটের ডাইরেকটর জেনারেল ডাংকেল যে প্রস্তাবটা তৈরী করেছেন এই টার মধ্যে কি আছে? তার কুফলগুলি কি? আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি যে এই ডাংকেল প্রস্তাবকে যদি গ্র ণ

করা হয় তাহলে ভারতবর্ষের মত দেশে যে দেশ ৪৬ বছরে হয়েছে স্বাধীনতা পেয়েছে কিন্তু এখনো সেখানে আধা ধনতান্ত্রিক আধা সামন্ততান্ত্রিক বিকাশ ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে—এই দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশী তার প্রভাব পড়বে। এবং যেহেতু প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের আগেকার অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য এই প্রস্তাব ইত্যাদি তৈরী করা হয়েছে। কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর গোটা বিশ্বে একটা পরিবর্তন এসেছে' তাহলো ১৯১৭ সালে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময়কালে বা তার অব্যবহিত পরে পৃথিবীর মধ্যে নূতন একটা রাষ্ট্র ব্যবস্থার অভ্যুদয় ঘটল। তাকে বলা হয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা যা প্রথম রাশিয়াতে সম্ভব হয়েছিল। রাশিয়ার এই বিপ্লব গোটা বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী সমাজের বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছিল। এবং তারমধ্যে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে বিবদমানগোষ্ঠীগুলি জার্মান-ফরাসী-জাপান-ইংল্যাণ্ড এবং আমেরিকাকে সেদিন রুশ বিপ্লব আতংকিত করে তুলেছিল। তারপরে গোটা পৃথিবীর নিপীড়িত মানুষ, বঞ্চিত মানুষ বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি সেদিন একটি নূতন আলোক পথ হিসাবে অক্‌টোবর বিপ্লবকে দেখেছিলেন। এবং তারা বুঝেছিলেন যে চিরাচরিত কাল থেকে হাজার হাজার বছর ধরে যে জিনিষ জেনে এসেছে, বুঝে এসেছে, একটাই মতাদর্শ সেখানে, সেটা হচ্ছে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। এবং তার মধ্যে দিয়েই মানুষের প্রকৃত বিকাশ লাভ সম্ভব। তার বিপরীতে যে আর একটা মতাদর্শ থাকতে পারে মানুষ মানুষকে শোষণ করবে না, অথচ একটা সমাজ ব্যবস্থা চলতে পারে। যেকোন শোষিত মানুষ, বঞ্চিত মানুষ, শ্রমজীবি মানুষ তারা যে কোন দিন শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারে তা অক্‌টোবর বিপ্লবের আগে পৃথিবীর মানুষ কোনদিন কল্পনা করতে পারেনি। কাজেই ঐতিহাসিক দিক থেকে প্রথম অক্‌টোবর বিপ্লব সারা পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদীদের, ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদীদের চিন্তার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। তারপরে আমরা দেখেছি ক্রমান্বয়েলি সারা পৃথিবীর বঞ্চিত মানুষ, শোষিত মানুষ শ্রমজীবি মানুষ, সামনের দিকে এগিয়েছেন—কখনও তাদের পিছনের দিকে ফিরতে হয় নাই তাদের। তারপর ১৯১৭ সাল থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত বহু ঘটনা পৃথিবীর মানুষ নিরীক্ষণ করেছেন। তারমধ্যে আমরা দেখি যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে এবং পরে পৃথিবীর ভারসাম্য আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল। একটা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে উঠল এবং একটা শিবির গড়ে উঠল সে সময়। আমরা দেখেছি সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের পাশাপাশি মহান চীন বিপ্লব সাধিত হয়েছে, কোরিয়া, ভিয়েৎনাম, কিউবাতে বিপ্লব সাধিত হয়েছে। গোটা পূর্ব ইউরোপের রাস্ট্রগুলির মধ্যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করতে সমর্থ হয়েছে। কাজেই প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়গুলিতে গোটা বিশ্বের মধ্যে এই পরিবর্তন যা বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি যারা পরের উপর নির্ভরশীল হয়ে নিজের দেশকে বাঁচাতে চায়, একটি দেশের সংগে আর একটি দেশের সংগে যুদ্ধ লাগিয়ে দিয়ে যারা নিজের দেশের ট্রেডকে বাঁচাতে চায়, যুদ্ধ লাগিয়ে নিজেদের সামরিক সরঞ্জাম অন্য দেশের কাছে বিক্রি করতে চায়, এইরকম একটি সাম্রাজ্যবাদী দেশের মধ্যমনি হয়ে উঠে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ।

তারই প্রেসিডেণ্ড রোনাল্ড রেগন স্বপ্ন দেখতেন গোটা বিশ্বের ব্যবস্থার মধ্যে পরিবর্তন আনতে হবে। নয়া বিশ্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। তাকে শেষ পর্যান্ত এই গ্যাটের শরণাপন্ন হতে হয়েছে। এবং তাদেরই পরামর্শে এবং নির্দেশে গ্যাটের ডিরেক্টর জেনারেল ডাংকেল এই প্রস্তাবটাকে তৈরী করেছে। যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নূতন করে উপনিবেশিক আক্রমণ। আমাদের ভারতবর্ষ সেই উপনিবেশিক আক্রমণ সবচেয়ে বেশী হয়েছে এবং আমরা বিধ্বস্ত। ভারতবাসীতো সবচেয়ে বেশী উপনিবেশিক আক্রমণের শীকার হয়েছেন, আমরা বিধ্বস্ত। প্রায় পৌনে দুইশ বছর উপনিবেশিক শাসনের মধ্যে আমরা ছিলাম, সাম্রাজ্যবাদের শাসনের মধ্যে ছিলাম। কাজেই আমাদের চাইতে এই বিশ্বের মধ্যে এর চাইতে বেশী সাম্রাজ্যবাদীর শোষন, কি প্রকৃতির হতে পারে তার চেয়ে বেশী অভিজ্ঞতা পৃথিবীর কোন দেশের মানুষের নেই। আমরা সেই সময়ে দেখেছিলাম এক মিরজাফরের বিশ্বাস ঘাতকতার কারণে বেনীয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নামে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল। এবং তার পরবর্তী সময়ে ঐ বাণিজ্য পসরা নিয়ে তারা ভারতবর্ষে ঢুকেছিল এবং শেষ অবদি প্রায় পোনে দুইশ বছর এই ভারতবর্ষকে লুন্ঠন করে তারা ভারতবর্ষের শাসকে পরিণত হয়েছিল। যাদের সেই শাসনের যাতাকল থেকে মুক্তি লাভের জন্য গোটা ভারতবর্ষকে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত আমরা ১৯৪৭ সালে সেই সংগ্রামে সফল হয়েছিলাম। আজকে আবার সেই ধরণের নতুন উপনিবেশিক এটা তখন এসেছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর কাছ থেকে আজকে আসছে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীর কাছ থেকে। নতুন উপনিবেশিক এলাকা তার গঠন, চরিত্রই হচ্ছে সে প্রথম আঘাত আনবে অর্থনীতির ক্ষেত্রে, তারপরে আসছে শিক্ষা ব্যবস্থার উপর। আমরা আমাদের দেশের শিক্ষা মানতে পারব না, শিক্ষা কি হবে তা ভাবতে পারব না। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা কি শিখবে তা ঠিক করবে সাম্রাজ্যবাদীরা। আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা কি হবে তা ঠিক করে দেবেন মার্কীন সাম্রাজ্যবাদীরা, তার আই, এম, এফ, তার বিশ্ব ব্যাংক তার নতুন নতুন নীতি তার শর্তারোপ, এমন সমস্ত শর্তারোপ করে দেবে আমাদের দেশের জন্য যা ভারতবাসী তার স্বাধীনতা দেশের যে স্বর্ত তাকে অনুভব করতে পারবে না। দেশের যে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার যে উপযুক্ত পরিকল্পনা সেই পরিকল্পনাকে বিদায় নিতে হবে। এই রকম ভাবে একটা দেশের উপর নিউ কলোনী ক্যানলেটাক্যাল ইকনমিক। তার উপর স্তরে আছে শিক্ষা ব্যবস্থা। সেই শিক্ষা ব্যবস্থায় আমাদের দেশের সমস্ত মানুষ সার্বজনীন শিক্ষার আওতায় আসবে কিনা, আমার দেশের সমস্ত মানুষ নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্তি লাভ করবে কিনা তা আমরা ভাবতে পারব না। তা ভাববে ঐ আমেরিকান সাহেবরা, তা ভাবছেন বৃটিশ সাহেবরা ঐ প্রস্তাবই ডাংকেল প্রস্তাবের মধ্যে রয়েছে। তারপরে আসছে ঔপনিবেশিক এলাকার সংস্কৃতি। আমাদের ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে রক্ষার জন্য, আমার দেশের স্বাধীনতার জন্য আমার ভারতবর্ষের শ্রমজীবি মানুষ তার যে প্রিয় গান তার যে প্রিয় সঙ্গীত সেই সংগীত সে

গাইতে পারবে না, তাকে ধার করে এনে গাইতে হইবে। সেই বৃটিশ কালচার, সেই ফরেন কালচার এ ঢুকিয়ে দেওয়া হবে, পঙ্গু করে দেওয়া হবে। আমাদের পরবর্তী জেনারেশানকে যারা ভারতবর্ষকে ভাববে না, ভারতবর্ষে বসে বসে তাকে সেই স্বপ্নের আমেরিকার জগতকে কল্পনা করবে এমন অবাস্তব ভাববেনা চিন্তা সমস্ত কিছু চাপিয়ে দেওয়া হবে, কালচারের নামে ভারতবর্ষের যুব সমাজকে পঙ্গু করবার জন্য ভারতবর্ষের জনগণকে পঙ্গু করে দেবার জন্য। তারপরে সেই মোক্ষম আঘাত এসে আমরা দেখেছি বৃটিশ শাসনের সময়ও এইভাবে তারা করেছিল। এবং তারা শেষ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতাটাকে কব্জা করে ফেলেছিল। ঠিক একই ভাবে আজকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ধীরে ধীরে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে গেছে। তার বেনীয়া সংস্থাগুলি ভারতবর্ষের কোম্পানীগুলিকে ভারতবর্ষের মধ্যে ঐ ডাংকেল প্রস্তাব বা গ্যাট চুক্তির সুযোগে ঢুকিয়ে দিয়েছে ভারতবর্ষের মধ্যে। ভারতবর্ষের সস্তা কাঁচামাল ভারতবর্ষের শ্রমিক ঐ পেটান আইনের নামে ভারতবর্ষের মধ্য থেকে জিনিষ উৎপাদন করবে ঐ জিনিষের পেকেট বা লেবেল আসবে আমেরিকা থেকে। ভারতবর্ষের মানুষ যে ট্যাবলেট খাবে ২০ টাকা ১৫ টাকা করে আর আমেরিকান সাহেবরা সেই ট্যাবলেট খাবে ১ টাকা বা ২ টাকা করে। এইভাবে সমস্ত ক্ষেত্রে করবে।

কৃষি ক্ষেত্রে সব থেকে বেশী আঘাত আনা হচ্ছে। আমি আগেই বলেছি যে, তার দেশের যে মন্দা অবস্থা, তার দেশের যা উৎপাদিত শস্য আছে আমেরিকান অর্থনীতিবিদরা বুঝেছেন যে অন্য দেশের মধ্যে যদি রপ্তানী করা না যায় তাহলে তার দেশের মধ্যে এই মন্দা কাটানো সম্ভব হবে না। কাজেই এই ডাংকেল চুক্তির নামে, আই, এম, এফ, চুক্তির নামে, গ্যাট চুক্তির নামে এমনভাবে কৃষি ক্ষেত্রকে পঙ্গু করে দাও ভারতবর্ষের। ভারতবর্ষের নেতারা বলেছেন সবজ বিপ্লব সাধন হয়েছে, ভারতবর্ষ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে গেছে। কাজেই আজ বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয় না। তা কতটুকু সত্য তা আমি জানি না। কিন্তু যদি তাই হয় তাহলে সেই জায়গার মধ্যে আমেরিকান সাহেবদের দৃষ্টি পড়ে এবং সেখানে ডাংকেল সাহেবের প্রস্তাব অনুসারে আমরা দেখেছি সারের উপর ভর্তুকী কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, বীজের উপর সরকারের যে ভর্তুকী ছিল তা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। কৃষকরা তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাবেন না। এমনভাবে আমরা দেখলাম ইলেকট্রিক এনার্জী যেটা নাকি ঐ সেচের কাজের জন্য ব্যবহার করা হয়। সেই ক্ষেত্রে যে সারচার্জ দেওয়া হত সেটাকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে, সমস্ত জায়গার মধ্যে ভর্তুকী কমিয়ে এমন একটা অবস্থা করা হল যাতে ভারতবর্ষের উৎপাদন ব্যবস্থা মার খায়। ফলে এই ৯০ কোটি ভারতবাসীর জন্য যাতে ঐ পি, এল, ৪৮০ চুক্তিতে ভারতবর্ষের আমরা এক সময়ে আমেরিকার কাছ থেকে ঐ অষ্ট্রেলিয়ান শূকর যে জিনিষ খেত 'মাইলো' সেই পি, এল, ৪৮০তে আমরা ভারতবাসীরা 'মাইলো' খেয়েছিলাম আমেরিকান সাহেবদের দয়ায়।

আবার যদি আমেরিকার কাছে ভিক্ষার পাত্র নিয়ে ভারতবাসীকে দাঁড়াতে হয় তার জন্য ভারত-বর্ষের কৃষি ব্যবস্থাটার উপর সবচাইতে বেশী আঘাত আনা হচ্ছে, ঐ ডাঙ্কেল চুক্তির মাধ্যমে, ডাংকেল প্রস্তাবের মাধ্যমে এবং আই. এম. এফ. এর শর্তবলির মাধ্যমে। মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, এই জায়গার মধ্যে আমরা তো ভারতবাসী, আমরা তো স্বাধীন আমরা কি বিকল্প ভাবতে পারি না। আমাদের ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পরে আমাদের রাষ্ট্র নায়করা তো বিকল্প ভেবেছিলেন। আমরা তো দেখেছিলাম প্রথম এবং দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনাতে সেই মহাননবিস কমিশনের যে রিপোর্ট তার মধ্যে তো সেই সমস্ত ছিল। জহরলাল নেহেরুরা তো স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, এই ভারতবর্ষকে পরনির্ভরশীল হয়ে তার স্বাধীনতাকে রক্ষা করা যাবে না। ভারতবর্ষকে যদি তার কোমরের উপরে দাঁর করাতে হয়, ভারতবর্ষকে যদি তার অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে হয় তা হলে ভারতবর্ষের শিল্পে, ভারতবর্ষের প্রযুক্তিতে, ভারতবর্ষের বিজ্ঞানে, ভারতবর্ষের সামরিক উৎপাদন ব্যবস্থায়, ভারতবর্ষের বিদ্যুৎ শিল্পের ক্ষেত্রে, এই সমস্ত ক্ষেত্রে সমস্ত জায়গায় মধ্যে তাতে আত্ম-নির্ভরশীলতার পথে যেতে হবে। সেই সময়ে আমরা দেখেছিলাম যে এক একটা পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা কি ভাবে মার খেয়েছে। আমরা দেখেছিলাম তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ঐ পার্লামেন্টের মধ্যে ভাষণ দিয়েছিলেন, যখন তাকে দক্ষিণ পন্থীরা এবং তার দলের কিছু এবং তার দলের বাইরের কিছু, দক্ষিণ পন্থীরা চেপে ধরেছিলেন, যারা প্রো-আমেরিকান, যারা আমেরিকার অর্থনীতিকে সমর্থন করে, যে তুমি ঐখানে অর্থাৎ সোভিয়তে যাচ্ছ কেন, শ্রীমতী গান্ধী সেই দিন স্বীকার করেছিলেন যে আমাকে সোভিয়েতের কাছে যেতে হয়েছে, আমরা তো আমেরিকার সাহেবদের কাছেও গিয়েছিলাম, আমরা তো ব্রিটিশ সাহেবদের কাছেও গিয়েছিলাম, তারা তো ভারতবর্ষে ভারী শিল্প কারখানা স্থাপন করতে রাজী হয়নি। তারা ভারতবর্ষে হেভী ইলেক্‌ট্রিকেল করতে রাজী হয়নি। তারা ভারতবর্ষকে বিদ্যুৎতে স্বয়ং সম্পূর্ণ করতে রাজী হয়নি। কাজেই আমাদের আধুনিক টেক্‌নলজী আমদানি করার জন্য, আমাদেরকে সোভিয়তের কাছে যেতে হয়েছে এবং আমরা সোভিয়েতের কাছে কি পেয়েছি দুইটা বিশ্ব থাকার ফলে, দরকষাকষির করবার সুযোগ হয়েছিল এবং সুযোগ হয়েছে আমাদের। এই কথাই শ্রীমতী গান্ধী সেই দিন বলেছিলেন। আমরা ভারতবাসী দেখিছি আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদরা ভারতবর্ষকে কখনই শান্তিতে, শক্তিতে বলিয়ান হতে দিতে পারেনা। ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে কখনই তারা স্থিতিশীল হতে দিতে পারেনা। কাজেই প্রকৃত অর্থে সেই দিক দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ম। আমরা দেখেছি স্বল্প সুদে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সুদ ছাড়াই বন্ধুত্বের যুক্তির ভিত্তিতে এখানে তারা ভাবত হেভী ইলেক্‌ট্রিকেল গড়ে তুলেছিলেন। ভারতবর্ষের বড় বড় ইস্পাত কারখানা গুলি এখানে যৌথ উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল যেমন ভিলাই, বোকারু, ভাকরানাঙ্গাল এর মত বিরাট বিরাট বৈদ্যুতিক প্রজেক্ট সোভিয়েত

ইউনিয়ন এর কলাবরেশানে ভারতবর্ষে গড়ে উঠেছিল। ভারতবর্ষের যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে, ভারতবর্ষের কৃষি ব্যবস্থার মধ্যে সমস্ত ক্ষেত্রে সোভিয়েত সহযোগিতা আমরা দেখেছি। প্রকৃত বন্ধুর মত তারা হাত বাড়িয়ে ছিয়েছিলেন। এই হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের কর্তব্য। বন্ধুত্বের কর্তব্য তারা পালন করেছিলেন। অন্যদিকে সামরাজ্যবাদী অর্থনীতি আমাদের রাজ্যকে, আমাদের দেশকে গ্রাস করবার জন্য, আমাদের দেশকে তার পায়ের নীচে নত করে রাখার জন্য তার পদানত করবার জন্য নানান রকম ফন্দি ফিকির এটেছে। কাজেই সেই দিক থেকে আমরা বলতে পারি যে, আজকে গ্যাট চুক্তির মধ্যে কি আছে, এই চুক্তিকে মেনে নেওয়া কোন অবস্থাতেই সম্ভব না। এবং আজকে যদি ভারতবর্ষের মানুষ হিসাবে আমরা তার বিরুদ্ধে না দাড়াই আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম বলবে যে আমাদের পূর্ব পুরুষরা আমাদের জন্য কোন দায়িত্ব পালন করে যায়নি। কাজেই সেই দিক থেকে এই গ্যাট চুক্তির বিষময় ফল সম্পর্কে, ডাংকেল প্রস্তাবের বিষময় ফল সম্পর্কে আমাদের ওয়াকিবহাল হতে হবে। এই বিধানসভার মাধ্যমে, রাজ্যসরকারের মাধ্যমে আমাদের কণ্ঠস্বর, ত্রিপুরার সাড়ে সাতাশ লক্ষ মানুষের কণ্ঠস্বর, প্রতিবাদের ধ্বনি আমরা দিল্লীতে পেঁছাতে চাই যে, ডাংকেল প্রস্তাব কার্যকরী করা থেকে কেন্দ্রীয় সরকারকে বিরত থাকতে হবে এবং সেই চুক্তিতে স্বাক্ষর করা চলবে না।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা দেখছি, এই ডাঙ্কেল প্রস্তাবের মধ্যে রয়েছে কৃষি উৎপাদনের উপর ভর্তুকী নির্দিষ্ট হওয়ার ফলে কৃষি পণ্য নির্ধারণের পক্ষে সরকার তার নিয়ন্ত্রণ হারাবেন। ফলে খাদ্য পণ্য সামগ্রীর ব্যাপক মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনার সৃষ্টি হবে। এদিকে লক্ষ্য করেছি, ব্যাপক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। এবং এটা হয়েছে আই. এম. এফ'র চাপের ফলে। আজকে ডাঙ্কেল প্রস্তাব গ্রহণ করার ফলে দাম আরও বিরাট আকার ধারণ করবে। যার বোঝা বইবার ক্ষমতা ভারতবাসীর থাকবেনা। ফলে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার যে আশা সেটি আমাদের আর থাকবে না। আমরা দেখছি। গণবন্টন ব্যবস্থা বিপন্ন হবে। ফলে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মধ্যে, গরীব মানুষের মধ্যে যারা সীমিত আয় করে তাদের মধ্যে একটি বিভিষীকাময় জীবন নেমে আসবে। জীবন দুর্বিষময় হয়ে আসবে। বিদেশী পণ্যের আঘাত অনুপ্রবেশের ফলে বাঁধা সৃষ্টি করার কোন উপায় আমাদের থাকবে না। কেন্দ্র শিল্পকে অসম প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়তে হবে। তা বিনষ্ট হবার সম্ভাবনার সৃষ্টি হবে। এর পরে বহু কারখানা বন্ধ হবে। এবং অধিক মুনাফার স্বার্থে উন্নত প্রযুক্তির বিনিয়োগের ফলে ব্যাপক কর্মচ্যুতি ঘটবে। ইতিমধ্যে তা শুরু হয়ে গেছে, লক্ষ লক্ষ কল কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, লক্ষ লক্ষ কর্মচারী শ্রমিক ছাঁটাই হয়ে গেছে। গোল্ডেন হ্যাণ্ডস্যাক নামে একজন কর্মক্ষম মানুষকে বিদায় নিয়ে বাড়ীতে বসে থাকতে হয়েছে। কাজেই এই ডাংকেল প্রস্তাব আরও বিরাট আকারে আমাদের ভারতবর্ষের শিল্প কারখানার ক্ষেত্রে আঘাত নেমে আসছে

পারে। কাজেই তার বিরোধীতা এখানেই আমাদের সোচ্চার হতে হবে। বাণিজ্যের সাথে সম্পর্কিত সম্পত্তি রক্ষার প্রসঙ্গে এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে। তারফলে কৃষি বীজ জীবন দায় ঔষধের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে আমাদের একান্তভাবে বিদেশের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হবে। এবং এই ধরণের জিনিষের লাগামহীন মূল্য বৃদ্ধি ঘটবে। এই প্রস্তাব কার্যকরী হলে বিশ্ব বিজ্ঞান কারিগরী সম্ভাবনা দারুণভাবে কমে যাবে। আমরা পর নির্ভরশীল রাষ্ট্রে পরিণত হইতে বাধ্য। আমাদের দেশের স্বার্থ রক্ষা করা পেটেন আইন বাতিল হয়ে যাবে।

বাণিজ্যের স্বার্থ সম্পর্কিত বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিধি ব্যবস্থা বিদেশী বিনিয়োগকারীদের দেশীয় বিনিয়োগকারীদের সমান সুযোগ করে দিতে আমাদের বাধ্য হবে। আমাদের দেশীয় শিল্প আক্রান্ত হবে। এবং বিদেশী বিনিয়োগকারীদের অবাধ মৃগয়া ক্ষেত্রে পরিণত হবে আমাদের দেশ। দেশীয় স্বার্থ রক্ষা করার মত কোন আইনের অধিকার আমাদের থাকবে না। সামাজিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য যে পরিসেবার ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে এই ক্ষেত্রে বিদেশী বিনিয়োগ কারীদের অবাধ অনুপ্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ভারতীয় মানুষের সামাজিক প্রয়োজনীয়তা মেটানোর জন্য কোন দায়বদ্দতা থাকবে না। ফলে পরিষেবার মূল উদ্দেশ্য বিলোপ ঘটানোর সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে।

আর একটি প্রস্তাব আজকে এই হাউসের জন্যই নির্দিষ্ট আছে, তার উপর বিস্তৃত আলোচনা হবে। কাজে এই দিকে আমি আর যাচ্ছি না। মালটি নেচারল ট্রেড অর্গানাইজেশনের গঠন মেনে নিলে আমাদের দেশীয় অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রনে বিদেশী হস্তক্ষেপ আমাদের মেনে নিতে হবে।

এই প্রশ্নগুলি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন প্রশ্ন যদি দেখা যায় যে কোন দেশ এই প্রস্তাবকে লঙ্ঘন করছে, তাহলে সেই দেশের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। সর্বোপরি এই প্রস্তাব মেনে নিলে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দেওয়া হবে, যা আমাদের দেশের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার সামিল। তার জন্যই আমরা বলছি যে এই কাজ আমাদের দেশের সংবিধানের মূল সুরের পরিপন্থি, এই কাজ করার কোন নৈতিক অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের নেই। কেন্দ্রীয় সরকারকে এই অধিকার তুলে দেয় নি। তাই, এর গুরুত্ব বিবেচনা করে এই, ডাঙ্কেল এই হাউসের মাধ্যমে এবং আমাদের রাজ্য সরকারের মাধ্যমে এই প্রস্তাবকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠাতে চাই, যাতে এর সমূহে বিপদ থেকে ভারতকে রক্ষা করা যায় স্যার, আমাদের ত্রিপুরাবাসীর চীৎকার, উদবেগ ও উতকণ্ঠা আমরা এই প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাতে চাই। তাই, আমি আশা করবো, হাউস আমার এই প্রস্তাবকে গ্রহণ করে বাধিত করবেন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :—মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য তপন চক্রবর্তী এই হাউসে যে প্রস্তাবটা এনেছেন, এটা সকলেই জানেন যে আমাদের ভারত সরকার ইতিমধ্যে এই প্রস্তাবে সই করে দিয়েছেন। স্যার, এই বিষয়টা নিয়ে গোটা ভারতের একটা জাতীয় বিতর্ক চলছে। কেন এই প্রস্তাবে ভারত সই করলো এবং এই প্রস্তাবে সই করার পর আমাদের অবস্থার কি হবে?

এটার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা মাননীয় সদস্য এই হাউসে দিয়েছেন। এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেছেন। তা,ই আমি আর সেদিকে যাচ্ছি না, আমি এটার অন্য দিক নিয়ে বলতে চাইছি, সাধারণতঃ যে কোন আর্থিক প্রস্তাব হউক অথবা যে কোন বানিজ্যিক প্রস্তাব হউক তা নির্ভর করে কিসের উপর? তা নির্ভর করে দেশের অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণের উপর। স্যার, আমরা যদি বিশ্ব অর্থনীতির দিকে তাকাই, তাহলে দেখব যে বর্তমান বিশ্বে দুইটি অর্থনীতির ধারা রয়েছে এবং এই অর্থনীতির মূল দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক করার জন্য যেটা যেটার দরকার, সেটা করা হচ্ছে না। কোন লক্ষ্যটা সামনে রেখে অর্থনীতি নির্ধারণ করবো, তার দুটো দিক আছে, তার একটা হল কিছু লোককে সম্পদশালী করা আর দ্বিতীয়টা হল ব্যাপক জনগণের দিকে লক্ষ্য রেখে অর্থনীতি নির্ধারণ করা। এই দুইটি নীতির সংজ্ঞাই রাজনীতির স্তরে রূপান্তরিত হয়েছে। রাজনীতির ভিত্তিই হলো অর্থনীতি। সুতরাং এই সংগাতের ফলশ্রুতি হিসাবে, আজকে এইসব তথ্য এবং এইসব প্রস্তাব বেরিয়ে আসছে। স্যার, এর ব্যাকগ্রাউণ্ড বলছি না, যেহেতু মাননীয় সদস্য সেটা বলেছেন। এই প্রস্তাবের প্রথমেই আছে কিভাবে বিশ্ব অর্থনীতিকে কবজা করা যাবে, কিভাবে বিশ্ব অর্থনীতি নির্দিষ্ট কিছু লোকের স্বার্থে ব্যবহৃত করা যাবে, সেটা কোন দেশের গনণ্ডির মধ্যেই হউক আর বিশ্ব গণ্ডির মধ্যেই হউক, যেটা বর্তমানে কোন দেশের গণ্ডির মধ্যে থাকে, সেটাই পরে বিশ্ব দরবারে গিয়ে উপস্থিত হয়, আর তার মধ্যে যারা বুর্জোয়া তারা দেশের মধ্যে শোষণটাকে সম্প্রসারিত করে, তারপর ক্রমশ ক্রমশ বিশ্বে তাদের থাবা সম্প্রসারিত করে অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য চেষ্টা করে। তারই ফলশ্রুতিতে বিশ্বে পর পর দুইটি বিশ্ব যুদ্ধ হয়ে গেছে, যেটার কথা মাননীয় সদস্যও বলেছেন, সেই যুদ্ধটাও অর্থ নীতিতে প্রভুত্ব কায়েম করার জন্যই। তারপরে, বিশ্ব ব্যবস্থার মধ্যে একটা পরিবর্তন এসেছে এবং সেই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব অর্থনীতিরও পরিবর্তন প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। তার জন্যই আমরা দেখি উপনেশিকতাবাদ হিসাবে আগে একভাবে যেমন করা হয়েছিল, পরে নয়া উপনেশিকতাবাদের চিন্তা ভাবনাও মাথায় ঢুকেছে। আজকে এই যে বিশ্ব জোড়া অর্থনীতির বিষয়টা আলোচনা হচ্ছে আমাদের দেশে আলোচনা চলছে, আমরা এই হাউসে দাঁড়িয়ে উদবেগ প্রকাশ করছি। এটা শুরু হয়েছিল ১৯৪৭ সালে। তখন প্রস্তাব এসেছিল একটি যে ইণ্টারন্যাশনেল গ্রেট অর্গেনাইজেশন আই. টি, ও. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা গড়ে তুলবার জন্য। আমরা তখন সবে মাত্র স্বাদের স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়েছি। তখন বিশ্ব রাজনীতি বলুন, আর বাণিজ্য নীতি বলুন সংগঠিত কোন রূপ পরিগ্রহ করতে পারে নি। চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছিল ১৯৪৭ সালের জেনেভা সম্মেলনে। বিশ্বের ১৩টা দেশ আলোচনা করে বিশ্বের মধ্যে একই ধরণের বাণিজ্য ব্যাপার করবার জন্য। এই বাণিজ্যের চেহারাটা কি রকম? এই বাণিজ্যের চেহারাটা হচ্ছে ত্রিভূজাকৃতি। অতীতে আমরা দেখেছি ১৯০ বছর আমরা বৃটেনের শাসনাধীন ছিলাম। সেই সময়ে এই ত্রিকোষ্ঠ বাণিজ্য চলতো। আমার দেশের ম্যাটেরিয়েলস

ইংলেণ্ডে চলে যেতো এবং এখানে যে ফ্রিনিশড প্রোডাকট তৈরী হতো সেটা আরেকটা দেশে রপ্তানী হতো। এই যে ত্রিকাষ্ঠ বাণিজ্য, এই ভিত্তিকে ধরে রেখে যারা সারা বিশ্বে রাজনীতি, অর্থনীতিতে প্রভুত্ব খাটাবার শক্তিশালী ছিল, অত্যন্ত নির্ভরশীল হয়ে উঠেছিল অন্য দেশগুলিকে মেরে ফেলার জন্য, তারাই চিন্তা ভাবনা শুরু করেছিল। কিন্তু সফল হয়নি। কারণ ২৩টি দেশ তখনও ছিল এবং তারা সারা বছর ধরে আলোচনা করেছেন। দুই একবার নয়। এর আগে বিভিন্ন জায়গায় সাত বার আলোচনা হয়েছিল। সবশেষ গেট প্রস্তাব হিসাবে যেটা আমাদের কাছে এসেছে এই ডাংকল প্রস্তাবের ভিত্তি ভূমি শেষ পর্যন্ত তৈরী হয়েছিল এটা ১৯৮৬ সালে। এর ৮ম রাউণ্ডের যে আলোচনা হয় এই আলোচনার সময়ে প্রায় আট বছর আলোচনা হয়েছে। সব চেয়ে বড় মজার ব্যাপার হচ্ছে প্রথমাবস্থায় যখন আলোচনা হয় তখন কিন্তু সবগুলি দেশ একমত হতে পারে নি। তখন ভারতবর্ষসহ ২৩টি দেশ বের হয়ে আসে। ১২৬ টার মত দেশ যোগ দেয় এই আলোচনায়। কিন্তু আলোচনা ফলপ্রসু হতে পারেনি। কারণ তখন বিশ্বের রাজনীতি এবং অর্থনীতি দুটি ধারায় ছিল তীব্র আকারে। গেট প্রস্তাব বলুন, ডাংকল সাহেব বলুন, ওদের যে প্রচেষ্টা, আমেরিকার যে প্রচেষ্টা সেটা ফলপ্রসু হয়নি। কারণ তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন অলটাররেটিভ প্রস্তাব নিয়ে নেতৃত্ব করছেন। তখন অগ্রসর হতে পারেনি। সেখানে ভারতবর্ষের একটা ভূমিকা ছিল। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি সেটা জানেন এই আলোচনায় যোগ দিয়ে ভারতবর্ষ কি করেছে, সব মেনে এসেছে, না। তখন তৃতীয় বিশ্বের যে দেশগুলি ছিল এগুলির আরেকটা প্রস্তাব ছিল সেটা হলো নিউ ইন্টারন্যাশনেল ইকনোমিক অর্ডার। এই নূতন ধারা নিয়ে রাষ্ট্রসংঘেও আলোচনা হয়েছে। কিন্তু আমেরিকার বাধা সত্ত্বেও ৩য় বিশ্বের এই ধারাটি রাষ্ট্র সংঘে পাশ হয়ে যায়। এতে আমেরিকার পুঁজিপতিরা তখন থমকে গিয়েছিল। তাদের চক্রান্ত সফল হয়নি। চার চারটি বছর ১৯৮৬ থেকে ১৯৯০ একটানা এই প্রচেষ্টা করেন তখন দ্বিধারার লড়াই এত তীব্র ছিল যে ৩য় বিশ্বের দেশগুলি তখনও পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করেনি। কারণ সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন তাদের সেফগার্ড হিসাবে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু আপনারা জানেন, এর মধ্যে বিশ্ব ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। বিশ্ব ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটারফলে আবার নূতন করে প্রস্তাবের জন্ম হয়। তা যদি আমরা ধরে নিই এই প্রস্তাব পাশ হবার পর সবগুলি সংঘটিত করে উঠে এসেছে, তাহলে ভুল হবে। উরুগয়ে রাউণ্ড সেটা। এই রাউণ্ডে কোন প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। ঐ প্রস্তাবই ডাংকেল সাহেবের প্রস্তাব। আলোচনা হয়েছে, কোন সিদ্ধান্ত হয়নি, সিদ্ধান্ত হবার আগেই উরুগুয়ে কনফারেন্স ভেঙ্গে গিয়েছিল। তারপর দীর্ঘ ৮ বছর ধরে আলোচনা চলে। এখনও মাঝে মাঝে আমাদের দেশে আমরা দেখি, কোন কোন সিদ্ধান্ত নিতে বসে আলোচনা করা যায় না। যাতে একটা কথা আমাদের প্রচলিত আছে, বাই-সারকুলেশন। সেই বাই-সারকুলেশানে এটা আছে। যার ফলে ১৯৮৬ সালে এর জন্ম হলেও ভারতবর্ষে ১৯৯৩ সালে

এসে তার মধ্যে সই করল। এই অবস্থা এখন চলছে, গোটা বিশ্বে। এরি পরিস্থিতি বিভিন্ন দেশে চলছে। এই প্রেক্ষাপটের মধ্যে দাঁড়িয়ে, যখন বিশ্বে রং পাল্টাল, যখন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ল, যখন আর একটি নূতন বিশ্ব ব্যবস্থা তৈরীর স্বপ্নে আমেরিকা বিভোর, তখন নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার এই শ্লোগান নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, তখন তার মধ্যে এই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে এরা এটা করল। তখন পারেনি শুধু, সব সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি তা মেনে নিতে পারে নি। আমেরিকার কর্তৃত্ব জাপান মানতে পারছে না, আমেরিকার কর্তৃত্ব ইউরোপীয় দেশগুলি মানতে পারছে না. আমেরিকার কর্তৃত্ব গ্রেটবৃটেন মেনে নিতে পারছে না। মেনে নিতে পারছে না এর কারণ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে বলে। তার জন্য মানতে পারছে না। এইরকম একটি অবস্থা মানবে কি করে? গোটা বিশ্বের বাণিজ্যের উপর আমেরিকার প্রভুত্ব মানা সম্ভব নয়। কিন্তু আপনারা জানেন, সবাই জানে, আমাদের দেশের মানুষ এটা জানে, গোটা বিশ্ব বাজার তিন ভাগে ভাগ। একটা ভাগ আমেরিকা দখল করে আছে, আর একটি ভাগ জাপান দখল করে আছে, আর একটি ভাগ ইউরোপীয় বড় বড় বুর্জোয়া দল, দেশগুলি আছে তাদের নেতৃত্বে। কমন মার্কেট ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক নামে অনেক ভাবে তার মধ্যে ভারতে বাণিজ্যে প্রভুত্ব করার জন্য এইসব প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। সুতরাং উন্নত দেশগুলির মধ্যে সেটা করা সম্ভব নয়। ক্ষেত্র বাকী আছে যেটা সেটা হচ্ছে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি তার মধ্যে ভারতবর্ষ এমন একটি দেশ, এমন একটি বাজার, যে বাজার মহাদেশের সমান। সুতরাং, সে জন্য তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে আমাদের ভারতবর্ষের উপর এদের সবচেয়ে বড় নজর। তার জন্য আমাদের এই দুর্ভোগ ভারতের ক্ষেত্রে বেশী বেশী করে আসছে। এই দুর্ভোগে আমাদের ভুগতে হবে। তারজন্য আমাদের দেশের শাসকরা আছেন। আর যেহেতু এদিক, সেদিক করার সুযোগ নেই তাই এটা করে যাচ্ছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, হঠাৎ করে ডাংকেল প্রস্তাব নিয়ে আমেরিকা কেন মেতে উঠল? এদের পরিচিতি বিশ্বের সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী দেশ হিসাবে। এদের অর্থনীতি সমৃদ্ধ, অনেক টাকার মালিক, গোটা বিশ্বকে এরা অনেক ঋণ দিয়ে থাকেন। এদের অনেক ক্ষমতা, গোটা বিশ্বকে এরা দখল করতে পারে। স্যার, বাইরে থেকে এটাই শুনা যায়। হ্যাঁ, সব দেশকেই কিছু না কিছু ঋণ নিতে হয়। ঋণ ছাড়া কোন দেশ চলতে পারে না। এর অর্থ এই নয়, সব দেশই ঋণগ্রস্থ। কিন্তু এটা শুনলে অবাক লাগে, যে এমেরিকা সাম্রাজ্যের কাছে আমরা প্রতিনিয়ত ভিক্ষার হাত বাড়াই, যার অনুকম্পা না পেলে আমাদের দেশ ডুবে যাবে একথা আমাদের বুঝাতে চেষ্টা করেন মনমোহন সিং, পি, ভি, নরসীমা রাও। গোটা বিশ্বের ঋণ গ্রহীতা দেশগুলির মধ্যে ওয়ান ট্রিলিয়ন ডলার হচ্ছে আমেরিকার ঋণের পাল্লা। আর দ্বিতীয় হচ্ছে, ব্রাজিল। এক নাম্বার আমেরিকা। তার বাজেটের ওয়ান থার্ড চলে যায় ঋণের সুদ দিতে। এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে তার বাণিজ্য ঘাটতি কি পরিমাণ আছে? কেন তারা বাড়াবাড়ি করছে? তার বাণিজ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার। ৩ লক্ষ কোটি ডলার হচ্ছে তার ঘাটতি। সুতরাং এই ঘাটতি পূরণের জন্য, তার যে উৎপাদিত জিনিস আছে সেগুলি তাদের দেশের বাইরের বাজারে দিতেই হবে। তার জন্যই

এই দৌড় ঝাপ ইত্যাদি শুরু হয়েছে। এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাদের এই দুশ্চিন্তা। শুধু দুশ্চিন্তা নয় এটাই বাস্তব। ওরা আমাদের উপরে কি বসাতে চাইছে? কেন আমাদের ডাংকেল প্রস্তাব নিতে হচ্ছে? এর মধ্যে কি আছে? আমরা দেখব এর মধ্যে তিনটি কথা আছে। খুব বেশীত কিছু নয়। তিনটি মাত্র কথা।

স্যার, আরেকটা হচ্ছে ট্রিম। ট্রিম কথার অর্থ হচ্ছে ট্রেইড রিজলিউশানস ইনভেষ্টমেন্ট মেজার্স। এখানে এর ফলশ্রুতি কি হবে? এর ফলে বিদেশী কোম্পানীগুলি যা আছে সেগুলিকে আমাদের দেশে আসবার জন্য একটা সুযোগ করে দিতে হবে। শুধু সুযোগ করে দেওয়াই নয়, এদের উপর কোন বিধিনিষেধ আরোপ করা চলবে না। মোদ্দা কথা হচ্ছে এদেরকে ন্যাশানাল কোম্পানী হিসাবে ট্রিট করতে হবে। স্যার, প্রপোজালের আগেও আমাদের দেশে বিদেশী পুঁজি লগ্নি হয়েছে। আমাদের দেশের বাইরের বহুজাতিক কোম্পানীগুলি এসেছে। তখন একটা বিধিনিষেধ ছিল যে কোথাও ২৯ পার্সেন্ট, কোথাও ৩০ পার্সেন্ট এর বেশী শেয়ার ক্যাপিটেল কোন বিদেশী কোম্পানী আমাদের দেশে কিনতে পারবে না। তার জন্য ভারতবর্ষে আইন ছিল। কিন্তু এখন যেটা করা হচ্ছে, মনমোহন সিং যেটা করেছেন আমাদের ভারতবর্ষের মানুষের উৎকণ্ঠা সেখানেই। ওরা আইন পরিবর্তন করে, গ্যাট্-এর চুক্তির ফলে ডাংকেল প্রপোজালে সই করার ফলে তার মধ্যে যে বাধ্যবাধকতা দেওয়া হয়েছে মিনিমাম ৫১ পার্সেন্ট এই বাইরের কোম্পানীগুলিকে দিতে হবে। শুধু ৫১ পার্সেন্টই নয় এটার মধ্যে যে পার্সেন্টেজ করে দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে ৬০-৪০ পার্সেন্টর বাইরে চলে যেতে পারবে। ৮০ পার্সেন্ট পর্য্যন্ত ওরা যেতে পারবে। মনমোহন সিং প্রাইমারীলি যেটা করেছেন এখন ৫১ পার্সেন্ট দেবেন। এই ৫১ পার্সেন্টের অর্থ কি? সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব চলে গেল। আমাদের দেশে যা কিছু হবে তার ৫১ পার্সেন্ট শেয়ারের মুনাফা ওদের দেশে চলে যাবে। স্যার, আগে আমেরিকার সঙ্গে আমাদের বিভিন্ন চুক্তি ছিল, আন্তর্জাতিক স্তরে চুক্তি ছিল, সেই চুক্তির ফলে বিদেশী কোম্পানীগুলি যে প্রফিট করবে তার একটা পার্সেন্টেজ শুধু ওরা দেশে নিয়ে যেতে পারবে, বাকী পার্সেন্টেজ চুক্তি হিসাবে আমাদের দেশের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করতে হত। কিন্তু এই ডাংকেল চুক্তির ফলে কোন বিদেশী কোম্পানী তারা কিভাবে টাকা খরচ করবেন তার জন্য ইণ্ডিয়া গভার্ণমেন্টের কোন কণ্ট্রোল থাকবে না। তার অর্থ প্রফিট যেটা হবে, আমাদের সম্পদ তারা তাদের দেশে নিয়ে যেতে পারবে। কেন্দ্রীয় সরকার এই পরিস্থিতির মধ্যে এনে ফেলেছেন। তার জন্যই আমাদের উৎকণ্ঠা। আপনারা জানেন ৫১ পার্সেন্ট যদি কোন কোম্পানীর শেয়ার হয় তাহলে সেটা সরকারী কোম্পানী হয়ে যায়। অন্ততঃ আমরা এই কথা বলি। ভারতবর্ষে এটা প্রচলিত। সুতরাং ডাংকেল প্রপোজাল অনুযায়ী বিদেশী কোম্পানীগুলি ৫১ পার্সেন্ট শেয়ার ইনভেষ্ট করলে তারা মালিক হয়ে যাবে। ডাংকেল প্রপোজালের মধ্যে যেটা আছে এই কোম্পানীগুলির উপর কোন বিধিনিষেধ চলবে না এবং ওদেরকে ন্যাশানালাইসড হিসাবে ট্রিট করতে হবে। এটা কি একটা স্বাধীন দেশের পক্ষে সম্ভব? একটা

স্বাধীন জাতির পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ? এটা শুধু সাম্রাজ্যবাদের দালাল যারা তাদের পক্ষেই সম্ভব যাদের সামান্যতম দেশভক্তি নেই। তারা চায় একটা দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হয়ে যাক। আমাদের দেশের মানুষ বাঁচুক বা মরুক তার জন্য তাদের কোন চিন্তা নেই। সাম্রাজ্যবাদের দালালরাই এই চুক্তিতে সই করতে পারে। ভারতবর্ষে মানুষের উৎকণ্ঠা সেখানেই। কাজেই মাননীয় সদস্য তপন চক্রবর্তী মহোদয় এখানে যে প্রস্তাবটি এনেছেন এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্যার, দ্বিতীয়তঃ আমরা দেখি গ্যাট-এর মধ্যে গ্যাট এটা কি ? এটা আরও মারাত্মক। গ্যাটস-এর মধ্যে যা আছে তা হচ্ছে -- জেনারেল এগ্রিমেণ্ট অন ট্রেইড এ্যাণ্ড টারিফ ইন সার্ভিসেস।

এই সার্ভিসের যেটা পরিসেবা আমাদের স্যার, শ্রীকৃষ্ণ এই সব বলেছিলেন যে সেবা করতে গেলে অনেকগুলি গুণ লাগে, আমাদের গীতাতে আছে একটা মানুষ কি রকম হওয়া দরকার, সে লোকের মন কি রকম হওয়া দরকার। সেবা করতে গেলে ভক্তি লাগবে প্রশ্ন তুলবে, জানবে শুনবে তারপর এই সেবা অবস্থার মধ্যে যাবে। কিন্তু আমাদের যারা আছেন এরা একেবারে মস্তক বন্ধক দিয়ে সেবায় লেগেছেন এটা হচ্ছে আমাদের দুশ্চিন্তার বিষয়। কারণ এই সার্ভিসের কতগুলি বিষয় আছে- তার তিনটি ভাগ আছে একটা প্রিলিমিনারি ষ্টেজ, একটা মিডেল স্টেজ এবং আর একটা থার্ড ষ্টেজ বা উন্নত স্তর। এই স্তরের মধ্যে সার্ভিসেসের স্তর ঢোকানো হয়েছে গেট প্রস্তাব বা ডাংকেল প্রপোজাল ঢোকানো হয়েছে, কৃষি ঢোকানো হয়েছে, খনিজ ঢোকানো হয়েছে, বনজ সম্পদ ঢোকানো হয়েছে, ভেষজ ঢোকানো হয়েছে, মৎস্য ঢোকানো হয়েছে অর্থাৎ জমিকে কেন্দ্র করে আমাদের যত কিছু হয় এই সার্ভিসেসের প্রথম যে স্তর এই স্তরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন ডাংকেল সাহেব। দ্বিতীয় যে স্তর সেই স্তরের মধ্যে যা করেছে সেটা রেখেছে শিল্পে তারপর তৃতীয় স্তরে ওখানে শুধু শিল্প বলুন, জমি বলুন তারপর আমাদের যে মস্তক আছে সেই মস্তকও ধরেছে ওখানে আমাদের মেধাই বলুন, শিক্ষাই বলুন, যা কিছুই বলুন এই সমস্ত কিছুর মধ্যে আছে। এর মধ্যে আছে ব্যাংক, এর মধ্যে আছে বীমা স্যার পরবর্ত্তী যে প্রস্তাব এই হাউসে আলোচনা হবে সেটা এই ডাংকেল প্রস্তাবের ফলশ্রুতি। সেটা আমাদের যে মালহোত্রা কমিটি গঠিত হয়েছে।

(রেড লাইট)

স্যার, আমাকে একটু সময় দিন আমি শেষ করে ফেলছি। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কঠিন বিষয়। সুতরাং এই পরিবহনকে তার মধ্যে ঢুকিয়েছে অর্থাৎ একটা দেশের অর্থনীতি গড়ে তুলতে হলে তার যে ইণ্ডাষ্ট্রি, তার যে ব্যবসা বানিজ্য, তার পরিবহনই বলুন, তার আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ সমস্ত কিছু যার মধ্যে থাকে তার সমস্ত কিছু ডাংকেল প্রস্তাবের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্যার আমার জিজ্ঞাসা এই যদি হয় আমাদের সমস্ত কিছু মাথা থেকে শুরু করে আবার দৈনন্দিন বাজার বিষয়ও যদি তার মধ্যে ঢুকে যায় তাহলে পর এই জাতির স্বাধীন অস্তিত্ব থাকে কি ? এও যদি বাইরের দেশ কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় তাহলে পর আমাদের স্বাধীন বলে, দেশ বলে কিছু থাকে না, আমাদের

স্বাধীন অর্থনীতি বলে কিছু থাকেনা। আমরা স্বাধীন জাত হিসাবে পরিচয় দেওয়ার মত কোম রাস্তা থাকে না এখানে আমরা দেখছি। সুতরাং সে জনা এই অবস্থায় আমরা এর বিরোধীতা করছি স্যার। তৃতীয় যে কথাটি শুনি ট্রিপ এতে কি আছে এটার মধ্যে আছে ট্রেইড রিলেটেড ইনটেলেকচুয়াল প্রপারটি রাইট বাকী যেটা ছিল সর্ব্বনাশা তৃতীয় স্তরের মধ্যে ডোকানো আছে। এখানে বাণিজ্য সম্পর্কিত. মেধা সম্পর্কিত, সংস্কৃতি সম্পর্কিত আলাদা আলাদা করে সব বলা হয়েছে। অর্থনীতি সম্পর্কিত, মেধা সম্পর্কিত তার মধ্যে সমস্ত পেটান্ট রাইট যা আছে এই পেটেন্ট রাইট হচ্ছে সুতরাং এই সমস্ত বিষয়গুলি আছে। এমন কি আমাদের যারা লেখক আছে এটার মধ্যে ইনটেলেকচুয়্যাল যদিও প্রপারটি রাইট আছে এর মধ্যে কপি রাইটেরও কথাটি আছে যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ব ভারতীর সঙ্গে উনার চুক্তি আছে। উনার কপি রাইট ওখানে বাধা অনা কেউ পারেন না সেটা করতে। এখানে আমাদের এই রকম কপি রাইট রাখা চলবে না সেটা আমাদের বন্ধক দিয়ে দিতে হবে। যদি কোন পেটেন্ট আবিস্কার করে আমাদের দেশের বিজ্ঞানী আমার উৎকণ্ঠা ওখানে। জমি তো রাবার নয় টানলে বাড়ে না। আমাদের ভূখণ্ডে জমি বাড়াবার সুযোগ নাই। সুতরাং এই জমিকে কিভাবে বেশী করে ইউটিলাইজ করে কাজে লাগানো যায়, যাতে বেশী করে ফসল উৎপাদন করা যায় সেইদিকে যাওয়ার জন্যই ত প্রযুক্তির দরকার। তারজন্যই ত বিজ্ঞান, প্রযুক্তির প্রশ্ন। সেজন্য আমাদের যারা কৃষি বিজ্ঞানী আছেন; আমাদের যারা ভূ-বিজ্ঞানী আছেন তারা নতুন নতুন সমস্ত রিসার্চ করে সমস্ত উন্নত বীজ, সার এইগুলি বের করছেন, যাতে আমরা উৎপাদন বাড়াতে পারি। আমরা চীৎকার করে বলব আমরা সবুজ বিপ্লব করব, আমরা খাদ্যে স্বয়ন্তর হব, আর খাদ্যে স্বয়ম্ভর হতে গেলে পরে আমাদের দেশের যারা কৃষি বিজ্ঞানী আছেন, তারা যেসব আবিস্কার করবেন, তারা আবিস্কার করে আমার দেশের উৎপাদন বাড়াবেন সেই জায়গায় ওটা আমরা পারি না। এইটা আমাদের করা যাবে না, বন্দক দিয়ে দিতে হবে ওদের কাছে। ওদের যে সার আছে, বীজ আছে সেগুলি আমাদের দেশে আনতে হবে। তা আমরা কি করব? সুতরাং এইসব ব্যবস্থা ওরা করছে। সুতরাং আমাদের দেশের বিজ্ঞানী বলুন, এইটা শুধু কৃষির ক্ষেত্রে আমি বলছি না, চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, অন্য যেকোন, এমনকি শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে, সাহিত্যিক যারা আছেন তারাও যদি নতুন কিছু ভাবেন, যা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেতে প্রভাবিত করতে পারে এই ধরণের তত্ত্ব যদি বের করেন তাহলে সেটাও তাদের কাছে বন্দক দিতে হবে, এইটাও এখানে চলবে না। আমাদের বিজ্ঞানী যা বার করবেন সেটা কালচার হবে আমেরিকায়। ওখানে করে ওখান থেকে তৈরী হয়ে আমার দেশে আসবে। আমি যা দিলাম সেটা ওখানেই হবে, তার অর্থ আমার যদি কিছু না থাকে তাহলে আমার দেশের বিজ্ঞানী কেন এইখানে থাকবে? আমার দেশে যদি কোন রকমের রিসার্সের সুযোগ না থাকে তাহলে কেন থাকবে? এইটা যদি সুযোগ না থাকে তাহলে আমার দেশের যে মেধা আছে সেটা কেন থাকবে? চলে যাবে আমেরিকাতে। ওরা সেই দেশে গিয়ে কম পয়সায় তাদের সেখানে কিনে নিয়ে

গিয়ে ওদের যাতে উন্নতি হয়, ওদের অর্থনীতি যাতে চাঙ্গা হয়, তার জন্য ব্যবস্থা করবে। সেজন্য এই যে ডাঙ্কেল প্রস্তাব এইটা একটা সর্ব্বগ্রাসী চক্রান্ত, সে চক্রান্তে একটা জাতির অস্তিত্ব বিপন্ন করে তোলে। তার জন্যইত আমরা এত উৎকণ্ঠা প্রকাশ করছি। স্যার, মাননীয় সদস্য ভর্ত্তুকীর ব্যাপারটা বলেছেন, আমি সেই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করতে চাইনা। কোন কিছুতে ভর্ত্তুকী দেওয়া যাবে না। ভর্ত্তুকী মানেই ত মানুষকে সেবা। ওরা ভর্ত্তুকী দিতে পারবে, ওরা ভর্ত্তুকী দিয়ে যেখানে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ওরা কিছু ভর্ত্তুকী দিয়ে ওদের অ্যাকস্‌পোর্ট যে ট্রেইড তার মধ্যে ওরা দিতে পারবে, আমাদের যে অ্যাক্‌সপোর্ট ট্রেড আছে যেটা আমাদের ভর্ত্তুকী ছিল ২ হাজার কোটি টাকা। সেই ৯১ সনেও আমরা ২ হাজার কোটি টাকা দিয়েছি তারপর থেকে ক্রমশঃ কমে আসতে আসতে এইবার একেবারে শেষ হয়ে গেল। মনমোহন সিংরা যা করছেন, ওদের আসবার সুযোগ করে দেবার জন্য বাইরের যেসব কোম্পানী আছে ইন্টারন্যাশন্যাল আছে, মাল্টিন্যাশনাল আছে ওরা যাতে আমার দেশে ঢুকতে পারে তার জন্য যে অ্যাকসাইজ ডিউটি ছিল এই অ্যাক্‌সাইজ ডিউটি ওরা তুলে দিয়েছে, সহজ করে দিয়েছে ওদের আসবার পথ! যে আমেরিকা এই ডাঙ্কেলকে দিয়ে প্রপোজাল দিয়েছে যে মনমোহন সিংরা ভারতবর্ষের মাটিতে দাড়িয়ে এইসব চীৎকার করছেন যে আমদানীকে সুযোগ করে দেবার জন্য এখানে অ্যাকসাইজ ডিউটি কমাতে হবে যাতে ওরা আসতে পারে। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় হচ্ছে এই ডাঙ্কেল সাহেব যে দেশের জন্য এইসব করছেন সেই আমেরিকাতে স্যার, ক্যারিফওয়াল করে রেখেছে যাতে বাইরের কোন জিনিস ওদের দেশে ঢুকতে না পারে। আমি মনমোহন সিংকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, নরসীমা রাওকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, যে তত্বে আমার দেশের শিল্পকে উন্নত করার জন্য, যে তত্বে আমার দেশের ক্যারিফরয়াল তুলে দেওয়া হচ্ছে, অ্যাকসাইজ ডিউটি তুলে দেওয়া হচ্ছে একই তত্বে আমেরিকাতে ক্যারিফওয়াল দেওয়া হয়েছে যাতে আমেরিকার বাজারে অন্য কোন রাষ্ট্রের কোন ইণ্ডাস্ট্রিয়েল গুডস ঢুকতে না পারে। কোন্ তত্ব, কোন্ যুক্তি পৃথিবীর কোন্ মস্তিস্কওয়ালা মানুষ বিশ্বাস করবে? স্যার, এইটা বিশ্বাস করতে পারে না। সেজন্য ওরা এমন সেবা শুরু করেছে, আমার দেশের মানুষের, সেদেশের স্বাধীনতা সমস্ত কিছু বন্ধক দিয়ে ওরা আমেরিকার সেবায় লেগেছে। যার জন্য আমরা এইসব বিরোধীতা করছি। এই যুক্তি মানলে আমার দেশের স্বাধীন অর্থনীতি গড়ে তুলবার স্বপ্ন চিরদিনের জন্য শেষ হয়ে যাবে। ওরা বলবে ডাংকেল প্রস্তাবের মধ্যেতো আছে যে দেশ মানবে না সেই দেশ একবার সই করলে পরে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। কিন্তু ওখান থেকে বেরোবার কোন সুযোগ নাই! ওরা বলেছে বেরিয়ে এলেও এই প্রস্তাবের মধ্যে আছে যে, যদি বেরিয়ে আসে তাহলে ছয় বছর তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা করতে পারবে না। তাহলে এইটা একবার সই করে যদি কোন চুক্তি না মানে তাহলে আমেরিকা ওখানে দিচ্ছে ৩০১, স্পেশাল ৩০১। দুইটা, একটা ৩০১ না। একটা শুধু ৩০১, আর একটা সুপার ৩০১। আরও কত ৩০১ তারা তৈরী করবে তা বলা মুশকিল। সুতরাং এইসব রক্ত চক্ষু

আমাদের উপর দেওয়া আছে। তার অর্থ হচ্ছে এই চুক্তিতে সই করার পর যদি দেশের মানুষের স্বার্থে কোন রকম চিন্তা করে শাসকরা কিছু ভঙ্গ করেন তাহলে ৩০১ লাগিয়ে দেবে। মানে আমাদের ঘাড়টা মচকে ধরবে এই রকম একটা জায়গায় এইটা করা হচ্ছে। তাহলে তাদের চুক্তিটা কি, আপনারা বলবেন তারা কি কিছুই বুঝে না, তারা কেন এইটা করছে। কি যুক্তিতে মনমোহন সিং রা এইটা করছে। প্রথম যুক্তি হিসাবে ওরা নিয়েছে মূল ধন আমাদের দেশে আসবে। স্যার, আমাদের মূল ধন কি বার বার আসে। মূল ধন একবারই আসে এবং এই একবার আসার পরে শুধু যেতে থাকে। আর কখনও আসে না, এটাই ইণ্ডাষ্ট্রির নিয়ম, এইটা অর্থনীতির নিয়ম, এটা শিল্প নীতির নিয়ম। তারপর এইটা শুধু যেতেই থাকে আর আসে না। বাহিরের মূলধন আমাদের এখানে আসবে ভাল কথা, কিন্তু তারপরে আমাদের এখানে যে প্রডাকশান হবে তা অনন্তকাল ধরে শুধু যেতেই থাকবে। সুতরাং সেই জন্য একবার আসার পরে চিরকালের জন্য যাওয়ার রাস্তাটা পরিস্কার হয়ে যাবে। কাজেই এই যুক্তিটা যার বিন্দুমাত্রও অর্থনীতি সম্পর্কে জ্ঞান আছে সে কখনও মানতে পারবে না। তাদের দ্বিতীয় যুক্তি হলো উন্নত প্রযুক্তি আসবে। আমি জিজ্ঞাসা করি মনমোহন সিংদের এবং যে সব ভদ্রলোকরা নিজেদের শিক্ষিত বলে পরিচয় দেন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করি যে, আমার দেশে কি উন্নত প্রযুক্তি আমদানি করার জন্য ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। আমার ভারত হেভী ইলেকট্রিকেলস আছে, সেটা কি শুধু ভারতবর্ষের একটা কোম্পানী, এর সঙ্গে আছে জেনারেল ইলেকট্রিসিটি অফ্ ইউ এস। ইউ এস-এর জেনারেল ইলেকট্রিসিটির সঙ্গে কি কোলাবোরেশান, ভারত হেভী ইলেকট্রিক্যালস গড়ে উঠেছে কত বছর হয়েছে, এর জন্য যুগান্তকারী সব ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে বলে কতবার শুনেছি। নেহেরুর আমলেতো তার জন্য বিখ্যাত হয়ে গেলেন নেহেরু। তারপরে আরও কতজন চলে গেলেন। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি এই হেভী ইলেকট্রিক্যালস এ কি হয়েছে, সেখানে আমার যে ইঞ্জিনীয়ারসরা আছেন তারা কি পারেন একটা যন্ত্র খারাপ হয়ে গেলে আমার এখানে তা তৈরী করতে। এই ব্যবস্থা কি এত বছরে হয়েছে, না হয়নি। কারণ কেউ ট্রেড সিক্রেট কখনও ছাড়ে না। সুতরাং তার জন্য এখন আমাদের এখানে আমরা টের পাই প্রতি মুহূর্তে, আমার রুখিয়াতে আমার একটা নজরুল খারাপ হয়েছে একটা মেশিনের, এখন আমাকে দুই মাস বসে থাকতে হবে। কেন, কারণ আমেরিকা থেকে যদি আমার এই নজরুল না আসে তাহলে পরে আমার এখানে যন্ত্র খুলবে না। এই যদি হয় প্রযুক্তি আমদানী মনমোহন সিংদের ভাষায় তাহলেতো ভারতবর্ষ থাকবে না, ভারতবর্ষের শিল্প থাকবে না, বাণিজ্য থাকবে না। সেই জন্যই আমি বলছি প্রযুক্তি কখনও আসে না, এইটা নিজেদেরই করে নিতে হয়। সুতরাং ট্রেড সিক্রেট কোন দেশ ছাড়ে না, কোন কোম্পানী ছাড়ে না, এইটা [illegible]তে হবে। তাদের কথা হচ্ছে রপ্তানী বাড়বে। আমার জিজ্ঞাস্য হচ্ছে কি হয়েছে, আমিতো প্রতি[illegible] সকাল বেলা এই সেয়ারের ব্যাপাগুলি দেখি টি ভিতে দেখায়, এত ফ্লাগ চুয়েশানতো কোন দিন দেখিনি। দিনে ৪ হাজার পয়েন্টের ফ্লাগচুয়েশান হচ্ছে

সকালে বিকালে, দেশের অর্থনীতির অস্থিরতা সেখান থেকে প্রতিফলিত হয়। কারণ সেখানে টাকা ঢুকে যাওয়ার জন্য টেক্সতো দিতে হয়না। ভারত গভর্ণমেণ্টের কোন টেক্স দিতে হয়না, সেয়ার মারকেট এইভাবে গড়ে উঠেছে, ওখানে যা আসে আর যায় তা দিয়েই বুঝা যায় যে মনমোহন সিং-এর এই যুক্তি কত কাঁচা যুক্তি, এই যুক্তিতে বলে রপ্তানী বাড়বে। সেই জন্যই আমরা দেখেছি রপ্তানীতে ৮·৩ পারসেণ্ট ঘাটতি গেল বার হয়েছে, এবার তারচেয়ে কম হয়েছে, এইটা এখন আর চেপে রাখতে পারছে না। প্রতিদিন সকাল বেলা আমরা টি, ভি. তে দেখি প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর অন্তর দেখতে পাই যে প্রতি মুহূর্তে এইটা ফাকচুয়েট করছে। গত মাস থেকে এই মাসে এটা ফ্লাকচুয়েট করে নেমে এসেছে—উপরের দিকে নয়। রপ্তানী বাণিজ্য ৮·৩ পারসেণ্ট গেলো বছরে এবং গড় ছিল ৮·২ পারসেণ্ট। তাহলে আমি তো বাড়তে দেখছিনা—এইটা কমছে! তো মনমোহন সিং এর এই যুক্তি কোথায় গেলো? এখনই যদি এই অবস্থা তবে এইটা আর কবে হবে? সেই জন্য আমরা দেখছি যে এই প্রস্তাব ভারতবর্ষের সমস্ত অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেবে। এই প্রস্তাব ভারতবর্ষকে পরাধীনতার নাগপাশে বেঁধে দেবে। এরা যা করছে—কেন্দ্রিয় সরকার যা করছে তাতে ভারতবর্ষকে সর্ব্বনাশের শেষ সীমায় পৌঁছে দিচ্ছে। এখন আপনারা বলতে পারেন যে ভারতবর্ষের এখন কি করা উচিত? ভারতবর্ষ আগে যে রাস্তায় চলছিল গত চার বৎসরে যে অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলছিল (ওরা এতদিন পারেনি এই ডাংকেল প্রস্তাব ভারতবর্ষের উপর চাপিয়ে দিতে) যে প্রস্তাব নিয়ে ভারতবর্ষ এগিয়ে ছিল যেটা আগে উল্লেখ করেছি— 'নিউ ইন্টারন্যাশন্যাল ইকনোমিক্ অর্ডার নিজেদের মধ্যে যে সমস্ত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি রয়েছে তারমধ্যে একটা বাণিজ্যিক ভিত্তি গড়ে তোলা এবং তাতে করে এই অর্ডারে বলা আছে— যেটা আমাদের রাষ্ট্রসংঘে পাশ হয়েছিল যে উন্নত দেশগুলির সঙ্গে অনুন্নত দেশগুলির সুসম্পর্ক গড়ে উঠবে। কিন্তু এই রিলেশন গড়ে উঠতে পারেনি, যতক্ষণ পর্যন্ত এই আমাদের দেশটি তার সমপর্য্যায়ে উন্নীত হচ্ছে। সুতরাং এই নিউ ইকনোমি অর্ডারের মূল কথা হচ্ছে যে অনুন্নত দেশগুলিকে উন্নত দেশগুলির সমপর্য্যায়ে উঠাতে হবে। সেজন্য উন্নত দেশগুলি অর্থনৈতিকভাবে অ-উন্নত দেশগুলিকে সাহায্য করবে।

স্যার, এই প্রস্তাবের তো ৪৩৬ পৃষ্ঠার বই। তার মধ্যে প্রতি ছত্রে ছত্রে অসংখ্য বিষয় রয়েছে সেগুলি এই অল্প সময়ের মধ্যে বলা সম্ভব নয়। সেজন্য মূল বিষয়গুলি বললাম। যার জন্য তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে সঙ্গে নিয়ে— আমেরিকান আগ্রাসনকে যদি রুখতে হয়, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনকে যদি রুখতে হয়— তাহলে এই 'নিউ ইকনোমিক অর্ডার তাকেই আবার রিভাইভ্ করে তাকেই নিয়ে আবার অগ্রসর হতে হবে এবং এই তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলিকে ঐক্যবদ্ধভাবে এর বিরুদ্ধে রোখে দাঁড়াতে হবে, এ ছাড়া অন্য কোন রাস্তা আর নেই।

এখন এই বিপদে আমাদের কি করতে হবে? স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে এই বিধানসভার

মাধ্যমে ত্রিপুরার মানুষের কাছে আবেদন রাখতে চাই যে—যদিও শুধু ত্রিপুরার মানুষ লড়াই করে পারবে না, তবু ত্রিপুরার মানুষের ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং অর্থ নৈতিক যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তার বিরুদ্ধে এইখান থেকেই কণ্ঠ সোচ্চার হয়েছে, এইখান থেকেই তার আন্দোলন শুরু হয়েছে, এই আন্দোলন সারা ভারতবর্ষে বারে বারে ব্যাপৃত হয়েছে, বিস্তৃত হয়েছে, বারে বারে ভারতবর্ষের আন্দোলনকামী মানুষকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। এবং এই সেদিনও গত পাঁচ বছরে এইখানে যা ঘটেছে তার বিরোদ্ধে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম শুরু হয়েছে এবং সে লড়াইয়ে ত্রিপুরার মানুষ এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে ভারতবর্ষের মানুষের কাছে মাইলষ্টোন্ হয়ে দাঁড়িয়েছে-এই ত্রিপুরা। সুতরাং তারজন্য আমি ত্রিপুরার মানুষের কাছে আবেদন রাখব—গোটা ভারতবর্ষে যেসমস্ত গরীব মানুষ আছে তাদেরকে আজকে ঐক্যবদ্ধভাবে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে, দাঁড়িয়ে ভারত সরকারকে বাধ্য করতে হবে, মনমোহন সিংএর সরকারকে, নরসিমহা রাওয়ের সরকারকে বাধ্য করতে হবে যে যদিও তোমরা সই করেছ—কিন্তু এই প্রস্তাব ভারতবর্ষে প্রয়োগ করা চলবে না। এই চুক্তিতে যা হয়েছে এই চুক্তির কোন শর্তই ভারতবর্ষে প্রয়োগ করা চলবে না। আজকে সারা ভারতবর্ষের মানুষকে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলতে হবে এবং এই চুক্তিকে কার্যাকরী করা থেকে তাদের বিরত রাখতে হবে। এই আবেদন আপনার মাধ্যমে রেখে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্তী মহাশয় যে প্রস্তাব উংথাপন করেছেন তাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকারঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীপান্নালাল ঘোষ মহাশয়। দশ মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করবেন।

শ্রীপান্নালাল ঘোষ (রাধাকিশোরপুর) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রী তপন চক্রবর্তী মহাশয় আজকে ডাংকেল প্রস্তাব নিয়ে এইখানে যে প্রস্তাব উৎথাপন করেছেন এবং উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সেই উদ্বেগের সঙ্গে আমিও সহমত পোষণ করি। কারণ আজকে ডাংকেল এর যে প্রস্তাব এইটা আসলে এক ধরণের চক্রান্ত এবং উন্নত দেশগুলি তাদের স্বার্থ যাতে অক্ষুন্ন থাকে তারজন্য এই ডাংকেলকে ভর করে 'গ্যাট' এর মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি যেগুলি উন্নয়নশীল দেশ এবং অনুন্নত দেশ তাদের বাজার কিভাবে কব্জা করবে তাদের উপর কিভাবে তাদের প্রভাব বিস্তার করবে তারই একটা কৌশল এইখানে করা হয়েছে। তৃতীয় দেশগুলির অর্থনীতির উপরে প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারের স্বার্থে এই পদ্ধতিগুলি আজকে 'গ্যাট' এর মাধ্যমে আমাদের সামনে এসে পড়েছে। যেটাকে বিশ্ব অর্থনীতির উপর প্রভাব প্রতিপত্তি ফেলার স্বার্থেই এই পদ্ধতিগুলি আজকে গ্যাটের মাধ্যমে আমাদের সামনে এসে পড়েছে। আমাদের যারা কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ আছেন, যাদের এগুলিকে প্রতিহত করার কথা ছিল অন্তত দেশের কথা চিন্তা করে। কিন্তু তারা আজকে শ্রেণী স্বার্থের কথা চিন্তা করে তারা সেটাকে সায় দিচ্ছেন। ডাংকেল প্রস্তাবের মধ্যে অনেক বিষয় উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু শুধু মাত্র তার যে অংশটা আমাদের সামনে এসেছে-তাতেই আমরা উদ্বেগ প্রকাশ করছি। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপরে

তার প্রভাব কি পড়বে ? কিন্তু আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব চাইছেন যাতে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের সামনে এইগুলি কোন খোলসা হয়ে না উঠে। এটি রেখে--ঢেকে আমাদের সামনে আনা হচ্ছে। আমরা যেখানে উদ্বেগ প্রকাশ করছি সেখানে তারা বলার চেষ্টা করছে যাতে এটা আমরা গ্রহণ করি। এটা আমাদের ততটা খারাপ হবে না। কিছুটা ভাল হবে। এইভাবে প্রকাশ করার চেষ্টা হচ্ছে। যেখানে আমাদের দেশের ৯০ কোটি লোকের মধ্যে বেশীরভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করছেন, বেকার মানুষ রয়েছেন সেখানে আজকে গ্যাটের ভিতর দিয়ে ডাংকেল প্রস্তাব আমাদের সামনে রাখছেন। আমাদের দেশের বেশীরভাগ লোকই কৃষিজীবি। কৃষির উপর নির্ভর করে আজকে তারা জীবন-জীবিকা চালাচ্ছেন। সেখানে আমাদের কৃষকরা নানা ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে তাদের প্রকৃতি-উদ্ভিদ—প্রাণী সম্পদকে কাজে লাগিয়ে চেষ্টা করছে সম্পদ আবিস্কার করার জন্য। এবং এগুলির সঙ্গে তাদের যে অভিজ্ঞতা, তাকে কাজে লাগিয়ে এই যে মানব সভ্যতা এগিয়ে যাচ্ছে এবং কৃষিব্যবস্থার বিকাশ হচ্ছে এর ফলে। এই কৃষির সঙ্গেই আজকে আমাদের ভারতবর্ষে প্রগতি-সাহিত্য-সংস্কৃতি সব কিছু জড়িয়ে আছে। এবং এরমধ্যে যে রিসোর্স আছে সেগুলিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা হচ্ছে। এখন এই যে ভারতবর্ষের মত দেশ, প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর কি করে কাজে লাগানো যায়। আমাদের দেশে ইংরেজ ছিল। এই যে উপনিবেসিক শক্তি তারা আমাদের দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। এখান থেকে তারা প্রকৃতিক সম্পদকে তারা নিয়ে গিয়েছে, সেখানে থেকে তৈরীজাত পদার্থ হয়ে আমাদের দেশে এসেছে। বেশী দামে কিনতে বাধ্য হয়েছে একটা শ্রেণী। যারা পারেনি তারা কিনতে পারেনি। এখান থেকে কম দামে যে উপকরণ নিয়েছে এবং সেখানে এইগুলি তৈরী হয়েছে, সেখানকার শিল্প সমৃদ্ধ হয়েছে। সেখানকার যারা সাম্রাজ্যবাসী শক্তি তাদের যারা শ্রেণীভুক্ত লোক তাদের সম্পদ হয়েছে। তারা আমাদের দেশে সেগুলি নিয়ে এসেছে আমরা সেটা দেখেছি। আমাদের দেশের যে উন্নতি সেই উন্নতি তাদের লক্ষ্য ছিল না। সেই কারণে ইংরেজরা আমাদের দেশকে লুণ্ঠন করেছে। আমরা দেখেছি আমাদের এখানে কৃষকদের স্বার্থে ফসল ফলানো হত না। আমরা সেই সময়ে বৃটিশদের অত্যাচার শুনেছি। কি করে তখন নীল তৈরী করা হত। নীল তৈরী না করলে কিভাবে অত্যাচার করা হত। বিদ্রোহ করলে কিভাবে বিদ্রহ দমন করা হত সেগুলি আমরা শুনেছি। তখনও সেইভাবে উৎপাদন করা হত সেই উৎপাদনের উপর নির্ভর করে তখনও নীল তৈরী হত। তাছাড়া তখনও কৃত্রিম নীল তৈরী হয় নি। তাই সে দেশের শিল্পের প্রয়োজনে কাঁচামালের প্রয়োজনে তখন বাধ্য করা হত। সেই সব জিনিষগুলি আমাদের জানা আছে। সেই ঔপনিবেশিক শক্তি তারা নিজের স্বার্থে কিভাবে আমাদের দেশকে ব্যবহার করত, আমাদের লোকদের ব্যবহার করত। তখনও তারা চিন্তা করেন নি আমাদের এই দেশের মধ্যে যারা আছে তাদের কিভাবে সমৃদ্ধ করা হবে। তাদের জীবন জীবিকার মান উন্নয়ন করা হবে, তারা কিভাবে দুমোঠো

খেতে পারবে সেই চিন্তা তারা করেন নি। তাদের কিভাবে লাভ হবে সেটাই ছিল বিচার্য। বিষয় এবং সেই ক্ষেত্রে তাদের কোন নিয়ম ছিল না, আইনকানুন সব ছিল তাদের হাতে। ঠিক এই অবস্থার মধ্যে আমাদের দেশের শিল্প বিকাশ হউক বা না হউক কিন্তু তারা লুণ্ঠন করেছে এবং তাদের দেশের শিল্প সভ্যতার ভীত তৈরী করেছে। আজকে আমাদের দেশে সেইরকম ঔপনিবেশিক শক্তি এখন নেই, ইংরেজ এখান থেকে চলে গেছে, আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু স্বাধীন হলেও আমাদের এখানে যতটুকু শিল্পের বিকাশ হয়েছে মূলত তার সঙ্গে কৃষি জড়িত, কৃষি ভিত্তিক। আজকে সেই কৃষির উপর ডাংকেলের যে প্রস্তাব সেটা বেশী পরিমাণে আঘাত করেছে এই কৃষির উপর। যেহেতু আমাদের এই ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ, সেখানে দেখা যাচ্ছে বেশী পরিমাণে আক্রান্ত হচ্ছে। আক্রান্ত হচ্ছে আমাদের যে বৌদ্ধিক জ্ঞান আছে, যেটাকে মেরিট বলা হয় সেটা যারা তৈরী করেছে সেটাকে তারা পেটাইন আইনের মধ্যদিয়ে নিয়ে গিয়ে সেই দেশের যে বহুজাতিক সংস্থাগুলি আছে সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা পরিচালিত সেখানে কিভাবে পেটাইন হিসাবে চালাবে এবং এরফলে কৃষি এবং কৃষি যুক্ত যারা আছেন তাদের যে অর্থনৈতিক ধ্বংস হবে, দেশের যে স্বাধীনতা আছে সেই স্বাধীনতা বিপন্ন হবে, আমাদের দেশের উপর অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দেবে। এই যে আশংকা যে উদ্বেগ সেই—উদ্বেগের জন্য আজকে বিধানসভায় মাননীয় সদস্য এই প্রস্তাব এনেছেন। আপনারা সবাই শুনেছেন শুল্ক বানিজ্য, সাধারণ চুক্তি, নাম এই গ্যাট। যদিও এর সঙ্গে যুক্ত কৃষি, কৃষি আগে যুক্ত ছিল না; পরে যুক্ত করা হয়েছে। আজকে কৃষির ক্ষেত্রে যে পরিমানে আমাদের দেশে নিয়ন্ত্রন আনা হচ্ছে বিশেষ করে আমেরিকা, জাপান, ইউরোপ। সেখানে দেখেছি যে আগে আমেরিকা একটা সময় যেভাবে আমাদের খাদ্য দিত সেই খাদ্যের মান যাই হউক না কেন সেটা আমাদের নিতে হত বাধ্য হয়ে। আজকে আমাদের দেশ স্বয়ং সম্পূর্ণ হবে, স্বাবলম্বি হবে, এই স্বাবলম্বি যদি আমরা হতে না পাবি তার জন্য তারা কি করছে, যে আমাদের দেশ স্বাবলম্বি হওয়ার ক্ষেত্রে কিছু কিছু ইনসেনটিভ দেওয়া সেখানে কৃষি উৎপাদনের জন্য মিনিক্যাট দেওয়া বা অন্যান কিছুর ভিতর দিয়ে সুযোগ দেওয়া সেই সুযোগ আজকে দেওয়া যেতে পারবে না।

সেই সামরাজ্যবাদী দেশ, উন্নত দেশগুলির প্রয়োজনে যদি লাগে- এই যে একটা দুমুখো নীতি, কৃষির উন্নতির জন্য সাবসিডি প্রত্যাহার করতে দেওয়া যাবে না তবে এখান থেকে যে সব জিনিস রপ্তানি করা হবে সেই সমস্ত দেশে গিয়ে এইগুলি তাদের ভোগে লাগবে সেই সমস্ত জায়গায় দেওয়া যাবে। এই যে দুই রকমের পদ্ধতি- এর ভেতর দিয়ে একটা জিনিস ফুটে উঠেছে যে আমাদের দেশটাকে ধ্বংস করতে চায়, আমাদের দেশের অর্থনীতিটাকে ধ্বংস করতে চায়। আরেকটা জিনিস এখানে ঔপনিবেশ শক্তি এখানে থেকে শাসন করছে না কিন্তু একটা দূর নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের মত সুতার সাহায্যে আমাদের দেশে যারা শাসক শ্রেণী আছে তাদের মাধ্যমে আজকে এখানে ঔপনিবেশিক শক্তির যে রেশ আছে সেইগুলিকে কাজে লাগিয়ে আমাদের যে অবস্থাটা সেটাকে তারা চায় এবং এর জন্য যে

গরীব মানুষ তারা যাতে অন্নের মধ্যে বা সস্তা দরে যে চাউল বা খাদ্য পাওয়ার যে ব্যবস্থা, সেটাকে আস্তে আস্তে তুলে দিতে হবে পি, ডি এফ সিস্টেমটা আর থাকবে না, সাধারণ দামেতে তাদেরকে কিনতে হবে, এই গুলিকে বিক্রি করতে একটা সর্বক্ষেত্রে আজকে একটা প্রতিযোগিতা সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে. সেই জন্য আজকে আমি বলছি উন্নতশীল দেশগুলি আজকে তাদের সমস্ত ব্যবস্থা নিচ্ছে, উন্নয়নশীল দেশ বা আজকে যারা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি স্বাবলম্বি হতে না পারে. দাঁড়াতে না পারে সেই জন্য যে আক্রমন, এই আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে এই বিধানসভার ভিতরে মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তাকে সমর্থন করি এবং এর ভেতর দিয়ে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার যে জায়গায় যাচ্ছেন এবং আমাদের দেশটাকে যে জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন. আমাদের আগামি প্রজন্ম সেই জায়গায় গিয়ে পড়বেন সেই জন্য আমাদের যে উদবেগ সেই উদবেগ যাতে এই বিধানসভার ভেতর দিয়ে রাজ্য সরকারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যায়, এই দাবী যেটা এই প্রস্তাবের মধ্যে আছে আমি সেটাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীঅরুন ভৌমিক।

. ১০ মিনিটের মধ্যে শেষ করতে হবে। কারণ আরেকটা প্রস্তাব রয়ে গেছে নিরুপায় আমি।

শ্রীঅরুন ভৌমিক :—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, ভারতবর্ষের যে সংবিধান তাতে বলা হয়েছে যে, এই দেশটা একটা সেকুলার দেশ, একটা সোসালিস্ট দেশ হবে এবং পার্লামেন্টারী ডেমক্রেসির মাধ্যমেই আমাদের একটা সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক বিকাশ দেশে ঘটাতে হবে। এবং এখানে ডাইরেক্টটিভ প্রিন্সিপাল থেকে শুরু করে প্রিয়াম্বল থেকে সুরু করে আমরা দেখতে পাই যে ভারতবর্ষের সকল মানুষের জন্য আর্থিক সামাজিক উন্নয়নের জন্য এই সংবিধানে বলা হয়েছে। প্রভিশান করা হয়েছে। আজকে যেহেতু এই প্রস্তাবের মধ্যে একটা কথা আছে যে, এই যে গ্যাট চুক্তি বা ডাংকেল চুক্তির জালে আটকে গেছেন সেটা আমাদের সংবিধান বিরোধী। এর অর্থ এই দাঁড়াচ্ছে যে সংবিধানে আমরা যা চেয়েছি যারা সংবিধান প্রণয়ন করেছেন এবং পার্লামেন্টে সময় থেকে সময়ান্তরে আজকে পর্যন্ত সংবিধানে যে সোসিয়ালিজম বা সোসিয়ালিষ্টিক ইকনমি যেটা আজকে এখানে গ্রহন করার কথা, ক্রমশ এটাতে আরো জোরদার করার কথা রয়েছে তার পরিপন্থী সমস্ত কাজ হচ্ছে। এবং কিছু দিন আগে থেকে অতিসম্প্রতি বিশেষ করে আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে ডঃ মনমোহন সিং অর্থমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে চাকাটা আগে যে ভাবে ঘুরছিল তার ঠিক উল্টা দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আর সেখানে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি বিধানের ফলে সম্পূর্ণ পুজিবাদী অর্থ নৈতিক গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু এই পুজিবাদী অর্থনিতীকে আরও মজবুত করা হচ্ছে দিনের পর দিন। এটা ঘটনা। সেই দিক থেকে আজকে সর্বশেষ নয়া অর্থনীতি, নয়া শিল্পনীতি কেন্দ্র সরকার করেছেন, বিদেশী পুজি অনুপ্রবেশ করার জন্য মাল্টিন্যাশনেলকে আনার জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা করেছেন। তার পরে সর্বশেষ যে গ্যাট,

ডাংকেল চুক্তিতে কেন্দ্র সরকার জড়িয়ে পরেছেন। প্রথম থেকে এটার প্রতিবাদ করা দরকার ছিল। ভারতবর্ষ যদি এটার প্রতিবাদ করত তাহলে আরও অনেক দেশ সেখানে সই করত। কিন্তু আমরা আমাদের অর্থমন্ত্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভার মাধ্যমে আমরা এমন একটা অবস্থার মধ্যে চলে গিয়েছি এমন একটা ক্যাম্পে আমরা যোগ দিয়ে দিয়েছি আই এম এফ থেকে আমরা লোন নিয়ে নিয়েছি তাদের শর্ত মেনে নিয়েছি এখন যাবতীয় শর্ত যা আসবে ক্রমে ক্রমে কেন্দ্র সরকার সব মেনে নেবে। এবং দেশকে আত্মনির্ভর করার কথা তো দূরে থাক দেশের অর্থনৈতিক সম্পূর্ণ বিপন্ন। আজকে এই গ্যাট চুক্তি নিয়ে ডাংকেল প্রস্তাব নিয়ে সারা ভারতবর্ষে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। কিন্তু এটা সত্য কথা, এই যে প্রস্তাব তাতে ইমপেক্ট কি হবে কত দূর হবে, তা কত দূর ভয়ঙ্কর দেশের জন্য এই দেশের স্বাধীনতার জন্য এই দেশের কোটি কোটি মানুষের জন্য যে যারা আজকে খাদ্যের জন্য বস্ত্রের জন্য বাসস্থানের জন্য যারা সংগ্রাম করেছেন, শ্রমিক যারা ন্যূনতম চাহিদার জন্য সংগ্রাম করেছেন আগামী দিনে তাদের কি অবস্থা হবে। এই যে সমস্যা সেটা আজকে হয়ত এই চুক্তির মাধ্যমে কু-ফল দেখা দিতে পারে আজকে সব মানুষ হয়ত সেটা জানেন না। এই ব্যাপারে বামফ্রন্ট, জনতা দল সারা ভারতবর্ষে আন্দোলন করছেন। জনগণ যে দিন বুঝতে পারবে এবং যেদিন আমরা সব চুক্তির কু-ফল দেখতে পারব তখন সেটা প্রতিয়মান হবে যে, আজকে এই কেন্দ্রীয় সরকার নরসীমা রাও সরকার আগামী দিনের ভারতবর্ষ, আগামী দিনের প্রজন্মের জন্য কত ক্ষতি করে গিয়েছেন। তাই আজকে মাননীয় সদস্য তপন বাবু যে প্রস্তাব এই হাউসে এনেছেন অত্যন্ত সময় উপযোগী, যদি আমরা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা চাই, যদি আমরা সার্বভৌমত্ব চাই তাহলে এই প্রস্তাবকে সমর্থন না করার কোন বিকল্প নাই। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :—এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্তী মহাশয়ের কর্তৃক উত্থাপিত রিজোলেশনটি ভোটে দিচ্ছে।

এখন, সভার সামনে প্রশ্ন হলো, 'এই সভা মনে করে যে জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড এ্যাণ্ড ট্যারিফ্স এর ৮ম রাউণ্ড প্রস্তাব যা ডাঙ্কেল প্রস্তাব নামে পরিচিত, তা মেনে নেওয়া হলে আমাদের দেশের অর্থ নীতিতে বিপর্যয় দেখা দেবে, যেমন ১) গণ বন্টন ব্যবস্থা বিপন্ন হবে, (২) কৃষি পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা আরোপিত হবে, (৩ বিদেশী পণ্যের অবাধ অনুপ্রবেশের সুযোগ হবে। অতএব, এই সভা মনে করে এই কাজ দেশের সংবিধান বিরোধী।

অতএব, এই সভা এই ডাঙ্কেল প্রস্তাব কার্য্যকর করা থেকে বিরত থাকার জন্য রাজ্য সরকারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী জানাচ্ছে, (The Resolution was put to voice vote and passed,)

মিঃ স্পীকার ঃ-- পরবর্তী রিজলিউশানটি হল, মাননীয় সদস্য শ্রী পবিত্র কর মহোদয়ের। এখন, আমি মাননীয় সদস্যকে তাঁর রিজলিউশানটি সভার সামনে উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীপবিত্র কর (খয়েরপুর) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হাউসের সামনে আমার রিজলিউশানটি হল, 'এই সভা গভীর উদ্‌বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে—

১) বীমা ক্ষেত্র সংস্কারের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গঠিত মালহোত্রা কমিটি দেশের বাজারে দেশী-বিদেশী বে-সরকারী বীমা কোম্পানির অবাধ অনুপ্রবেশ এবং রাষ্ট্রায়ত্ত জীবন বীমাও সাধারণ বীমা সংস্থাগুলি বেসরকারী করণের পর সম্প্রতি যে সুপারিশগুলি পেশ করেছে, তা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী এবং সুপারিশগুলি গৃহীত ও কার্যকর হলে বীমা শিল্পের জাতীয় করণের মূল উদ্দেশ্যই ব্যহত হবে এবং দেশের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

অতএব, এই সভা উক্ত মালহোত্রা কমিটির সুপারিশগুলি প্রত্যাখ্যান করার জন্য রাজ্য সরকারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী জানাচ্ছে।'

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার এই প্রস্তাবের আগেই এই হাউসে একটা প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়ে গেছে—যেটাকে বলা হচ্ছে গ্যাট প্রস্তাব। আর, আমার এই যে প্রস্তাবটা, তারই বাই-প্রডাক্টস বলতে হয়। স্যার, আপনারা জানেন, গোটা ভারতের মানুষ জানে, আজকে কেন্দ্রীয় সরকার যে নীতি চালাচ্ছেন, যে সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি আছে সেগুলিকে বে-সরকারী মালিকদের হাতে তুলে দেওয়ার। এই যে মালহোত্রা রিপোর্ট সেই রিপোর্টের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে, তাই। স্যার, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৯৩-৯৪ সালের বাজেট পার্লামেন্টে পেশ করতে গিয়ে ২৭শে ফেব্রুয়ারী বিমা ক্ষেত্রকে সংস্কার করার জন্য একটা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন করার কথা ঘোষণা করেন। এবং রিজার্ভ ব্যাংকের প্রাক্তণ গভর্ণর ডাঃ আর. এন. মালহোত্রার নেতৃত্বে একটা কমিটি গঠন করেন, বলা হয় যে, ৬ মাসের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করতে হবে। খুব সুন্দর কথা, ভারতে আজকে স্বাধীনতার ৪৭ বছর হতে চলেছে, কি অর্থ নীতির ক্ষেত্রে, কি অন্য কোন নীতির ক্ষেত্রে দেখা যায় কোন সিদ্ধান্তই যথাসময়ে কার্য্যকরী করা হয়নি। আর, দেখা যায় এই ক্ষেত্রে ৬ মাসের আগেই পার্লামেন্টে রিপোর্ট পেশ করা হয়ে গেছে। স্যার, এই কথাটা বলতে গিয়ে, আমি যে কথাটা বলতে চাই, এটা তো একটা অফিসিয়েল কমিটি হয়েছে, কিন্তু এই কমিটি গঠণ হওয়ার পর দেখা যায় ভারতের প্রতিষ্ঠিত একটা সংবাদপত্র টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়াতে লিখেছেন যে এই কমিটি যেটা হয়েছে, তা অফিসিয়ে কমিটি কিন্তু এর আগেই তো কমিটি তৈরী হয়ে গেছে। আর, সেই কমিটি হয়েছিল, ভারতের অর্থ মন্ত্রকের এ্যাডিশন্যাল সেক্রেটারী কে রেড্ডির নেতৃত্বে আগের কমিটিটাকে অফিসিয়েল স্টেটাস দেওয়ার জন্যই এই কমিটিটা হয়েছে এবং তার যে প্রপোজাল ছিল, সেগুলিই মালহোত্রা কমিটির রিপোর্টের মধ্যে আছে। দেখা যায়, আগের কমিটির রিপোর্টকে ডাঃ মালহোত্রা কমিটি কন্টাডিক্ট করতে পারেনি। স্যার, আরও আশ্চর্য্যের কথা, মালহোত্রার নেতৃত্বে যখন এই কমিটি গঠিত হচ্ছে ভারতের বিমা শিল্পকে বে-সরকারী করণের মূল উদ্দেশ্য নিয়েই। স্যার, তার আগে দিল্লীতে ভারতের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে বিশেষ

করে আমেরিকার বিভিন্ন বাণিজ্যিক যে প্রতিষ্ঠানগুলি, তারই একটা কনফারেন্স সেখানে হয়, তাতে আমেরিকার প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন; আর তারা যে প্রস্তাবগুলি উত্থাপন করেছিলেন ভারতের বীমা শিল্পের ক্ষেত্রে দেশী-বিদেশী সমস্ত বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে অবাধে অনুপ্রবেশ করার সুযোগ দিতে হবে, সেগুলিকে আরও মর্ডানাইজ করতে হবে এবং সেই কনফারেন্সে ডাঃ মালহোত্রাও একজন বক্তা ছিলেন। দেখা যায় সেই কনফারেন্সে যে মূল প্রস্তাব ছিল সেটাই পরবর্ত্তী সময়ে মালহোত্রা যে রিপোর্ট পেশ করেন তার সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে মিল রয়েছে। অর্থাৎ অফিসিয়েলি মালহোত্রাকে দিয়ে কমিটি করানো হয়েছে, কিন্তু আসলে বিষয়টা আমেরিকার দিক থেকেই এসেছে। স্যার, আমি আর তার রাজনৈতিক ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না, কারণ সময় খুব কম, এর আগের প্রস্তাব রাখতে গিয়ে ভারতের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা বিস্তারিতভাবে উপস্থিত করা হয়েছে। স্যার, এটা খুবই পরিস্কার যে, ভারতের অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং, তিনি ভারতে থেকেও ভারতের বাজেট করেন না, যেমন আগের দিনে জমিদার বাড়ীর হুক্কা দোতলায় থাকলেও জমিদার বাবু নল দিয়ে সেই হুক্কা নীচের থেকেই টানতেন। তেমনি ভারতের মনমোহন সিং আমাদের অর্থমন্ত্রী উনার হুক্কার কল্কিটিও রয়েছে আমেরিকাতে, আর ভারতে থেকেই উনি সেটাকে টানছেন। কাজেই, স্বাভাবিক কারণেই সেই কল্কিতে আমাদের দেশের মানুষ তামাকের স্বাধ পায়না। কিন্তু হুক্কা খান এজন্য যে, মানুষকে ধোঁকা দিতে হবে আমি সিগার খাই না, আমি হুক্কা খাই। ঠিক তেমনি আমাদের ভারতের প্রধানমন্ত্রী খদ্দর গায়ে দেন, কারণ খদ্দের কাপড়ের দাম অনেক কম, কিন্তু বোতামটা আমেরিকার। খদ্দের কাপড়ের দাম যদি এক শত টাকা হয়, সেই বোতামের দাম তিন হাজার টাকা।

তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, ভারতবর্ষ কে তুলে দিতে হবে বহুজাতিক কোম্পানীগুলির হাতে ভারতবর্ষের বিরাট বাজারকে, এটা হলো মূল উদ্দেশ্য। আমি উল্লেখ করতে চাই এই বীমা কোম্পানীগুলিকে যখন জাতীয়করণ করা হয়, তার পূর্বে ১৯৫৬ সালে এটাকে জাতীয় করণ করা হয়। তখন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ভারতবর্ষের অন্যতম রূপকার পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু। তার আউটলোক ছিল যে বীমা কোম্পানীগুলিকে জাতীয়করণ করা না হলে জাতীর স্বার্থ রক্ষা করা যাবে না। এই জাতীয় করণের আগে এগুলি কার হাতে ছিল, ভারতবর্ষের টাটা, বিড়লা, সিংহানীয়া যে সমস্ত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান তাদের হতে ছিল। জহরলাল প্রথমাবস্থায় জাতীয়করণ করেন সাধারণ বীমাকে। ১৯৭১ সালে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী থাকার সময়ে সাধারণ বীমা কোম্পানীগুলিকে জাতীয়করণ করেন। ১০৭টা সেখানে বেসরকারী কোম্পানী ছিল। প্রথমে করা হয় এল, আই, সি এবং পরবর্তী সময়ে সেখানে ন্যাশনেল ইনস্যুরেন্স, নিউ ইণ্ডিয়া, ইউনাটেড ইণ্ডিয়া, ওরিয়েনটেড ইনস্যুরেন্স সেই চার কর্পোরেশনের মধ্যে রেখে গোটা দেশে যাতে ব্যবস্থা করা যায় সেই প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং পুরোপুরিভাবে কার্যকরী শুরু হয় ১৯৭৩ সালে। এতে আমরা দেখি যে

ভারতবর্ষের যে রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থা সবচেয়ে বেশী লাভজনক। আমি কেটাগরিকেলী বলতে চাই এবং জহরলাল প্রথমে যখন জাতীয়করণ করেন তিনি তার জন্মলগ্নে যে বক্তৃতা দেন আমি সেটা এখানে উল্লেখ করছি—Life Insurance corporation of India becomes on of the major undertaking in India, its objective will be served the individuals as well as the state, the profit motive becomes much more dominant. কিন্তু জহরলাল নেহেরু যে কথা বলেছিলেন আজকে নরসীমা রাও ১৯৯৩ সালে এসে কি করছেন এবং এই যে সংস্থাগুলি আমি কেটাগরিকেলী বলতে চাই যে খুব অল্প সময়েতে একটা রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থা লাভজনক সংস্থায় পরিণতঃ হয়। আমি গত বছরের একটা রিপোর্ট দিচ্ছি ১৯৯· সালের বার্ষিক রিপোর্টে দেখেছি জে, সি, আই, এর বিনিয়োগের পরিমাণ ১২৭৪ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে ৮৩৩ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেছে বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নের খাতে। তার লভ্যাংশ থেকে এবং ২৫ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা জয়েন্ট সেকটরে। এই অবস্থায় আমরা দেখছি একটা রিপোর্ট আমার কাছে আছে রাষ্ট্রায়ত্ব ক্ষেত্রগুলি তার যে পলিসি বিল ১৯৫৭ সালে এটা ছিল ৯ লক্ষ ৩২ হাজার ৩৩১টি এবং বীমাকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল ২৮ কোটি ৮ লক্ষ টাকা। ১৯৯২ সালে তার পলিসি দাড়ায় ৫ কোটি ৮০ লক্ষ এবং তার বীমাকৃত যে অর্থ এটা বেড়েছে এক লক্ষ ১৮ হাজার ৬৫১ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা এবং পরিকল্পনার যে অর্থ সেই অর্থ আমরা পেয়ে আসছি। এল, আই, সি একটা বিরাট ভূমিকা বহন করে আসছে। ৭ম পরিকল্পনায় ১২ হাজার কোটি টাকা এল, আই, সির পক্ষ থেকে আমাদের পরিকল্পনা খাতে এসেছে। সাংঘাতিক কথা। ৮ম পরিকল্পনায় সেখান থেকে আসছে ৩০ হাজার কোটি টাকা। এবং যখন শুরু করে এল-আই সি তারা, মাত্র আয় ছিল, মূলধন ছিল, ৫ কোটি টাকা। এবং ১৯৯৩ সালের মার্চ পর্য্যন্ত সরকারের কাছে তার লভ্যাংশ ছিল ৬৬৬ কোটি টাকা। আর জেনারেল ইনসুরেন্সগুলি যখন প্রথম কাজ শুরু করে, তখন তাদের আয় ছিল, ১৯ কোটি ৫ লক্ষ টাকা। এবং লেটেষ্ট ৬৬৮ কোটি টাকা সরকারের কাছে লভ্যাংশ জমা দিয়েছে। একমাত্র বীমা সংস্থাই লাভজনক তা বুঝা যায় দেশের মধ্যে। সেই সংস্থাকে বে-সরকারী মালিকের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য, আমেরিকার বহুজাতি বিভিন্ন কোম্পানীগুলির হাতে তুলে দেওয়ার জন্য, বিক্রী করে দেওয়ার জন্য, মালহোত্রা কমিটি গঠন করা হয়। এই মালহোত্রা কমিটি ৪৩টি প্রস্তাব করেছেন। সেই প্রস্তাবের মধ্যে সবগুলি আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়, সময় হবে না। কিন্তু, আমি এর মধ্যে মূল বিষয়গুলি বলছি। এটা স্যার, খুবই মারাত্মক দিক। আজকে দেখা যাচ্ছে, মূল প্রস্তাবে রয়েছে, জে, সি আইতে সরকারের যে ফরটি পারসেন্ট লগ্নী আছে সেটা লগ্নীকারীদের হাতে তুলে দিতে হবে। পরিস্কার লেখা রয়েছে। ২য় বড় প্রস্তাব, দেশী-বিদেশী কোম্পানীগুলির সামনে এই অবস্থায় দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে। অন্যতম প্রস্তাব। এবং

এই প্রস্তাবের মধ্যে আর একটা প্রস্তাব আছে এই যে, শতকরা ৮০ ভাগ বিনিয়োগ করা হত সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে। বলেছে, এটা কমিয়ে ফরটি পারসেন্ট করতে হবে। এর বেশী করা যাবে না। উদ্দেশ্য কি? এল আই সি থেকে টাকা এনে সামাজিক উন্নয়ন হচ্ছে। আমরা প্রাইভেট সেকটরগুলিতে ডেভলপ করছি। এটা করা যাবে না। কারণ, এটা করলে বিদেশীদের সাহায্য হবে না। স্যার, অদ্ভুত প্রস্তাব। আমরা দেখেছি, যারা ব্যক্তিগতভাবে এল আই সিতে ইনস্যুরেন্স তার জন্য ইনস্যুরেন্স কোম্পানী কমিয়ে এনে এনে ১ হাজার টাকা আয়ের আওতায় এনেছিলেন। মালহোত্রা কমিটি থেকে বলা হয়েছে, যাদের আয় ১ হাজার টাকা তার এল আই সির আওতায় আসতে পারবে না। কারণ, তারা মানুষ না, তারা পশুর সমান। যাদের আয় ১৫ হাজার টাকা তারা একমাত্র এই বীমার আওতায় আসবে। অর্থাৎ দেশের যারা কোটি কোটি মানুষ, ভুখা নাঙ্গা মানুষের জীবনের কোন দাম নেই? এটা কেন? উদ্দেশ্য কি? স্যার, ওরা মরে যাক। যারা বড়লোক, যারা মাঝারী তারা করবে। পরে দেখা যাবে। কিন্তু এই যে মারাত্মক সব প্রস্তাব-গুলি আমি আপনার সামনে রাখলাম, তার সর্বনাশা পরিণতি কি দেখা যাবে? আমি ক্যাটাগরী বলতে চাই। ঐ আর একটি কমিটি হচ্ছে, নরসীমা কমিটি। ব্যাঙ্ক ন্যাশনালাইজড যা আছে তা তুলে দেবার জন্য। এই কমিটি মনমোহন সিং তৈরী করেছেন। ঐ কমিটি যখন তৈরী করেন তখন পার্লামেণ্ট বলেছেন, চার মাসের মধ্যে রিপোর্ট দিতে হবে। প্রায় একই জিনিস। ব্যাঙ্ক জাতীয়-করণ যা শ্রীমতী গান্ধী করেছিলেন, তা ভুল করেছেন। এখন সমস্ত বে-সরকারী ব্যাঙ্ককে, বিদেশী ব্যাঙ্ককে আমাদের দেশে ব্যবসা করা সুযোগ দিতে হবে। ঐ বীমা কোম্পানী বেসরকারী হাতে তুলে দিতে হবে। উদ্দেশ্য কি? স্যার, প্রথম সবচেয়ে বড় যে আঘাত আসবে তা আমাদের দেশের রত্ন ভাণ্ডারের অমূল্য ঐ বিদেশী মুদ্রাগুলি যাতে আবার ঐ বিদেশী বাজারে চোরা পথে চলে যেতে পারে তার জন্য রাস্তা তৈরী করা। সেটা বড় কাজ করেছেন। ঐ জাতীয় আয়ের বিরাট অংশ আমাদের বীমা থেকে আসছে। ঐ জাতীয় আয়ের বিরাট অংশ আর পাওয়া যাবে না, এবং প্রতিযোগিতার বাজারে সমস্ত বিদেশী কোম্পানীগুলি যখন আসবে তখন আমরা প্রচণ্ড মার খাব।

শ্রীপবিত্র কর :—এই গ্যাট-এর যে ফর্মুলা এটা যখন ৬-৭ বছর হয়ে গেল সাইন হচ্ছে না, আমেরিকা যখন ইউরোপের সঙ্গে দর কষাকষি করে তখন ইউরোপ বলেছে— এই গ্যাট এ আমরা সিগনেচার করব না, এই প্রস্তাবগুলিকে বাতিল করতে হবে। তার মধ্যে অন্যতম যে প্রস্তাব, ইউরোপের যে চাপ ছিল— মার্কিন কোন বীমা কোম্পানীকে ইউরোপের বীমা কোম্পানীতে অবাধে ঢুকতে দেওয়া হবে না। গ্যাট এর যে প্রস্তাব আছে সেটাকে বাতিল করতে হবে। সেখানে ভি. ডি. ও এবং ফিলম্ ইনড্রাস্ট্রিকে অবাধ বানিজ্য করতে দেওয়া হবে না। ইউরোপের চাপে সেই সেই দেশের বীমা কোম্পানী ঢুকতে পারে নি। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের যে দেশ— আমাদের মত যে দেশ, আমরা বলির পাঁঠা। আমাদের নেতাদের জন্য আমরা বলির পাঁঠা। এখানে কোন সর্ত্ত হবে

না। কারণ, গ্যাট এর যে মূল উদ্দেশ্য, ডাংকেল প্রস্তাবের লেটেষ্ট যে রিপোর্ট বেরিয়েছে তাতে বলা হয়েছে—ডাংকেল প্রস্তাব কার্য্যকর হলে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির ২১৭ মিলিয়ন ডলার আয় হবে, জাপানের আয় বাড়বে ২৭ মিলিয়ন ডলার, ইউরোপীয়ান গোষ্ঠীগুলির আয় বাড়বে ৬১ মিলিয়ন ডলার আয় আমেরিকার আয় বাড়বে ৩৬ বিলিয়ন ডলার। তারপরও দেখা যায় ১৯৯১-৯২ সালে মার্কিন বানিজ্যে ঘাটতি হচ্ছে ৭৩ মিলিয়ন ডলার, ১৯৯২-৯৩ ইং সালে মার্কিন বানিজ্যে ঘাটতি হচ্ছে ৮৫ মিলিয়ন ডলার। সেই ঘাটতি মেটাবার জন্য যে দেশ তাহল ভারতবর্ষ।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য আপনি সংক্ষেপ করুন।

শ্রীপবিত্র কর :— স্যার আমি শেষ করছি। স্যার, এখানে যে প্রস্তাবটা আমি এনেছি, সে বিষয় গুলি সম্পর্কে ক্যাটেগোরিক্যালী বলেছি। মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের যে প্রচেষ্টা বীমা শিল্পের মাধ্যমে আমাদের দেশকে করায়ত্ব করার জন্য তাতে আরেকটা আঘাত যে আসবে সেটা বলেই আমি শেষ করছি। আমাদের দেশে বীমা শিল্পে নিযুক্ত যে সমস্ত কর্মচারী এই রিপোর্ট পাস হলে তাদের উপর একটা বিরাট আঘাত আসবে। বীমা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কর্মচারীর সংখ্যা ৭৫ হাজার। জে. সি. আই এর মোট ব্রাঞ্চ ছিল ৭৭৯টি এবং তার কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ২৭ হাজার। দুই দশকে যেহেতু এটা একটা রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা, সেটা বাড়তে হবে এবং সেখানে দাঁড়িয়েছে ৩,৪৭৪টি ব্রাঞ্চ এবং কর্মচারীর সংখ্যা ৫৫-৯১৭ জন। এটা যদি বেসরকারীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়, তাহলে এই সমস্ত কর্মচারীরা ছাঁটাই হয়ে যাবে। তাদের যে অধিকার আছে সেগুলি বাতিল হয়ে যাবে। তার জন্যই আমি এই সভার মধ্য দিয়ে এই প্রস্তাব এনেছি। আমাদের রাজ্যের মানুষ এবং ভারতবর্ষের মানুষ এটা চায় না। তাই আমি আপনার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট এই প্রস্তাব পাঠাতে চাই যাতে মালহোত্রা কমিটির সুপারিশগুলি গ্রহণ না করা হয়। এটা যদি গ্রহণ করা হয় তাহলে আমাদের অর্থনীতির ক্ষতি হবে, সামগ্রিকভাবে আমাদের দেশের ক্ষতি হবে। তাই এই প্রস্তাবকে মাননীয় সদস্য মহোদয়রা সকলে মিলে সমর্থন করবেন এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী সমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর মহোদয় এখানে যে প্রস্তাব উংথাপন করেছেন— মালহোত্রা কমিটির সুপারিশগুলি কার্যকর না করে অবিলম্বে যেন প্রস্তাবগুলি প্রত্যাখান করেন। আমি এই প্রস্তাবকে পূর্ণ সমর্থন জানাই এবং আশা করি বিধানসভার সকল মাননীয় সদস্য মহোদয়ই তাঁদের সমর্থন জানাবেন। স্যার, মার্কিন ঋণের সর্ত্তের যে শেকল আমাদের গলায় বাধা তাতে যে দিকে টানছে সেদিকেই আমাদের ছুটতে হয়েছে। এটা হচ্ছে আসল অবস্থা। মালহোত্রা কমিটি কতগুলি সুপারিশ দিয়ে বীমা শিল্পকে সম্পূর্ণভাবে শুধু মাত্র বেসরকারীকরণ নয়, বিদেশী পুঁজিকে ও তার মধ্যে ঢুকানো হচ্ছে। এটাই হচ্ছে বাস্তব অবস্থা।

মাননীয় সদস্য অনেক বিস্তৃতভাবে তথ্য দিয়েছেন আমি ওটার মধ্যে যাচ্ছি না। মালহোত্রা

কমিটির যে সুপারিশ এটা একটা মাত্র সুপারিশ নয়। এর আগে আমরা জানি ব্যাংক শিল্প ঠিক এই রকম করে নরসিং কমিটি গঠন করে সব এক্সপার্ট কমিটি তৈরী করা হচ্ছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রী একটার পর একটা একস্‌পার্ট কমিটি তৈরী করে কৃষি ক্ষেত্রে যে নীতি ঐ সাম্রাজ্যবাদী সমস্ত স্বার্থকে রক্ষা করবে বিদেশী পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটবে এবং সারা দেশের অর্থ-নীতি আমাদের যে সার্বভৌমত্ব, আমাদের যে স্বাধীনতা তাকে বিপন্ন করে তুলবে ঠিক এই প্রস্তাবের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। মালহোত্রা কমিটির সুপারিশ আমি শুধু একটা বিষয় উল্লেখ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। সপ্তম (৭) পরিকল্পনা এই বীমা শিল্প থেকে অষ্টম (৮) পরিকল্পনায় এই বীমা শিল্প থেকে টাকা নেওয়া হয়েছিল বিনিয়োগের জন্য হাজার হাজার কোটি টাকা যে পথে যাচ্ছে তাতে আমাদের ভারতবর্ষের যে সোর্স সেই সোর্স থাকবে না, উন্নতির কোন প্রকল্প থাকবে না। রাজ্যের ক্ষেত্রে আমরা কি করব? রাজ্যের তো আমরা সব জায়গা থেকে সংগ্রহ করতাম এখানে আমাদের বিপন্ন করে তুলবে সারা দেশ একটা সাংঘাতিকভাবে আমাদের সমস্ত সোর্সকে বিপন্ন করে দিয়ে বিদেশী পুঁজির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল করে তুলতে যেটা আমেরিকা চাচ্ছেন সেই পথেই যাচ্ছেন। আমি সেই দিক থেকে অবিলম্বে এই মালহোত্রা কমিটির যে সুপারিশ এবং ব্যাংক, বীমা নরসিং কমিটির যে সুপারিশ এই প্রত্যেকটি সুপারিশের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছেন তার পাশে কৃষক, তার পাশে শ্রমিক, তার পাশে শ্রমজীবি, তার পাশে বুদ্ধিজীবি, তার পাশে কৃষক সমস্ত অংশের মানুষ ক্রমে নামতে শুরু করেছেন। যারা অর্থনীতিবিদ, যারা ইতিহাসবিদ, যারা সাহিত্যবিদ তাঁরা পর্যন্ত নামতে শুরু করেছেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করতে এবং স্বনির্ভরতাকে রক্ষা করার জন্য আজকে আমাদের আন্দোলনে নামা প্রয়োজন। বিধানসভায় শুধু প্রস্তাব নয় এই প্রস্তাবকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কাছে নিয়ে যেতে হবে এবং এই গণ আন্দোলন সারা ভারতবর্ষের মানুষের কাছে নিয়ে যেতে হবে। এই বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য আমাদের এগিয়ে চলতে হবে। এইটুকু বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— আরও দুজন বক্তা ছিলেন সময় শেষ হয়ে যাওয়ার জন্য তাদের দেওয়া যাচ্ছে না। সে জন্য দুঃখিত।

মিঃ স্পীকার :— এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী পবিত্র কর মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত রিজলিউশানটি ভোটে দিচ্ছি। রিজলিউশানটি হলো :—

"এই সভা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে, (১) বীমা ক্ষেত্র সংস্কারের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গঠিত মালহোত্রা কমিশন দেশের বাজারে দেশী-বিদেশী বেসরকারী বীমা কোম্পানির অবাধ অনুপ্রবেশ এবং রাষ্ট্রয়ত্ব জীবন বীমা ও সাধারণ বীমা সংস্থাগুলি বেসরকারী করণের পক্ষে সম্প্রতি যে সুপারিশগুলি পেশ করেছে তা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী এবং সেই সুপারিশ গৃহীত ও কার্যকর হলে বীমা শিল্পের জাতীয়করণের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে এবং দেশের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

অতএব, এই সভা উক্ত মালহোত্রা কমিটির সুপারিশগুলি প্রত্যাখ্যান করার জন্য রাজ্য সরকারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী জানাচ্ছে"।

(ভোটাভুটির পর)

অতএব রিজলিউশানটি সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

এই সভা আগামী ২১শে মার্চ, সোমবার, ১৯৯৪ং তারিখ বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতবী রহিল।

ANNEXURE—A

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 68
Name of M. L. A :— SRI AMAL MALLIK.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

Question

১। ইহা কি সত্য শিক্ষা বিভাগে (School Education die-in-harness-এর ক্ষেত্রে চাকুরী পাওয়ার জন্য অনেকগুলি দরখাস্ত জমা পড়ে আছে এবং

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে কতটি দরখাস্ত জমা পড়েছে ?

ANSWER

১} বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরে বর্তমানে ১১৭টি die-in-harness এর ক্ষেত্রে চাকুরীর
২} দরখাস্ত জমা আছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. :—72

Name of Member :—SHRI AMAL MALLIK

Will the Hon'ble Minister-in Charge of Forest Department be pleased to state : —

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য বিলোনীয়া মহকুমার বিভিন্ন আর, এফ, থেকে অবাধে গাছ কেটে একটা দুষ্টচক্র বাংলাদেশে পাচার করে দিচ্ছে ?

২) সত্য হলে ১৯৯৩ সালের জানুয়ারী মাস থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যান্ত বিলোনীয়া মহকুমার কত টাকার আইনী কাঠ উদ্ধার করা হয়েছে, এবং

৩) উদ্ধারকৃত কাঠের মূল্য কত ?

উত্তর

১নং প্রশ্নের উত্তর : ইহা সত্য নয় যে একটা দুষ্টচক্র অবাধে গাছ কেটে বাংলাদেশে পাচার করা হচ্ছে। তবে মাঝে মধ্যে কিছু দুষ্টচক্র বনবিভাগের কর্মচারীদের অগোচরে বিলোনীয়া মহকুমার বিভিন্ন R.F's থেকে গাছ কেটে বাংলাদেশে পাচার করছে।

২নং প্রশ্নের উত্তর : ১৯৯৩ ইং সনের জানুয়ারী মাস থেকে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত বিলোনীয়া মহকুমায় বেআইনী উদ্ধারকৃত কাঠের সরকারী বিক্রয় মূল্য অনুমান ৭,০৮, ৮০১, ৬৬৪৪ টাকা।

(Question's and Answer's)

৩নং প্রশ্নের উত্তর ঃ উদ্ধারকৃত কাঠের সরকারী বিক্রয় মূল্য ২নং প্রশ্নের উত্তরে উল্লেখ করাআছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. :—81.

Name of the Member :—Shri Amal Mallik

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Forest Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। তৃষ্ণা বন্যপ্রাণী সংরক্ষন প্রকল্পে বর্তমানে কয়টি বাইসন আছে ?

২। এই প্রকল্পে এ পর্য্যন্ত কত টাকা ব্যয়িত হয়েছে, এবং

৩। এই প্রকল্পের উন্নয়নে বর্তমানে সরকারের হাতে কি কি কর্মসূচী আছে ?

উত্তর

১নং প্রশ্নের উত্তর ঃ তৃষ্ণা বন্যপ্রাণী সংরক্ষন প্রকল্পে বর্তমানে ৪৯ (উনপঞ্চাশ) টি বাইসন (Bison) আছে।

২নং প্রশ্নের উত্তর ঃ এই প্রকল্পে এ পর্যান্ত মোট ৮৪, ৩৭,৬৮৭,২৭ টাকা ব্যয়িত হয়েছে।

৩নং প্রশ্নের উত্তর ঃ এই প্রকল্পের উন্নয়নে বর্তমানে সরকারের হাতে নিম্নলিখিত কর্মসূচীগুলি আছে।

কর্মসূচী	সম্ভাব্য ব্যয়ের হিসাব
১। সীমানা চিহ্নিত করন—২৫ কিঃ মিটার	০·৫০ লক্ষ টাকা
২। বাইসন অভেদ্য পরিখা খনন—২ কিঃ মিঃ	০·২০ লক্ষ টাকা
৩। গোখাদ্য উৎপাদনকারী বাগান—১০ হেঃ	০·২০ লক্ষ টাকা
৪। জলাশয় নির্মাণ—৩ টি	২·৫০ লক্ষ টাকা
৫। একজন করে ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট কোর্সে বন্যপ্রাণী বিষয়ে প্রশিক্ষন	৩·৫০ লক্ষ টাকা

ADMITTED STARRED QUESTION NO. :— 169

Name of Member :— Shri Tapan Chakraborty

Will the Hon'ble Minister in-charge of Forest Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বনজ সম্পদ সংগ্রহের দায়ে গরীব উপজাতির বিরুদ্ধে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ইং হইতে মার্চ ১৯৯৩ইং পর্যন্ত যে সমস্ত মামলা দায়ের করা হয়েছিল, সেইসব মামলা প্রত্যাহারের কোন সিদ্ধান্ত বামফ্রন্ট সরকার গ্রহণ করেছেন কি ?

উওর

১) উল্লিখিত সময়কালের মধ্যে উপজাতির বিরুদ্ধে অবৈধভাবে বনজবস্তু সংগ্রহ করার অপরাধে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করার কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 212

Name of M.L.A. Sri Dilip Kumar Choudhury, and Sri Rati Mohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister, in-charge of the Education Department be pleased to state :—

Question

১। ইহা কি সত্য যে, জোট আমলে অফার প্রাপ্ত প্রায় ৩০০ (তিনশত) কক্‌বরক্‌ শিক্ষক ১৩ (তের) মাস যাবত শিক্ষকতা করার পরও এখন পর্যন্ত বেতন পাচ্ছেন না ?

২। ইহাও কি সত্য যে, এ সকল কক্‌বরক্‌ শিক্ষকদের বেতন দেওয়ার জন্য রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ফাইলে সম্মতি দিয়েছিলেন ?

৩। যদি সত্য হয় তবে কি কারণে এখন পর্যন্ত এ সকল কক্‌বরক্‌ শিক্ষকদের বেতন দেওয়া হচ্ছে না এবং

৪। কবে নাগাদ এ সকল শিক্ষকদের বেতন দেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

১ থেকে ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর :—

সমগ্র বিষয়টি সরকার সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করেছেন। যে সমস্ত কক্‌বরক শিক্ষক কাজে যোগদান করেছেন এবং যাদের প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র সঠিক আছে তাদের বেতন দেওয়ার নির্দেশ ইতিমধ্যে দেওয়া হয়েছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. :— 243

Name of the Member :—Shri Sudhan Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Forest Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। তৃষ্ণা অভয়ারন্যে কোন সাল থেকে গব সংরক্ষণ প্রকল্প শুরু করা হয়েছিল,

২। ১৯৯৩ সাল পর্য্যন্ত এই প্রকল্পে কত টাকা ব্যয় করা হয়েছে (বৎসর ভিত্তিক হিসাব)

৩। বর্ত্তমানে এই গব সংরক্ষণ প্রকল্পে কত সংখ্যক গব আছে বলে মনে করা হচ্ছে,

৪। বর্ত্তমানে এই প্রকল্পে কি ধরনের কাজ চলছে।

৫। এই অভয়ারন্যে কোন পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে কি ?

১নং প্রশ্নের উত্তর :— ১৯৮৮ ইং সন থেকে তৃষ্ণা অভয়ারন্যের গব সংরক্ষন প্রকল্প শুরু করা হয়েছিল।

২নং প্রশ্নের উত্তর :— এই প্রকল্পে ১৯৯৩ ইং সন পর্য্যন্ত মোট ৮৪,৩৭,৬৮৭,২৭ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

(বৎসর ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

১	১৯৮৭-৮৮	৮, ১৪, ২০৬.৪২ টাকা
২।	১৯৮৮-৮৯	১৯, ০৯, ৩৬৯.৮৫ টাকা
৩।	১৯৮৯-৯০	২২, ৪৯, ১৩৬.০০ টাকা
৪।	১৯৯০-৯১	১০, ৫০, ৭১৬.০০ টাকা
৫।	১৯৯১-৯২	৮, ৯৩, ১০০.০০ টাকা
৬।	১৯৯২-৯৩	১৫, ২১, ১৫৯.০০ টাকা
		৮৪, ৩৭, ৬৮৭.২৭ টাকা

৩ নং প্রশ্নের উত্তর : বর্তমানে এই গব সংরক্ষন প্রকল্পে মোট ৪৯ (উনপঞ্চাশ) টি গব (Bison) আছে।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর : বর্তমানে এই প্রকল্পে নিম্নলিখিত কাজগুলি চলছে :—

(১) সীমানা চিহ্নিতকরণ

(২) পরিখা খনন

(৩) গো খাদ্য উৎপাদনকারী বাগান উন্নয়ন।

(৪) জলাশয় নির্মাণ।

(৫) রাস্তা মেরামত বাগান নিড়ানো, ইত্যাদি।

(৬) বৃক্ষহীন এলাকায় বিভিন্ন প্রকার গাছের বাগান সৃষ্টি।

৫ নং প্রশ্নের উত্তর : বন বিভাগ থেকে এই অভয়ারন্যে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার আপাতত কোন প্রস্তাব নাই।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 245

NAME OF M. L. A.--SHRI TAPAN CHAKRABARTY.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Sports & Youth programme Department be pleased to state.

QUESTION

১) সদর মহকুমার অন্তর্গত বাধারঘাট এলাকায় আংশিক নির্মিত ষ্টেডিয়ামটির কাজ বর্তমানে কী অবস্থায় আছে,

২। ষ্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ করতে কেন্দ্রের নিকট রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় অর্থবরাদ্দের দাবী জানিয়েছিলেন কি?

৩। দাবী জানিয়ে থাকলে কেন্দ্রীয় সরকার অর্থবরাদ্দ করেছেন কি না?

ANW R

১। বাধারঘাট (আগরতলা) আংশিক নির্মিত ষ্টেডিয়ামটির কাছে যাহাছিল তাহাই আছে।

২। হ্যাঁ, অর্থ বরাদ্দের দাবী জানানো হইয়াছিল।

৩। কেন্দ্রীয় সরকার মূল প্রকল্পটির ব্যয় বরাদ্দ হ্রাস করিবার পরামর্শ দিয়েছিল।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 246.

Name of M. L.A. :—Shri Sudhan Das.

Will the Hon'bie Minister-in-Charge for thd Education Department be pleased to State :

১। বর্ত্তমানে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন ও রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিষয় চালু আছে কিনা;

২। যদি না থাকে, তবে চালু করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা;

৩। চালু করার পরিকল্পনা থাকলে কবে নাগাদ করা হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৪। এতদিন পর্যন্ত চালু না হওয়ার কারণ ?

ANSWER

১। না।

২। হ্যাঁ, আছে।

৩। বর্তমান শিক্ষার বর্ষ থেকে চালু করার জন্য সরকারী অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

৪। বিষয়গুলি অনুমোদনের জন্য প্রশাসনিক স্তরে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 254

Name cf Member :—SHRI DEBABRATA KOLOY,

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Tribal Welfare Department be pleased to State,

প্রশ্ন	উত্তর
১) উপজাতি মহিলাদের বিনা মূল্যে সুতা ও সেলাই মেসিন সরবরাহের কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি না,	১)
২) যদি থাকে তবে কবে নাগাদ উক্ত পরিকল্পনা কার্যকরী করা হবে এবং	২) তথ্য সংগ্রহাধীন।
৩) এর ফলে রাজ্যের কতজন উপজাতি মহিলা উপকৃত হবেন বলে আশা করা যায়,	৩)
৪) যদি এই রূপ পরিকল্পনা না থাকে তবে তাহার কারণ ?	৪)

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Quesiton and Answers)

ADMITTED STARRED QUESTION NO, 272

Name of M L. A—SHRI RATAN LAL NATH,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১) ইহা কি সত্য সদরের দারোগামুড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের Noon—section এ একমাত্র একজন শিক্ষক এবং একজন class IV Employee গত পাঁচ মাস যাবং স্কুল চালাচ্ছে, ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার প্রচণ্ড ক্ষতি হচ্ছে।

২) যদি সত্য হয়ে থাকে তবে তার কারণ কি, এবং

৩) এর প্রতিবিধানের কোন ব্যবস্থা করা হবে কি না ?

ANSWER

১ থেকে ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

তথ্য সংগ্রাধীন আছে।

Admitted Starred Question No, 291

Name of the Member :— SHRI ARUN BHOWMIK,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Sch, Caste Welfare Department be pleased to State,

প্রশ্ন	উত্তর
১) মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ ত্রিপুরা রাজ্যে কবে কার্যকরী হবে ;	১) ত্রিপুরা রাজ্যে মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী করার জন্য রাজ্য সরকার পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিশন গঠন করেছেন। গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ইং এই কমিশন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের নিকট একটি রিপোর্ট পেশ করেছেন। এই রিপোর্ট এখন পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।
২) অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য চাকুরীতে শতকরা কত ভাগ সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে ?	২) কমিশনের রিপোর্ট পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর রাজ্য সরকার অন্যান্য পশ্চাৎপদ শ্রেণীসমূহের তালিকা প্রকাশ করবেন এবং সরকারী চাকুরীতে সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে সুপ্রীমকোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ADMITTED STARRED QUESTION NO 297.

Name of the Hon'ble Member : SHRI ASHOK DEBBARMA,

Will the Hon'ble Minister -in charge of the Social Education Department be plased to state :

QUESTION	ANSWER
১। পূর্বে বালোয়াড়ী সেন্টারগুলিতে খিচুরী খাওয়ানোর যে ব্যবস্থা ছিল তাহা এখনও চালু আছে কিনা,	১। এখনও চালু আছে।
২। যদি না থাকে তবে কবে হইতে বন্ধ হইয়াছে ,	২। প্রশ্নই উঠে না।
৩। বালোয়াড়ী বিদ্যালয়গুলিতে খিচুরী রাধুনিদের মজুরী বাবদ টাকা অনেকদিন পর্য্যন্ত দেওয়া হইতেছে না এই রকম কোন ঘটনা আছে কিনা,	৩। এই দপ্তরের জানা নাই।
৪। থাকিলে ব্লক ভিত্তিক হিসাব।	৪। প্রশ্নই উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 316,

Name of the Member : SHRI RATI MOHAN JAMATIA.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the "Tribal Welfare" Department be pleased to State.

প্রশ্ন	উত্তর
১ ইহা কি সত্য যে, ত্রিপুরার সংখ্যালঘু মণিপুরীরা তফসীলিভুক্ত উপজাতি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র সরকারের নিকট স্মারকলিপি দিয়েছেন ?	১) হঁ্যা, রাজ্য সরকারের নিকট স্মারকলিপি দিয়েছেন।
২) সত্য হলে এই সম্পর্কে রাজ্য সরকারের প্রতিক্রিয়া কি ?	২) রাজ্য সরকার তাদের স্মারকলিপি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছে এবং উপজাতিভুক্ত হওয়ার সবরকম শর্ত পূরণ না হওয়ায় সরকার তাদের স্মারকলিপি বিবেচনা করেন নাই।

PAPERS LAID ON THE TABLE.

(Questions & Auswers)

ADMITTED STARRED QUESTION NO :—323

Name of M.L.A. :— Shri Lenprasad Malsai

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to State:—

১। ইহা কি সত্য গছিরাম পাড়া সিনিয়র বেসিক স্কুলকে হাইস্কুলে উন্নীত করা হবে।

২। যদি সত্য হয় তাহলে কবে নাগাদ উক্ত স্কুলকে হাইস্কুলে উন্নীত করা হবে বলে আশা করা যায় এবং

৩। উন্নীত করা না হইলে তার কারণ ?

ANSWER

১। স্কুল উন্নীতকরণের মাপকাঠিতে (Criteria) অগ্রাধিকার পেলে হাইস্কুলে উন্নীত করা হবে।

২। আগামী বছরে তালিকাভুক্ত হবে কিনা পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে।

৩। প্রশ্ন

ANNEXURE—"B"

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO 45

Name of the Hon'ble Member :—Shri Pabitra Kar,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to State.

QUESTION	ANSWER
১। গত ৫ বছরে বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে বিকলাঙ্গদের চাকুরীতে নিয়োগ করা হয়েছিল কিনা।	১। গত ৫(পাঁচ) বছরে সমাজ কল্যাণ সমাজ শিক্ষা দপ্তরে মোট ৪ জন বিকলাঙ্গকে চাকুরীতে নিয়োগ করা হয়েছে।
২। হয়ে থাকলে কোন দপ্তরে কত, (দপ্তর ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাবে)।	২। তথ্য সংগ্রহাধীনে।
৩। বর্তমানে কোন দপ্তরে কয়টি পদে বিকলাঙ্গদের জন্য পদ খালি রয়েছে ?	৩। তথ্য সংগ্রহাধীনে।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 47

Name of M. L. A. :-- Sri Samir Debsarker, Sri Amal Mallik,
Sri Madhab Ch. Saha, Sri Khagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state :—

Question

১। আগামী আর্থিক বৎসরে রাজ্যের কতটি নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়কে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে উন্নীত করার পরিকল্পনা সরকারের আছে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)?

২। খোয়াই মহকুমা অন্তর্গত সিঙ্গিছড়া, লালছড়া, আশারামবাড়ী, মহারানীপুর এবং বিলোনীয়া মহকুমা অন্তর্গত আই. সি. নগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা?

৩। আগামী শিক্ষাবর্ষে রাজ্যে নতুন কতগুলি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে। এবং

৪। তেলিয়ামুড়া আই. এস-এর অধীনে কয়টি নতুন বুনিয়াদী বিদ্যালয় খোলা হবে বলে আশা করা যায়?

ANSWER

১। ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষে ৮০টি জেঃ বিঃ স্কুলকে সিনিয়র বেসিক স্কুলে, ২০টি সিনিয়র বেসিক স্কুলকে হাই স্কুলে এবং ১০টি হাই স্কুলকে হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে উন্নীত করার পরিকল্পনা আছে। স্কুল উন্নীত করণ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে করা হয়। এক্ষেত্রে মহকুমা ভিত্তিক তালিকা করা হয় না।

২। নাই।

৩। আগামী শিক্ষাবর্ষে রাজ্যে মোট ১০০টি নতুন বনিয়াদী বিদ্যালয় খোলার পরিকল্পনা আছে।

৪। নতুন কোন স্থানে নতুন করে বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যাপারে ব্লক ও মহকুমা ভিত্তিক কোন তালিকা তৈরী করা হয় না। প্রয়োজনের ভিত্তিতেই নতুন স্কুল খোলা হয়।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. :- 53.

Name of Member :— Sri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Forest Department be pleassed to state. :—

প্রশ্ন

১) চলতি বছরে কতটি গাঁও পঞ্চায়েতে ফরেষ্টের বিভিন্ন স্কীমে পার্টিসিপেটরী প্লান্টেশন-এর মাধ্যমে কাজ চলছে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)?

২) উক্ত প্রকল্পটির কাজ আরো সম্প্রসারণ ঘটানোর জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন?

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions and Answers)

উত্তর

১ম প্রশ্নের উত্তর :— চলতি বছরে অর্থাৎ ১৯৯৩-৯৪ইং সনে মোট ১৫ (পনেরটি) গাঁও পঞ্চায়েতে বিভিন্ন স্কীমে পার্টিসিপেটরী প্ল্যান্টেশন এর কাজ চলছে। তার ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

ব্লকের নাম	গাঁও পঞ্চায়েতের সংখ্যা
১) মেলাঘর	১টা
২) সালেমা	১টা
৩) কুমারঘাট	৩টা
৪) পানিসাগর	১টা
৫) রাজনগর	১টা
৬) ছৈলেংটা	৮টা

২য় প্রশ্নের উত্তর :— ১৯৯৪-৯৫ইং সনে পার্টিসিপেটরী প্ল্যান্টেশনের মাধ্যমে ৪৩৫ হেক্টর বনায়ন করার কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে। ইহা ছাড়াও এইরূপ বাগান সম্প্রসারণের জন্য আলাপ আলোচনা ও সভা সমিতি চলছে।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO-58

Name of Member :-- Shri Prasanta Debbarma

Will the Hon'ble Minister—in-Charge of the Tribal Welfare Department be Pleased to state. :—

প্রশ্ন

১। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হইতে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পর্য্যন্ত উপজাতি উন্নয়ন প্রকল্পতে কত অর্থ বরাদ্ধ করা হয়েছিল ?

২। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে কোন কোন অংশের উপজাতিদের উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা হইয়াছে, এবং কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে ?

৩। উক্ত পরিকল্পনায় অর্থ ব্যয়িত হওয়ার পর উপজাতিদের জীবিকার মান এবং আর্থিক দিক দিয়ে কতটুকু উন্নতি হইয়াছে, এবং

৪। যদি অর্থ নৈতিক উন্নতি না হইয়া থাকে তবে তার কারণ ?

উত্তর

১। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হইতে ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোট ৬৬৬ কোটি ৩৪ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকার মত অর্থবরাদ্ধ করা হয়েছিল।

২। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে ত্রিপুরার ১৯টি উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্যই উন্নয়ন মূলক ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিভিন্ন দপ্তরে বিভিন্ন প্রকার প্রকল্পের মাধ্যমে পরিকল্পনা করা হয়ে থাকে।

৩। সকল উপজাতি সম্প্রদায়ের জীবিকার মান এবং আর্থিক দিক দিয়ে কতটুকু উন্নতি হইয়াছে তাহার কোন মূল্যায়ন আজও করা হয় নাই।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 59

Name of the Hon'ble Member : — Shri Pabitra Kar,

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Social Education Department be pleased to state.

QUESTION

১। সারা রাজ্যে বর্তমানে কতজন বিকলাঙ্গকে ভাতা প্রদান করা হয়? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব । এবং

২। বিকলাঙ্গ ভাতা প্রাপকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার সরকারী পরিকল্পনা আছে কিনা?

ANSWER

১। রাজ্যে বর্তমানে মোট ৩,৪৯৩ (তিন হাজার চারশত তিরান্নবই) জন বিকলাঙ্গকে ভাতা প্রদান করা হয়।

ব্লক ভিত্তিক হিসাব এতদসঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল;

২। হ্যাঁ আছে, দরখাস্ত পাবার পর।

ব্লক ভিত্তিক হিসাব

ব্লকের নাম	বিকলাঙ্গের ভাতা প্রাপকের সংখ্যা
উত্তর ত্রিপুরা জেলা—	
১। ছাওমনু	১৯২ জন।
২। কাঞ্চনপুর	১৩৮ জন।
৩। পানিসাগর	২২৫ জন
৪। কৈলাশহর আর, ডি ব্লক (কুমারঘাট)	১৫৫ জন।
৫। কমলপুর আর· ডি· ব্লক (সালেমা)	২২২ জন
পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা—	
৬। খোয়াই	২২৭ জন।
৭। মেলাঘর	২২২ জন।
৮। জিরানীয়া	১৯০ জন।
৯। মোহনপুর	১৬৬ জন।
১০। তেলিয়ামুড়া	২৪০ জন।
১১। বিশালগড়	২৭৭ জন।
১২। জম্পুইজলা	৪২ জন।
দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা—	
১৩। ডুম্বুরনগর	৮০ জন।
১৪। মাতারবাড়ী	২৬২ জন।
১৫। বগাফা	১৭৯ জন।

ব্লকের নাম	বিকলাঙ্গের ভাতা প্রাপকের সংখ্যা
১৬। অমরপুর	১৬৫ জন
১৭। সাতচাঁন	২৪০ জন
১৮। রাজনগর	১৩৪ জন
	৩৩৫৬ জন

ইহা ছাড়াও নোটিফাইড এরিয়া এবং মিউনিসিপ্যালিটি এরিয়ার অন্তর্গত ১৩৭ জন বিকলাঙ্গ ভাতা পেয়ে থাকেন।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

Monday, the 21st March, 1994.

The House met in the Assembly House, Agartala, at 11 A. M, on Monday, the 21st March, 1994

PRESENT

Shri Bimal Singha, Speaker, in the Chair, The Chief Minister the Deputy Speaker, nine Ministers, two Ministers of State and 30 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার ঃ— আজ কের কার্যাসূচীতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি মাননীয় সদস্য মহোদয়ের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যাদিগের নাম ডাকলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে-কোন প্রশ্নের নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করবেন। মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর দেব সরকার।

শ্রীসমীর দেবসরকার (খোয়াই) :—মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৬

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৬

প্রশ্ন

১) ১৯৯৩-৯৪ ইং আর্থিক বছরে মোট কতটি রাস্তা মেটেলিং ও কার্পেটিং করার কথা ছিল এবং তন্মধ্যে কতটি করা সম্ভব হয়েছে,

২। খোয়াই শহর নোটিফায়েড এরিয়া এলাকায় মোট কতটি রাস্তায় কি কি কাজ বর্তমান আর্থিক বছরে করানো হয়েছে ?

উত্তর

১) ১৯৯৩-৯৪ ইং আর্থিক বছরে ১৯৩টি রাস্তা মেটেলিং এবং ১৯৬টি রাস্তা কার্পেটি করার কথা ছিল। ত-মধ্যে ৭৭টি রাস্তা মেটেলিং ও ৫৭টি রাস্তা কার্পেটিং করা হয়েছে।

২) মোট ১১টি রাস্তায় বর্তমান আর্থিক বছরে নিম্নলিখিত কাজগুলি খোয়াই নোটিফায়েড এরিয়ায় করানো হয়েছে। মেটেলিং, ইট সোলিং, সাইড ড্রেইন, ব্রীজ সংস্কার, মাটি কাটা ও রাস্তা প্রশস্ত করা, রাস্তা সংস্কার ও সিল কোটিং।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক (অনুপস্থিত), দিলীপ কুমার চৌধুরী (অনুপস্থিত) মাননীয় সদস্য শ্রী রসিরাম দেববর্মা।

শ্রীরসিরাম দেববর্মা (মান্দাই) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার - ৮৭

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী):— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৮৭

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে জিরানীয়া ব্লক এলাকায় পাটনী পাড়া সোনাই নদীতে দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে একটি ডিপ ইরিগেশন পাম্প সেট বসানো হয়েছিল,

২) ইহা কি সত্য যে, জোট সরকারের আমলে উক্ত পাম্প চালু না করার ফলে সমস্ত উপকরন ও পাম্প সেট সহ সমস্ত জিনিষ চুরি হয়ে গেছে,

৩) সত্য হয়ে থাকলে সরকার এ সম্পর্কে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন;

৪) বর্তমান সরকার পুনরায় পাম্প বসিয়ে ইরিগেশন স্কীমটি চালু করবেন কি না ?

উত্তর

এই নামে কোন পাম্প নেই। তবে সোনাই নদীতে চাকমা ফিল্ড নামক একটি লিফট ইরিগেশন প্রকল্প স্থাপন করা হয়েছিল। উক্ত প্রকল্পে প্রয়োজনীয় পাম্প সেট বসিয়ে ১৯৯০ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে চালু করা হয়েছিল।

১৯৯০-৯১ইং. সনে উক্ত স্কীম হইতে সমস্ত পাম্প সেট বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম এমনকি পাম্প হাউসের সমস্ত উপকরণও চুরি হয়ে গিয়েছে। যথোপোযুক্ত সময়ে এ ব্যাপারে তদন্তের জন্য আরক্ষা দপ্তরকে জানানো হয়েছে।

প্রয়োজনীয় অর্থের সংকুলান হলে এই স্কীম পুনরায় চালু করার বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে।

স্যার, এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যে ত্রিপুরা রাজ্যের অনেক স্কীমে এই ধরণের পাম্প মোটর ইত্যাদি চুরি হয়ে যাচ্ছে। কাজেই সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণ যদি এইগুলির দিকে সতর্ক ভাবে দৃষ্টি রেখে রক্ষা করার চেষ্টা যদি না করেন তাহলে বারেবারে রিপ্লেইসমেন্ট দপ্তরের পক্ষে করা খুব অসুবিধা জনক।

শ্রীরশিরাম দেববর্মা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ১৯৯০ সালে এই স্কীমটি চালু করা হয়েছে। আমি যতটুকু জানি এখানে এই অপারেটারই প্লেইস করা হয়নি এবং উক্ত যে মাঠ এই মাঠটাকে কেন্দ্র করে এখানে লিফট ইরিগেশান- করা হয়েছে। এটা অত্যন্ত বড় মাঠ এবং ট্রাইবেল দুর্গম এলাকা এইটা। এটাকে বর্তমান বছরে চালু করার কোন চিন্তা করবেন কি না জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এখনই এটাকে বর্তমান বছরে চালু করার প্রতিশ্রুতি দিতে পারছি না। তবে আমি বলেছি এইটা আমরা বিবেচনা করে দেখব। তবে মাননীয় সদস্যের কাছে অনুরোধ থাকবে যে সমস্ত উপকরণ নূতন করে সমস্ত কিছু কিনতে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ হয়ে যাবে। কাজেই এইটাকে করার জন্য গ্রামবাসীদের নিয়ে মিটিং ইত্যাদি করা দরকার, আর মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন এখনও করা হয়নি, এটা এখানে যে তথ্য তাতে দেখা যাচ্ছে অল্প

সময়ের জন্য হলেও এটা চালু করা হয়েছিল। তাহলেও মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন এটা আমি তদন্ত করে দেখব যে এইটা সত্যি কি না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীবিধুভূষণ মালাকার।

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার (পাবিয়াছড়া):— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১০৩

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী):—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—১০৩

প্রশ্ন

১। বর্তমান আর্থিক বছরে কুমারঘাটে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যাণ্ট তৈরী করার কোন পরিকল্পনা আছে কি।

২। না থাকলে উক্ত ব্যাপারে সরকার পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন কি না?

উত্তর

১। না।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে আপাতত এ প্রশ্ন আসেনা।

শ্রীবিধুভূষন মালাকার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, কুমারঘাটে নীচের জলের লেবার কম, আর যে কয়টা ডিপ-টিউবওয়েল আছে সেগুলিও সাফিশিয়েন্ট জল দেয়না। এই অবস্থায় ট্রিটমেন্ট প্ল্যাণ্ট ছাড়া অন্য কিভাবে জলের ব্যবস্থা করা যায় সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী):— স্যার এখানে ৩টি ডিপ-টিউব ওয়েল আছে আশ্রম পল্লীসহ। এখন তাতেই চলছে। ভবিষ্যতে আমরা এটা বিবেচনা করে দেখব। এইরকম নোটিফাইড এরিয়া আরও অনেক রয়েছে যেখানে এইরকম ট্রিটমেন্ট প্ল্যাণ্টের ব্যবস্থা করা যায়নি। তবে আমরা বর্ডার এরিয়া ডেভেলাপমেন্টের ব্যাপারে কিছু কিছু টাকা আমরা পেতে পারি। যদিও এটা বর্ডার এরিয়ার বাইরে। তবে আমরা পরীক্ষা করে দেখব, এক্ষুনি কোন কমিটমেণ্ট আমি দিতে পারবনা।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য অমিতাভ দত্ত।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর):—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং— ১০৯

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী):— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—১০৯।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে গত ২১শেও ২২শে জানুয়ারী ৯৪ইং "ডেইলী দেশের কথা" পত্রিকায় বিদ্যুৎ দপ্তরের এস, ই শ্রীরণজিৎ লোধের বিভিন্ন দুর্নীতির তথ্য প্রকাশ করা হয়েছিল,

২। সত্য হইলে পত্রিকায় প্রকাশিত উক্ত সংবাদের ভিত্তিতে কোন তদন্তের কাজ শুরু হয়েছে কিনা,

৩। তদন্ত শুরু হয়ে থাকলে কত দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত রিপোর্ট পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। ভিজিলেন্স তদন্ত একটি গোপনীয় প্রণালী বিধায়, এই সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করা জনস্বার্থে সম্ভব নহে।

শ্রীপবিত্র কর :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, প্রাইমাফেসী কিছু তথ্য পাওয়া গেলে ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি আগেই বলেছি তদন্ত চলছে, এটা গোপনীয় ব্যাপার কাজেই, এখনই সেটা ডিস্‌ক্লোজ করা যাবে না, তদন্ত শেষ হলে করা যাবে।

শ্রীপবিত্র কর :— স্যার, যে পোষ্টে তিনি আছেন, সেই পোষ্টে যদি তিনি থাকেন তাহলে তদন্ত কাজে বিঘ্নিত হতে পারে।

শ্রীদশরথ দেব :— এটা প্রশ্নই উঠেনা। তদন্তে যতক্ষণ পর্যন্ত না অপরাধ প্রমাণ হবে ততক্ষণ পর্যন্ত উনি এই পোষ্টে থাকবেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য উমেশচন্দ্র নাথ।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ (কদমতলা) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং— ১১৬।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—১১৬।

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর অন্তর্গত কাকড়ী নদীর পূর্ব পাড় ও পশ্চিম পাড়ে (রেল ষ্টেশানের নিকট স্থানে) বাঁধ দেওয়ার কাজ কতটুকু অগ্রসর হয়েছে, এবং

২। কবে পর্যন্ত উক্ত বাঁধের কাজ সম্পন্ন করা হবে বলে আশা করা যায় ?

১। কাকড়ী নদীর পশ্চিম পাড়ে (বামপাড়ে) কৃষি দপ্তরের নির্মিত আগেকার নীচু বাঁধের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অংশগুলির মেরামতির কাজ প্রায় শেষ হতে চলেছে। পূর্ব পাড়ে (ডান পাড়ে) বাঁধের কোন পরিকল্পনা নেই।

২। বর্তমান আর্থিক বছরেই ১নং প্রশ্নে উল্লিখিত অংশগুলির মেরামতের কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায় এবং ডানপাড়ে ওটা এখন আমাদের বিবেচনার মধ্যে নেই। স্যার, এবার আমি সম্ভবতঃ এই সেশানে আর একটা প্রশ্নের জবাবে বলেছিলাম ডানপাড়ে একটা টেকনিকেল প্রবলেম হবে।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, পশ্চিম পাড়ে যদি বাঁধের কাজ চলে, আর পূর্বপাড়ে না হয় তাহলে পূর্বপাড়ের লোকজন খুবই বিক্ষুব্ধ, তারা হয়তো পশ্চিম পাড়ের বাঁধের ক্ষতি করতে পারে এটা মাননীয় মন্ত্রী বিবেচনা করে দেখবেন কিনা ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, পূর্ব পাড়ে এবং পশ্চিম পাড়ে দুইটি বাঁধ দিলে পরে যে স্পেস দরকার, যে জায়গার দরকার এবং জলটা ধরবার জন্য যে পরিমান জায়গার দরকার এই সমস্ত টেক্‌নিক্যাল ব্যাপার রয়েছে। কাজেই, সব জায়গাতেই দুই জায়গাতে বাঁধ দেওয়া যায় না। এবং আমি এই সেশনেই বলেছি যে এটা ইঞ্জিনিয়াররা আপ্রুভ করতে পারছেন না।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমার অনুরোধ, আমার যতটুকু স্মরণ আছে আমি যখন এম, এল, এ হয়েছি, প্রতিটি সেশনেই (যতটি সেশনে আমি অ্যাটেণ্ড করেছি) এই কাঁকড়ী নদীর সমস্যা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে। এবং এইটার একটা সুরাহা হওয়া দরকার। এটা দীর্ঘায়িত না হয়ে এস্‌পার-ওস্‌পার একটা হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

শ্রীবৈদনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এটা ইচ্ছা করলেই সবটা করা যায় এটা মনে করার কারণ নেই।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমরা শুনলাম যে ব্রহ্মপুত্র প্রকল্প থেকে অফিসার এনে এটার পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হবে—এইটা সত্য কিনা ?

মিঃ স্পিকার :—এটার সঙ্গে ব্রহ্মপুত্রের কি সম্পর্ক। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা ইরেলিভেণ্ট।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, ব্রহ্মপুত্রের যে বেসিন এবং উপনদগুলি আছে তার সঙ্গে এই নদীটি ইনক্লুডেড তারজন্য মাননীয় সদস্য এই প্রশ্নটি করেছেন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী অশোক দেববর্মা (অনুপস্থিত)।

মাননীয় সদস্য শ্রী সুদন দাস।

শ্রীসুধন দাস (রাজনগর) :—মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাড্‌মিটেড্‌ স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৬৬।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাড্‌মিটেড্‌ স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৬৬।

প্রশ্ন

১। কৃষকদের ১০,০০০ টাকা পর্য্যন্ত সরকারী ঋণ মুকুব করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

২। ইহা কি সত্য এই ঋণ মুকুব করার জন্য জাতীয়কৃত ব্যাংকগুলির সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে না ;

৩। রাজ্য সরকার এই ব্যাপারে কোন পরিকল্পনা নিয়েছেন কি না ?

উত্তর

১। সরকারের আপাততঃ এই ধরণের কোন পরিকল্পনা নেই। কাজেই (২) নং এবং (৩) নং প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীসুধন দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, দেখা গেছে বাদা গরীব কৃষক আই, আর, ডি, পি এবং এস, সি

ও এস, টি করপোরেশনের লোন দেওয়ার ক্ষেত্রে বেশীরভাগই বকেয়া ঋণ বা ডিফলটার হয়ে আছে, এই জন্য তাদেরকে সাহায্য করা যাচ্ছে না। এই ব্যাপারে সরকার সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন কি না ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, কৃষিঋণ মুকুবের ব্যাপারে ব্যাংক সিদ্ধান্ত নেবে। সবকার তো—আমাদের ডিমাণ্ড আছেই। কিন্তু সেটা ব্যাংকের উপর নির্ভর করে সেটা কার্য্যকরী করা হবে কি না।

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে যখন জনতা সরকার ছিল তখন কৃষকদের ১০ হাজার টাকা পর্য্যন্ত কৃষি ঋণ মুকুব করার সিদ্ধান্ত হয়। এবং ত্রিপুরা রাজ্যেও বিগতদিনে কিছু কিছু মুকুব হয়েছে, পরে আর হয়নি। এই বিষয়টি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, সেটা আছে ত্রিপুরা সরকারের রাজস্ব দপ্তরে ১৬-৩-৯৩ তারিখের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ১০ হাজার টাকা পর্য্যন্ত কৃষি ঋণের জন্য জমি বন্ধকের ব্যাপারে কোন স্ট্যাম্প ডিউটি লাগবে না। এটা ত্রিপুরা সরকারের সার্কুলার এবং কৃষি ছাড়া অন্য ঋণের ক্ষেত্রে ২৫ হাজার টাকা পর্য্যন্ত কোন স্ট্যাম্প ডিউটি লাগবে না। উক্ত আদেশ ১৩-১-৯৩ থেকে ১২-১-৯৭ইং পর্য্যন্ত বলবৎ থাকবে।

শ্রীসহিদ চৌধুরী (বক্সনগর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না, যে কেন্দ্রীয় সরকার অর্থাৎ জনতা সরকারের যে সিদ্ধান্ত ছিল সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১০,০০০ টাকা পর্য্যন্ত কৃষকদের ঋণ মুকুবের যে সিদ্ধান্ত হয়েছিল এই রাজ্যেও এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভিন্ন ব্যাংকের মধ্যে কৃষকদের ঋণ মুকুবের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এসেছে অথচ এই ব্যাংকগুলি তাদের গড়িমসির জন্য বা তাদের কর্তব্যে অবহেলার জন্য এই মুকুবীকৃত টাকা মুকুব হচ্ছে না। এই বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে কি না ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এইটা আগে দেখতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারের কি নির্দেশ আছে ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এটা দেখব কেন্দ্রীয় সরকারের কোন নির্দেশ আছে কিনা।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী তপন চক্রবর্তী মহোদয়।

(মাননীয় অধ্যক্ষের অনুমতিক্রমে মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর দেবসরকার মাননীয় সদস্য শ্রী তপন চক্রবর্তীর হয়ে প্রশ্ন উৎথাপন করেন।)

শ্রীসমীর দেবসরকার : মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৩৪।

মিঃ স্পীকার :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার -১৩৪।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-১৩৪।

প্রশ্ন

১। ১৯৮৮-১৯৯৩ইং মার্চ পর্য্যন্ত কত সংখ্যক বাংলাদেশী নাগরিক বে-আহনীভাবে ত্রিপুরায় অনুপ্রদেশ করেছে বলে সরকার অবগত আছেন,

২। তাদের মধ্যে কতজনকে ৩১শে জানুয়ারী ১৯৯৪ং পর্য্যন্ত ফেরত পাঠানো হয়েছে ?

উত্তর

১। সুদীর্ঘ ত্রিপুরা—বাংলাদেশ সীমান্ত অতিক্রম করে গুপ্তভাবে কতজন বাংলাদেশী নাগরিক ১৯৮৮ইং হইতে ১৯৯৩ইং-এর মার্চ মাস পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশ করেছে তার সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ করা বিভিন্ন কারনে সম্ভব হচ্ছে না। তবে বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় যে এ সময়ের মধ্যে মোট ৩৭, ৩৫২ জন বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীকে সনাক্ত করে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

২। ১৯৯৩ইং-এর এপ্রিল মাস হহতে ৩১শে জানুয়ারী ১৯৯৪ইং পর্য্যন্ত মোট ৪, ৬৮৯জন বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের সনাক্তক্রমে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

শ্রীসমীর দেবসরকার :— সাপলিমেণ্টারী স্যার, এছাড়াও আমরা এই হাউসে বিভিন্ন সময়ে তথ্য দিয়েছি যে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গাতে এসে বসবাস করতে শুরু করেছে। এদেরকে চিহ্নিত করে কিভাবে বাংলাদেশে পাঠানো যায় এই ব্যাপারে সরকার কোন চিন্তা ভাবনা করছেন কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, যারা ভারতীয় নাগরিক না তাদের ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। মোবাইল টাস্ক ফোর্সের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানকার ত্রিপুরার নাগরিকদের আইডেনটিটি কার্ড চালু করার প্রক্রিয়া চলছে। যারা ত্রিপুরার নাগরিক বা ভারতীয় নাগরিক বলে পরিচয় দিতে পারবেন না তাদেরকে তখন চিহ্নিত করে ফেরত পাঠানো হবে। মাননীয় সদস্যের জানা উচিত যে ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সীমান্ত সুরক্ষা এবং সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ রোধের পুরো দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার বি, এস এফ এর উপর অর্পন করেছেন। সীমান্ত সুরক্ষার জন্য ৫ ব্যাটালিয়ান বি, এস, এফ বর্তমানে ত্রিপুরায় মোতায়েন আছে। তাহারা ১১৭টি সীমান্ত চৌকী স্থাপন করে সদা সতর্ক প্রহরায় নিযুক্ত। তাছাড়া ৬৭টি ওয়াচ টাওয়ার সীমান্ত বরাবর স্থাপন করে অনুপ্রবেশকারীদের লক্ষ রাখা হচ্ছে। রাজ্য সরকার মোবাইল টাস্ক ফোর্স ও পুলিশের টহল জোরদার করে রাজ্যের অভ্যন্তরে যে সমস্ত বাংলাদেশী নাগরিক গুপ্তভাবে রাজ্যে বসবাস করছে তাদের সনাক্ত করে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করেছেন। মোবাইল টাস্ক ফোর্সের শক্তি

বৃদ্ধির এক প্রস্তাব বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে। এতৎসত্বেও বাংলাদেশী নাগরিকের গুপ্তভাবে অনুপ্রবেশ বন্ধ করা এখনও সম্ভব হয়নি। উপরন্তু রাজ্যে প্রবেশ করার পর ভাষাগত ধর্মীয় ও সামাজিক সাদৃশ্যের জন্য অনুপ্রবেশকারীদের সনাক্ত করণ খুবই দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

এই সমস্ত কারণ পর্য্যালোচনা করে রাজ্য সরকারের অনুরোধে কেন্দ্রীয় সরকার সীমান্ত অঞ্চলে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের পরিচয়পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তায় রাজ্য সরকার ধাপে ধাপে এই পরিকল্পনা রূপায়িত করবেন। সীমান্ত বরাবর রাস্তা নির্মাণের পরিকল্নাও বরাদ্দ করা হয়েছে যাতে করে টহলদারী ব্যবস্থা আরোও জোরদার করা যায় এবং একটি সীমান্ত চৌকির সাথে আরেকটি চৌকির যোগাযোগ স্থাপন সহজতর হয়। বি. এস. এফ এর আরও ব্যাটেলিয়ন মোতায়েনের জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রস্তাব পাঠিয়েছে।

প্রত্যেক পঞ্চায়েত রেজিষ্টারকে সঠিকভাবে প্রতিনিয়ত পর্যালোচনা করার জন্য পঞ্চায়েত দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে কোনও ব্যক্তি অবৈধভাবে পঞ্চায়েত রেজিস্টারে নাম নথিভুক্ত করতে না পারে। জেলা শাসক এবং মহকুমা শাসকগণকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে কোন অনুপ্রবেশকারী ভূয়া দলিলের সাহায্যে রেশনকার্ড এবং নাগরিক সার্টিফিকেট পাওয়ার সুযোগ না পায়। জেলাশাসক, মহকুমা শাসক এবং বি, ডি, ও, দের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে মাঝে মাঝে পঞ্চায়েত রেজিষ্টারগুলি পর্যালোচনা করে দেখেন যাতে কোন অনুপ্রবেশকারীর নাম তাতে লিপিবদ্ধ না হয়। ফরেনার্স এ্যাক্ট, ১৯৪৮-এর ৩নং ধারায় কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরা পুলিশ সুপারদের অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের সনাক্ত করে ফেরৎ পাঠাবার ক্ষমতা প্রদান করেছেন।

রেকর্ডে দেখা যায় ২৪শে মার্চ, ১৯৭১ইং হইতে ৩১শে জানুয়ারী ১৯৯৪ইং পর্য্যন্ত মোট ১,০৯,০৭১ জন বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীকে সনাক্তক্রমে বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠানো হয়েছে।

শ্রীসমীর দেবসরকার ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বিগত জোট আমলে পত্রপত্রিকায় দেখেছি যে এম, টি, এফ, তাদের চিহ্নিত করে বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছেন। কিন্তু কোন কোন মন্ত্রী বাহাদুর নিজেরা নিজেদের এলাকায় তাদের এনে বসতি স্থাপন করেছে এবং তাদের নাগরিক কার্ড পেয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছেন। এই ধরনের তথ্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এইগুলি আবার তদন্ত করে তাদের পুনরায় ফেরৎ পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে কিনা?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— এইগুলি সব তদন্ত করা হবে। কোন মন্ত্রী এনে রেখেছেন সেটা বলা যাবে না। তার যদি কোন প্রমাণ থাকে নিশ্চয় তারা অন্যায় করেছে। কিন্তু কারা বাংলাদেশী বা ভারতীয় নাগরিক না এইগুলি তদন্ত করার জন্য আমি এখানে বিস্তারিত বলেছি। এই পদ্ধতিতে আমাদের অগ্রসর হতে হবে।

শ্রীলেনপ্রসাদ মলসই (কাঞ্চণপুর) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, কাঞ্চনপুর সাব-ডিভিশন এলাকার মধ্যে বিশেষ করে উত্তর লাল জুড়ী এলাকায় একনাগাড়ে একশতের উপর পরিবার এক জায়গাতে বসবাস করেছেন। ১৯৯২ইং সালে সমস্ত পরিবারের হিসাব দেওয়া হয়েছে। তবে ১৯৯৩-৯৪ইং সালে কত বেড়েছে জানি না। সেই জায়গার মধ্যে ব্লকের মাধ্যমে যে উন্নয়নমূলক কাজকর্ম বা গ্রামের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, সেখানে আগে যারা স্থায়ী নাগরিক ছিলেন তারা কিন্তু কাজ করার অধিকার পাচ্ছে না। বহু পুরানো বাঙ্গালী তারা অভিযোগ করেছেন যে বাংলাদেশীরা এখানে স্থায়ীভাবে থাকার ফলে আমরা কাজের সুযোগ পর্য্যন্ত পাচ্ছি না, এই ধরণের অভিযোগ আছে। তাই তাদের সমস্ত লিস্ট করে এবং বাংলাদেশী কে কে আছে, তাদের সেখান থেকে ফেরৎ পাঠানোর জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, সেই সম্পর্কে তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদসে'র কাছে যদি কোন তথ্য থাকে তাহলে টাস্ক ফোসে'র কাছে বলতে পারেন। এই ব্যাপারে জেলা শাসককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, বি, ডি, ওকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া আমি আগেই বলেছি কাদের কাছে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আপনারা রিপোর্ট দেন। এবং আমার কাছে লিস্ট দিলেও আমি তাদের কাছে দায়িত্ব দিতে পারি। কারা কারা কোন কোন গ্রামে আছে এইগুলি আমরাও তদন্ত করতে পারি। এটা টাস্ক ফোসে'র ব্যাপার এবং আপনারা তাদের দৃষ্টি আকর্ষ'ণ করুন। এবং আমার কাছে রিপোর্ট আসলেও আমি সেই সব জায়গাগুলি তদন্ত করার জন্য নির্দেশ দেব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীদেবব্রত কলই।

শ্রীদেবব্রত কলই (অম্পিনগর) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-১৩৭।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-১৩৭।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য অম্পি থেকে বৈশ্যমুনি পাড়া পর্যন্ত রাস্তাটি নির্মাণের কাজ পি, ডাব্লিউ, ডি. কে দেওয়া হয়েছিল ?

২। যদি সত্য হয়, তাহলে এখন পর্যন্ত মোট কত টাকা ব্যয়ে কত কিমিঃ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে, এবং

৩। বর্তমানে উক্ত রাস্তার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে কিনা ?

৪। যদি করা না হয়ে থাকে তবে কবে নাগাদ উক্ত রাস্তার কাজ পুনরায় শুরু করা হবে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ। ২। এখন পর্যন্ত মোট ১'০২ কিমিঃ রাস্তার ফরমেসানের কাজ হয়েছে এবং এজন্য মোট ২,৯৬,৫১৬'০০ টাকা ব্যয় হয়েছে।

৩ না। ৪। জমি অধিগ্রহণের পর প্রয়োজনীয় জমি পাওয়া গেলে বাকী কাজ শুরু করা যাবে বলে আশা করা যায়।

শ্রীদেবব্রত কলই :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, যদি জমি না পাওয়া যায়, তা হলে কিসের ভিত্তিতে এই যে ১.০২ রাস্তা হল এবং ২ লক্ষ ৯৬ হাজার ৫ শত টাকা খরচ হল, সেটা কিসের ভিত্তিতে এবং কিভাবে খরচ করা হলো?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এটা আমার কাছে নেই এবং আমি এটা ঠিক জানিনা, এটা কারো জোত জমি কিনা। জোত জমি নাও হতে পারে। তবে যেটা আমি দেখলাম বিস্তারিত তথ্যে অলরেডি সার্ভে করা হয়েছে এবং এল, এ, কালেক্টর এর কাছে একিউজিসানের জন্য জানানো হয়েছে, উনি টাকা চেয়েছেন, এই বৎসর অর্থাৎ ৯৩-৯৪ ইং কিছু টাকা প্লেইস্ করে দেব এল, এ, কালেক্টরের কাছে। জমি অধিগ্রহণের কাজ শেষ হলে পরে আমরা সম্পূর্ণ কাজটা হাতে নেব।

শ্রীদেবব্রত কলই :— সাবলিমেণ্টারী স্যার, তা না হলে জমি অধিগ্রহণ না করার পূর্ব মুহূর্তে, এটা কি সত্য যে এই রাস্তার জন্য টেণ্ডার কল করা হয়েছে এবং টেণ্ডার গ্রহণ করা হয়েছে এবং ওয়ার্ক অর্ডার ইস্যু করা হয়েছে?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, কাজ হয়েছে যখন, নিশ্চই টেণ্ডার করে কাজ হয়েছে। এটা তো স্বাভাবিক কথা। কারণ ফ্রম ১১ তে তো কাজ করা সম্ভব নয়।

শ্রীদেবব্রত কলই :— সাবলিমেণ্টারী স্যার, আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে জমি অধিগ্রহণের টাকা পাওয়া যায়নি। কিন্তু সমস্ত কাজের জন্য ওয়ার্ক অর্ডার ইস্যু করা হয়েছে। জমি অধিগ্রহণ না করে কিভাবে ওয়ার্ক অর্ডার ইস্যু করল? কি করে টেণ্ডার করল?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা অনেক সময় এলাকার চাপে পরে করতে হয় কিন্তু আসলে জমির মালিক যারা তারা যতক্ষন জমি হেণ্ডওভার না করে ততক্ষন পর্যন্ত কাজ করা যায় না, সাধারণত। কখনো চার (৪নং) নং নোটিশটা পেলে অনেক জমি এড্ভান্স প্রজেশন দিয়ে দেয়। কাজেই বাই পাশ্চোয়েশান্ কিছু কাজ হতে পারে কিন্তু টোট্যাল ল্যাংথ-এর যদি এটা ফরমেশান করতে হয় তা হলে টোটাল টাকাটা তাদেরকে দিতে হবে।

শ্রীলেনপ্রসাদ মলসই :— সাপলিমেণ্টারী স্যার, কাঞ্চনপুর বাজারের পশ্চিম দিকে কাঞ্চনছড়া...

মি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য এটা রিলেটেড না, আপনি আলাদা প্রশ্ন করুন।

শ্রীলেনপ্রসাদ মলসই :— একই প্রশ্ন স্যার।

মি স্পীকার :— এক হলেও তার সঙ্গে রিলেটেড না,
মাননীয় সদস্য শ্রী দিলীপ চৌধুরী,
মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া,
মাননীয় সদস্য মাখন লাল চক্রবর্তী।

শ্রীপবিত্র কর:—স্যার, আমি মাখনলাল চক্রবর্তী মহোদয়ের প্রশ্নে ইন্টারেস্টড্।
কোয়েশ্চান নাম্বার—১৭৯।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মি স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৭৯।

প্রশ্ন

১. রাজ্য রামচন্দ্রনগর তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং রুখিয়ার দ্বিতীয় গ্যাস বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার হইতে রাজ্য সরকারকে কি কি সাহায্য সহায়তা দেওয়া হয়েছে এবং কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, এবং

২. উক্ত দুইটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ কতদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১. রাজ্যের রামচন্দ্রনগর তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা নেপকোর উপর ন্যস্ত। তব্ রাজ্য সরকার ত্রিপুরার বিদ্যুৎ পরিস্থিতির উন্নতিকল্পে এই প্রকল্পের রূপায়ণে নেপকোকে সত্বর অর্থ বরাদ্ধ করার জন্য কেন্দ্রীয় শক্তি মন্ত্রনালয়ে যোজনা পর্ষদকে বার বার অনুরোধ জানিয়েছে।

রুখিয়ার "ফেইজ টু"২ × ৮ মেগাওয়াট গ্যাস ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অধীনে এন ই সি এর অর্থ সাহায্য গড়ে উঠার কথা। ভারত সরকারের বন ও পরিবেশ মন্ত্রকের বিলম্বিত ছাড়পত্রের জন্য (ছাড়পত্র নভেম্বরে ৯৩ইং এ পাওয়া গিয়েছে) স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অনুমোদন এখনো মেলেনি। ফলে ১৯৯৩-৯৪ ইং সনের অর্থ বছরে ২২ কোটি বরাদ্ধের কিছুই পাওয়া যায়নি।

২. রুখিয়ার ফেইজ টু প্রকল্পের কাজ যে সময়ে এন ই সি বরাদ্দকৃত অর্থ পাওয়া যাবে তার ১৫ মাসের মধ্যে প্রকল্পটি গড়ে উঠার সম্ভাবনা তৈরী আছে। এবং নেপকো সূত্রে জানা গিয়েছে যে অর্থবরাদ্দের ২৪ মাসের মধ্যে ২১ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ৪টি প্রকল্পের মধ্যে প্রথমটি বসানো সম্ভব হবে।

শ্রীপবিত্র কর :— বিশেষ করে রামচন্দ্রনগর তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের জন্য গত নির্বাচনের আগে এখানে প্রধানমন্ত্রী এসে শিলান্যাস করেছেন। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রীর উত্তর থেকে জানলাম যে এখন পর্য্যন্ত টাকার সংস্থান হয় নি। কিন্তু আমরা কিছুদিন আগে খবরের কাগজে দেখেছি মুখ্যমন্ত্রী যখন সেখানে গিয়েছিলেন তখন পরিকল্পনা কমিশনের ভাইস্ চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা হয়েছিল এবং রামচন্দ্রনগর তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য ৩০ কোটি টাকা প্রথম কিস্তিতে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন। সেই সম্পর্কে সরকারের পজিশন কি সেটি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) : — স্যার রামচন্দ্র তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প যে এখানে রয়েছে, ৮৮ মেগওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন যে কেন্দ্রটি এখানে হবে সেটি নেপকোর কাছে ন্যাস্ত আছে। এবং এখানে এটা ঠিকই বলেছেন যে প্রধানমন্ত্রী ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। তখন স্থাপন করলেও এই জায়গা সম্পর্কে কিছুটা গোলমাল ছিল যা অনুমান করা যায়নি। আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার পরে আলোচনা করে সেটি মীমাংসা করা হয়েছে। এবং নেপকোকে জায়গা নেওয়ার জন্য বলেছি। যেহেতু এটা রাজ্যের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদার সঙ্গে খুবই সম্পর্কিত। এখানে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন না হলে পরে রাজ্যে বিদ্যুৎ উন্নতি কোন অবস্থাতে সম্ভব না। সেইজন্য দপ্তরও যেমন চেষ্টা করেছেন ওখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যোজনা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যানের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। তারজন্য যাহাতে টাকা ব্যবস্থা হয় সেটি করেছেন এবং সেই অনুযায়ী আমরা দেখেছি যোজনা পরিষদ বরাদ্দও করেছেন ১২০ কোটি টাকা। কিন্তু কেন্দ্রীয় শক্তি মন্ত্রণালয় এখনো কোন টাকা মঞ্জুর করেন নি। যোজনা পরিষদের ভাইস্ চেয়ারম্যানে সঙ্গে যখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর আলোচনা হয়েছিল তখন তাঁরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ করবেন। কিন্তু এখনো ওটা বরাদ্দ হয়নি। কিন্তু ইতিমধ্যে নেপ্‌কোর চেয়ারম্যান আমাদের রাজ্যের কথা চিন্তা করে এখানে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছেন তাঁরাও লোক পাঠাবেন যাহাতে প্রাথমিকভাবে এই কাজ শুরু করা যায়। কিন্তু এর মধ্যে যদি কেন্দ্রীয় শক্তি মন্ত্রণালয় কাজের জন্য অর্থ বরাদ্দ না করেন তাহলে পরে একটু মুশকিল হয়ে যাবে।

আমরা কেন্দ্রীয় শক্তি মন্ত্রণালয়ের কাছে অনুরোধ করেছি রাজ্যের কথা চিন্তা করে যাহাতে তাড়াতাড়ি অর্থ বরাদ্দ করেন যাহাতে আমরা কাজ শুরু করতে পারি। এখন এই অবস্থায় আছে। টাকা ব্যবস্থা হলে কাজ শুরু করতে পারে যদিও ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য পান্নালাল ঘোষ।

শ্রীপান্নালাল ঘোষ (রাধাকিশোরপুর) ঃ— স্যার এডমিটেড কোয়েশন নম্বর—২০০।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশন নম্বর—২০০।

প্রশ্ন

১। মাঝারী সেচ প্রকল্পের অন্তর্গত মহারাণী ব্যারেজের কাজ বর্তমানে কোন স্তরে আছে,

২। বন্ধ থাকলে তার কারণ কি ;

৩। চালু করার কি কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। মাঝারী সেচ প্রকল্পের অন্তর্গত মহারাণী ব্যারেজের কাজের বর্তমান অবস্থা নিম্নরূপ ঃ—

মূল ব্যারেজের কাজ ও বামতীরে ৪.৫ কি. মি. এবং ডানতীরে ৩.৫ কি. মি. সেচের জল

সরবরাহ করার জন্য খাল্ খননের কাজ শেষ হয়েছে এবং এর মারফৎ ১০০৩ হেক্টর জমি ইতিমধ্যে জল সেচের আওতায় আনা হয়েছে।

২। (ক) বামতীরের মূল খাল ৪.৫ কি. মি. হইতে ৬.০৬৫ কি. মি. পর্যন্ত অংশে খাল খননের সময় ভূমিস্তরে অপ্রত্যাশিত কারিগরীক সমস্যা দেখা দেয়। এই খালের এই অংশের বিকল্প এ্যালাইনমেণ্ট ঠিক করার জন্য যাবতীয় পরীক্ষা ও কেন্দ্র জল আয়োগের সঙ্গে পরামর্শ করতে হয়েছে। এই কারণে এই অংশের কাজ আপাততঃ বন্ধ রাখা হয়েছে।

(খ) ডানতীরে মূলখাল ৩.৫ কি. মি. হইতে ৬.৫ কি. মি. অংশের কাজ অপ্রতুল ব্যয় বরাদ্দের দরুণ বন্ধ রাখা হয়েছে।

৩নং প্রশ্নের উত্তর :— বামতীরে মূল খাল ৩.৫ কি, মি, হইতে ৭.০০১ কি. মি. পর্য্যন্ত অনুসন্ধানের তথ্যাবলী কেন্দ্রীয় জল আয়োগের কর্তৃক পরীক্ষা করানো হয়েছে এবং সম্প্রতি তাহার বিকল্প এ্যালাইনমেণ্ট সুপারিশ করেছেন। এই সুপারিশ অনুযায়ী কাজের নক্সা, ডিজাইন সম্পন্ন করে দরপত্র আহ্বানের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

শ্রীপান্নালাল ঘোষ :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই যে মহারাণী হাইডল প্রজেক্ট এই প্রজেক্ট কার্যকরী করার জন্য কত স্টিমেটেড কষ্ট ধরা হয়েছিল, এবং এই পর্য্যন্ত কত টাকা খরচ হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, প্রথম যে এস্টিমেট ছিল সেটি ৫.৮৮ কোটি টাকা। আর এ পর্য্যন্ত খরচ হয়েছে ২২ কোটি ৪৩ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা।

শ্রীপান্নালাল ঘোষ :—স্যাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে ৪.৫ কি. মি. থেকে ৬.০৬৫ কি. মি পর্য্যন্ত একটা অসুবিধা দেখা দিয়েছে এবং এটার বিকল্প এ্যালাইনমেণ্ট তৈরী করার চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রজেকটি যখন হাতে নেওয়া হয় তখন কি এই যে বাস্তব সমস্যা, যেখানে লুঙ্গা আছে খেতজমি আছে সেগুলি বিবেচনা করেই এই প্রজেকটি ঠিক করা হয়, আমরা জানি। এই প্রজেক্ট না হওয়ার ফলে একদিকে যেমন প্রচুর ব্যয় হচ্ছে এবং কৃষকরাও জল পাচ্ছে না।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী):— স্যার, আমাদের তিনটা প্রজেক্ট মহারানী, চাকমাঘাট এবং মনু, এগুলি আমরা গত বামফ্রন্টের আমলে হাতে নিয়ে ছিলাম এবং খুব ভাল করে সার্ভে করে সেগুলি হাতে নেওয়া সম্ভব হয়নি। এই নদীগুলির সবই আন্তর্জাতিক নদী এবং এজন্যই অন্য কনসিডারেশনেও তাড়াতাড়ি করে আমাদের হাতে নিতে হয়েছে। সেগুলি ডান এবং বাম দিকে খাল খনন করারও অসুবিধা আছে কারণ, খাল খনন করতে হলে হয় টিলা কেটে অথবা সুড়ঙ্গ করে সেটা করতে হবে, আর তা করতে গেলে অনেক বেশী খরচ পড়বে, যা এখন আমাদের পক্ষে করা মোটেই সম্ভব নয়।

শ্রীপান্নালাল ঘোষ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিশ্চয় অবগত আছেন যে চেনেল করার জন্য সেখানে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে এবং তার জন্য টাকা পয়সাও দেওয়া হয়ে গেছে, অথচ চেনেল না করার দরুন, সেই অধিগ্রহণ কৃত জমিগুলি আবার বে-দখল হয়ে গেছে, চেনেল করতে হলে সেই জমি থেকে আবার বে-দখলকারীদের সরানোর প্রশ্ন আছে, এই ধরনের কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী):— স্যার, আমার কাছে এই রকম কোন তথ্য নেই, তবে মাননীয় সদস্য যখন বলছেন, তবে আমি সেটা তদন্ত করে দেখবো।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার-২২১।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-২২১,

প্রশ্ন

১) খোয়াই হতে চাম্পাহাওর চৌমুহনি ভায়া ভাটি ময়দান এন, ই, সি ভায়া শিকারী পাড়া (আই ভাংকুর) পর্য্যন্ত এন, ই, সি রাস্তা করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২) যদি থাকে কবে নাগাদ উক্ত রাস্তার কাজ সম্পন্ন হবে ?

উত্তর

১। উপরোক্ত নামে কোন রাস্ত এন ই, সি প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না। তবে, রাস্তাটি পূর্ত্ত দপ্তরের হইতে দুই ভাগে অন্তর্ভুক্ত করা আছে। যেমন :—

১। চাম্পাহাওয়ার হতে শিকারীবাড়ী (আই ভাংকুর) পর্য্যন্ত রাস্তা। রাস্তাটি দৈর্ঘ্য ৫ কিলো-মিটার। রাস্তাটি খোয়াই চাম্পাহাওয়ার রাস্তার ৬ ও ৭ কিমির মধ্যে চাম্পাহাওয়ার বাজার চৌমুহনী হতে শুরু হয়ে শিকারী বাড়ীর আই ভাংকুরে শেষ হয়েছে। এই রাস্তাটির জন্য ৩৭ লক্ষ ১১ হাজার টাকার একটি এষ্টিমেট মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছে। এষ্টিমেটের মধ্যে ফরমেশন, এস, পি, ডি ব্রিজ, কালভার্ট, সোলিং, মেটালিং ও কার্পেটিং সহ জমি অধিগ্রহণের সংস্থান রাখা হয়েছে। ০ কিঃ মিঃ হতে ০.৫০ কিঃ মিঃ অংশের ফরমেশনের কাজ শেষ হয়েছে। জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়টি নিস্পত্তি হওয়ার পর পশ্চিম ত্রিপুরা জমি অধিগ্রহণ আধিকারিকের কাছ হতে প্রয়োজনীয় জমি পাওয়া গেলে রাস্তাটির বাকী অংশের ফরমেশনের কাজ হাতে নেওয়া হবে। জমি অধিগ্রহণের জন্য জমির বিবরণ সহ জমির নকসা আগরতলার জমি অধিকরণ আধিকারিকের কাছে ১১-৯-৯৩ ইং তারিখে পাঠানো হয়েছে।

২। চাম্পাহাওয়ার ট্রাইজংশন হতে উজান ময়দান রাস্তা। রাস্তাটির দৈর্ঘ্য ৫.০০ কিঃ মিঃ। এই রাস্তার উন্নয়নের কাজটি ১৯৯৩-৯৪ সনের পূর্ত্ত দপ্তরের সিডিউল অব ওয়ার্কাস এমন, এনও পি

প্রকল্পের অধীনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই কাজের জন্য ১০ হাজার টাকা ধরা আছে। রাস্তাটি খোয়াই চাম্পাহাওয়ার রাস্তা ৮ কিঃ মিঃ হতে শুরু হয়েছে এবং ভাটি ময়দান হয়ে চেবরি-হালাহালি এন, ই, সি রাস্তার সঙ্গে মিশেছে। এই রাস্তাটির উন্নতি কল্পে একটি এস্টিমেট মজুরীর জন্য পাঠানোর কাজ চলছে। মজুরীর বিষয়টি ১৯৯৪-৯৫ ইং সনের বাজেট বরাদ্দের উপর নির্ভর করছে। অর্থাৎ টাকার সংস্থান হলেই, আমরা বিষয়টা দেখবো।

শ্রীসমীর দেবসরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এখানে যে দুটো রাস্তার কথা বলা হয়েছে, গত বন্যার পর এই রাস্তা দুইটির এমন হাল হয়েছে যে এই রাস্তাগুলি দিয়ে ঐ এলাকার লোকজনের যোগাযোগ রক্ষা করাই দুষ্কর হয়ে পড়ছে, বিশেষ করে লাল ছড়ির উপর দিয়ে যে রাস্তাটা গেছে। রাস্তার এই হালের জন্য ঐ এলাকার বিভিন্ন রেশন শপের মালামাল নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এলাকার লোকদের ১০/১২ কিঃ মিঃ ঘুর পথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হচ্ছে। কাজেই এই রাস্তাগুলি সারানোর জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা জানতে পারি কি ? অথবা, এই রাস্তাগুলির যে এই হাল, এই সম্পর্কে আপনার কাছে কোন তথ্য আছে কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, সব তথ্য আমার জানা নেই। তবে আমাদের আর্থিক সংগতির সংগে সম্পর্ক রেখে যতটা কাজ অগ্রসর করা যায় দেখব। চাম্পাহাওর থেকে শিকারী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার কাজ করার জন্য ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশন ইত্যাদি করতে হবে। এই জন্য একটু সময় লাগছে। দ্বিতীয় রাস্তাটির জন্য এষ্টিমেটস করা হয়েছে। রেশন সামগ্রী পৌঁছানোর জন্য কি করা যায় এটা আমরা দেখব। তবে রাস্তার কাজ সামনের বছরও কমপলিট করতে পারব কি না যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

শ্রীসমীর দেবসরকার:— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই রাস্তার উপর ৫০০/৬০০ টাকা খরচ করে একটা সাঁকো তৈরী করে দিলে রেশনের মাল বিভিন্ন রেশন সোপে পৌঁছানো সম্ভব হবে। এই ব্যাপারে অবিলম্বে উদ্যোগ নেয়া হবে কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী):—স্যার, রেশনে চাউল যাতে যেতে পারে এটা খুব জরুরী ভিত্তিতে দেখা হবে। প্লাডে যা ডেমেজ হয়েছে, সব মেরামত করা সম্ভব নয়। গভার্ণমেন্টের লায়াবিলিস অনেক বেড়ে গেছে। তবে ৪০ পয়েন্ট কাজ যাতে হয় সেটা দেখা হবে। রেশনে চাউল যাতে পৌঁছে তার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেব।

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা (আশারামবাড়ী):— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, দুই নং রাস্তার উপর একটা ড্রেইন আছে। আমরা সরজমিনে তদন্ত করে দেখেছি। ড্রেইনটি সরিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা ব্লকের তরফ থেকে লিখেছি কিন্তু ফাইলটি ডি এম অফিসে আটকে আছে এবং এগ্রিকালচারের জলসেচের ব্যবস্থাটা মঞ্জুর করে নি। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেখবেন কি না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, রাস্তার সঙ্গে জলসেচের প্রশ্ন কি করে আসে আমি বুঝতে পারি নি। যদি কোন অ্যালাইনমেন্ট করার প্রস্তাব ব্লক থেকে পূর্ত দপ্তরের কাছে আসে তাহলে আমরা দেখব।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বোধ হয় আমার প্রশ্নটি বুঝেন নি। ঐ রাস্তার পাড়ে যে ড্রেইন আছে সেটাকে সরিয়ে রাস্তা থেকে দূরে করার জন্য ব্লক লিখেছে এটা মঞ্জুরী দেওয়া হয় নি।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি পূর্ত দপ্তরকে বলব ডি এম, ওয়েসটের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে এই বিষয়টি টেক আপ করতে।

মি: উপাধ্যক্ষ মহোদয় :— শ্রীঅরুন ভৌমিক।

শ্রীঅরুন ভৌমিক (বড়জলা) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৩৩০, অ্যাডমিনিসট্রেটিভ রিফমস´ ডিপার্টমেণ্ট।

শ্রী দশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং-৩৩০

প্রশ্ন	উত্তর
1). Is the Govt. contemplating to introduce 5 days a week working days in Govt. Office ?	1). Such proposal if not under consideration of the Govt,

শ্রীঅরুন ভৌমিক :— স্যার, আমরা দেখেছি, কেন্দ্রীয় সরকারী অফিসগুলিতে সপ্তাহে ৫ দিন কাজ হতে। এমনিতে এখানে সেকেণ্ড স্যাটারডে বন্ধই আছে। বাকী তিনটি স্যাটারডে বন্ধ দিলেই সপ্তাহে ৫ দিন হয়ে যায়। আমরা দেখেছি, ওয়েষ্ট বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টও সপ্তাহে ৫ দিন ওয়াকিং ডে হয়ে গেছে। কাজের সময় সীমা কিছুটা বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমাদের রাজ্যে এটা চিন্তা করার জন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি এ কারণে আমি এটা বলছি, এতে সরকারী খরচ অনেক কমে যাবে। কাজও বেশী হবে। এটাই অভিজ্ঞতা। ঐ ৩টি স্যাটারডের কাজ হয়ে যায় কিছুটা সময় সীমা বাড়িয়ে দিলে। গাড়ী-ঘোড়া কম চলে, বিদ্যুৎ বেঁচে যায় ঐ ২ দিন ছুটি পেলে কর্মচারীদেরও সুবিধা হয়। পাঁচ দিনে তারা প্রবল বেগে কাজ করে এতে এফিসিয়েন্সির সঙ্গে কাজ হয়। এখন আমর প্রশ্ন হচ্ছে, সরকার এ ব্যাপারে গ্রহণ যোগ্য হতে পারে কিনা তা দেখার জন্য কম্পারেটিভ কোন স্টাডি করবেন কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, এটা মাননীয় সদস্যের নিজস্ব অভিমত। সরকারের এ ব্যাপারে কোন অভিজ্ঞতা নেই, চিন্তাও করছেন না। হ্যাঁ, মাননীয় সদস্য যা বলছেন, তা ঠিক। কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসগুলি এবং পশ্চিমবঙ্গের কিছু কিছু অফিসে সপ্তাহে ৫ দিন কাজ হয়। তাদের অভিজ্ঞতা দেখলে জানতে পারব, বিষয়টি ভাল হয়েছে কিনা।

শ্রীঅরুণ ভৌমিক ঃ— স্যার, আমিও এটাই বলছি। অন্যান্য রাজ্যের এ ব্যাপারে কি অভিজ্ঞতা অর্জন হয়েছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানার চেষ্টা করবেন কিনা?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, খোঁজ খবর নিয়ে দেখবেন।

মাননীয় সদস্য শ্রী মাধব চন্দ্র সাহা ও শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া, ব্রাকেটেড কোয়েশ্চান।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ - অ্যাডমিটেড স্টাড´ কোয়েশ্চান নং—২৩৭।

মিঃ স্পিকার :—অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং—২৩৭।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং—২৩৭।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য বিদ্যুতায়ন ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার সারা রাজ্যে হুক লাইন কাটার পরিকল্পনা নিয়েছেন,

২। নিয়ে থাকলে ১৯৯৩-৯৩ইং সালে সারা রাজ্যে কত সংখ্যক হুক লাইন কাটা হয়েছে,

৩। এই বে-আইনী হুক লাইন কাটার ফলে কি পরিমাণ বিদ্যুৎ সঞ্চয় হয়েছে;

৪। ঐ সমস্ত বে-আইনীভাবে হুক লাইন নেয়া কার্য্যরত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, এবং

৫। বর্তমানে রাজ্যে মোট বিদ্যুতের চাহিদা ও ঘাটতি কত?

উত্তর

১। হ্যাঁ, সত্য।

২। ১৯৯৩-৯৪ইং সালে সারা রাজ্যে ১০, ২৩১টি হুক লাইন কাটা হয়েছে।

৩। এই বে-আইনী হুক লাইন কাটার ফলে প্রায় ৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সঞ্চয় হয়েছে।

৪। বে আইনীভাবে হুক লাইন নেয়ার কার্য্যরত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আরক্ষা দপ্তরের কাছে ৬৭৪টি এফ-আই-আর করা হয়েছে এবং ২০ জনকে আটক করা হয়েছে।

৫। এখন পিক্ পয়েন্ট। গরমের সময় বিদ্যুতের চাহিদা ৭০ মেগাওয়াট। রাজ্যে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় এবং বাইরে থেকে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ পাই তাতেও আমাদের প্রায় ১৬ থেকে ২০ মেগাওয়াট ঘাটতি থেকে যায়।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী ব্রজেন্দ্র মগ চৌধুরী (অনুপস্থিত)।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী আনন্দমোহন রোয়াজা।

শ্রীআনন্দমোহন রোয়াজা (রাইমাভ্যালী) :— এডমিটেডস্টার্ড কোয়েশ্চান নং-৩২৯ স্যার।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ— এডমিটেডস্টাড´ কোয়েশ্চান নং-৩২৯ স্যার।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, জোট সরকারের আমলে গণ্ডাছড়া পূর্ত্ত দপ্তরের অফিস সংলগ্ন সরকারী

জায়গায় কং (ই) এবং টি ইউ· জে· এস নেতারা বাড়ীঘর এবং পার্টি অফিস করে দখল করে বসে আছে।

২। যদি সত্য হয় তবে এই জায়গাগুলি উদ্ধার করার জন্য সরকার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে কিনা ?

উত্তর

১ এবং ২ নং প্রশ্নের উত্তর —তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

মিঃ স্পীকার : — যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলোর উত্তরপত্রগুলো এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলোর লিখিত উত্তরপত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

(ANNEXURE "A" & "B")

MATTERS RAISED BY MEMBERS,

শ্রীপবিত্র কর :—স্যার, এই জিরো আওয়ারে আমি একটা বিষয় এখানে তুলতে চাই। বিষয়টা হচ্ছে, আমরা পত্রপত্রিকায় দেখেছি ৪-৩-৯৪ ইং তারিখে বিধানসভার অধিবেশনের সময়েতে কিছু পত্রিকার মালিক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিলেন, বিধানসভা বয়কটের ডাক দিয়েছিলেন। কিন্তু জার্নালিষ্টরা সেদিন সিদ্ধান্ত নিয়ে বিধানসভায় অংশগ্রহন করেছিলেন। পত্রিকার মালিক খবর ছাপবেন কি ছাপবেনা সেটা পরের ব্যাপার, কিন্তু সাংবাদিকদের খবর সংগ্রহ করার রাইট তাদের আছে। সেদিন জাগরণ পত্রিকার মালিক একজন স্টাফ রিপোর্টার অনির্বান ভৌমিককে তার মালিক বিধানসভা গেইটে এসে শাসিয়েছিল—সে যদি বিধানসভার সংবাদ সংগ্রহ করে তাহলে তার পরিণতি খুব খারাপ হবে। আমরা দেখেছি সেদিন সে বিধানসভায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তারপর তার মালিক তাকে অন্যায়ভাবে ছাঁটাই করেছেন। বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্যার। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে উপস্থিত আছেন। আমি এই ব্যাপারে একটা ষ্টেটমেন্ট চাই স্যার।

মিঃ স্পীকার :—আমি এখন মাননীয় শ্রম দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী পবিত্র কর মহোদয় কর্তৃক আনীত বিষয়টির উপর একটি বিবৃতি দেন।

শ্রী রঞ্জিত দেবনাথ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর মহোদয় এখানে যে বিষয়টি উত্থাপন করেছেন এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এই বিষয়টির উপর আমার হাতে যে তথ্য আছে আমি সেটা এখানে উপস্থিত করছি —

"জাগরণ পত্রিকার সাংবাদিক ছাঁটাই এবং সাংবাদিকদের গণঅবস্থান প্রসঙ্গে"

পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়—শ্রী অনির্বান ভৌমিক স্থানীয় জাগরণ পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার এবং ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিষ্ট এসোসিয়েশনের একজন সক্রিয় সদস্য।

খবরে আরও প্রকাশ যে, গত ১৪ই মার্চ ১৯৯৪ ইং জাগরণ পত্রিকার মালিক কর্তৃপক্ষ

সাংবাদিক অনির্বান ভৌমিককে কোন কারণ না দর্শিয়ে তাঁকে ছাঁটাই করা হয়েছে বলে জানিয়ে দেন এবং আর পত্রিকা অফিসে আসতে নিষেধ করেন।

ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিষ্টস এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এই ছাঁটাইকে বেআইনী বলে অভিহিত করে প্রতিবাদ জানানো হয়। ১৬ই মার্চ তারিখ এসোসিয়েশানের এক প্রতিনিধি দল পত্রিকার মালিক সম্পাদকের সঙ্গে আলোচনা করে ছাঁছাই সাংবাদিককে পুনর্বহালের দাবী জানান, কিন্তু আলোচনা ব্যর্থ হয়। এরপরও মালিক সম্পাদককে দুটি চিঠি দেয় এসোসিয়েশান। কিন্তু কোন ইতিবাচক সাড়া না পেয়ে এসোসিয়েশানের সদস্য বিভিন্ন পত্রিকার কর্মরত সাংবাদিকরা ১৯-৩-৯৪ ইং থেকে জাগরণ পত্রিকার মালিক সম্পাদকের অফিসে শান্তিপূর্ণ গণঅবস্থান শুরু করেন। মালিক সম্প্রাদক ২৭ মার্চ ইতিবাচক আলোচনায় বসার প্রতিশ্রুতি দেয়ায় আন্দোলন স্থগিত ঘোষণা করা হয়।

এখানে উল্লেখ্য, ত্রিপুরা নিউজ পেপারস্ ফেডারেশনের নাম দিয়ে স্থানীয় পত্রিকা মালিকদের একাংশ বিধানসভার চলতি বাজেট অধিবেশন বয়কটের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিষ্টস্ এসোসিয়েশান তার বিরোধিতা করে এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার কর্মরত সাংবাদিকরা প্রথম দিন থেকেই বিধানসভায় উপস্থিত থাকেন। তাদের মধ্যে 'জাগরণ' পত্রিকার সাংবাদিক শ্রী অনির্বান ভৌমিকও আছেন। পত্রিকার প্রকাশিত খবর থেকে আরও জানা যায় মালিকদের একাংশের তথাকথিত 'বয়কট' উপেক্ষা করায় জাগরণ পত্রিকার মালিক সম্পাদক তার পত্রিকার সাংবাদিক অনির্বান ভৌমিকের উপর খুবই রুষ্ট হন এবং ৪ঠা মার্চ, ১৯৯৪ইং তাকে গুরুতর পরিনতির জন্য প্রস্তুত থাকতে হুমকি দেন। ১০ দিন পর ছাঁটাই এর ঘটনা ঘটে।

শ্রীঅরুণ ভৌমিক :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি একটা জরুরী বিষয় উৎথাপন করতে চাই। এটা হচ্ছে ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা পর্ষদের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে। এই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ইংরাজী দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা হলো গত পরশু দিন সেই পরীক্ষায় এমন একটা বিষয় আনা হয়েছে আমি মাননীয় সেক্রেটারীর কাছে দিয়েছি প্রশ্নটা, যদি দয়া করে মাননীয় স্পীকার সেটা দেখেন।

মিঃ স্পীকার :—আপনি বলে যান আপনার বক্তব্য।

শ্রীঅরুণ ভৌমিক :—এখানে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ইংরেজী দ্বিতীয় পত্রের কম্প্রিহেনসনে তসলীমা নাসরিনের উপর একটা ক্রিটিসিজম্ এই প্রশ্নটার যথার্ততা নিয়ে শিক্ষা সর্ষদের এটা করা উচিত কিনা, এই ধরণের প্রশ্ন করা উচিত কিনা, মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী নেই কিন্তু এই সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করবেন কিনা সেটা নিয়েই প্রশ্ন। আপনি যদি দয়া করে আমাকে এলাউ করেন প্রশ্নটা পড়তে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যদের বলছি এটা তো মোটামুটি সবার জানা আছে পত্র-পত্রিকায় বেড়িয়েছে।

শ্রীঅরুণ ভৌমিক :—হ্যাঁ, বেড়িয়েছে।

মিঃ স্পীকার—এখন আপনার ষ্টাণ্ড বুঝা গেছে।

এখন সরকার পক্ষ থেকে এটা সম্পর্কে কোন

শ্রীঅরুণ ভৌমিক :— আমি একটু বলতে চাই, সামান্য, সেটা হচ্ছে এটা একটা কনট্রোভারসিয়্যাল মেটার যে, মেটারটা উঠেছে পরীক্ষায় যেটা পাঠ্যক্রম আছে তাতে কোয়েশ্চান সেটিং-এ এটা বলা আছে যে, যে কোন কারেন্ট টপিক যেমন সাইন্স, খেলাধূলা

মিঃ স্পীকার :- এটা মুস্কিল, যেটা ফনোগ্রাফিক্যাল এই পোরশ্যান এড্ করা সেই ধরণের কোন

শ্রীঅরুণ ভৌমিক :—মোষ্ট কন্ট্রোভারসিয়্যাল মেটার যেখানে রিলিজিয়্যান, ফাণ্ডামেন্টালিজম কনজারভেটিজম এথিকস্ অল দিস থিংস্ যেটা মানে আমাদের কালচারের সঙ্গে মিলে না। তাছাড়া আমাদের সংস্কৃতিতে বহু বিদ্বান লোক রয়েছেন, বহু প্রতিভাবান লোক রয়েছেন, বহু জ্ঞানী-গুণী লোক রয়েছেন এবং সত্যজিৎ রায়ের মত লোক এদেশে জন্মেছেন। বহু সাইন্টিষ্টস্ এবং ডঃ আম্বেদকরের সেনচুরি সেলিব্রিশ্যান চলছে।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে।

শ্রীঅরুণ ভৌমিক:—সেইক্ষেত্রেএইধরণের প্রশ্ন এলে পরে স্যার, এটাতে শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক তাদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। যার ফলে আমি দাবী করছি এটা নিয়ে একটা বিশেষজ্ঞ কমিটি করে দেখা উচিত এই ধরণের প্রশ্ন করা ঠিক হয়েছে কিনা এবং ঠিক না হয়ে থাকলে ভবিষ্যতে এই ব্যাপারে যাতে এই ধরণের জিনিস না হতে পারে সেটার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সেই বিশেষজ্ঞ কমিটির মতামত নিয়ে সরকার ঠিক করবেন।

মি. স্পীকার :— ঠিক আছে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি এই সম্পর্কে কিছু বলার থাকলে বলার জন্য।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :—এইটা ত শিক্ষা দপ্তরের ব্যাপার

মিঃ স্পীকার :— শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ২ জনই অনুপস্থিত। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি যেহেতু শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ২ জনই অনুপস্থিত এই সম্পর্কে কিছু বলার জন্য।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :—আমি কিছু বলব না। এটা শিক্ষা দপ্তরকে রেফার করে দেব। এটা হাউসে চট্ করে বলা যাবে না। তার অনেকগুলি প্রিন্সিপল আছে, অনেকগুলি নীতি আছে, এবং এটা নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠেছে কাজেই, এটা শিক্ষা দপ্তর দেখবে।

মি স্পীকার :— এটা শিক্ষা দপ্তরে রেফার করে দেবেন।

REFERENCE PERIOD.

মিঃ স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আজকের কার্যসূচীতে (কটি) রেফারেন্স পিরিয়ড আছে। নিম্নে উল্লিখিত বিষয়ের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য বিষয়টি গত ১৭-৩-৯৪ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীঅরুন ভৌমিক মহোদয়

উৎথাপন করেছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হলো :— "বিগত ১০শে ফেব্রুয়ারী সিধাই থানাধীন তারাপুর গ্রামে আকাশবাণীর নিরাপত্তা কর্মী শ্রীসুনীলচন্দ্র বিশ্বাসের নৃশংস হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে।"

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, গত ২০-২-৯৪ ইং তারিখ বেলা ১টা ৫মিঃ এর সময় সিধাই থানার অন্তর্গত তারাপুর গ্রাম নিবাসী শ্রী সুনীল বিশ্বাসের মেয়ে শ্রীমতি কল্পনা বিশ্বাস সিধাই থানায় উপস্থিত হয়ে ঐ গ্রামেরই সর্বশ্রী ১) যোগেন্দ্র সূত্রধর, ২) বীরেন্দ্র সূত্রধর, ৩) সন্ধ্যারাণী সূত্রধর ৪) ঝণ্টু সূত্রধর ৫) মণ্টু সূত্রধর ৬) যোগমায়া সূত্রধর ৭) নাণ্টু সূত্রধর ৮) মহামায়া সূত্রধর ৯) বেনু সূত্রধর এবং ১০) মালতী সূত্রধরের বিরুদ্ধে এই মর্মে এক অভিযোগ দায়ের করে যে, ঐদিন বেলা ১১ ঘটিকার সময় উক্ত অভিযুক্তকারীগণ সিধাই থানাধীন তারাপুর নিবাসী শ্রীসুনীল বিশ্বাস নামে একজন আকাশবাণীর কর্মীকে তাহার বাড়ীর নিকট লোহার শাবল দ্বারা আঘাত করে ফলে শ্রী বিশ্বাস গুরুতর আহত হয়। শ্রী বিশ্বাসকে প্রথমে মোহনপুর প্রাথমিক হাসপাতালে এবং পরে আঘাত গুরুতর বিধায় গত ২০-২-৯৪ইং তারিখ আগরতলা জি, বি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

উক্ত অভিযোগটি সিধাই থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮/১৪৯/৩২৫ × ৩২৬ ধারায় মোকদ্দমা নং ২৭/৯৪ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত শুরু করে।

আহত সুনীল বিশ্বাস গত ২১-২-৯৪ ইং তারিখ তাহার এই আঘাতজনিত কারণে আগরতলা জি, বি, হাসপাতালে সকাল ৭-৩০ মিঃ এর সময় মারা যান। সুনীল বিশ্বাসের মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ উক্ত মোকদ্দমার সংশ্রবে ৩০২ ধারা যুক্ত করেন। তদন্তকালে পুলিশ উপরোক্ত অভিযুক্তকারীদের মধ্যে ১। শ্রী যোগেন্দ্র সূত্রধর ২। শ্রীমণ্টু সূত্রধর এবং ৩। শ্রী নাণ্টু সূত্রধরকে গ্রেপ্তার করে আদালতে প্রেরণ করেন। বর্তমানে আসামীরা জেল হাজতে আছে। তদন্তে জানা যায় যে, জমি সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে এই ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে।

ঘটনায় জড়িত অন্যান্য আসামীদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশের তল্লাশী অভিযান অব্যাহত আছে।
ঘটনায় কোন রাজনৈতিক সংস্রব নেই।
ঘটনাটির তদন্ত অব্যাহত আছে।

শ্রীঅরুণ ভৌমিক :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এখানে ১৩ জন অপরাধীর নাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, তার মধ্যে ৩ জন অ্যারেষ্ট হয়েছে, বাকীরা কি পলাতক আছে?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— নিশ্চয়ই পলাতক আছে কারণ, এরেষ্ট করা যাচ্ছে না এটা পুলিশের রিপোর্টেই আছে আর তদন্ত ত অব্যাহত আছেই।

শ্রীঅরুণ ভৌমিক :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, তাদের যাতে তাড়াতাড়ি অ্যারেষ্ট করা হয় তার জন্য স্টেপ নেওয়ার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পুলিশকে নির্দেশ দেবেন কিনা?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— নিশ্চয়ই, পুলিশের নির্দ্দেশ বরাবরই আছে আসামী ধরার জন্য।

CALLING ATTENTION.

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীর মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী সুধন দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "গত ২.৩.৯৪ ইং তারিখে বিলোনীয়ার জয়পুর গ্রামে বামপন্থী আন্দোলনের কর্মী বাবুল সেনের বাড়ীতে কংগ্রেস (ই) দুর্বৃত্তগণ কর্তৃক আগুন লাগানো সম্পর্কে"।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, গত ২.৩.৯৪ ইং তারিখ রাত অনুমান ৯ ঘটিকায় বিলোনীয়া থানাধীন জয়পুর নিবাসী শ্রীবাবুল সেনের বাড়ীতে এক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার খবর পেয়ে বিলোনীয়া থানার পুলিশ ঘটনাটির সত্যতা যাচাই-এর জন্য গত ৩.৩.৯৪ ইং তারিখ আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রীবাবুল সেনের বাড়ীতে গিয়ে জানতে পারে যে শ্রীসেনের বসত বাড়ীর একটি ঘরে আগুন লাগে এবং ঘরের আংশিক ক্ষতি হয়। তবে এই ঘরের মধ্যে কোন প্রকার মূল্যবান জিনিষপত্র ছিল না। আগুন লাগার ফলে কেহ আহত হয়নি। পুলিশ তদন্তকালে জিজ্ঞাসাবাদে এই অগ্নিকাণ্ডে কেহ জড়িত আছে কিনা প্রকাশ পায়নি বা কেহই কাহারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ দায়ের করে নাই। তদন্তকারী পুলিশ অফিসার পুনরায় গত ১৭.৩.৯৪ ইং তারিখ তদন্তে গিয়ে শ্রী বাবুল সেনের স্ত্রী শ্রীমতি কাজল সেনকে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কেহ জড়িত কিনা জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীমতি সেন কাহারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ দায়ের করেননি।

তদন্তে এই ঘটনাটি একটি আকস্মিক দুর্ঘটনা বলে জানা যায়। এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি বিলোনীয়া থানায় গত ৩.৩.৯৪ ইং তারিখ ৯১ নং রোজ নামচায় এবং পুনরায় গত ১৭.৩.৯৪ ইং তারিখ ৫২৬ নং রোজ নামচায় লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়। তদন্তে এই ঘটনায় কোন সন্দেহভাজন ব্যক্তির নাম প্রকাশ না পাওয়াতে কাহাকেও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি।

শ্রীসুধন দাস :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এখানে আমরা দেখেছি এই ঘটনাটি নিয়ে বিস্তারিত খবর প্রকাশ হয়েছে "ডেইলী দেশের কথায়," গত ১২ তারিখ এবং সেখানে চার জনের নাম উল্লেখ আছে, রবীন্দ্র ভৌমিক, কান্তি ভৌমিক, দীনেশ ভৌমিক, চিত্ত ভৌমিক এরা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত কিনা তদন্তে এই জিনিষটা এসেছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্যটা আছে কি ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— আমি আগেই বলেছি কারা কারা এই ব্যাপারে জড়িত তাতে কোন নাম তদন্তের সময় কেউ বলেনি। কাজেই পুলিশের পক্ষে এটা বলা সম্ভব না। মাননীয় সদস্য এখানে যে চারটা নামের কথা বলেছেন সেই নামগুলি আমি পুলিশের কাছে পাঠিয়ে দেব, তিনি যদি আমার কাছে লিষ্ট দেন তবে। এটা নূতন করে দেখুক তারা জড়িত কিনা।

শ্রীসুধন দাস :—পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, এখানে আমি যে চার জনের নাম উল্লেখ করেছি এই চারজন এলাকার মধ্যে গত পাঁচ বছর সাংঘাতিক ভয় ভীতি সৃষ্টি করত। বাবুল সেন যার বাড়ীতে আগুন দিয়েছে সে গত পাঁচ বছর বাড়ীতে ছিল না। ওর স্ত্রীর উপরও একবার অত্যাচার করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং এরা চারজনই ১৯৮৯ সালের ২২শে ডিসেম্বর নলুয়াতে যে চারজনকে খুন করা হয়েছিল সুশীল মানিক নিরেশ ও স্বপন এই চারজনের সঙ্গে এরা যুক্ত। তার-পর প্রিয়নাথ লস্করকে ২১শে ডিসেম্বর ১৯৮৯ সালে গুলিবিদ্ধ করে আহত করেছিল এই চিত্ত ভৌমিক। কাজেই এদের ভয়েই পুলিশের কাছে নাম বলেনি এই ধরণের তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— এই ধরণের তথ্য আমার কাছে নেই।

মিঃ স্পীকার : -আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিয়ে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিষটির বিষয়বস্তু হলো :—গত ৮ ৩ ৯৪ইং তারিখে গণ্ডাছড়া মহকুমাধীন যতীন্দ্র রোয়াজা পাড়া ও রুহিদা রোয়াজা পাড়ায় সেংক্রাক্ সন্ত্রাসবাদী-দের দ্বারা ৬৭ টি পরিবারের বাড়ী ঘর ভাংচুর, লুটপাট পুড়িয়ে দেওয়া সম্পর্কে।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) — মিঃ স্পীকার স্যার, আমার বিবৃতির বিষয়বস্তু হলো :—গত ৮'৩'৯৪ইং তারিখে গণ্ডাছড়া মহকুমাধীন যতীন্দ্র রোয়াজা পাড়া ও রুহিদা রোয়াজা পাড়ায় সেংক্রাক সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা ৬৭ পরিবার বাড়ী ঘর ভাংচুর লুটপাট ও পুড়িয়ে দেওয়া সম্পর্কে।"

গত ৮'৩'৯৪ইং তারিখ গণ্ডাছড়া মহকুমাধীন যতীন্দ্র রোয়াজা পাড়া ও রুহিদা রোয়াজা পাড়ায় সেংক্রাক্ সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা ৬৭টি পরিবারের বাড়ী ঘর ভাংচুর, লুটপাট ও পুড়িয়ে দেওয়ার কোন সংবাদ পুলিশের নিকট নেই। তবে মাননীয় বিধায়কের দৃষ্টি আকর্ষণীয় নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় তদন্তে যে ঘটনা প্রকাশ পায় তাহা নিম্নে দেওয়া গেল :—

গত ২৩'২'৯৪ ইং তারিখ রাত অনুমান ১০টা থেকে ১১ টার মধ্যে ২২/২৩ জন অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতকারী মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যতীন্দ্র রোয়াজা পাড়ায় চড়াও হয়ে গ্রামবাসীদের মারধর শুরু করলে গ্রামবাসীগণ ভয়ে জঙ্গলের দিকে দৌড়ে পালাতে থাকলে দুষ্কৃতকারীরা তাদেরকে পালালে মারাত্মক ফল হবে বলে শাসায় ও ভীতি প্রদর্শন করে। গত ২৪'২'৯৪ ইং তারিখ সকালে যতীন্দ্র রোয়াজা পাড়ার মোট ৫১টি পরিবার দুষ্কৃতকারীদের কার্যাকলাপে ভীত হয়ে কিছু সংখ্যক মালপত্র সঙ্গে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। ঐদিন রাতে অজ্ঞাতনামা দুষ্কৃতকারীরা যতীন্দ্র রোয়াজা পাড়ার ৫২ টি বাড়ীতে আগুন দেয় ফলে মালামাল সহ বাড়ীগুলি পুড়ে যায়। স্থানীয় তদন্তে আরও জানা যায় যে, রোহিদা পাড়ার নিবাসী ১৬টি পরিবার ভয়ে গত ২৪'২'৯৪ ইং তারিখ সকালে মালামাল সহ গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। তবে রোহিদা পাড়ায় দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা কোন

প্রকার হামলার ঘটনা ঘটেনি। স্থানীয় তদন্তে ও সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদে দুস্কৃতকারীদের পরিচয় জানা যায়নি। উপরোক্ত গ্রামের প্রায় সকলেই সি পি আই (এম) দলের সমর্থক বলে জানা যায়। দুস্কৃতকারীদের পরিচয়ের অভাবে এখনও পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। যতীন্দ্র রোয়াজা পাড়ার যে ৫১ টি পরিবার গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছে তাদের মধ্যে ১৬টি পরিবার ভূবন্দ রোয়াজা পাড়ায়। ৩টি পরিবার ত্রিপুরা ছেড়ে মিজোরামে এবং বাকী ৩২টি পরিবার ছামনু অঞ্চলে আছে বলে জানা যায়। রোহিদা পাড়ার ১৬টি পরিবারের মধ্যে ১৫টি পরিবার গঙ্গানগর থানাধীন তর্জাকুমার পাড়ায়, ২ টি পরিবার ত্রিপুরা ছেড়ে মিজোরামে, ১টি পরিবার আসামে এবং ২ টি পরিবার ছামনু অঞ্চলে আছে বলে জানা যায়। তদন্তকালে স্থানীয় ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় যে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা এখন পর্য্যন্ত কোন সরকারী সাহায্য পায়নি। দুস্কৃতকারীদের গ্রেপ্তারের প্রয়াস অব্যাহত আছে। ঘটনাটির তদন্ত চলছে।

স্যার, হাউসের অবগতির জন্য আমি আরো জানাতে চাই যে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক, গণ্ডাছড়া মহকুমার মহকুমা শাসক ও পুলিশকে যে ৫১ টি পরিবার দুস্কৃতকারীদের হামলায় ভীত হয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছে তাদের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য অনুসন্ধান করে সরকারকে জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই নোটিশ দেওয়ার পর।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, এইখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে তথ্য দিয়েছেন তাতে প্রকাশ পেয়েছে ৬৭টি পরিবার উচ্ছেদ হয়েছে এবং যাদের কারনে এইটা হয়েছে সেই সেংক্রাক্ পার্টির কর্ণকুমার জমাতিয়া এবং শব্দ কুমার জমাতিয়াই—মূল-এরাই এই সেংক্রাক্ পার্টি পরিচালনা করছে এবং আগামীদিনে গোটা এলাকাতে সন্ত্রাস সৃষ্টির লক্ষ্যে এবং বামফ্রন্ট সরকারকে যেকোন ভাবেই হোক একটা জায়গায় নিয়ে যেতে চেষ্টা তারা অনবরত করছে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না যে এই শব্দকুমার জমাতিয়া এবং কর্ণকুমার জমাতিয়াকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা হবে কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই সেংক্রাক্ বাহিনী গ্রামাঞ্চলে এই সব সন্ত্রাসমূলক কাজকর্ম চালাচ্ছে। তবে এই পাড়াতে কারা এটা করছে এটা পুলিশের রিপোর্টে জানা যায় নি সেংক্রাক্ বাহিনীর কারা কারা এটা করছে তার রিপোর্ট পাওয়া গেলে তাদের গ্রেপ্তার করা হবে। কিন্তু শব্দকুমার জমাতিয়া এবং কর্ণকুমার জমাতিয়ার বিরোদ্ধে নির্ধারিত তদন্তে কোন রিপোর্ট না পাওয়া গেলে এমনিতে তো কাউকে গ্রেপ্তার করা যায় না। তার বিরুদ্ধে সঠিকভাবে অভিযোগ দেখাতে হবে। কিন্তু অনুমানে উপর ভিত্তি করে কোন কাজ করা যায় না। আমরা তো টাডা আইন ব্যবহার করছি না। এই টাডা আইনে সন্দেহমূলক যে কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়, কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার এইটা ব্যবহার করে না। এইটা আমাদের সিদ্ধান্ত আছে।

শ্রীআনন্দমোহন রোয়াজা :—পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের তথ্যে প্রকাশিত হয়েছে যে ৬৭ টি পরিবার যতীন্দ্র রোয়াজা পাড়া এবং রুহিদা রোয়াজা পাড়ার তাদের উপর সেংক্রাক্ বাহিনী অত্যাচার করেছে। তথ্যে আরো প্রকাশিত হয়েছে যে-এই ব্যাপারে গঙ্গানগর থানাতে এফ, আই, আর, করা হয়েছে। কিন্তু এখনো এই পরিবারগুলি বাড়ী ছাড়া, কর্ণমুনি পাড়ার বনসায় রিয়াং রয়েছে। আর যারা বাড়ী ছাড়া রয়েছে তাদের সকলকে একটা সুনির্দ্দিষ্ট স্থানের মধ্যে রেখে তাদের সরকারী সাহায্য দেবার এবং সরকারী সাহায্যে তাদের বাড়ী ঘর পুনরায় তৈরী করে দেবার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

শ্রী দশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এরা এখন কোথায় আছে এটা কেউ জানেনা। শুধু এলাকার মানুষের কাছে রিপোর্ট পাওয়া যায় যে তারা অমুক অমুক জায়গায় আছে। আমি দক্ষিণ জেলার জেলা শাসক এবং গণ্ডাছড়া মহকুমার মহকুমা শাসককে নির্দেশ দিয়েছি যে তারা কোথায় আছে সেটা খোঁজ নিয়ে যেন বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠায়। এরপর তাদের সব অবস্থা জানার পরে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে সেটা সরকার ঠিক করবে।

শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না যে সেংক্রাক পার্টির রিটার্নার হিসাবে কয়েকজনকে আমি জানি। তাদের তথ্যে আমি জানতে পেরেছি যে এই দলের মূল নায়ক কারা ? এবং তাদের মাধ্যমে যদি আসামীদের বিশেষ করে যারা এই সেংক্রাক দলের লিডারশীপ করছে তাদের গ্রেপ্তার করার সুযোগ যদি থাকে তবে সেই সুযোগ লাগিয়ে অবিলম্বে সেই নেতাদের গ্রেপ্তার করা হবে কি না ?

শ্রী দশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার উপযুক্ত প্রমাণ পেলে নিশ্চয়ই পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করবে। কিন্তু এদের বিরুদ্ধে তো কোন প্রমান নেই। অনুমানের উপর ভিত্তি করে কাউকে তো আর গ্রেপ্তার করা যায় না।

মিঃ স্পীকার :—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় বনমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় বন মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী অরুণ ভৌমিক মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশের বিষয়বস্তু হলো।

"বন্য প্রাণী সংরক্ষন আইন লংঘন করে আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন বাজারে প্রকাশ্যে কচ্ছপ কাটা ও কচ্ছপের মাংস বিক্রি করা সম্পর্কে।"

শ্রী ফৈয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, ইহা সত্য যে কিছু কিছু কচ্ছপ, যাহা বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী সংরক্ষিত তাহা রাজ্যের কোন কোন বাজারে প্রকাশ্যে বিক্রয় হয়ে

থাকে। ইহাও সত্য যে এই সকল বাজারে প্রকাশ্যে ইহাদের কাটা হয় এবং মাংস বিক্রয় হয়। যদিও তাহা প্রিভেনশান অব ক্রুয়েলটি টু এনিম্যাল এ্যাকট্ লংঘন করে। এভাবে বিভিন্ন জলাশয় এবং স্থলে বিচরণকারী বিভিন্ন ধরণের কচ্ছপ বাজারজাত করা এবং প্রকাশ্যে কেটে বিক্রয় করা একটি জাতীয় সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। কচ্ছপ জাতীয় প্রাণীর হ্রাস পাওয়া ও অনেক ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার কারণ। কেননা আমরা জানি যে কচ্ছপ মৃত প্রাণীর দেহ ও আবর্জনা ইত্যাদি খেয়ে জীবনধারণ করে যাহা প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখিতে প্রভৃতি সাহায্য করে। ইহাও সত্য যে, অনাদিকাল হইতে অনেক শ্রেণীর মানুষ কচ্ছপ ও কচ্ছপ জাতীয় মাংস খাদ্য ও ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করে আসছে। এই সমস্যার ঐতিহ্যগত দিক থাকাতে ইহা একটি সর্বভারতীয় সমস্যা হিসাবে গণ্য হয়েছে ও প্রতিকারের চেষ্টা চলছে।

শ্রীঅরুণ ভৌমিক :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমি যে আইনের উল্লেখ করেছি সেই আইনের উল্লেখ করেননি বলে মনে হল। বন্য প্রাণী সংরক্ষিত আইন দ্যা ওয়াইল্ড লাইফ প্রটেকশান এ্যাক্ট ১৯৩২ এবং এই আইনটা তারপর ১৯৫১ সালে এমেণ্ডমেন্ট হয়েছিল। আইনটা আরোও শক্ত হয়েছে। কচ্ছপ এবং কাছিম বিভিন্ন জাতির আছে। এটা সিডিউল ওয়ানের অন্তর্গত। ওয়াইল্ড লাইফ এ্যাকটের অন্তর্গত 1 A to 16 মানে ১৬ রকমের এবং কাছিমের নাম সেখানে আছে। এগুলি হচ্ছে উভয়চর প্রাণী। আমাদের এটা নিয়ে কোন হাসার ব্যাপার না, এটা নিয়ে কোন করার ব্যাপার না। কারণ, প্রাকৃতিক ভারসাম্যের, ইকলজিক্যাল কালেকশনের যে প্রশ্ন এই বিশ্ব সভ্যতা সব ধ্বংস হয়ে যাবে। আজকে এটা নিয়ে কোন কৌতুক করার ব্যাপার না। এবং এটা আজকে সারা বিশ্বে এফেক্ট অব গ্রীণ হাউস বলা হচ্ছে। এই সবুজ পৃথিবী আর থাকবে না। মানুষ আর বাস করতে পারবে না। পৃথিবীই একমাত্র গ্রহ যেখানে প্রাণের অস্তিত্ব আছে। আর কোথাও নেই। আমরা যদি বাঁচতে চাই সেই জন্য .. ...

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য আপনার তুল পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশানটি কি?

শ্রীঅরুন ভৌমিক :— পয়েন্টস অব্ ক্ল্যারিফিকেশান আমি বলছি।

মিঃ স্পীকার :— বলুন।

শুধু হানটিং করলে পরে তার জন্য সাজা হচ্ছে। আগে ছিল এক বছরের জেল এবং দুই হাজার টাকা জরিমানা। ১৯৯১ ইং সনের আইনে হয়েছে ৩ বছরের জেল ২৫ হাজার টাকা জরিমানা। এখন হয়েছে মিনিমাম সাজা। ১৯৯১ ইং সনের আইনে মিনিমাম সাজা হচ্ছে এক বছরের জেল অথবা পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা। এমন একটা আইন যেখানে রয়েছে, সেই আইন কিসের জন্য, লংঘন করার জন্য? নাকি কার্যকরী করার জন্য? মনে হচ্ছে ফরেস্ট দপ্তর সম্পূর্ণভাবে উদাসীন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার প্রশ্ন কি, আপনি কি জানতে চাইছেন?

শ্রী অরুণ ভৌমিক :— প্রশ্ন হয়েছে যে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করছেন যে, এটা বাজারে বিক্রি হচ্ছে। এই স্বীকারোক্তি সরকারের পক্ষে যে আইনকে লংঘন করা হচ্ছে এটা স্বীকার করেছেন। এই আইনকে যেভাবে লংঘন করা হচ্ছে, সেই ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ত্রিপুরাতে ? ২.১০.৭৩ সালে এই আইন ত্রিপুরাতে বলবৎ হয়েছে বা এই নোটিফিকেশান অন ২.১০.৭৩ টিল টুডে হোয়েদার এনি ম্যান হেজ বিন এরেস্টেড ইন দিস, কানেকশান, এটা আমি জানতে চাই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, ইতিমধ্যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উল্লেখ করেছেন, এটা জাতীয় সমস্যা হিসারে দেখা দিয়েছে। যেহেতু এটা আইনে আছে সব ঠিক আছে শাস্তি আছে পাশাপাশি যারা আইন কার্য্যকরী করে তাদের মধ্যে আবার বিরাট অংশ এটাকে এক জাতীয় খাদ্য হিসাবে বেছে নিয়েছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাদেরকে এই হেবিট থেকে সরানো যাচ্ছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই আইন কার্য্যকরী হতে পারে না। যাই হউক, আমি মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব এই সম্পর্কে খতিয়ে দেখার জন্য।

LAYING OF REPLIES TO POSTPONED QUESTIONS ON THE TABLE.

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলোঃ লেয়িং অব্ রিপ্লাইস্ টু দি পোষ্টপণ্ড কোয়েশ্চান্স্"। বিধানসভার গত অধিবেশনে পূর্ত বিভাগের অন্তর্ভুক্ত পোষ্টপণ্ড স্টার্ড কোয়েশ্চান্স নাম্বারস্ *১১,*৩২ এবং *৯৫-উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি।

এখন আমি সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পোষ্টপণ্ড কোয়েশ্চান্স নাম্বারস্ *১১,*৩২ এবং *৯৫-উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আই বেগ টু লে পোষ্টপণ্ড স্টার্ড কোয়েশ্চান্স নাম্বারস্ *১১,*৩২ এবং ৯৫ অন্ দি টেবিল অব্ দি হাউস।

(ANNEXURE-"C")

PRESENTATION OF COMMITTEE REPORT.

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো,—পিটিশন বাইশতম (২২তম) প্রতিবেদন সভার সামনে উপস্থাপন।

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী দেবব্রত কলই (চেয়ারম্যান অব্ দি কমিটি অন্ পিটিশন) মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রতিবেদনটি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

শ্রী দেবব্রত কলই :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আই বেগ টু প্রেজেন্ট টু দি হাউস্ টুয়েন্টি সেকেণ্ড রিপোর্ট অব্ দি কমিটি অন্ পিটিশন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আজকের সভায় পেশ করা প্রতিবেদনের প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

RESOLUTION ON MOVED BY THE CHAIR.

মিঃ স্পীকার :— হাউসের সামনে আমি একটি মোশান মুভ করতে চাইছি।

যেহেতু বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বিভিন্ন সংগঠন থেকে বিধানসভাতে বিভিন্নভাবে চিঠি লিখেছেন, এরমধ্যে নাগরিক সমিতি উল্লেখযোগ্য এবং আরও বিভিন্ন সংগঠন থেকেও লিখেছেন এই এয়ার ভাড়া এবং ট্রেন ভাড়া এইসব নিয়ে। তার উপর আমি মোশানটি এনেছি।

মোশানটি হলো :—

This House observes that Geographical location caused this tiny State of Tripura of North East India Land-locked by hilly terrain and surrounded by its three sides with Bangladesh. Because of this position the economic development could not be achieved at all even after 47 years of independence. More thin 80% of the population of Ttipura are still under poverty line because of non existence of agricultural and industrial development without which a country cannot develop in any sphere. Here the transport facilities are in its poorest state in comparing with other States, No easy railway and road transport are connected with mainland and for that exploitation and explortation of minerals and agricultural possibilities lest untapped. Moreover, very often patients and youths of this State are unable to go to calcutta and other places by air only for treatment and education including to participate in National events on sports etc. spending a hoge sum. The air transport is so costly that it is beyond the reach of people of Tripura, The only way out of this predicament is to reduce the present air fare at the rate which prevailed in 1971 or to allow 75% subsidy, The more important way out is to request the Govt. of India to take up with Bangladesh Govt. immediately to introduce passage for transport of passengers and goods from Agartala to Calcutta through Bangladesh which would ameliorate the sufferings of 28 lakhs of people of Tripura and would help rapid economic develoment of this tiny North East State for which India Govt. is thriving for. To this end Tripura Legislative Assembly with a view to fulfill the aspirations of people of Tripura in its 4th Session of the 7th Assembly on 21st March, 1994 adopts the following Resolutions unanimously :—

1. Govt. of India be requested to reduce the fare of air journey for carring goods and freihgt form Agartala to Calcutta and Guwahati vice versa to half of the present rate or to allow 75% subsidy on it with immediate effect ; and

2. Govt. of India be good enough to take up with Bangladesh Govt. to allow transport / passage of people of Tripura and goods transport to and for Agartala and Calcutta through Bangaladesh immediately.

(The Resolution was adopted by the House).

GOVERNMENT BILLS.

Mr. Speaker :— Next business before the House is the consideration of 'The Tripura Appropriation (No.2) Bill, 1994 (Tripura Bill No. 2 of 1994) before House. I would request the Hon'ble Minister in-charge of the Finance Department to move his motion for consideration of this House.

Shri Dasarath Deb (Chief Minieter) :— Mr. Speaker, Sir, I beg to move that "The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1994 (Tripura Bill No. 2 of 1994) be taken into consideration.

Mr. Speaker :— Now, the question be fore the House is the motion move by Hon'ble Chief Minister that "The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1994 (Tripura Bill No. 2 of 1994) be taken into consideration." The Motion was put to voice vote and Passed. Now, I am putting the Clauses of the Bill to vote. The question before the House is that the "Clauses from Clauses 80 to 30 Claues of this Bill be taken as part of this Bill,,' (The Motion was put to voice vote and Passed)

Next, I am putting the Schedule of this Bill to vote. The question before the House is that "The Sehedule of the Bill be taken as part of this Bill," THE Motion was put to voice vote and Passed.

Next, I am putting "The Title of the Bill" to vote.

The question before the House is that " The Title of the bill be taken as part of the Bill " , (The Motio was put to voice vote and passed).

Mr. Spaker :—Next business before the House is the passing of "The Tripura Appropriation (NO.2) Bill, 1994 (Tripura Bill No. 2 of 1994)" Now, I would request at the Minister in-charge of the Finance Department to move his motion for passing of the Bill by The House.

Shri Dasarath Deb (Chief Minister):— Mr. Speaker, Sir, I beg to move that "The Tripura Appropriation (No-2) Bill, 1994 (Tripura Bill No.2 of 1994) be passed "

Mr Speaker :—Now, the question before the House is the motion moved by Hon'ble Chief Minister That "The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1994 (Tripura Bill No.2 of 1994) (The Motion was adopted and the bill was passed by the House)

Next business before the House is the consideration of "The Tripura Appropriation Bill, 1994 (Tripura Bill No. 3 of 1994) " Now, I would request the Hon'ble Minister-in-Charge of Finance Department to move his motion for consideration of this House.

Shri Dasarath Deb (Chief Minister) :— Mr. Speaker Sir, I beg to move befor the House That "The Tripura Appropriation Bill, 1994 (Tripura Bil No. 3 of 1994) be taken into consideration".

Mr Speaker :— Now, the question before the House is the motion moved by Hon'ble Chief Minister that "The Tripura Appropriation Bill, 1994 (Tripura Bill No. 3 of 1994) be taken into consideration," was put to voice vote and Passed.

Now, I am putting the Clauses. of the Bill to vote. The question before the House is that the "Clauses from 1 to 3 of this Bill be taken as part of this Bill," (the Motion was put to voice vote and Passed.)

Next, I am putting 'The Schedule' of this Bill to vote. The question before the House is that "The Schedule of this Bill be taken as part of this Bill" (the Motion was put to voice vote and Passed.)

Next, I am putting 'The Title' of the Bill to vote. The question before the House is that "The Title of the Bill be taken as part of this Bill," (The motion was put to voice vote and Passed.)

Next business before the House is the passing of "The Tripura Appropriation Bill, 1994 (Tripura Bill No. 3 of 1994). I would, request the Hon'ble Minister in Charge of the Finance Department to move his motion for passing of the Bill by this House.

Shri Dasarath Deb (Chief Minister) :—Mr. Speaker Sir, I beg to move before the House that "The Tripura Appropriation Bill 1994 (Tripura Bill No. 3 of 1994) be passed,"

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is the motion moved by Hon'ble Chief Minister that "The Tripura Appropriation Bill, 1994 (Tripura Bill No. 3 of 1994) be passed," The Motion was put to voice vote and Passed.)

Next business before the House is the consideration of 'The Tripura Land Revenue & Land Reforms (Sixth Amendment) Bill, 1994 (Tripura Bill No. 4 of 1994.) Now, I would request the Hon'ble Minister in-Charge of the Revenue Department to move his motion for consideration of the House.

Shri Samar Chowdhury (Minister):— Mr. Speaker, Sir, I beg to move before the House that "The Tripura Land Revenue & Land Reforms (Sixth Amendment) Bill, 1994 (Tripura Bill No. 4 of 1994) be taken into consideration"

স্যার, এই বিলের অবজেকটিস এ্যানস্ড রিজনসের মধ্যে উল্লেখ আছে কি কি কারণে এই বিলের সংশোধনী আনতে হয়েছে, আমি সেগুলিই এই সভার সামনে উপস্থিত করতে চাইছি! এই বিলের ১৮৭ ধারায় সিডিউল্ড ট্রাইবেলদের জন্য একটা স্পেশাল প্রভিশন রাখা হয়েছে। স্যার, আমরা জানি যে ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিপুরার উপজাতি এবং জাতিগোষ্ঠীই এই রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক সংখ্যা ছিল, বলা যায় শতকরা ৭০ ভাগই ছিল তারা। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ঐতিহাসিক কারনে এই উপজাতি এবং জাতি গোষ্ঠীরা এই রাজ্যে সংখ্যালঘিষ্ট হয়ে গেছে কেন না এই ত্রিপুরা রাজ্যে দেশ ভাগের ফলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে অনেক অ-উপজাতির লোক রিফিউজি হিসাবে আসে এবং তারা এই রাজ্যে পুনর্বাসন পায়। বর্তমানে এই অ-উপজাতির লোকসংখ্যা বেড়ে ত্রিপুরা রাজ্যে মোট লোকসংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগ হয়ে গেছে আর যারা এই রাজ্যে আগে ছিল ৭০ শতাংশ, তারা এখন কমে গিয়ে দাড়িয়েছে ৩০ শতাংশ। আমাদের সংবিধানে এই উপজাতি গোষ্ঠীর জন্য কিছু প্রভিশন রাখা হয়েছে।

সংবিধানের সেই রক্ষা কবচকে মেনে চলতে হয়েছে। শুধু জমি নয়, উপজাতিদের ভাষা, সংস্কৃতি নয়, তাদের চাষের জমির সুযোগ দিতে হবে, তাদের আর্থিক অবস্থা যাতে উন্নত হয় সেই জন্য প্রথমে ১৯৬০ সালে ত্রিপুরাতে টি, এল, আর অ্যাকট চালু হয় এবং সেখানে ১৮৭ ধারায় সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে যে কোন উপজাতির জমি যদি অউপজাতির কাছে হস্তান্তরিত করতে হয় তাহলে কালেকটরের পার্মিশন লাগবে। অনুমতি নিয়েও জমি হস্তান্তরিত হয়েছে। আইন কার্য্যকর হয়নি। ১৯৬০ এর এই আইনের পর বছরের পর বছর গড়িয়ে গেছে উপজাতিদের জমি অউপজাতিদের হাতে বেআইনীভাবে হাজার হাজার কানি জমি হস্তান্তরিত হয়েছে। এই আইন দিয়ে রোধ করা যায়নি। তারপরে উপজাতি অংশের মানুষ, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মানুষ এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আন্দোলন করেছে। এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনে গণমুক্তি পরিষদ, মার্কসবাদী কম্যুউনিস্ট পার্টি, যুক্ত কম্যুউনিস্ট পার্টি যেটা ছিল তারা এই আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল সারা ত্রিপুরায় এবং পালামেন্টের উপরও চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল এই সমস্যা সমাধানের জন্য। এর ফলে ১৯৭৪ সালে দ্বিতীয় সংশোধনীতে নির্দিষ্ট কতগুলি ব্যবস্থা রাখা হয়। সেখানে ব্যবস্থা রাখা হলো যে উপজাতিদের জমি বে আইনীভাবে হস্তান্তরিত হলে, তা রেষ্টোর করে আবার উপজাতিদের হাতে দিতে হবে। তারপরে অনেক দূর গড়িয়ে গেছে। সমতল থেকে উপজাতিরা পাহাড়ে চলে গেল উচ্ছেদ হয়ে, তাদের সেই জুম চাষে। কিন্তু সেই জঙ্গলে তাদের স্থান হয়নি। ১৯৭৮ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে এই আইনকে শক্তিশালী ও কার্য্যকরী করে তুলে। ত্রিপুরার অবহেলিত পিছিয়ে পড়া উপজাতীদের সাংবিধানিক জমির উপর যে অধিকার, রিজার্ভের উপর যে অধিকার সেই অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করেছে। সিডিউল তৈরী হয়েছিল কতকগুলি রেভেনিউ মৌজা নিয়ে। কিন্তু কংগ্রেস (ই) সরকার ১৯৭১ এর এই সিডিউলের মোতাবেক কোন ব্যবস্থা নেয়নি। ত্রিপুরা রাজ্যের

যে রাজ্য সরকার ছিল সেই সরকারও সব সময় কংগ্রেস (আই) দলের সরকার ছিল, এবং তাঁদের হাত দিয়ে হয়েছিল। গণ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে সংশোধনী আসল ১৯৭৪ এ ১৯৭৮-এ এসে তার সঠিক প্রয়োগ আরম্ভ হল। এর আগে হয়নি, আমি তা বলছি না। অল্প স্বল্প করে, কিছু নাড়া-চাড়া করো। কিন্তু, প্রকৃত পক্ষে যে সমস্ত জমি হস্তান্তর হয়েছে আবার নূতন করে সেটলমেন্ট দপ্তরকে দিয়ে, ডি. এম. দপ্তরের প্রশাসনকে দিয়ে বৈধকরণ করা হয়েছে। বে-আইনী হস্তান্তর জমি বৈধকরণ করা হয়েছে। কারচুপি করা হয়েছে। কায়দা-কানুন করে বিভিন্ন অফিসগুলিতে আমিনের ভূমিকায় নানা ভাবে দপ্তরের প্রশাসনিক ভূমিকার মধ্য দিয়ে বৈধকরণ করে অ-উপজাতিদের স্থায়ীকরণ করা হয়েছে। তাদের রেকর্ড পত্র তৈরী করে দেওয়া হয়েছে। বে-নামীতে যে সমস্ত জমি-গুলি ছিল সেগুলি আবার তাদের নাম করে দেওয়া হয়েছে, অ-উপজাতীয়দের হাতে। তার মধ্য দিয়ে উপজাতি জনগোষ্ঠী আজকে ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে। বর্তমানে যে সমস্ত ব্যবস্থা আছে সে ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ১৯৭৪ এর পর বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৮-এ ক্ষমতায় আসার পর তারপর থেকে যে জোর দেওয়া হল তার থেকেও আমাদের অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। কিন্তু ১৯৭৪ এর পর আমরা খুঁজে দেখতে চেষ্টা করেছি, মোট কত জমি হস্তান্তর হয়েছে। সেকশন ১৮৭ এ ১৯৭৪ এর পর যেটাতে নির্দিষ্ট-ভাবে আছে, ১.১.১৯৬১ এই তারিখে অথবা এই তারিখের পর আর কোন রকম বে-আইনী জমি হস্তান্তর এলাউ করা হবে না। যদি কোন হস্তান্তর হয়, তাহলে সরকার শুধু মাত্র প্রশাসনকে ভিত্তি করে নয়, সময়মতো, সরকারী প্রশাসনকে এগিয়ে দিয়ে সেই জমি আবার উদ্ধার করবেন, এবং উপজাতিদের হাতে আবার ফেরৎ দেবেন। রাজ্যে এই ধরণের কিছু ঘটনা আছে, যেসব জায়গায় অ-উপজাতি জনগোষ্ঠীর লোক হলেও সেখানে খুব গরীব লোক, ভূমিহীন হয়ে যাবে এই জমি হস্তান্তরের ফলে, সেখানে বামফ্রন্ট সরকার প্রভিশান রেখে ছিল, এই জমি যদি হস্তান্তর হয়ে থাকে এবং এর জন্য যদি তাকে আবার ভূমিহীন হতে হয়, তাহলে তার জন্য সুনির্দ্দিষ্ট একটা টাকার ব্যবস্থা, একটা আর্থিক সংস্থান রাখা হয়েছে সে যাতে অন্য জায়গায় আবার পুনর্বাসন পেতে পারে, কিংবা তার আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে। কিন্তু উপজাতিদের জমি তার হাতে কিছুতেই থাকতে পারবে না, উপজাতি জমি অন্য জায়গায় যেতে পারবে না। এই সমস্ত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই, ২২,৮৩২টি কেস্ আপটু অক্টোবর, ১৯৯৩ বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর আমরা দেখতে পেয়েছি। রেভেনিউ দপ্তর থেকে আমরা চেষ্টা করছি দেখতে মোট কত কেস্ এখন জমা হয়েছে, এখন পর্য্যন্ত কত ডিসপুট হয়েছে এবং পরিস্থিতি কি? বর্তমানে আইনের ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সব কিছু সমাধান করা যায় কিনা ২২, ৮৩২টি কেস' আপটু অক্টোবর, ১৯৯৩ আমরা পেয়েছি। ১৮৭ সেকশানে এটার মধ্যে ডাইরেক্ট পিটিশান ছিল, ১২,০০৯টি। রিভিশান সার্ভে অপারেশন থেকে যে সমস্ত সাব-ডিভি-শানগুলিতে আপনারা জানেন ১৯৭৮ থেকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে রেভিনিউ সাব-ডিভিশান, রেভিনিউ

মৌজাগুলিতে রিভিশান সার্ভের মধ্যে আনা হয়। এবং রিভিশান সার্ভেতে যে সমস্ত কেস ধরা পরেছে সেগুলি ১০,৮২৩ আপটু অক্টোবর ১৯৯৩। কিন্তু ১-১-১৯৬৯ তারিখের আগে যে সমস্ত পিটিশান পরেছিল এই পিটিশানগুলি পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ১-১-১৯৬৯ তারিখের আগে যে সমস্ত জমি হস্তান্তর হয়েছে তার মধ্যে এই আইনে কার্য্যকরী করা যায় না। ৮,৪৭৪টি কেস। এই ৮,৪৭৪টি কেস আমাদের ছেড়ে দিতে হয়েছে। তার ফলে ১৪,৩৭৮টি কেস আছে। এই ১৪,৩৭৮ কেসে রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট থেকে উপজাতিদের জমি অ-উপজাতিদের হাত থেকে উদ্ধার করে ফেরৎ দেবার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তার ভেতরেও দেখা যায়, কারচুপি দিয়ে এমন ভাবে দলিল পত্র তৈরী করা হয়েছে যার ভেতর দিয়ে আরো ৭,৯৪০টি কেস আছে যেগুলি রিজেকটেড হয়ে যায়। সেগুলি আমরা আইনগত অবস্থায় আমরা রেস্টোর করতে পারি না।

স্যার, চাপে কিছু পিটিশান উইড্র হয়েছে এবং উইথ্‌ড্রড পিটিশনের সংখ্যা হচ্ছে ২৮৯টি। এর ফলে ১৬,৬৪৩টি কেইস যেগুলি বিজেকটেড হয়েছিল এবং ইলিজিবিলিটি এই আইনের আওতায় আসার জন্য সেগুলি বাদ দিয়ে সমস্ত কেইসগুলি রেষ্টোরেশানের জন্য চেষ্টা চলছে। স্যার, হস্তান্তরতো একটা নির্দ্দিষ্ট তারিখ পর্য্যন্ত শেষ হয় না। অভাবে দারিদ্র্যে উপজাতি পরিবারগুলি এমন একটা অবস্থার মধ্যে কাটায় যার ফলে নিজদের বাচার তাগিদে তাদের জমি বেআইনি ভাবে বেনামীতে গোপনে হলেও হস্তান্তর করে দেন। সরকার সেগুলি বন্ধ করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সব সময়ে তা রোধ করা যায়নি। তাদের দারিদ্র্যতার হাত থেকে মুক্ত রাখার জন্য ব্যাপকভাবে তাদের কর্মসংস্থানের চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু তা পারা যায় নি। জমি রেষ্টোরেশনের জন্য অর্ডার হয়েছিল ৬০৭২ টি, কিন্তু প্রোটিক্যালী রেষ্টোরড হয়েছে ৫,৯৪৪টি। পেণ্ডিং ফর প্রেটিক্যাল রেষ্টোরেশান ডিউ টু পিটিগেশান, আইনে আছে কোর্টে যাওয়া যাবে না, কিন্তু বিভিন্ন কৌশলে আইনের ফাঁক ফোকর দিয়ে কোর্টের আশ্রয় নিয়ে এটা বন্ধ করে রাখা হয়েছে। ১৯৯৩ ইং সালের অক্টোবর পর্য্যন্ত ৫২টি কেইস আণ্ডা লিটিগেশান রয়েছে। তারপর নানা কারণে, যে সমস্ত কারণগুলি এখনও নিষিদ্ধ করা যায় নি ১৯৯৩ ইং সালের অক্টোবর পর্যন্ত পেডিং কেইস রয়েছে ৭১টি। ৩য় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১৯৯৩ ইং সালের এপ্রিল থেকে অকক্টোবর পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে আমাদেরকে রিষ্টোশোন করতে হবে। একবার জমি হস্তান্তর হয়ে গিয়েছিল আবার উপজাতি-দেরকে ফেরৎ দেওয়া হয়েছি, এখন দেখা যাচ্ছে সেই জমি আবার পুনদখল করে নিয়েছে অ-উপজাতিরা সেই জমি উদ্ধার করে আবার উপজাতিদেরকে ফেরৎ দিতে হয়েছে এ রকম কেইসের সংখ্যা ৪১টি। স্যার, মাঝখানে জোট সরকারের পাঁচ বছরের ইতিহাস একটু বলতে হয়। ডিউরিং ফাইভ ইয়ার সর্বমোট মাত্র ২৮০'৩৪ হেক্টর জমি তারা অডার ইস্যু করেছেন। ফিজিক্যাল রেষ্টোরেশান কাগজে পত্রে হয়েছে। . আমরা বিভিন্ন এলাকায় ঘুরতে গিয়ে এগুলি সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে চেষ্টা করছি। বেশ ভাল পরিমান জমি গত পাঁচ বছরে যেগুলি ফিজিক্যাল রেষ্টোরড বলে দেখানো

হয়েছিল সেগুলি ফিজিক্যালী রেষ্টোরেশানের পর আবার হস্তান্তর হয়ে গেছে। এই জমি উপজাতিরা ধরে রাখতে পারেনি। ওরা যে হিসাব দেখিয়েছে গত পাঁচ বছরে, তার মধ্যে ১৬১৮.৯০ একর পরিমান জমি বামফ্রন্ট সরকার ৮৭ ইং সালের রেষ্টোরেশনের জন্য অর্ডার করেছিলেন. শুধু মাত্র ফিজিক্যাল রেষ্টারেশানের বাকী ছিল সেটা করেই গত পাঁচ বছরে হিসাব দিয়েছেন। আমরা হিসাব করে দেখেছি ১৮৯৯.২৯ একর জমি তারা রষ্টোর করেছেন। স্যার, আমি বিলোনীয়া গিয়েছিলাম। আমি নিজে দেখেছি সেখানে রাস্তার পাশে বামফ্রন্ট সককারের আমলে সম্পূর্ণ উপজাতিদের জমি তাদের হাতে তোলে দেওয়া হয়েছিল, সেই জমিতে কংগ্রেস অফিস বানিয়ে, শহীদ স্তম্ভ বানিয়ে আবার দখল করে রেখেছে। সেই জমি গুলি উদ্ধারের জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। আরও বিভিন্ন জায়গায় এমন কি কাঞ্চনপুরেও এবং তার আশে পাশে শক্তি সমিতির নাম করে উপজাতিদের জমিগুলি গ্রাস করে রেখেছে।

উপজাতি যে সমস্ত শেয়ার হোলডার ছিল সেই শক্তি সমিতি তাদের জমি পর্যান্ত দখল করে নিয়েছে এই সমস্ত ঘটনা আমরা দেখতে পাই। এই সমস্ত অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের বর্ত্তমান আইনের যে ব্যবস্থাগুলি আছে সেই আইনের ব্যবস্থাগুলি কিছু সংশোধন করা দরকার, কিছু প্রভিশ্যান রাখা দরকার এই আইন যে মানবে না, সেই আইন না মানলে তার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা হবে, আইনগত সেগুলি করা দরকার। এই সমস্ত আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সরকার থেকে এই সংশোধনীগুলি আমরা এখানে আনতে চেষ্টা করেছি। সংশোধনীর মধ্যে কি আছে বর্ত্তমানে ১৮৭ সেংশ্যানটাকে যে ভাবে সাব-সেকশ্যান ইত্যাদি দিয়ে যে ভাবে সাজানো আছে মূল কথা সেগুলির মধ্যে রেখেও তার ভিতরে নূতন নূতন কতগুলি প্রভিশ্যান আমরা তার ভিতর ঢোকাতে চেষ্টা করেছি। যেমন ১৮৭ (১) (সি) তাতে হাউসিং বোর্ড যে ভাবে সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকেন রাজ্যের উপজাতি কর্মচারী রয়েছেন, আজকে যারা নাকি হাউসিং বোর্ডের ঋণ নিয়ে জমি মরগেইজ রেখে নিজেরা হাউসিং বোর্ডের সুযোগ সুবিধা নিতে পারেন কিন্তু আগেকার যে আইন ছিল সেই আইনের মধ্যে এই রকম ঋণ দেবার পর মরগেইজ রাখার পর সেই মরগেজের জমি উপজাতির হাতেই থাকবে এই গ্যারান্টি নেই, আমরা সংশোধন করে এইবার ব্যবস্থা আসতে চেষ্টা করেছি। এই আইনের দ্বারা এই সংশোধনীর মধ্য দিয়ে মরগেইজ ল্যাণ্ড ট্রাইবেলের সেই মগেজর ল্যাণ্ড উপজাতিদের হাতে থাকবে কখনও অন্যের হাতে আবার অউপজাতিদের হাতে তুলে দিতে পারবেন না এই ব্যবস্থাটা আমরা এটার মধ্যে এনেছি। স্যার, শুধু তাই নয় ট্রান্সফার ইনক্লডিং ডিক্রি অর্ডার কোর্টের থেকে অর্ডার দিয়ে কোর্টের থেকে ডিগ্রি জারী করে কোন ট্রাইবেলের জমি অথবা টাইবুন্যাল অথবা যে কোন অথরিটি থেকে ডিগ্রি কোন রায় দিয়ে উপজাতি জমি যেন অউপজাতির হাতে হস্তান্তরের কোন হাত না থাকে এই জন্য এই ব্যবস্থাটা এটাও আমরা এই সাশনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছি, ক্ল্যারিফাই করেছি এই সংশোধনীর মধ্যে। স্যার, শোধ শুধু তাই নয় সে সমস্ত খাসের

জমিতে উপজাতীয় পরিবাররা অনেক দিন যাবৎ ভোগ দখল করছেন সেই জমির যেহেতু রেকর্ড নেই অউপজাতিদের হাতে হস্তান্তর হবার পর এই জমিকে আবার উপজাতির হাতে ফেরৎ দেওয়ার আগে কোন রকম সুযোগ ছিল না ঐ আইনে। বর্ত্তমানে প্রচলিত আমাদের যে আইন চালু আছে সেই আইনে প্রভিশ্যান নেই কিন্তু আমরা ব্যবস্থা করেছি এই সংশোধনীর মধ্য দিয়ে। এই জমিও উপজাতিদের কাছে ফেরৎযোগ্য, আইনের মধ্য দিয়ে এই জমিও উপজাতির হাতে ফেরৎ পাবেন। 'অন অর আফটার দি ফাস্ট জানুয়ারী ১৯৬৯ ট্রান্সফার অব ল্যাণ্ড ইন কনট্রাভেনশ্যান স্যাল বি এভিকটেড ট্রাইবেল ল্যাণ্ড স্যাল বি রেসটোর্ড" আরও বেশী পরিস্কার করে দেওয়া হয়েছে, আগেও কিছুটা ছিল কিন্তু খুব পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ছিল না এটাকে আমরা আরও পরিস্কার করার চেষ্টা করেছি যেন ট্রাইবেলের জমি ট্রাইবেল-এর হাতে রেসটোর করা যায়।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী আপনি রিসেসের পর আবার বলবেন।

এই হাউস বেলা ২ (দুই) ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রহিল।

AFTER RECESS AT 2.00 P. M.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি খাস ল্যাণ্ডের ট্রাইবেলের যে পজেশান সেটা রেসটোর করা হয় সেইভাবে সংশোধনীতে রাখা হয়েছে সেটা আমি উল্লেখ করেছি। সেই উল্লেখের মধ্যে আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলা হচ্ছে উপজাতি ওনারস যে হোল্ডিং, খাস ল্যাণ্ডের মধ্যে, গভর্ণমেন্ট ল্যাণ্ডের মধ্যে যারা আছে, তার যদি মৃত্যু হয়, তার উত্তরাধিকারী যারা রয়েছেন তাদের জন্যও সেই লাইফ লাইনটাকে রিষ্টোর করতে হবে। তার সাকসেসার যারা সাকসেসারের ইনটারেষ্টকে রিষ্টোর করা হবে। তারপর এইটাতে আরও সিকস আমেণ্ডমেন্টে এইটা এনেছি এইসমস্ত আইনকানুনকে লংঘন করে যদি কেউ উপজাতির জমি বে-আইনীভাবে রক্ষা করতে চেষ্টা করে এবং রিস্টোরেশানে যদি কেউ বাধা দেয় তাহলে পরে পানিশমেন্টের ব্যবস্থা, পেনাল প্রভিশানে এইগুলিকেও এই সংশোধনীর মধ্যে আমরা উল্লেখ করেছি। পেনাল প্রভিশানে পানিশমেন্টের ক্ষেত্রে' ইম্প্রিজনমেন্ট ফর এ টার্ম হোয়িচ মে অ্যাকসটেণ্ড টু টু ইয়ারস্ অ্যাণ্ড অলসো উইথ এ ফাইন হোয়িচ মে অ্যাকসটেণ্ড টু থি থাউজেণ্ড রুপিস্। এইভাবে আমরা সংশোধনীর মধ্যে উল্লেখ করেছি। সি, আর, পি, সি পানিশেবল যে সমস্ত অফেন্সেস রয়েছে, যেসমস্ত অফেন্সেসের ব্যাপারে আমরা এইখানে উল্লেখ করেছি এই সংশোধনীর মধ্যে যে উপজাতির বে-আইনীভাবে রিস্টোরেশান করতে বাধা দেওয়া, রিষ্টোরেশানে অস্বীকার করা এবং উপজাতির জমি হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা এই সমস্ত অফেন্সের জন্য এইটা কগনিজেবল এবং নন্ বেইলেবল্ যে সেক্শান সেই সেক্শান প্রয়োগ হবে। সেই অনুযায়ী সি, আর পি, সি'র যেসমস্ত ব্যবস্থাগুলো আছে, সেই ব্যবস্থায় তাকে অ্যারেষ্ট করা, তাকে প্রেপ্তার করা এবং সেট-আপটু দি স্পেশ্যাল কোর্ট সেখানে স্পেশ্যাল কোর্ট গঠন করে, সেই স্পেশ্যাল কোর্টে

তাকে সেট-আপ করা সেই অপরাধীকে এই ব্যবস্থাও এই সংশোধনীর মধ্যে আনা হয়েছে এবং স্পেশ্যাল কোর্ট, কিভাবে হবে সেই সম্পর্কেও আমরা সংশোধনীতে উল্লেখ করেছি।" স্টেইট আফটার কন্‌সালটেশান উইথ দা হাইকোর্ট কন্‌সাটিটিউট স্পেশয়েল কোর্ট অফ ফাষ্ট ক্লাস জুডিশিয়েল মেজিষ্ট্রেট। এইভাবে আমরা সংশোধনীর মধ্যে এইটা এনেছি। স্যার, আর একটা সংশোধনীর সেকশান নতুনভাবে আমরা যোগ করেছি। ওনাস অফ প্রোভিং দি বার্ডেন অফ প্রোভিং ফর দি পারপাস অফ সেকশান ১৮৭ (বি)। ঐ যেটা সি, আর, পি, সি সেকশান ইত্যাদি সমস্ত যেগুলোকে করার কথা বলা হল, পেনাল প্রভিশানে যেসমস্ত অফেন্সেস, সেই অফেন্সেসের ক্ষেত্রে কোর্টে ওনাস অফ প্রোভিং দি পারপাস, কি কারনে সমস্ত কিছু অর্থাৎ এইটাকে ট্রাইবেলকে উপজাতি যার জমি হস্তান্তর হযে গেছে তাকে প্রমান করার চেষ্টা করতে হবে না। যে এটার বিরুদ্ধে, এ আইনের বিরুদ্ধে উপজাতি জমি দখল করেছে বে-আইনীভাবে এবং উপজাতির জমি দখল করে নিয়ে ভোগ দখল করার চেষ্টা করছে এবং রেস্টোরেশানের ক্ষেত্রে বাঁধা দিচ্ছে তাঁর দায়িত্ব, তাঁকে প্রমান করতে হবে কেন তাঁকে এইখান থেকে সরিয়ে সে জমি আবার উপজাতির হাতে ফেরৎ দেওয়া হবে না। রি-ট্রান্সফার সম্পর্কে স্যার, আমি বলেছি যে, বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর তৃতীয়বার পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গেছে এখন পর্যন্ত ৪২টা কেইস আবার রি-রিষ্টোর করতে হয়েছে। এটা শুধুমাত্র ৪২টা নয়, এইরকম আরও অনেক কেইস রয়েছে। এখন প্রত্যেক জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন শাখা তারা এইগুলিকে বের করবার চেষ্টা করছেন।

বিশেষ করে রিভিশন্যাল প্ল্যানের কেসের যে অপারেশন চলছে বিভিন্ন এলাকাতে তাতে আরও বেশী পরিস্কার ধরা পড়েছে যে কিভাবে রিষ্টোর্ড হওয়ার পরে সেই ল্যাণ্ড আবার হস্তান্তর হয়ে গেছে জোর করে ক্ষমতায় জোরে, যেহেতু সংখ্যালঘু উপজাতি ডিফেণ্ড করার কোন সুযোগ নাই এবং এই ক্ষেত্রে প্রিভেনশন অফ্‌ রিট্রেন্সফার এই ক্ষেত্রে রেভিনিউ অফিসারকে সংশোধনীর মধ্যে এইভাবে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে যে, যদি বিভিন্ন রিজনসগুলিকে দেখে তিনি যদি বিশ্বাস করেন অফিসার ইনচার্জ, রেভিনিউ অফিসার, নির্দিষ্ট রেংকের অফিসার তারা যদি বিশ্বাস করেন যে এইটা রিট্রেন্সফার্ড আবার হয়েছে। রিস্টোড আবার রি-রিস্টোর্ড করতে হবে তাহলে পরে রিস্টোরেশানের জন্য হি উইল প্রসিড স্লো মতে, স্লো মতে তিনি অগ্রসর হবেন। কারও কাছ থেকে দরখাস্তের জন্য তিনি অপেক্ষা করবেন না আইনকে প্রয়োগ করার জন্য এবং যে সমস্ত জমি যদি এই রকম হয় যে খুজে পাওয়া যাচ্ছে না কোন উপজাতি পরিবারকে। অথবা যার হাত থেকে ট্রেন্সফার হয়ে গেছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তাকে খুজে পাওয়া যাচ্ছে না, তাহলে পরে সেটার জন্য সরকার একটা কমিটি গঠন করবেন এবং কালেক্টর ও এস টির মেম্বারকে নিয়ে একটা কমিটি গঠন করে তার কাছে এইটাকে রেফার করা হবে এবং সরকার সেইটা সম্পর্কে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। যদি সেই জমি নন-ট্রাইবেলের হাতে হস্তান্তর না থাকে, নন ট্রাইবেল থেকে এইটা ট্রাইবেলদের জন্য ফিরে

আসবে। যদি সেই ট্রাইবেলকে খুজে না পাওয়া যায় তাহলে পরে সেই কমিটি খুজে দেখবে কাকে সেই জমি আবার দিতে হবে সেই সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। স্যার, এই সংশোধনীতে ট্রান্সফার শব্দটির যে ব্যাখ্যা আগে যা ছিল তাকে আর একটু পরিস্কার করে করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে- It shall mean transfer, shall mean sale, mortgage, lease, exchange and gift as defined in Transfer of property Act, 1882. যাতে ট্রেন্সফার শব্দটির ব্যাখ্যা নিয়ে কোনরকম বিভ্রান্তি না থাকে, কোনরকম যাতে ফাঁক না থাকে। এখানে আরও পরিস্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এইটা যদিও আগে ছিল, তবু এইটাকে আরও পরিস্কার করা হয়েছে এইভাবে যে, কোন পিটিশনার রিস্টোরেশানের যে পিটিশন সেই পিটিশন নির্দিষ্ট সময়সীমার জন্য যে, এই সময়ে তাকে পিটিশন করলে পরে সেটা একসেপটেড হবে সরকার সেই অনুযায়ী অগ্রসর হবে এমন নয়। এনি টাইম যে কোন সময়ে রিস্টোরেশানের পিটিশন দেওয়ার অধিকার থাকবে ট্রাইবেলদের এবং সেটাকে গ্রহণ করে সেই অনুযায়ী আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করার ব্যবস্থা এই সংশোধনীর মধ্যে রাখা হয়েছে। সেকশন ১৮৭ অফ্ দা এক্ট। Jurisdiction of Civil Court এইটা সম্পর্কে আর একটু পরিস্কার করে লেখা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে no suit for declaration of title over any land belonging to the Scheduled Tribes shall lsie in a Civis Court and no Civil Court shall pass decree or order by which title of land stands transferred from a person. উপজাতির হাত থেকে অউপজাতির হাতে, টাইটেলের প্রশ্নে কোন রকম ডিগ্রি, কোন রকম সেই রকম ধরনের রায় হতে পারবে না। যাতে উপজাতির হাত থেকে তা অউপজাতির হাতে চলে যেতে পারে। স্যার, যে সমস্ত অভিজ্ঞতা গত কয়েক বছরে হয়েছে সেই সমস্ত অভিজ্ঞতার দিক থেকে আর একটা প্রভিশন রাখা হয়েছে এখানে। বিভিন্ন কোম্পানী কোপারেটিভ সোসাইটি এই রকম ধরনের বিভিন্ন সংস্থা যে সমস্ত সংস্থা যেহেতু তাদের কাছ থেকে ঋণনিতে গেলে পরেঅথবা বিভিন্ন কোম্পানীর আইনের সুযোগ সুবিধা এইগুলি নিতে গেলে পরে জমি মরগেইজ রাখতে হয় অথবা কতগুলি কাউশান করতে হয় সেগুলির জন্য এখানে সংশোধনীতে বলা হয়েছে ১৮৭ (জি) Oence under ths Act has been committed after the commencement of the Tripura Land Revenue aud Land Reforms (Sixth Amendment) Act, Offencc 1994 by a Company, every person who at the time the offienee was committed was in charge of, or was respensible to the company for the conduct of the business of the company as well as the company shall-be decmed to be quilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly শুধু মাত্র কোম্পানীর নামে একটা সংস্থা নয়, কোম্পানীর যে ইনচার্জ থাকবে এবং কোম্পানীর যারা সদস্য থাকবে তারাও এই বিলটির মধ্যে পড়বেন, তারাও দোষনীয় হবেন। ঠিক এই ভাবে সংশোধনীতে এইগুলিকে আরও পরিস্কার করা হয়েছে, যেন কোন ফাঁক না থাকে, যে ফাঁকে উপজাতির জমি হস্তান্তরের বিষয়টা তারা ফাঁকি দিয়ে রিষ্টোরেশানকে বাতিল করে দিতে পারে। যাতে করে রিষ্টোরেশানকে দুর্বল করে দেওয়া যায়।

ঠিক এইভাবে সংশোধনীটি আরো পরিস্কার করা হয়েছে যেন কোন ফাঁক না থাকে যে ফাকে উপ-জাতিদের জমি হস্তান্তরের বিষয়টি, বা রেষ্টোরেশনকে বাতিল করে দেওয়া যায় বা রেষ্টোরেশনকে দুর্ব্বল করে দেওয়া যায় এইটা যেন কিছুই না থাকতে পারে। আরো পরিস্কার করে বলা হয়েছে ডাইরেকটর ম্যানেজার, সেক্রেটারী অর আদার অফিসারস্ ইফ কানেক্টেড এর ইন-কনাইভ্যান্স শ্যাল্ বি ডীণ্ড টু বি গীলটি অব দ্যাট অফেন্সা ঠিক সেইভাবেই বলা হয়েছে।

স্যার, মোটামোটি আইনটার মধ্যে যে সমস্ত সংশোধনী আনা হয়েছে আগে যে আইনটি পাশ হয়েছিল তারমধ্যে প্রচুর ফাক ছিল যে ফাঁক দিয়ে রেষ্টোরেশনটা দুর্ব্বল হয়ে যাচ্ছিল, রেষ্টোরেশনটা পুরাপুরি হচ্ছিল না, উপজাতি জনগণ আস্থা হারিয়ে ফেলছে এই আইনটার উপরে, তাদের সেই আস্থাকে ফিরিয়ে আনা আমাদের দায়িত্ব, আমাদের কর্ত্তব্য। এবং সেই কর্ত্তব্যকে সামনে রেখে বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার ফাক-ফোকরগুলিকে ঢেকে আমরা এই সংশোধনী এনেছি। আমরা এই আইনটাকে আরো শক্তিশালী করতে চাই। কারন- আজকে উপজাতিগোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন উঠে গেছে, যে মৃত্যুকে, যে বিপদ তাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে, সেই বিপদের মধ্যে নিজের জমি নিজের হাতে রাখার জন্য, উপজাতিগোষ্ঠীর জমি উপজাতিদের হাতেই থাকবে, এই ব্যবস্থা করার জন্য, এবং তাদের যে আন্দোলন গণতান্ত্রিকভাবে করেছেন তাকে শক্তিশালী করার জন্য, আইনের আশ্রয় দিয়ে, নিজের ডিফেন্সে তারা যাতে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারে এই সমস্ত ব্যবস্থাগুলিকে করার জন্য আমরা এই সংশোধনীগুলি এনেছি। এবং এই সংশোধনীগুলিকে হাউস থেকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে সমর্থন জানিয়ে এই আইনের সংশোধনীর ধারা সারা ত্রিপুরা রাজ্যের গণতন্ত্রের জন্য যে আন্দোলন এবং উপজাতিদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যে সংগ্রাম, তার নিজের জমি নিজের হাতে রাখার যে লড়াই সেই লড়াইকে সাহায্য করা সহযোগিতা করা, এটা হচ্ছে আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে জনগণের সবচাইতে বড় দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য। এই সংশোধনীর ফলে অউপজাতিদের কোন ক্ষতির কারণ নেই। বরং এই সংশোধনীর মধ্য দিয়ে উপজাতিদের যে সুনির্দ্দিষ্ট তার যে রক্ষাকবজ, তার স্বার্থ, তার সুনির্দ্দিষ্ট যেটুকু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে তার যেটুকু অস্তিত্ব আছে সেটুকুকে রক্ষা করে তার ভিতর দিয়ে উপজাতি এবং অউপজাতির মধ্যে ঐক্য সুদৃঢ় হবে, পরস্পরের প্রতি আস্থা আরো বাড়বে, পরস্পরের প্রতি আরো বেশী মর্যাদা দেওয়ার আকাঙ্খা বাড়বে এবং পরস্পরের সম্প্রীতিকে আরো বেশী নিবিড় হবে এবং তার ভিতর দিয়ে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে এগিয়ে যেতে পারবে। উপজাতি জনগণ অনগ্রসর, অনুন্নত তাদের কৃষিজমির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে, জমি তার হাতে রেখে, সম্পত্তির মালিক করে রেখে আমরা তাকে সুযোগ করে দিতে পারি তার অগ্রগতি তার উন্নয়ন তার বিকাশ, সরকারী প্রকল্প, এইগুলি ঠিক এই কায়দায়, এই আইনের দ্বারা আমরা সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের স্বার্থকে রক্ষা করতে পারি।

এই আইনটি সংশোধনীটি ১৯৮৯ইং সনে আমি প্রথম ইন্টডাকসন করে বলেছিলাম—এবং ১৯৮৯ইং সনে মোটামুটি একটা খসড়া হিসেবে বিধানসভায় পাশ করে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তারমধ্যে পুরোপুরি যে ফাঁক ছিল সেগুলিকে ঢাকা হয়নি এবং কেন্দ্র থেকেও আপত্তি ছিল যে আরেকটু পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হোক। এবং সেখান থেকে কতগুলি সুনির্দ্দিষ্ট নির্দেশ ছিল আরো কি কি ব্যবস্থাগুলিকে নেওয়া উচিত এবং আমরা সেগুলিকে পরীক্ষানিরীক্ষা করে ইউনিয় হোম মিনিষ্টার, আর, ডি, মিনিষ্ট্রি, ল-মিনিষ্ট্রি তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে তাদের পরানর্শকে খুঁটিয়ে দেখে বিচার বিবেচনা করে তারপর এই সংশোধনীগুলি আমরা উপস্থিত করছি। আমি বিশ্বাস করি আজকে হাউস থেকে সর্ব্বসম্মতিভাবে এই আইনের প্রতি, এই সংশোধনীর প্রতি সমর্থন জানিয়ে এই আইনটিকে পাশ করতে সকলে অগ্রনর হয়ে আসবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মি: ডেপুটি স্পীকার:—মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী মহাশয়।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী (সাব্রুম):—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী মহোদয় যে বিলটা এখানে উত্থাপন করেছেন-That the Tripura Land Revenue and Land Reforms (Sixth Amendment) Bill, 1994 (Tripura Bill No. 4 of 1994) be taken into Consideration. এটা সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রথমে যে কথাটা বলতে হয় সেটা হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্য আমরা জানি মহারাজার আমল থেকে স্বাধীন ত্রিপুরা হিসাবে ছিল। পার্বত্য ত্রিপুরা। এখানে স্বাভাবিকভাবে সমতল জমির সংখ্যা কম। পার্বত্য জমির সংখ্যা হচ্ছে বেশী। বিভিন্ন সময়ে দেখা গিয়েছে যে এই রাজ্যের যারা আধিবাসী তারা অর্থনীতির শিক্ষায় পিছিয়ে আছে। এই পিছিয়ে পড়ার কারণ বাইরে থেকে উন্নত জাতিগোষ্ঠী বাংগালী সমাজ এখানে বারে বারে এসেছে। আসার ফলে তারা বাংগালীদের দ্বারা কিছুটা হলেও যেমন লাভবান হয়েছে-শিক্ষায়-দীক্ষায় এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে কিছুটা। আবার ঠিক উল্টোটাও হয়েছে অর্থনীতির দিক থেকে নিস্পৃষিত হয়েছে। সহায়-সম্বল যা ছিল সেটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মহারাজ যখন জীবিত ছিলেন তখনই এই রাজ্যে উপজাতিদের রক্ষাকবজ হিসাবে কিছু কিছু এলাকাকে চিহ্নিত করে ছিল। ট্রাইবেল রিজার্ভ এলাকা বলে। এখানে শুধু মাত্র উপজাতি জনগণ বসবাস করবে। তাদের সম্পত্তি যেন অনুপজাতিদের কাছে বিক্রি না হতে পারে। তারপর একটা ঐতিহাসিক কারণে ভারত ভাগ হয়ে গেল এবং অনুপজাতি লোকদের একটা অংশ ত্রিপুরাতে প্রবেশ করলেন। অসংখ্য ঢলের মত এই রাজ্যে প্রবেশ করতে শুরু করলেন। যেখানে লোক সংখ্যা ছিল মাত্র পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ লক্ষ, সেটা বেড়ে দাঁড়াল ২৮ লক্ষ। যারা নাকি এই রাজ্যের আধিবাসী, যাদের ভূমিপুত্র বলা হয় তারাই একদিন জনসংখ্যার অনুপাতে সংখ্যালঘু হয়ে গেল। অথচ যারা বাইরে থেকে এই রাজ্যে আসল তারাই আশ্চর্যজনকভাকে সংখ্যাগুরু হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল। স্বাভাবিকভাবে একটা উন্নত অর্থনীতি

সমাজ থেকে যে অংশটা এখানে এসেছে তাদের দ্বারা আর একটা পিছিয়ে পড়া অংশের জনগোষ্ঠীর উপর চাপ সৃষ্টি হয়েছে।

ব্যবসা বাণিজ্যে জমি সমস্ত রকম এবং এ যে ঐতিহাসিক কারণটা ঘটল এ কারণটা ঘটার পিছনে এখানে যেভাবে অনুপজাতিরা আসল তাদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিকল্প কোন ব্যবস্থা নিলেন না। এই রাজ্যের জনগণের উপর দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হল। তাদের মাথার উপর ভর করে এই অনুপজাতির লোকেরা এখানে তাদের বিকাশের জন্য বা বাঁচার জন্য জমিকে হস্তগত করল, ব্যবসাকে হস্তগত করল। এই রকমভাবে সমস্ত কাজে মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ওদেরকে হঠিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে সেখানে বসতি স্থাপন করে তার বাঁচার যে আকাঙ্খা সেটাকে রূপায়িত করতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবে উপজাতি গোষ্ঠী নিস্পৃষিত হল।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনি জমির উপর আলোচনা করুন।

শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী :—কাজেই বার বার আমরা দেখেছি। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৬০ সালে আমরা প্রথম দেখলাম ভূমি সংস্কার আইন পাশ হল। তারপরে সংশোধনী দেখলাম ১৯৭৪ইং সালে এবং সেখানে পরিষ্কারভাবে নতুন করে আসল যেটা উপজাতিদের জমি অউপজাতিদের হাতে চলে গিয়েছিল, সেই জমিটা উদ্ধার করতে হবে, মানে ফিরিয়ে দিতে হবে। এটা ফিরিয়ে দিতে দেখা গেল অনেক রকম সমস্যা। ১৯৬০ইং সালের পর যেসব জমি উদ্ধার হয়েছে, সেই জমি ফেরত দেওয়া হবে মাননীয় মন্ত্রী সুনির্দিষ্ট তথ্য দিয়ে বলেছেন। আমি এত তথ্য দিতে পারব না। কারণ আমার কাছে এত তথ্য নেই কতটা ফেরত হয়েছে। কিন্তু তখন দেখা দিল বিভিন্ন রকম সমস্যা। তারপরে ১৯৭৮ইং সালে ত্রিপুরার জাতি উপজাতি মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এলেন। ক্ষমতায় আসার পর আমরা দেখলাম এই রেস্টোরেশান কেইসগুলি মীমাংসা করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হল। সেই উদ্যোগ নিতে গিয়ে যেসব প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে, সেই প্রতিবন্ধকতাগুলি অপসারণ করার জন্য এই ৬ষ্ঠ সংশোধনীর মধ্যে আমরা কি দেখি? এখানে পরিষ্কার কতগুলি কথা আছে, যে কথাটা আইনের প্রত্যেক ধারার মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে। এটা খুব সুস্পষ্ট যে কোন অবস্থাতেই যাতে উপজাতিভুক্ত কোন ব্যক্তির কোন জমি যেন হস্তান্তর হতে না পারে, ডি, এম, এবং কালেকটারের অনুমতি নিয়ে করতে হবে। সেখানে এই কথাটাও আর সেটা এখন সংশোধন হচ্ছে তাতে ডি, এম এবং কালেকটরের অনুমতি লাগবে না, উপজাতির জমি অউপজাতির হাতে যেতে পারবে না। এটাকে রক্ষা করার জন্য এই আইনটা হচ্ছে। এখানে পরিষ্কারভাবে এই ১৮৭নং ধারায় যেটা ছিল সেটা মাত্র একটি ধারা ছিল। সেই ১৮৭ ধারা থেকে এখন অনেকগুলি সংশোধন হচ্ছে। ১৮৭ ধারার এ, বি, ১, ১, ৩, এইভাবে সংশোধনী করা হয়েছে। বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এক একটি জিনিষের জন্য এক একটি ধারা করা হয়েছে। এবং সেগুলি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী :—কাজেই, এখানে পরিষ্কারভাবে যেসব ধারাগুলি উল্লেখ করা হয়েছে এই ধারা বলে আছে যে. উপজাতির জমি যাতে অউপজাতির কাছে যেতে না পারে. তারজন্য জমিকে চাষ করার জন্য বিভিন্ন ধরণের ল্যাম্পস থেকে ঋণ আনবে বা ব্যাংক থেকে ঋণ আনবে। সেইসব ক্ষেত্রেও এখানে পরিষ্কার আছে যে তাতেও এই জমিটা তার হাত থেকে যেতে পারবে না অউপজাতির হাতে। যদি উদ্ধার করে দেওয়ার পরে যদি দেখা যায় যে সে জমি রক্ষা করতে পারছে না তাহলে সেখানে একটা কমিটি করে, সেই কমিটি বেআইনী হস্তান্তর থেকে জমি রক্ষা করার চেষ্টা করবে। তারপরেও যদি দেখা যায় রক্ষা করতে পারছে না তাহলে সে ক্ষেত্রে এখানে প্রভিশন রাখা হয়েছে যে তাকে বাদ দিয়ে অন্য লোককে দেওয়া হবে। কিন্তু কোন অউপজাতিকে দেওয়া হবে না। উপজাতির জমি উপজাতিকেই দিতে হবে। অন্য কাউকে দেওয়া যাবে না। আগে এসব ব্যাপারে আদালতে যাওয়া যেত, কিন্তু এই আইনের বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়া যাবে না। কিন্তু এই আইনের মধ্যে পরিস্কার ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে কোন আদালতে যাওয়া যাবে না, দেওয়ানী মামলা করা যাবে না। কোন বিচারক এই আইনের মধ্যে যাই থাকুক কোন অবস্থাতে অউপজাতির হাতে এই জমি দিতে পারবে না। উপজাতি ভুক্ত যারা আছে তাদের হাতেই থাকতে হবে. এটা অন্য কাউকে দেওয়া যাবে না। যদি কোন জায়গায় কোন কারণে হয়ে যায় তাহলে বিচারক বা কর্মকর্তা যিনি আছেন তাকে প্রমাণ করতে হবে যে না আমি এটা জ্ঞান মত করিনি। জ্ঞান মতো না করলেও এখানে দেখা যাচ্ছে যে তার যদি অবহেলার প্রমাণ হয় যে, সে অবহেলায় করেছে, তিনি জানতেন তা হলেও তার শাস্তি আছে। কাজেই এটা পরিস্কার ১৮৭ ধারাকে যেভাবে পুনরায় সন্নিবেশিত করা হয়েছে, তার ফলে আমার মনে হয় যে, সমস্ত রকম উপজাতি যারা অর্থনৈতিক দিক থেকে পশ্চাদপদ, জমি প্রায় নেই বললেই চলে, অধিকাংশই হচ্ছে জুমিয়া, ভাল জমি যেটা আছে সেটা অধিকাংশই অ-উপজাতিদের হাতে চলে গেছে, কাজেই এখন যে জমিটুকু আছে সেই জমি থেকে কোন অবস্থায় তাদের বঞ্চিত করা যাবে না, এটাই হচ্ছে মূল কথা। এই সুর এবং এই সুরটা থাকা উচিত। বৃহত্তর জাতি গোষ্ঠী যারা অগ্রসর তারা যদি দুর্বল অংশের লোককে রক্ষা না করে তা হলে সেখানে জাতীয় নিরাপত্তা আসতে পারে না। সন্দেহের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়। কাজেই এটা সংখ্যাগুরু জনগণের যারা অ-উপজাতি তাদের দায়িত্ব এই আইনটাকে রক্ষা করা এবং এটাকে কঠোরভাবে প্রয়োগ করা। এটাকে যদি কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে আমরা ব্যর্থ হই তা হলে নিশ্চয়ই ত্রিপুরা রাজ্যের শান্তি সম্প্রীতি যত কথাই বলা হউক না কেন এটা অলীক স্বপ্ন হবে। এ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। এখানে পরিস্কার বলেছে যে বৃহত্তর আইন যেটা আছে সি আর পি সি. এর মধ্যে যা থাকুক এটা গ্রাহ্যের মধ্যে আসবে না। ১৮৭ ধারায় পরিস্কার বলে দেওয়া আছে শুধু সি. আর. পি সি.

না যে কোন আইন ১৮৭ ধারায় বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যাবেনা কাজেই এটা হবে মূল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যেহেতু সময় খুবকম, আমি সমস্ত ব্যাখ্যা করতে পারছি না। আমি মোটামুটি যে কথাটা বলতে চেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে যে, উপজাতির জমি অ-উপজাতির হাতে যেতে পারবে না। এটাই হচ্ছে মূল, এই ১৮৭ ধারায় যে পুনর্বিন্যাস তারই প্রতিটা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এখানে সাজানো হয়েছে। কাজেই এটাকে রক্ষা করার মূল দায়িত্ব হচ্ছে এ রাজ্যের যারা অ-উপজাতি সংখ্যাগুরু মানুষ তাকে এটা রক্ষা করতে হবে এবং এই আইন প্রয়োগ করার জন্য তাদেরই উদ্যোগ নিতে হবে। এ ছাড়া ত্রিপুরা রাজ্যের সেই শান্তি সম্প্রতির বাতাবরণ এটা সৃষ্টি করা অলিক স্বপ্ন। কাজেই একথা বলে আমি এই ত্রিপুরা ল্যাণ্ড রেভেনিও এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস ষষ্ট সংশোধনীকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য রমেন্দ্র নাথ।

শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র নাথ (যুবরাজনগর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে এখানে মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী কিছুক্ষণ পূর্বে দি ত্রিপুরা ল্যাণ্ড রেভেনিও এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস একট ষষ্ঠ সংশোধনী বিল ১৯৯৪ সাপেক্ষে যে বক্তব্য রেখেছেন এবং যে আইন সংশোধিত আকারে এখানে যেটা আনা হয়েছে আমি প্রথমেই এটাকে সমর্থন জানিয়ে কয়েকটা কথা বলতে চাই। এই যে টি, এল, আর, এণ্ড এল, আর, এক্ট ১৯৬০, এই ত্রিপুরা রাজ্যে এটা ৬০ সনে প্রনয়ণ করা হয়েছিল। এই আইনের জন্ম থেকে আজকে ১৯৯৪ এই প্রথম এই আইনের মধ্যে একটা লোককে কাস্টডিতে রাখা যাবে, যদি সে ভায়লেট্ করে ১৮৭ এণ্ড ইটস্ রিলিভেন্ট প্রভিশান, তা হলে এটা খুব শক্তভাবে এমিডমেন্ট করা হয়েছে এই প্রথম টি, এল, আর, এণ্ড এল, আর, এ্যাক্ট, একটা লোককে কাস্টডিতে রাখার বিধান দেওয়া হয়েছে, এক্তিয়ার দেওয়া হয়েছে। স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি, ত্রিপুরার বহু সংখ্যক উপজাতি জনগোষ্ঠী যাদের জমি অ-উপজাতিরা বিভিন্ন কায়দায় আইনের ফাঁকে সেটা হস্তগত করে বিভিন্ন সময় তাদেরকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। কিন্তু এই ১৮৭ সেকশন যেটা পুরোনো এক্টে ছিল না আজকে এমেনমেণ্ড আকারে এখানে এসেছে। যেমন সেটাকে ওনমোশন করে দেওয়া হল, দ্যাট ইজ একজন রেভিনিউ অফিসার সেটাকে ফাইল করতে পারবে। কিন্তু এখন আমরা আর একটা এ্যামেনমেণ্ড লক্ষ্য করেছি যে ফাইল বেশ করতে পারিবে যে কোন রেভিনিউ অফিসার, যে কোন পার্টি নিজস্ব জমির ব্যাপারে বেশ ফাইল করতে পারবে। আগে ছিল রেভিনিউ অফিসারের আগে এস ডি ও এ, ডি, এম, এবং সাব ডিবিশনেল ম্যাজিষ্ট্রেট। যখন আমরা কোর্ট ফলো করি তখন আমাদেরকে বলে দেওয়া হতো সাব ডিভিশনেল ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে যাওয়ার জন্য। এখন সেটাকে স্পেশাল কোর্টের আওতায় এনে জুডিশিয়েল মেজিষ্ট্রেট ফাষ্ট ক্লাশ এখানে আনা হয়েছে। এখানে একটা নূতন এ্যামেনমেণ্ড সুন্দরভাবে আনা হয়েছে। এবং সেটাকে করা হয়েছে কগ্নিজিবল। তাহলে স্যার, বেল্যাবল কোন কথা এই টি, এল, আর এক্টে ছিল না। এখন নন্-বেল্যাবল

করা হয়েছে যদি কেউ বাইয়লেট করে তাহলে তাকে হাজতে রাখা হবে। তাকে বেল দেওয়া যাবে না। তদুপরি কগনিজিবল করার ক্ষেত্রে পুলিশকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে ইনভেস্টিগেশনের জন্য পুলিশও ক্যাস ফাইল করতে পারবে। আর যদি নন-কগ্নিজিব্‌ল করত তাহলে পুলিশের কোন ক্ষমতা ছিল না। সেই ক্ষেত্রে পার্টিকে কোর্টে যেতে হত। তাহলে এখানে এ কথা বলা যেতে পারে এই আইন জন্মের পর এই প্রথম এইভাবে সুন্দর প্রভিশন রেখে এ্যামেনমেণ্ড করা হয়েছে। তাতে উপজাতিদের স্বার্থ সত্যিকারের রক্ষা হবে। কাজেই একটি সত্য জিনিষ, আমি কেইস করেছি আমার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়েছে একজন উপজাতি লোক তাকে প্রমাণ করতে হবে না। অভিযুক্ত ব্যক্তির কাছে সেটি দায়ভার করে দেওয়া হয়েছে। যেটা ভারতবর্ষে আইন প্রণয়ন হয়েছে যে আমি এই কাজে জড়িত না সেটি প্রমাণ করে দিতে হবে। ঠিক সেই আইনটা এখানে এ্যামেনমেণ্ড আকারে আনা হয়েছে। এই সংশোধনী অনুযায়ী হাই কোর্ট এ্যাপিল করার সুযোগ রয়েছে, আগে যে টা ছিল সিভিল কোর্টে, কাজেই এর জুডিসিয়ারীর কোন সিভিল কোর্টের আর কোন এক্তিয়ার থাকবে না। আর, আগের যে লিমিটেশান ছিল, সেটাও উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, এখন ২/৩ অথবা ১০ বছর হলেও সেই কোর্টের আশ্রয় নিতে পারবে। কাজেই, উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষার জন্য এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী। কাজেই, এই সংশোধনীগুলির মাধ্যমে এবং বিভিন্ন সেক্‌শানের এ্যাক্সপ্লেনেশান দিয়ে যে ভাবে করা হয়েছে, তাতে উপজাতিদের জমি সংক্রান্ত স্বার্থ শতকরা ১০০ ভাগই রক্ষিত হবে। তাই এই বিলের মধ্যে ত্রিপুরা ল্যাণ্ড রেভিনিয় এ্যাণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মসের উপর যে সংশোধনী এসেছে, সেগুলিকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীঅনিল চাক্‌মা (পেচারথল) :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে এই হাউসের সামনে ত্রিপুরা ল্যাণ্ড রেভিনিও এবং ল্যাণ্ড রিফম্‌সের উপর যে সংশোধনী এসেছে, তাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখার চেষ্টা করছি। স্যার, ১৮৭ (এ) তে লেখা আছে যে ট্রাইবেলদের জমি বে-আইনী হস্তান্তর হলে গেজেট নোটিফিকেশানের মাধ্যমে রেভিনিয়্‌ অফিসার উল্লেখ করে বে-আইনী ভাবে দখলদারদের বিরুদ্ধে আইন গত শক্তি প্রয়োগ করতে পারবেন। আর, তারই পাশাপাশি ১৮৭ (সি) তে বে-আইনী দখলদারকে প্রমাণ করতে হবে সে উপজাতির কোন জমি দখল করেনি। এই সংশোধন করাটা খুবই ভাল হয়েছে। স্যার, আমার যতদূর জানা আছে যে আমার কাঞ্চনপুর এলাকায় উপজাতিদের জমি বে-আইনীভাবে দখল করার জন্য, তখনকার কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহের মদত ছিল, কেন তার আমলেই এ' এলাকার উপজাতিদের জমিগুলি অ-উপজাতিদের দ্বারা গঠিত স্বস্তি সমিতির হাতে হস্তান্তরিত করা হয়েছিল। তা যদি না করা হতো, তাহলে আজকে কাঞ্চনপুর এলাকার উপজাতিদের ১০ থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে গিয়ে জঙ্গলের ভিতর বসবাস করতে হত না। স্যার, সেখানে বিদ্যারত্ন নামে একজন কবি-গায়ক ছিলেন, উনি একবার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহকে কবির গান শুনিয়েছিলেন এবং সেই গান শুনে তিনি এত মুগ্ধ হয়েছিলেন

যে সেই বিদ্যারত্নকে বক্সিস দিতে চেয়েছিলেন। বিদ্যা রত্ন তখন তাঁর কাছে বক্সিস চাইলেন না, চাইলেন যে কাঞ্চনপুরে এবং তার তৎসংলগ্ন এলাকায় যে জঙ্গল। জমি আছে, সেই জমিতে তারা যারা বসতি করতে পারেন, তার একটা সুযোগ দেওয়া হোউক। তখন শচীন্দ্রলাল সিংহ বললেন, "এইভাবে তো ট্রাইবেলদের সম্পত্তি দেওয়া যাবেনা, তবে তোমরা একটা সমিতি করো, আর সমিতি করলে তোমাদের এ'সব জমি দেওয়া যাবে।" তাই, সেখানে স্বস্তি সমিতি নামে একটা কো-অপারেটিভ করা হল এবং সেই স্বস্তি সমিতি সেখানকার ট্রাইবেলদের সম্পত্তিগুলি দখল করে নিল। আর, সেই সম্পত্তির পরিমাণ হচ্ছে এক হাজার দ্রোণ। এই স্বস্তি সমিতির কাছে মানে দখলে এক হাজার দ্রোণ জমি ছিল। কিন্তু বাস্তবে এই স্বস্তি সমিতির দখলে আরও অনেক বেশী জমি ছিল। এ জমির কোন ব্যক্তিগত মালিকানা ছিলনা। সরকারকে রেভেনিউ দেওয়া হতো এক হাজার দ্রোণ জমির। এই কোঅপারেটিভ ত্রিপুরার চাকমা, রিয়াং, জমাতিয়া অংশের মানুষের সম্পত্তি দখল করে ছিল ওদেরকে জমি থেকে উচ্ছেদ করে। ১৯৭৭ সালে এ স্বস্তি সমিতির বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা করা হয় অনেক আইনকানুন ঘেটে। শেষ পর্যন্ত বামফ্রন্টসরকার জিতেছিল। এই রকম বামফ্রন্ট সরকার যদি থাকতো তাহলে কাঞ্চনপুরের ট্রাইবেলদের এই অবস্থা হতো না। লবণ বিক্রী করে ট্রাইবেলদের সম্পত্তি দখল করেছে। চাউল বিক্রী হতো লাভের লাভরে করে। এই রকম ব্যবসার মাধ্যমে ট্রাইবেলদের সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে। কাজেই এখানে যে বিল মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী উত্থাপন করেছেন আমি সেটাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মি: স্পীকার :— শ্রীসুধন দাস।

শ্রীসুধন দাস (রাজনগর):—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী যে বিল উত্থাপন করেছেন ত্রিপুরার ল্যাণ্ড রেভেনিউ টেগ ল্যাণ্ড রিফ'মস অ্যামেণ্ডমেণ্ট ১৯৯৪ আমি এটাকে পূর্ণ সমর্থন করছি। এখানে বিভিন্ন দিক থেকে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। এখানে মুল বিষয় হল এই রাজ্যটা একটা সময়ে যারা শাসন করতো' আদিবাসী ছিল আজকে তারা লুপ্ত প্রায়। এই রাজ্যের উপজাতি অংশের মানুষের জাতি সত্বা, আর্থিক বিকাশ, তাদের কৃষটি সভ্যতা ইত্যাদি রক্ষা করার জন্য এই বিল একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ১৯৬০ সালে যে বিল আনা হয়েছিল তার মধ্যে ফাক থাকার দরুন এ' দুর্বলতায় সুযোগ নিয়ে উপজাতি অংশের মানুষের সম্পত্তি বেদখল হয়েছিল কিন্তু এ' বিলটার যে ফাক ছিল এটা দূর করার চেষ্টা কেউ করেনি। আজকে ত্রিপুরার উপজাতিদের স্বার্থ ঠিক ভাবে রক্ষা করতে হলে সমস্যার গভীরে না গিয়ে সমসার সমাধান করা যায় না। রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করে উপজাতিদের উন্নয়নের জন্য কাজ করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার উদ্যোগ নিয়েছেন। এখানে তাদের বে-আইনী হস্তান্তরিত জমি যাদের আছে, তাদের পক্ষে এই আইনের দ্বারা সরকার সঠিক দায়িত্ব পালন করতে পারে সেই ব্যবস্থা এখানে রাখা হয়েছে। আগে যেখানে বলা হয়েছিল,

যে অভিযোগ করবে সেই অভিযোগকারীকেই প্রমাণ করতে হবে, ঐ জমি তার। কিন্তু এখন অ্যামেণ্ডমেণ্ট এনে বলা হয়েছে, অভিযুক্তকেই প্রমাণ করতে হবে, ঐ জমি বে-আইনী নয়। প্রকৃত অর্থেই সে ঐ জমির মালিক। এটা স্যার, সঠিকভাবে চিন্তা ভাবনা করেই এখানে আনা হয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি। এই রাজ্যে যারা এখন বিভ্রান্ত হচ্ছে, যাদের জায়গা সম্পত্তি সমতল থেকে ছাড়তে ছাড়তে জঙ্গলে চলে গেছে এই হতাশা থেকেই একটা অংশ আজকে বিপথে চলে যাচ্ছে, উগ্রপন্থী সৃষ্টি হচ্ছে। উগ্রপন্থীদের লক্ষ্য হচ্ছে, এ রাজ্যে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করা, সম্পত্তি রক্ষা করা, ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি রক্ষা করে তাদের বিকাশ ঘটান। স্যার, এই কাজ করতে হলে তার একটা স্থায়ী বাসস্থানের দরকার। আজকে এই বিলের দ্বারা সেটা করা সম্ভব। সেই দিক থেকে বিবেচনা করে তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য, স্থায়ীভাবে তারা যাতে বসবাস করতে পারে, স্থায়ী সম্পত্তির মালিক হতে পারে, তার গ্যারান্টি হিসাবে এই বিল কার্যকরী ভূমিকা পালন এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্ম নেবে এই বিশ্বাস আছে বলে বিলকে আমি সমর্থন করে সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর) ঃ— অনারেবল স্পীকার, স্যার, আমাদের এখানে আজকে আলোচনা করার জন্য আমাদের রেভিনিউ মিনিষ্টার দি ত্রিপুরা ল্যাণ্ড রেভিনিউ অ্যাণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস (সিকস্থ অ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিল, ১৯৯৪ (ত্রিপুরা বিল নং ৪ অব ১৯৯৪) এখানে রেখেছেন সে বিলকে আমি সমর্থন জানিয়ে আমি কিছু বক্তব্য রাখছি। স্যার, এই বিলটির উদ্দেশ্য হলো, কোন অবস্থাতেই ভবিষ্যতে এবং এখন থেকে উপজাতিদের জমি অ উপজাতীয়দের হাতে যেতে পারবে না তার ব্যবস্থা এই বিলের মধ্যে অ্যামেণ্ডমেণ্ট করে করা হয়েছে। মিঃ স্পীকার, স্যার, এই বিল নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, আমিও কিছু বলতে চাই ত্রিপুরার ইতিহাস। স্যার, আমার ঠাকুরদা ছিলেন, বসন্ত সর্দার। সাংঘাতিক ব্যক্তি। তাকে যদি জমি কত ছিল জানতে চাইলে এই হাত দিয়ে অঙ্গুল দিয়ে দেখাতেন। আর আজকে বসন্ত সর্দারের নাতি আমার এক টুকরো জমি নাই। ইতিহাস বলে, ঐ জমির মধ্যেই আমাদের সারা বছরের খোরাকী পেতাম। স্বাভাবিক কারণে সমতল ভূমিতে কেউ নামেনি। আস্তে আস্তে তারা সমতল ভূমিতে এসে জমিজমা করতে শুরু করল, পাহাড় থেকে নীচে নেমে এসে উপজাতিরা সমতল ভূমিতে এসে চাষবাস শুরু করল। স্যার, ঐতিহাসিক কারণে এবং বিভিন্ন কারণে ত্রিপুরা রাজ্যে অনুপ্রবেশ ঘটে ছিল। স্যার, আমরা উপজাতিরা সব সময়ই ধর্মভীরু। ধর্মের মাধ্যমেও উপজাতিদের অনেক জমি হস্তান্তরিত হয়ে গেছে। ভূমি দান, কন্যা দানের অনেক ঘটনা এখানে আছে। স্যার, আমার বাবা শ্রাদ্ধ করেছেন। যে কোনভাবেই হোক ভূমি দান হয়েছিল। আমি প্রসঙ্গক্রমেই এই কথাটা বললাম। মানুষ ধর্ম করবার জন্য, আগামী দিনের রাস্তা পরিস্কার করবার জন্য ধর্মের নামে ভূমি দান করেছেন। এইভাবে আস্তে আস্তে ট্রাইবেলদের হাত থেকে জমি চলে গেছে। স্যার, ১৯৬০ইং

সালে ভূমি সংস্কার আইন নামে একটা আইন পাশ হয়েছিল। কিন্তু সেই আইনের মধ্যে অনেক ফাঁক থেকে গিয়েছিল। তারপর ১৯৭৪ ইং সালে আবার আইন পাশ করা হল সেই আইনের মধ্যেও অনেক ফাঁক ছিল। ফলে উপজাতিদের অনেক জমি বেদখল হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ আগে মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী এখানে বলেছেন যে বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর এই পর্যন্ত পেণ্ডিং কেইস আছে ৪২ টি। জোট আমলে আমরা দেখেছি— আমি তখন এস, টি, কমিটিতে সদস্য ছিলাম, তখন ল্যাণ্ড রেষ্টোরেশান নিয়ে অনেক আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি, এখন কাগজে পত্রে সব রেষ্টোরেশান হয়ে গেছে, কিন্তু বাস্তবে একটাও হয়নি। উপজাতিদের উদ্ধার করা জমি গত পাঁচ বছরে আবার অউপজাতিরা ফিরিয়ে নিয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারে এসে ট্রাইবেলদের স্বার্থ দেখছেন, হস্তান্তরিত জমিগুলি পুনরুদ্ধারের জন্য আবার চেষ্টা করছেন। আমরা চাই ত্রিপুরা রাজ্যে জাতি-উপজাতির মধ্যে একটা ঐক্য থাকুক সংহতি বিরাজ করুক। আগামী দিনে যাতে উপজাতিদের জমি অ-উপজাতিদের হাতে না যায় সেই দৃষ্টি ভঙ্গী সামনে রেখে এখানে যে এমেণ্ডমেণ্ট বিল আনা হয়েছে, সেই এমেণ্ডমেণ্ট বিল জাতি-উপজাতির মৈত্রীর ভিত আরও শক্তভাবে গঠিত হবে এবং আমরা চাই উপজাতিদের কাছে জমি আরও বেশী পরিমাণে থাকুক, উপজাতিদের জমি যাতে অউপজাতিদের হাতে না যায় সে ব্যাপারে সরকার লক্ষ্য রাখবেন এবং এখানে যে এমেণ্ডমেণ্ট বিল আনা হয়েছে সেটাকে পূর্ণ সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করেছি।

মিঃ স্পিকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীবিধুভূষণ মালাকার।

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার (পাবিয়াছড়া) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী মহোদয় 'দি ত্রিপুরা ল্যাণ্ড রেভেনিউ এ্যাণ্ড ল্যাণ্ড রিফরমস (সিকস্থ এমেণ্ডমেণ্ট) বিল, ১৯৯৪ (ত্রিপুরা বিল নং ৪ অব ১৯৯৪) উৎথাপন করেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করছি। ১৯৬০ সালের পর জমি হস্তান্তর হয়ে গেল সেখানে আইন ছিল হস্তান্তরিত জমি ফেরত পাওয়া গেল না। ১৯৬০ ইং সাল থেকে ১৯৯৪ ইং সাল পর্যন্ত জমিগুলি যে বে আইনীভাবে হস্তান্তরিত হল তার মূল কারণ হলো কংগ্রেস সরকারের পরোক্ষ মদত ছিল। আজকে এই বিধানসভায়ও আমরা দেখছি যারা কায়েমী স্বার্থবাদী, সাম্প্রদায়িক শিবানা সেই বিরোধী পক্ষ আজকে বিধানসভায় অনুপস্থিত। আমি মনে করি যদি তখন তাদের সদিচ্ছা থাকত উপজাতিদের জমি ফেরতের ব্যাপারে সক্রিয় ব্যবস্থা নিতেন, তাহলে আজকে উপজাতিদের এতটা দুর্গতি হত না, জমির অধিকার এতটা তাদেরকে হারাতে হত না। এই প্রসঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগ এবং মানুষের উন্নতির প্রচেষ্টার জন্য আজকে যে বিল আনা হয়েছে সেই বিলকে আমি সমর্থন করছি। এই বিলের মধ্যে পরিস্কারভাবে ফাকের মধ্যে যেটা দেখা দিয়েছে এইগুলি বিভিন্ন ধারার মধ্যে সেগুলি সংযোজিত করা হয়েছে। আগে তো বিচার দেওয়ানী আদালতে যাওয়ার পর তারা আবার ফৌজদারী মোকদ্দমা করে উল্টা দিকে তারা আবার

উপজাতিদের জমি ছাড়া করে। স্যার, আমি একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করছি পাবিয়াছড়া মৌজা সেখানে সাকাগিড়া চাকমা বলে একজন লোক আছে তার জমিটা মোকদ্দমা করে আজ পর্যন্ত জমিদারের হাতে থেকে নিতে পারে নি। এমন একটা ঘটনা তার বিরুদ্ধে কয়েক শত মোকদ্দমা করে বসে আছে। কিন্তু আরও দুঃখের বিষয় ১৯৬০ সনের পর থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের জমিদারি প্রথা উঠে যাওয়ার পর তার শিলিং লিমিট করে দেওয়ার পরে বাকী যারা সেই সমস্ত দখলকৃত উপজাতিদের দেওয়ার কথা কিন্তু তার পরও দেখা গেল যে না ১১ (৩) কেইস করে সেই জমিগুলি আবার অউপজাতিদের হয়ে গেল। জমিদারি নেই এবং জমিদারী আইন শেষ হয়ে গেল কিন্তু তারপরও সে মালিক হয়ে গেল। যেটা উল্লেখ করেছেন যে মরগেজ বা কোম্পানি এই কথাটা যে সংশোধনীর মধ্যে এনেছেন সে জন্যও এই বিলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই সম্পর্কে আমার একটা অভিজ্ঞতা আছে বার্মা ওয়েল কোম্পানী এখানে ব্যবসা করতে আসেন এবং কালাজীবন চাকমার জায়গাটা নিলেন ১৯ বছরের জন্য এবং সেই জায়গায় লীজ নিলেন অখিল চন্দ্র ঘোষ। এখন দেখা যায় সেই বার্মা ওয়েল কোম্পানী তার লীজ মিটিয়ে দিয়ে চলে গেছেন ত্রিপুরা সরকারকে কিন্তু অপর দিকে জমির মালিক হয়ে গেছেন অখিল চন্দ্র ঘোষ বা তার উত্তরাধিকারী। সেই চাকমা আজকে সে নেই কোন জঙ্গলে আছে কে জানে। এই সমস্ত ঘটনাগুলি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ অথবা শাসক গোষ্ঠি বা জমিদারগণ তার পক্ষে ছিলেন বলেই সম্ভব হয়েছে। এটা আরও দুঃখের ব্যাপার যে এই ২টি রিভিশ্যান সার্ভের ব্যাপারে সরকার আসার পর যখন রিভিশান সার্ভে চলে এখনও সার্ভে আছে কিন্তু তাতে দেখা যায়? কুমারঘাট রতিয়াবাড়ী প্রভৃতি অঞ্চলের মূল চৌহদ্দি কতটুকু ছিল সেটা আজ পর্যন্ত জানা যায় নি স্যার, আমি দুঃখের সঙ্গে বলছি যে কয়েকবার এই বিধান সভায় প্রশ্ন করেছি যে অখিল চন্দ্র ঘোষের জায়গায় চৌহদ্দি কত তখন প্রশ্নোত্তরে বলা হয়েছে তথ্য সংগ্রহাধীন মানে আজও রেকর্ড নেই। যারা সেখানকার কর্মকর্তা ছিলেন তারা ইচ্ছা করেই এইগুলি করেছেন এই কথাটা পরিস্কার ভাবে বিলটার মধ্যে আছে যে ইচ্ছা করলেই করা যাবে না তার জন্য বিধি রাখা হয়েছে সে জন্য এই বিলকে আমি মনে প্রানে সমর্থন করছি। আদালতে গেলে পর যে একতরফাভাবে ফৌজদারী মোকদ্দমা এখানে যে বিধানগুলি সংশোধন করা হয়েছে তার জন্য আমি মনে করি এই সংশোধনীতে যতটুকু গেছে তা তো গেছেই আর যাতে না যায় তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ হবে। এই ঘটনাগুলি আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে দেখি স্যার, আজকে রিভিশ্যান সারভের মধ্যেও পাবিয়াছড়া মৌজা, সাধুচন্দ্র পাড়া এই পুরা অংশের মধ্যে এখন দেখা যায় বাগান বাড়ী। আসলে এখানে ছনখলা ভর্ত্তি, জমিটা খাস অথচ রিয়াং পরিবাররা এখানে জমি বন্দোবস্ত পায় না কার বলে? জমিদারের। জমিদার কবে শেষ হয়ে গেছে ৭০ উপরে ফৌজদারী সেই সমস্ত রেভিনিউ মৌজায় এখনও বিদ্যমান। এখনও তার ফয়সালা হয়নি ওরা ভয়ে যেতে পারে না। এই যে অবস্থাগুলির অবসান এইগুলি নিশ্চই হবে। আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই যে এই বিলে যে কথা বলা আছে

যে ফেরৎ গেলেও ফেরৎ দেওয়া হবে সে জন্য এই বিধানগুলি যে ভাবে নির্দিষ্ট ভাবে বলা হয়েছে সে জন্য এই বিলকে আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন করছি। সংশোধন কার স্বার্থে? সংশোধন এই ত্রিপুরা রাজ্যের অসহায় আদিম জাতি গোষ্ঠীকে রক্ষা করার একটা পদক্ষেপ।

আমরা এত দুঃখকষ্ট সহ্য করতাম না, যদি সেইসময়ে যারা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সংগে যুক্ত ছিলেন, শাসকগোষ্ঠী যারা ছিলেন, তারা সহমত পোষণ করতেন. তারা যদি অন্তর দিয়ে এই উপজাতি গোষ্ঠীকে রক্ষা করার দায়িত্ব তাবা সরাসরি নিতেন তাহলে আজকে নিশ্চয়ই ত্রিপুরা রাজ্যের উগ্রপন্থা বা পাহাড়ী বাঙ্গালীর মধ্যে উগ্র মানসিকতা সেটা বৃদ্ধি পেত না। আজকে তারাই দেখলাম বেতছড়া গ্রামে সবচেয়ে বেশী বেআইনীভাবে জমি দখল করে আছে। তারা সবাই কংগ্রেস নেতা। তারপর ডারলং বস্তির মধ্যে উপজাতি নেতারা দেখলাম. তারাই সবচেয়ে বেশী চিংকার করেন, তারা আন্দোলনে নামলেন জমি ফেরত দিতে হবে। নেওয়ার সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘটনাটা দেখলাম। ঘটনাটা কি? অক্ষয় সিংয়ের সংগে চুক্তি করলেন তোমাকে অর্ধেক জমি দিয়ে দেব, তার বিনিময়ে আমাদের নেতাদের কিছু টাকা দিয়ে দাও। চুক্তি হল ১০ হাজার টাকা। অক্ষয় সিং সেই উপজাতি নেতা দ্রাউকুমার বাবু তাদের দেব না যুবসমিতির নেতা দিবাচন্দ্র রাংখল সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমরা টিলার উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম অক্ষয় সিং উপজাতি নেতার পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন। এই জায়গাটা তারা এইরকম করে ভাগ-বাটোয়ারা করলেন। অথচ তারা কি ধরণের চীংকার করেন এইটা বুঝা যায়। আজকে যদি এই হাউসে থাকতেন উপজাতি যুব সমিতির মাত্র ১জন আছেন, উপজাতি যুবসমিতি নেতা তিনি কি মত পোষন করতেন জানিনা। পাঁচ বৎসর গেল, ক্ষমতা ত ছিল, অসহায় মানুষকে নির্যাতন করার জন্য পুলিশকে লেলিয়ে দিয়েছিল। এই বে-আইনী জমি ফেরত আনার জন্য যদি জোট সরকার সমীর বর্মন, সুধীর মজুমদার বা যুব সমিতির নেতারা পুলিশের সাহায্য নিতেন তাহলে নিশ্চয়ই আমরা মেনে নিতাম। কিন্তু না তারা সেদিন থেকে আজকে পর্যান্ত দেখলাম তারা ধনিকগোষ্ঠী, জোতদার, সামন্তবাদের তল্পিবাহক। নামে দরদী কিন্তু কাজে তারা পুঁজিবাদীদের দলের হয়ে কাজ করেন। যত রকমের বাধা বা অত্যাচার আসুক না কেন আমরা আমাদের উন্নয়ন মূলক কাজ করে যাব। এই বিলে যা ত্রুটি বিচ্যুতি আছে সেইগুলিকে সংশোধন করে উল্লেখ করা হয়েছে আগামীদিনে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হবে এই আশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য দেবব্রত কলই।

শ্রীদেবব্রত কলই (অম্পিনগর): —মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের রাজস্বমন্ত্রী ত্রিপুরা ল্যাণ্ড রেভেনিউ অ্যাণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস যে সিকস্থ অ্যামেণ্ডমেন্ট বিল উত্থাপন করেছেন আমি এই বিলকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। এইখানে আলোচনায় আমরা দেখেছি উপজাতি-দের জমি দিনের পর দিন তাদের অর্থনৈতিক দুর্বলতা এবং সচেতনতার অভাবে তাদেরকে বঞ্চিত করা

হয়েছে তাদের জমির অধিকার থেকে এবং সেই লক্ষ্যেই ১৯৬০ সনে দেবর কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী সেদিন আইন করা হয়েছিল ১৯৬০ সনের ১লা জানুয়ারী থেকে যেসমস্ত উপজাতিদের জমি হস্তান্তর হবে সেটা বেআইনী ঘোষিত হবে এবং যেকোন সময়ে তারা যদি দাবী করে বিনা শর্তে সেই জমি তাদেরকে ফেরত দিতে হবে। এইক্ষেত্রে আমরা বিগত দিনে দেখেছি, ভারতবর্ষ যখন পরাধীন ছিল, ভারতবর্ষ ১৯৪৭ সনে স্বাধীন হয়েছে এরপরে ত্রিপুরা ১৯৪৯ সনে ১৫ই অক্টোবর ভারতের সংগে সংযুক্ত হয় এবং ভারত যখন পরাধীন ছিল তখন আমরা দেখেছি ত্রিপুরা রাজ্যের বর্তমান যে ভূগোলিক সীমারেখা তার তিনগুণ বেশী ছিল স্বাধীন ত্রিপুরার ভূগোলিক সীমারেখা। আজকে সেটা কি কারণে অনেকটা কমে এসেছে সেই প্রসঙ্গে আমি আর যাচ্ছি না। যাইহোক প্রসঙ্গক্রমে আমি আর বলতে চাই না। ভারতবর্ষ যখন দুটুকরো হয়ে যায় পশ্চিম পাকিস্তান আর পূর্ব পাকিস্তান এবং পূর্ব পাকিস্তানের তিন দিকে সীমান্তবর্তী এলাকার পার্বত্য অনুন্নত একটা রাজ্য, রাজশাসিত রাজ্য হিসাবে ছিল এই ত্রিপুরা রাজ্য। স্বভাবতই এই দেশ ভাগাভাগি হওয়ার সময় তার বিরাট যে একটা চাপ শরনার্থীদের সেই চাপ পার্শ্ববর্তী রাজ্য হিসাবে ত্রিপুরার উপর এসে পড়ে।

তখনই আমরা শরনার্থী সম্পর্কে জানি ভারত সরকার সে দিন দেখেছিলাম যে ত্রিপুরা রাজ্যের মঞ্জুর উপর জনসংখ্যার যে চাপ সেটা সাংঘাতিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখানে যে সমস্ত উৎপাদন যোগ্য জমি আছে, এখানে উপজাতিদের একেবারে সবাই যে জুমিয়া তা নয়। প্রথম দিকে অনেকে জমি চাষ করতেন, তবে বেশীর ভাগ উপজাতি জনগোষ্ঠী জুম চাষ করতেন। কিন্তু তখনকার যে সরকার কংগ্রেস সরকার আমরা দেখলাম তাদের উপজাতিদের ক্ষেত্রে কোন আন্তরিকতা ছিল না এবং এমন একটা মানসিকতা ছিল যে একদিকে উপজাতিদের জমির সমতল অংশ তখন রেকর্ড করা বা আমার জমি জোত কি না, বা খাস কি না সেদিকে কোন সচেতনতা ছিল না উপজাতিদের। যার পরিনতিতে যে জমি যার দখলে ছিল সে দখল করে নিত। কাজেই পরবর্তী সময়ে আমরা যখন সেটেলমেণ্ট আসল তখন উপজাতিদের দখলকৃত জমির এক সিংহভাগ খাস জমিতে পরিণত হয়ে যায়। সেই খাস জমিগুলিতে অ-উপজাতিরা পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত শরনার্থীরা সেটা জোর দখল করে সেখানে বসতি স্থাপন করে এবং পরবর্তী সময়ে আজকে যে আইনটা যে বিলটা সংশোধনীর আকারে এসেছে সেটা হচ্ছে জোত জমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে তার প্রত্যাবর্তন বা রেষ্টুরেশানের ব্যাপারে এ বিল এবং এ বিল খুব সময় উপযোগী হয়েছে। কারণ উপজাতিদের অস্তিত্ব যখন বিপন্ন প্রায়, যখন তারা তাদের জমির উপর তাদের অধিকার হারাতে বসেছে, আর উপজাতি সমাজের অর্থনীতির মূল ভিত্তি হচ্ছে জমির উপর। কারণ তারা লেখা পড়ার দিক থেকে পিছিয়ে আছেন। কাজেই একদিকে যেমন সমতল জমির উপর তাদের চলছে শোষণ, বিভিন্নভাবে তাদের জমি জোর দখল, তখন অন্যদিকে তৎকালীন কংগ্রেস সরকার পাইকারীভাবে বন রিজার্ভ করে দিয়ে, ফরেষ্ট রিজার্ভেশানের মধ্য দিয়ে তাদের জুম চাষের উপর চরম আঘাত আনে। তার

পরিণতিতে বহু উপজাতিরা ভূমিহীনে পরিণত হয়ে যায় এবং তাদের যে মূল অর্থনীতির যে ভিত্তিটা তাও সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পরে যায়। তার পরিণতিতে আমরা দেখেছি ত্রিপুরার প্রায় ৪০ হাজার রিয়াং পরিবার ত্রিপুরার সীমানা অতিক্রম করে জুমচাষ করতে করতে তারা তাদের চাষের তাগিদে তারা পার্শ্ববর্তী রাজ্য মিজোরামে চলে গেছে। অথচ এই ৪০ হাজার উপজাতি পরিবার এখনও তারা মিজোরামের উপজাতি হিসাবে গণ্য নয়। তাদের জীবন লেবার ক্লাস হিসাবে তারা সেখানে চিহ্নিত হয়ে আছে, কাজ করছে। শুধু তা নয় পার্শ্ববর্তী রাজ্য আসামেও আমরা দেখি প্রায় দশ হাজার রিয়াং পরিবার, প্রায় আড়াই হাজার হালাম পরিবার সেখানে বসবাস করছে। অথচ পক্ষান্তরে আমরা বার বার বলছি যে পার্শ্ববর্তী রাজ্য বর্তমানে যেটা বাংলাদেশ সেখান থেকে অনুপ্রবেশ দিনের পর দিন হচ্ছে। হয়ত আইনের দিক থেকে আমরা তার তথ্য এখানে জানি না বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে আমরা জানি বে-আইনীভাবে, তারা অলিখিতভাবে ত্রিপুরার লোক সংখ্যা ও ত্রিপুরার অর্থনীতির উপর সাংঘাতিকভাবে চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছে এবং সে লক্ষ্যে আমরা দেখছি ত্রিপুরার মহারাজ কি করে গেছেন ত্রিপুরার উপজাতিরা লেখাপড়ায় বিদ্যায় শিক্ষায় তাদের সচেতনতার অভাব, তারা অনুন্নত, তাদেঁর বুদ্ধি নেই, তারা তাদের নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে ব্যবসা করে নিজেদের আত্মনির্ভরশীল করতে পারে না। তার জন্য মহারাজা ত্রিপুরার একটা বিস্তির্ণ এলাকা রিজার্ভ করে দিয়ে গিয়েছিলেন, সেটা বর্তমানে সাবপ্ল্যান হিসাবে আছে। তার পর আমরা দেখেছি সে দিন সুখময় সেনের নেতৃত্বে যে কংগ্রেস সরকার ছিল সে সরকার সেদিন ভূমি সংস্কার আনের উপর অর্ডিন্যান্স জারী করে উপজাতিদের জমির অধিকারের উপর চরম আঘাত এনেছিল। আর আজকে উপজাতিদের জমির উপর তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য বে-আইনীভাবে হস্তান্তরিত জমি পুনরুদ্ধারের জন্য তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার যখন সংশোধনীর আকারে বিল এনেছেন তখন আমরা দেখছি যারা উপজাতিদের জন্য জমি হস্তান্তরের দাবী তুলেছিলেন উপজাতি যুবসমিতির ওরা আজকে আমাদের এ হাউসে তারা নাই এবং এভাবে ওরা উপজাতির স্বার্থ বিরোধী ভূমিকা আমরা এখানে দেখছি এবং সবচেয়ে বেশী আমরা দেখেছি সেদিন কংগ্রেস সরকারের নগ্ন চেয়ারা উপজাতি ভূমি সংস্কার আইনকে তারা আন্তরিকতার সঙ্গে সেদিন বাস্তবায়িত করেনি। যার জন্য সেদিনের পর থেকে এ আইনের সুযোগ নিয়ে এখানে উপজাতিদের যে জমির অধিকার তা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছে। যার পরিণতিতে এখানে পাহাড়ী বাঙ্গালীদের মধ্যে দীর্ঘ দিনের যে সম্প্রীতি সেটার মধ্যে ফাটল ধরানোর জন্য একটা রাজনৈতিক উস্কানী চলেছে এখানে, রাজনৈতিক সুরসুরি দিচ্ছে। আজকে বামফ্রন্ট সরকারকেও এখানে তাই আমরা সমর্থন করছি, এই বিলকেও আন্তরিকভাবে সমর্থন করছি। তবে এ দিক থেকে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে যে এই বিলের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই এখানে সুরসুরি শুরু হয়ে যাবে, তাই তার রাজনৈতিক মোকাবেলা করার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। আজকে আমরা এই বিলটাকে সর্বসম্মতভাবে রাজ্যের উপজাতিদের জন্য তাদের জমির উপর অধিকার স্বীকার

করার জন্য তাদের যে সমস্ত জমি হস্তান্তর হয়ে গেছে বে-আইনীভাবে সেই সমস্ত জমি পুনরুদ্ধারারের ক্ষেন্দ্রে যেমন বলিষ্ঠ আইন প্রণয়ন করতে যাচ্ছি। ঠিক তেমনি সেই আইনকে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রেও আমাদের আন্তরিকভাবে সচেষ্ট থাকতে হবে। এখানে যদি আন্তরিকতার অভাব থাকে তো আইন দিয়ে তা রক্ষা করা যাবে না। বিশ্বে বাপক আন্দোলন চলছে। আর এইখানে উপজাতিরা দিনের পর দিন নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে—সাংস্কৃতিক দিক থেকে, তাদের ভাষা, সংস্কৃতি সমস্ত কিছু অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এইটাকে রক্ষার জন্য আমাদের সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকা দরকার। কাজেই এইখানে যদি আন্তরিকতা না থাকে তাহলে এইখানে হবে না কিছুই। সেই লক্ষ্যেই আজকে বামফ্রন্ট সরকার ভূমি সংস্কার আইনের উপর যে সমস্ত সংশোধনী বিল এনেছেন এই বিলকে আমি আন্তরিকভাবে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅরুণ ভৌমিক।

শ্রী অরুণ ভৌমিক (বড়জলা) :—মিঃ স্পীকার স্যার, সামাজিক ন্যায় বিচারের স্বার্থে বর্তমানে যে সংশোধনী আনা হয়েছে এইটা আরেকটা নতুন ধাপ। টি, এল, আর, অ্যাণ্ড টি, এল, অ্যাক্ট ভূমি সংস্কার আইন এবং ভূমি রাজস্ব আইন যখন হয়েছিল তখন সম্ভবতঃ ১৮৭ ধারা ছিল না। পরবর্তী সময়ে অ্যামেণ্ডমেন্টের মাধ্যমে খুব সম্ভব ১৯৭০ এর পরে (আমার ঠিক মনে নাই) এইটা হয়েছিল। সেই আইনের মাধ্যমে বে-আইনী হস্তান্তরিত জমি যেটা একটা হেট ধরা হয়েছিল ১.১, ১৯৬৯। এই তারিখের পর উপজাতিদের জমি অ-উপজাতিদের কাছে যেটা রেজিস্টার্ড দলিল ছাড়া আছে যে জমিটা হস্তান্তরিত হয়েছে সে জমি পুনরায় উপজাতিদের হাতে রেস্টোর করার জন্য এই বিধান করা হয়েছে। সেই বিধানে এইটা ছিল যে কালেক্টরের পার্মিশন ছাড়া যদি কেউ (অউপজাতি) কোন উপজাতির জমি কিনে তবে সেটা রেজিস্টার হবে না। আর রেজিস্টার্ড ডীড, ছাড়া ১.১.৬৯ এর পর কোন জমি হস্তান্তরিত হলে সেটা হবে বেআইনী হস্তান্তর। এবং সেই ক্ষেত্রে সেই জমি উপজাতিদের ফিরিয়ে দিতে হবে, রেস্টোর করতে হবে, সরকার সেটা রেস্টোর করবেন।

কিন্তু আমাদের এতদিনের অভিজ্ঞতায় সেই আইনে কিছু ফাঁকি রয়েছে, সেই আইনকে কার্য্যকরী করার পথে কিছু বাধা ছিল। আজকে যে আইন করা হয়েছে তারমধ্যে বাঁধাগুলি সরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

এইখানে আগে যেটা ছিল—শুধু জোত সম্পত্তি ট্রাইবেলদের কোন জোত জমি নন-ট্রাইবেল যদি রেজিষ্টার্ড দলিল ছাড়া নিয়ে যায় এবং দখল করে তাহলে সেটা রেষ্টোর করা হবে। এখন এইটার প্রভিশান বাড়ানো হয়েছে যে যদি কোন খাস জমিও কোন ট্রাইবেল এর দখল থাকে এবং সেই জমিও যদি ডিস্‌পোজেড করা হয় তাহলে সেটাও রেষ্টোর করা যাবে। এইটা আরো

একটা বৃহত্তর স্বার্থে করা হয়েছে।

তারপর করা হয়েছে বার্ডেন অব প্রুফ, অনাস অব প্রুভিং সেটা হচ্ছে যে জমিটি দখল করে থাকবে তাকেই প্রমাণ দিতে হবে। এইটা উপজাতিদের স্বার্থেই করা হয়েছে। তারপর যেটা করা হয়েছে যে এইটা দণ্ডনীয় অপরাধ—হী উইল বি ক্রিমিনিলায়েবল। যে যদি কোন নন-ট্রাইবেল ট্রাইবেল এর জমি গ্রাস করে এ বিলটি যখন আইন রূপান্তরিত হবে তখন থেকে এইটা হবে দণ্ডনীয় অপরাধ এবং সেটা হবে নন-বেইলেবল কগনিজেবল। পুলিশ সেটা জানামাত্র এবং দেখা মাত্র তাকে অ্যারেষ্ট করতে পারবে এবং সেটা নন-ট্রবেইলবেল অফেন্স হবে।

এইখানে আরোও কিছু এটাকে উন্নত করেছে। তিন হাজার টাকা জরিমানা এবং দুই বছরের জেল-এর সংস্থান রাখা হয়েছে। আরোও একটা স্পেশাল কোর্ট করার প্রভিশান এখানে করা হয়েছে। এটা সাধারণ কোর্টে বিচার হবে না। এটা স্পেশাল কোর্টে বিচার হবে এবং তার বিরুদ্ধে একমাত্র হাইকোর্টে আপীল করা যেতে পারে। প্রসিডিউর সিমপ্লিফাইড করা হয়েছে। সেখানে মর্টগেজের ব্যাপারে আইনটাকে আরো প্রগেসিভ করা হয়েছে। মাননীয় সদস্যরা এখানে সবাই বক্তব্য রেখেছেন। আমি শেষ দিনে আর ভারাক্রান্ত করতে চাই না। তবে আমি বলতে চাই যে এই জমি যেন পুনরায় হস্তান্তর না হয় সেটা দেখতে হবে। ১, ১,৬৯ সালের পর জমির প্রতিটি খণ্ড যাতে পুনরুদ্ধার হয় সেই জন্য এফেকটিভ করার জন্য এই আইন সরকার গভীর অনুভূতির থেকে এখানে এনেছেন। কাজেই এটাতে কারোর কোন দ্বিমত থাকার কথা না।

সামাজিক ন্যায় বিচারের স্বার্থে, সমাজে যারা পিছিয়ে আছে তাদের প্রোটেকশান সরকারকে দিতে হবে। যে কোন মূল্যে এই হাউসে মাননীয় সদস্য দেবব্রত কলই বলেছেন এই বিল পাস হলে আবার একটা রাজনৈতিক সুড়সুড়ি শুরু হতে পারে। আমি মনে করি সেরকম কোন ঘটনা হওয়া উচিৎ না। হলে আমাদের সমবেতভাবে সেটা কেইস করতে হবে। কারণ আপনারা দেখেছেন এই ভারতবর্ষে পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষ এর সুবিধার্থে মণ্ডল কমিশনের সুযোগ-সুবিধা কার্য্যকর করা হয়েছিল। সারা ভারতবর্ষে তখন আগুন জ্বালানো হয়েছিল। হিংসা হয়েছিল। সামাজিক ন্যায় বিচারের স্বার্থে আমরা যখন পদক্ষেপ নেই তখন যারা এটাকে বানচাল করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে জনমত কাজ করবে তাদের বিরুদ্ধে সবাই মিলে আমরা প্রতিহত করব।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আর একটা পয়েন্ট এখানে বলতে চাই। সেটা হচ্ছে স্পেশাল কোর্ট হবে, ক্রিমিনাল লাইবিলিটি হবে। শৃংখলার ক্ষেত্রেও রেস্টোরেশানের প্রভিশান করা হয়েছে। মর্টগেইজের ব্যবস্থা প্রসারিত করা হয়েছে। সব কিছুই প্রগ্রেসিভ। তবে একটা সমস্যা আছে। হাউসে মাননীয় রাজস্ব দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয় উপস্থিত আছেন, আমাদের এই আইনে যদি কোন উচ্ছেদের আদেশ দেওয়া হয় সেটাকে বলে অরিজিন্যাল অর্ডার। Every Order passed by Revenue Officer, he is the competent authority under section 187,

That will be an original order against which an appeal will lie to the next Officer, Suppose the S. D. O. is passing the Order appeal will lie to the Collector. এ, ডি, ও অর্ডার দিলে পরে কালেকটার-এর কাছে আপীল হচ্ছে এটা হচ্ছে ফার্স্ট আপীল। তারপরের প্রভিশান হচ্ছে সেকেণ্ড আপীল। সেটা হবে রেভিনিউ কমিশনার বা রেভিনিউ সেক্রেটারীর কাছে। দ্যাট ইজ টু দি স্টেইট গভর্ণমেন্ট। তারপরেও এটার বিরুদ্ধে কিউ রীটে যেতে পারে।

আমার জানা আছে প্রথম যখন রেস্টোরেশন কেইসে অর্ডার দেওয়া হয়. আইনের সংস্থান সব কিছুতেই থাকতে হবে, আইনের মাধ্যমে কাজ করতে হবে। তার বিরুদ্ধে ডি, এমের কাছে আপীল হলে পরে, কালেকটারের কাছে আপীল হলে পরে এই অর্ডারটা সাধারনতঃ স্টে হয় প্রথম সময়ে। তার পরে সেকেণ্ড আপীল, সেকেণ্ড আপীল ডিসপোসাল হওয়ার পরে রীট, রীট পিটিশন যে কোন সময় মানুষ করতে পারে হাইকোর্টে সেখানে কোন প্রশ্ন নেই। কিন্তু এই আপীলের যে দুইটা ধাপ, আমার মনে হয়—It noted that more progressive, the state Govt. may think Whether this appealed procedure may also be simplified or the two stages can be reduce to one stage, This, only a suggestion or opinion on my path. কারণ আমি মনে করি এই আইনকে আমরা যেভাবে আজকে আন্তরিকভাবে উপজাতিদের স্বার্থে, যে আমাদের ঐতিহাসিক কারণে, বিভিন্ন কারণে যে অন্যায় হয়ে গেছে সেই অন্যায়ের প্রতিকার করার জন্য আজকে আমরা যেভাবে অগ্রসর হচ্ছি, এটাকে এফেডটভলি ডিল করার জন্য, এই সমস্যাটাকে আরও এফেকটেডলি ডিল করা যেতে পারে এই সম্বন্ধে ভবিষ্যতে চিন্তাভাবনা করা যেতে পারে। এতে রেস্টুরেশনের ব্যাপারটা আটকে যায়, বিলম্ব হয় তাহলে সেটাকে আরও সাধারণভাবে করার জন্য এবং আরও ত্বরান্বিত করার জন্য আমরা সমর্থন করব। আমি এই বিলকে সর্বান্ত করনে সমর্থন করি। এবং অত্যান্ত উপযোগী মনে করে আমি এটাকে সমর্থন করছি, এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী পান্নালাল ঘোষ।

শ্রীপান্নালাল ঘোষ (রাধাকিশোরপুর) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব, ভূমি সংস্কার ৬ষ্ঠ সংশোধনী বিল ১৯৯৭ ইং সেটা এখানে রাজস্ব মন্ত্রী উৎত্থাপন করেছেন আমি এই বিলকে সমর্থন করি। বিলের যে সমস্ত ধারা এখানে আছে সেগুলি আমি সমর্থন করি। কারণ আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে জনবসতির যে ভাগ আছে তাতে উপজাতি অংশ পিছিয়ে যাচ্ছে। তাদের হাত থেকে নানা কারণে ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক কারণে যেভাবে জমি চলে যাচ্ছে এবং এই ভূমি সংস্কার আইন তৈরী হওয়া সত্বেও একটা স্তরে তার ফাঁক ফকুড়ে যা আছে তার ভিতর দিয়ে গরীব অংশের মানুষ, উপজাতি অংশের মানুষ বা কিছু অসচেতন উপজাতি অংশের মানুষ যারা শিক্ষাদীক্ষায় অনেকটা

জাতি অংশের মানুষের চাইতে কিছুটা পিছিয়ে। এই অবস্থায় তাদেরকে নানা শোষণের যাতাকলে রাখা হয়েছে, নানাভাবে হয়রানি হয়েছে, শোষিত হয়েছে। এর ফলে তাদের মধ্যে একটা ক্ষোভ আছে, একটা হারিয়ে যাওযার মনোভাব আছে যাতে অত্যন্ত পক্ষে সেই ক্ষোভটা দীর্ঘস্থায়ী না হতে পারে, যাতে এটা কমিয়ে আনা যায়। এই আইনের যে ড্রবেক্সগুলি আছে সেটাকে রেকটিফাই করে যাতে তাদের মধ্যে একটা বিশ্বাস আনা যায় সেই জন্য এই সংশোধনীতে বিভিন্ন ধারা যা আছে তাতে যে সমস্ত প্রভিশন রাখা হয়েছে, তাতে সেই হারিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা রাখা হয়েছে। যে উপজাতি অংশের জমি যাদের হাতে আছে বা খাস জমিতে আজকে যারা দখল সত্বে আছে তাদের জমি যাতে হারিয়ে না যায় কেউ যাতে নিতে না পারে আবার সে ক্ষেত্রে ১৯৬৯ সালের পর যেসব জমি বে-আইনীভাবে হস্তান্তর হয়ে রয়েছে সেগুলি যাতে সঠিক অর্থে যে মূল মালিক তার কাছে যেতে পারে সেই ক্ষেত্রে যে সমস্ত আইনী বাধা, সে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সেগুলি যাতে কার্যকরীভাবে যাতে কিছু ব্যবস্থা করা হয় সেই জন্য এই বিলে যেসমস্ত ধারা আছে সেগুলি নিঃসন্দেহে যেসমস্ত প্রতিবন্ধকতা আছে সেগুলি দূর করতে সাহায্য করবে। সেই কারণে আমি এই বিলকে সমর্থন করি। আমরা দেখি অনেক ক্ষেত্রে যে, আজকে উপজাতি অংশের মানুষের জমি আজকে অউপজাতি অংশের মানুষের কাছে চলে গেছে। সেই দাবী করা সত্বেও নানা আইনী ব্যপার তুলছে, তেমন উদ্যোগ নিয়ে সেগুলি উদ্ধারে কেউ যাচ্ছে না। কোর্টে গেলে সেগুলি স্টে অর্ডার হচ্ছে, নানা কারণে সেগুলি দীর্ঘায়িত হচ্ছে। এখানে অন্যান্য সদস্যরা বলেছেন যে একটা জায়গায় নিয়ে এই রেস্ট্রেরেশন-এর ক্ষেত্রে আইনের কাছে অভিযোগ করার পরও আজ পর্য্যন্ত রেস্ট্রেশন হয় নি। নানা ভাবে এটা বেআইনী হস্তান্তরিত যে মালিক আছে তার কাছে এখনও থেকে গেছে। ফলে যারা গরীব উপজাতি অংশের মানুষ তারা আইনকে কাজে লাগিয়ে এই রেষ্টরেশন করার ক্ষেত্রে আজকে তারা পারছে না। সেই কারণে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানোর জন্য এই যে ভূমি সংস্কার আইনটা এখানে সংশোধনীভাবে আনা হয়েছে, সেটা যথার্থভাবে আনা হয়েছে আজকে যারা বেআইনীভাবে দখল করছে, বেআইনীভাবে জায়গা নিয়ে গেছে তাদের আজকে প্রমাণ করতে হবে এই গরীব অংশের মানুযের জমি বেআইনীভাবে অর কাছে আছে এটা প্রমান করে জায়াগা যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তাকে প্রমাণ করতে হবে। নিঃসন্দেহে আজকে ট্রাইবেল অংশের মানুষের এই হয়রানির মধ্যে পড়তে হয়েছে। আজকে বুঝতে পারবে যে তারা এই বামফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতায় এনেছে, তারা সত্যিকার অর্থে এই ট্রাইবেল এবং বাঙ্গালী এই যে গরীব অংশের মানুষ-এর মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষা করতে চায় তাদেয় মধ্যে একটা ঐক্য স্থাপন করতে চায়। এটা প্রমাণ করবে যে এত বছর ধরে যে সময়ের মধ্যে কংগ্রেস ছিল কংগ্রেসের প্রথম দিক থেকে যেভাবে ট্রাইবেলদের শোমনের ক্ষেত্রে রিজারভেশন তুলে নেওয়া হয়েছিল। যেসমস্ত জায়গার মধ্যে একটা কমপেকট এরিয়ার মধ্যে বসতি স্থাপন করেছে তার ফলে তাদেরকে আস্তে আস্তে

এলিনিয় দিকে নিয়ে যাচ্ছে সুতরাং সেই দিক থেকে আজকে তাদের কাছে একটা আশার কথা, যে আজকে অন্তত পক্ষে এই সরকার এই প্রভিশান গুলিকে আরো উদার করে তাদের কাছে যেতে তাদের যে সমস্ত অভিযোগগুলি আছে সেইগুলি যাতে তরান্বিত করতে পারে, তাড়াতাড়ি করতে পারে যেখানে আইনের পথে চলে, কোর্টে অনেক দিন দেরী হয়, সেই দেরীটাকে মুক্ত করার জন্য দেরী যাতে না হয় তার জন্য স্পেশাল কোর্ট করেছে, এই প্রভিশান আছে এখানে যাতে দ্রুততারসঙ্গে হতে পারে। সেই দিক থেকে কোন আন্তরিকতার অভাব নেই। এই আন্তরিকতার গভীর যে অনুভূতির কথা বলা হয়েছে, কিছু করা চাই এই করার কথাটাই এই আইনের বিভিন্ন প্রভিশানে মধ্যে দিয়ে এখানে আনা হয়েছে। আশা করব এই যে একটা গণতান্ত্রিক অংশের মানুষ আজকে ট্রাইবেল অংশের মানুষই হোক, আজকে বাঙ্গালি অংশের মানুষই হোক, উভয় অংশের সম্প্রীতি দরকার, এখানে আইন করা হয়েছে। অনেকেই এই ধরণের আশা পোষণ করছেন যে আজকে আইন হচ্ছে, আইন থাকলেই সবাইকে আজকে প্রক্টেশ্যান দেওয়া সম্ভব হচ্ছেনা। এই আইনকে আমরা চাই যে আজকে তা বাস্তবায়িত হোক, গরীব অংশের মানুষের জন্য তাদের শিক্ষা দীক্ষার ইত্যাদির স্বার্থে, তাদের মধ্যে আজকে যে হতাশা থেকে মুক্ত হওয়ার স্বার্থে যে গণতান্ত্রিক ঐক্য ট্রাইবেল বাঙ্গালির মধ্যে আছে একে শক্তিশালী করবে এই জিনিসটা। আজকে যে ধরণের অপপ্রচার চলতে পারে, যারা কায়েমী স্বার্থের লোকেরা তাদের যে চক্রান্ত তাদের যে নানারকমের পদ্ধতি তার বিরুদ্ধে একটা শক্তিশালী স্তম্ভ হবে, এই কথা বলে এবং আশা করি এই আইনের ফলে, এটা যখন আইনে পরিণত হবে, এটা যখন ইম্প্লিমেন্টেশান হবে তখন যে বাধাগুলি আছে এবং যেই পর্য্যায়ে আছে যেইগুলি আছে সেই গুলি দূর হবে। আজকে সাধারণ অংশের মানুষ, সাধারণ অংশের ট্রাইবেল মানুষ আজকে যারা এই রকম ভাবে জমি হারিয়েছে তাদের মধ্যে হতাশা আছে, এই হতাশা দূর হবে এবং গণতান্ত্রিক ঐক্য শক্ত হবে, যারা কায়েমী স্বার্থের লোক একে ভিত্তি করে অপ-প্রচার চালিয়ে যাবে তাদের বিরুদ্ধে একটা শক্তিশালি প্রতিরোধ হিসাবে ছাড়তে পারবে, এই আশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী বাজুবন রিয়াং।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যের উপজাতিদের জমি, তাদের আরো সুরক্ষা করার দাবীতে ষষ্ঠ সংশোধনী এনেছেন এই ভূমি সংস্কার আইনের উপর। এর আগে এই আইন পাশ হয়েছিল লোকসভাতে ১৯৬০ সনে। ১৯৫৯ সালে এইরূপ বিলই প্লেইস্ হয়েছিল এবং বিল পাশ হয়েছে ১৯৬০ সনে। সেই সময় উপজাতিদের জমি হস্তান্তর করলে কিভাবে বৈধ হবে, কোন হস্তান্তরকে বৈধ বলা হবে সেই সম্পর্কে তখনকার বিলের ১৮৭ ধারাতে বলা হয়েছে। সেখানে বলেছে যদি একজন উপজাতি আরেকজন উপজাতিকে জমি হস্তান্তর করে তা হলে সেটা বৈধ হবে। উপজাতি মালিকের তরফ থেকে আরেক রকম হবে যারা

উপজাতি তাদের কাছে নেয়া হয় জমি হস্তান্তর বৈধ হতে পারে যদি কালেক্টরের লিখিত আগাম অনুমতি নেন তাহলে পারে। আরেকটা হতে পারে বৈধ, যদি মরগেজ হিসাবে জমি কো-অপারেটিভ সোসাইটিকে দেয়া হয় প্রথম যে বিল পাস হয় সেইভাবে, এই শর্তগুলি সেখানে আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের রাজ্যে কংগ্রেস সরকার ট্রাইবেলদের অধিকার রক্ষার এই যে ধারাটা সেই ধারাটাকে তারা সরকারে থেকে যে ভাবে প্রয়োগ করার কথা সেই ভাবে তারা কার্য্যকরী করেননি, যার ফলে তখনকার ট্রাইবেলদের জোত জমি, খাস জমি, এই ভূমি সংস্কার আইন চালু হওয়ার পর, জরীপে রেকর্ড হয়ে খাস বা জোত উভয় অংশের জমি, কোনটা অনুমতি নিয়ে, কোনটা আরেকজন ট্রাইবেলের নামে রিজিস্টেশান করে, অন্যরা দখল করেছে, আরেকজন খাস জমি সাদা কাগজে কয়েকজনের সাক্ষী নিয়ে টাকায় বিক্রি বিভিন্ন পরিবার করে হয়েছে, এইসব করে প্রচুর জমি এইভাবে বে-আইনী হস্তান্তর হয়ে যায়। জরীপে সে সব রেকর্ড হয়েছে তা খাস বা জোত উভয় অংশের জমি কোনটা পারমিশন নিয়ে আবার কোনটা আর একজন ট্রাইবেলের নামে ক্রয় করে দখল করছে অপর একজন। আর খাস জমিগুলি সাদা কাগজে কয়েকজনের সাক্ষী নিয়ে বিভিন্ন পরিমান এত টাকায় বিক্রি হয়েছে। এই সব করে প্রচুর জমি বেআইনীভাবে হস্তান্তর হয়ে যায়। যারফলে কমিউনিস্ট পার্টি গণমুক্তি পরিষদ এবং তখনকার দিনের বামপন্থী সমর্থিত সংগঠনগুলি উপজাতিদের জমি রক্ষার উদ্দেশ্যে আন্দোলনে নামে। এবং শেষ পর্য্যন্ত রাজ্য সরকারকে বাধ্য করে সেই আইনের কিছু ধারা সংশোধন করতে। তখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন সুখময় বাবু, ঘটনাচক্রে আমিও তখন এই হাউসের সদস্য ছিলাম। দ্বিতীয় সংশোধন হচ্ছে, এখন মহারাজার সময়ে ৯ (নয়)টি আইন ছিল বিভিন্ন সময়ে। ১৩২৬ ত্রিপুরাব্দ থেকে পরবর্তী সময় তারা সেই ৯টি আইন পাশ করেন। সেই সময় দুইটি অর্ডার দুইটি মেমোরেণ্ডাম ইস্যু করা হয়। কিন্তু তারা কিছুই করেননি। শেষ দিকে অবশ্য সেই মেমোরেণ্ডামে বলা হয় যে কল্যাণপুর এড়িয়ার ১১০ বর্গ মাইল এলাকা রাজ্যের পাঁচটি উপজাতির জন্য রিজার্ভ থাকবে। এই ৫টি উপজাতি ছাড়া অন্য কাউকে জমি হস্তান্তর করা যাবে না। আর একটা অডারে, রাজ্যের সমস্ত বিভাগে, সব জায়গা করে ১৯৫০ বর্গ মাইল এলাকা তৃতীয় রেভিনিউতে তপশীলির নাম উল্লেখ করে উপজাতিদের রিজার্ভ বলে ঘোষণা করা হয়। অবশ্য এখন সিমনার কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছিল যে, এটা পূর্ব সিমনা, এটা উত্তর সিমনা, এটা দক্ষিণ সিমনা ত্যাদি। একটা অর্ডার বলে রাজ্যের সব বিভাগেই প্রায় ১৯৫০ বর্গ মাইল এলাকার নাম তহশীল সহ উল্লেখ করে এ' উপজাতিদের জন্য রিজার্ভ ঘোষণা করা হল। কিন্তু সুখময়বাবু এসে, সেটাকে বাতিল করে দিলেন এবং সেই সঙ্গে ১৯৬৯ সালের আগে এই রাজ্যে যে সমস্ত উপজাতির জমি অ-উপজাতিদের কাছে অবৈধভাবে হস্তান্তর হয়ে গিয়েছিল, সেগুলিকে বৈধ করে নেওয়া হল। স্যার, আগে যে সমস্ত জমি বে-আইনী হস্তান্তরিত হয়েছে, সেগুলিকে বৈধ করার জন্য বিধানসভায় কোন আইন করা হয়েছে, এই রকম কোন ঘটনা আমার জানা

নেই। স্যার, ১৯৬৯ সনের পর যে সমস্ত ট্রাইবেলের জমি অ-উপজাতিদের হাতে হস্তান্তরিত হয়েছে, সেটার হিসাব নিলেও দেখা যায় যে এই ধরণের বেশ কয়েক হাজার ঘটনা এই রাজ্যে হয়েছে। আর এই যে আইনী জমি হস্তান্তরের বিরুদ্ধেও এই রাজ্যে আন্দোলন হয়েছিল এবং সেই আন্দোলনে উপজাতি যুব সমিতিও প্রথম দিকে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এই উপজাতি যুব সমিতির একজন বিশিষ্ট নেতা, অবৈধ হস্তান্তরিত জমি উপজাতিদের ফিরিয়ে দেওয়ার লক্ষে একটা কমিটি হলে, তাতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য, তার পরে পরেই সারা দেশে জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তাই আর এই নিয়ে বেশী এগুনো যায়নি। পরে যখন আমাদের বামফ্রন্ট সরকার প্রথম ত্রিপুরা রাজ্যে ক্ষমতায় আসে, তখন যে সব উপজাতিদের জমি অ-উপজাতিদের—হাতে হস্তান্তরিত হয়েছিল, সেগুলি ফেরত পাওয়ার জন্য ঐসব অ-উপজাতিদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হল। স্যার, তখন এই কংগ্রেসীদের ভূমিকা কি ছিল? তারা অবশ্য নিজেদের নামে কিছু বলতো না। কিন্তু তলে তলে আমরা বাঙ্গালী বাহিনী তৈরী করে তাদেরকে দিয়ে বলা হল, যে রক্ত দেব, কিন্তু জমি দেব না। আর তখনকার উপজাতি যুবসমিতি দশরথ দেবকে বলতো 'দশরথ চক্রবর্তী' আর আমরা বাঙ্গালী নৃপেনবাবুকে বলতো, নৃপেন জমাতিয়া'। উপজাতি যুবসমিতি বলতো, দশরথ ত্রিপুরা রাজ্যের ট্রাইবেলদের স্বার্থরক্ষা করছেনা। অন্যদিকে আমরা বাঙ্গালী বলতো নৃপেন চক্রবর্তী ত্রিপুরা রাজ্যের বাঙ্গালীদের স্বার্থরক্ষা করছে না। এতদসত্বেও তখনকার বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যের গণতান্ত্রিক মানুষের সহযোগীতায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই হস্তান্তরিত জমি উপজাতিদের ফেরত দিয়েছে। এটা শুধু জোত জমির ক্ষেত্রেই নয়, এখনও এই রাজ্যে যে সব খাস জমি বলে পরিচিত জমি রয়েছে, সেগুলির যেগুলি অ-উপজাতিদের হাতে হস্তান্তরিত হয়ে গেছে, সেগুলিও যাতে ফেরতযোগ্য হতে পারে, তার জন্য এই বিলে সংশোধনী আনা হয়েছে। সেই জমি জোত না হলেও যদি খাসও হয় এবং সেটা যদি উপজাতি মালিকের দখলে থাকে, অথচ বেআইনী হস্তান্তরিত হয়ে গেছে, এই সংশোধনী বলে সেটাও ফেরতযোগ্য হবে। স্যার, আজকে বিরোধী কংগ্রেসীরা নেই, তারা থাকলে এই সম্পর্কে কি বলতেন, তা বুঝা যেত। কিন্তু আমার মনে হয়, তারা কৌশল করে আজকে এই হাউসে অনুপস্থিত রয়েছেন। আজকের সংশোধনীতে বলা হয়েছে ট্রাইবেলদের স্বার্থরক্ষার জন্য এবং তাদের হাত থেকে জমির হস্তান্তর বন্ধ করার জন্য, আমাদের রাজ্যের ভূমি আইনের ১৮৭ ধারায় সেটা কিভাবে হবে, তাও বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে কোন ট্রাইবেল যদি তার সম্পত্তি বিক্রি করতে চায়, তাহলে তার পাশাপশি অন্য কোন ট্রাইবেল সেই সম্পত্তি কিনবে কিনা, তা যাচাই করতে হবে। আর, সেই ১৮৭ ধারাটাই সেকেণ্ড এ্যামেণ্ডমেন্টের পর ১৮৭ ধারাতে সংযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে প্রথমে কো-অপারেটিভকে জমি দেয়া যাবে এই রকম ছিল কিন্তু আমাদের রাজ্যে কোন এক সময়েতে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কই সারা রাজ্যে ব্যাংক হিসাবে কাজ করতো। এখন রাজ্যে অনেক

ব্যাংক কাজ করছে। এল. আই. সি ও অনেক রকমের ন্যাশানালাইজ্ড ব্যাংক কাজ করছে। যাতে কো-অপারেটিভ ব্যাংক থেকে একজন উপজাতি তার জমি মর্টগেজ দিয়ে লোন নিতে পারেন তার বাড়ীঘর করার জন্য, তার নিজের আর্থিক উন্নয়নের স্বার্থে, এই সংশোধনীতে এই সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এর আগে ট্রাইবেলের সম্পত্তি হস্তান্তরিত করলে বা ট্রাইবেলের সম্পত্তি বেআইনী-ভাবে কিনলে তাদের শাস্তির বিধান ছিল না। টাকা আছে কিনেছে, সরকারের কিছু করার ছিল না। এই বিষয়টা মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী ব্যাখ্যা করেছেন যে এইভাবে কোন ব্যক্তি বেআইনীভাবে ট্রাইবেলের সম্পত্তি কিনলে, ঠকালে তার তিন হাজার টাকা জরিমানা হবে এবং জেলও হতে পারে। এই রাজ্যের মানুষ প্রথমে কংগ্রেস সরকার, তারপরে বামফ্রন্ট সরকার এবং তারপরে জোট সরকার দেখেছে। তারা বিচার করবে ট্রাইবেলের অধিকার রক্ষার জন্য কোন সরকার, কোন রাজনৈতিক শক্তি লড়াই করছে। কংগ্রেস ও টি. ইউ. জে. এসের সরকারের আমলে অনেক ভাল জমি ট্রাইবেলদের হাতছাড়া হয়েছে। ট্রাইবেলদের মহারাজার আমলে কত জমি ছিল, এখন কত জমি আছে এটা হিসাব করা কঠিন কিন্তু হিসাব করলে দেখা যাবে খুব অল্প জমি আছে ট্রাইবেলদের হাতে। যার জন্য ট্রাইবেলরা বাধ্য হয়ে, না খেতে পেয়ে অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছে। এখানে ট্রাইবেলদেরকে অনেক উস্কানি দিচ্ছে। যদি আগের সরকার জমিতে ট্রাইবেলদের অধিকার রক্ষা করতো তাহলে বর্তমান সরকারের পক্ষে এই প্রশ্নের মোকাবিলা করতে আরো সুবিধা হতো। এই বলে এই বিলকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী অঘোর দেববর্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী):— মিঃ স্পীকার স্যার, এইখানে এই হাউসে মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক এখানে ভূমি রাজস্ব এবং ভূমি আইন ৬ষ্ঠ সংশোধনী উপস্থিত করা হয়েছে। আমি তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে কয়েকটি বিষয়ের আলোকপাত করে আমি আমার বক্তব্য রাখতে চাই। এই বিলের উপর মাননীয় সদস্যবৃন্দ মোটামুটি মূল বিষয়গুলি উপস্থিত করে আলোচনা করেছেন কাজেই এই বিলের আলোচনা করতে গিয়ে যে বিষয়-গুলি এসেছে সে সম্পর্কে বলতে হয়। যেহেতু এখানে এই রাজ্যে উপজাতিদের জমি কি করে আইন থাকা সত্বেও হস্তান্তরিত হয়ে গিয়েছিল এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। ১৯৬০ সালেও আইন ছিল, উপজাতিদের হাতে জমিগুলি রেখে দেওয়ার জন্য। কিন্তু সেদিনের কংগ্রেসী সরকার সেগুলি পুরোপুরি কার্য্যকরী না করার ফলে স্বাভাবিকভাবে বেআইনী অনেক জমি চলে গেছে। ১৯৬০ সাল থেকে পরবর্তী সময়ে বে-আইনী হস্তান্তরিত জমি ফেরৎ দিতে হবে এই আইন থাকলেও, আমরা দেখি, ১৯৬৯ পর্য্যন্ত প্রায় ৮১ হাজার একর জমি বে-আইনী হস্তান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। ১৯৬৯ সালের পরেও আরও দখল হয়েছে। স্যার, এই বিধানসভায় আইন পাশ হয়েছিল। কিন্তু সুখময় সরকারই থাকুক, আর যেই থাকুক না কেন কোন কংগ্রেসী সরকারই তা কার্য্যকরী করেন নি। আর

গত ৫ বছরে জোট রাজত্বেও কিছুই হয়নি। একমাত্র মাঝের ১০ বছর বামফ্রন্ট সরকার শাসন ক্ষমতায় থাকার কালে উভয় অংশের মানুষ যাতে ক্ষতিপূরণ পেতে পারেন সে ব্যবস্থা করেছিলেন। অর্থাৎ বে-আইনী জমি ফেরৎ দিলে সে ভূমিহীন হয়ে না পড়ে সে যাতে অন্য জায়গায় গিয়ে বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে সেজন্য ক্ষতিপূরণ দিয়েছিলেন। স্যার, গত ৫ বছরে কিছুই হয়নি। আমাদের রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় এখানে হিসাব দিয়েছেন, ২৮০টি কেস জোট আমলে হয়েছে। কিন্তু কোন পজেশনই নেওয়া হয়নি। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন, সুখময় সরকারের আমলে আইন থাকলেও উপজাতিদের জমি ফেরৎ দেওয়া হয়নি। ইন-ডাইরেকটলি বলা হয়েছিল, উপজাতিদের হাতে ফেরত দেওয়া হয়নি। বলা হয়েছিল এই জমি উপজাতিরা ফেরৎ পেলে ওদের ক্ষতি হবে। এই ভাবে নানা কায়দা করে উপজাতিদের বে-আইনী হস্তান্তরিত জমি ফেরৎ দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করেছিলেন কংগ্রেসী সরকার ক্ষমতায় থাকার কালে। এইভাবে এই আইনের ১৮৭ ধারা বলে বে-আইনী জমি ফেরৎ দেওয়ার জন্য বলা হলেও আমরা দেখলাম, এই বিলের অনেক ফাঁক ফোঁকড় থাকার ফলে পজেশন দেওয়ার মত কোন সুযোগ ছিল না। যারফলে ঠিক ঠিক ভাবে উপজাতিদের হাতে জমি পৌঁছে দেওয়ার মত সুযোগ আইনে ছিল না। আগে আইনটা যতটা সরল ছিল, আজকের এই এমেণ্ডমেন্টের ফলে আইনটা কঠিন হয়েছে। ১৮৭ ধারাটি এ, বি, সি, ডি, ই, এফ এবং জি, পর্যন্ত এমেণ্ডমেন্ট আনা হয়েছে। এইভাবে ক্যাটেগোরী করে করা হয়েছে। এইভাবে ক্যাটেগোরী করে প্রভিশানটা রাখার মূল কারণ হচ্ছে প্রকৃতভাবে যাতে উপজাতিদের হাতে হস্তান্তরিত জমি তোলে দেওয়া যায়। এমেণ্ডমেন্টের মাধ্যমে এই আইনটাকে আরও মজবুত করা হলো। এই আইনের ফলে কংগ্রেসের ফোঁপিয়ে দেবার কোন সুযোগ আছে বলে আমি মনে করি না। টি ইউ, জে, এস এর কোন এ্যাকটিভিটিজ আছে বলে আমি মনে করি না। গত পাঁচ বছরেও ওরা উপজাতি হয়েও উপজাতিদের জন্য কোন কথা বিধানসভার কোন অধিবেশনে বলেছে বলে আমরা শুনিনি। এমন কি পত্রপত্রিকায়ও তাদের কোন বক্তব্য আমরা দেখিনি। ওরা উপজাতি হলেও প্রকৃত ভাবে উপজাতিদের জন্য কোন আন্তরিকতা নাই, উপজাতিদের জন্য ওরা লড়াই করেছে কিনা আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কাজেই এই বিলটা যে এখানে উপস্থিত করা হয়েছে এটা অত্যন্ত সময়োপোযোগী। এই আইনটা যদি গত পাঁচ বছরে করা হত তাহলে পাঁচ বছরে আরও কিছু জমি উপজাতিদেরকে ফেরৎ দেওয়া সম্ভব হত। কিন্তু তারা সেটা করেননি। কাজেই দেরীতে হলেও বামফ্রন্ট সরকার বিলটা এনেছেন। বিলটা কার্যাকরী হলে যে সরলতার সুযোগে উপজাতিদের জমি হস্তান্তরিত হত, সে কাজটা বাধা পাবে এবং উপজাতিদের জমি হস্তান্তর অনেকটা কনট্রোল করা যাবে। বামফ্রন্ট সরকার এই ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন আছেন এবং আইনটা দ্রুত রূপায়নের জন্য প্রশাসনিক ভাবে সমস্তরকম উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। উপজাতিদের স্বার্থকে সামনে রেখে বিলটাকে কার্যাকরী করার ক্ষেত্রে সরকার যেমন সচেতন

থাকবে, তেমনি রাজ্যের জাতি-উপজাতি সব অংশের মানুষ ও সম্প্রীতিকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে সরকারকে সহায়তা করার জন্য এগিয়ে আসার প্রয়োজন রয়েছে। আমি এই বিলটাকে পুর্ণসমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় কতৃ'ক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো "The Tripura Land Revenue and Land Reforms (Sixth Amendment) Bill 1994 (Tripura Bill No. 4 of 1994)" বিবেচনা করা হউক।

(প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যাগরিষ্টের ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার :— আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তগর্ত ১নং হইতে ৩নং পর্যান্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(ভোটাভোটির পর)

(অতএব, বিলের উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কতৃ'ক গৃহীত হলো।)

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো :— "বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক"।

(ভোটাভোটির পর)

(বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কতৃ'ক গৃহীত হলো।)

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হলো :— "The Tripura Land Revenue and Land Reforms (Sixth Amendment) Bill, 1994 (Tripura Bill No—4 of 1994) 2 : পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য।

SHRI SAMAR CHOUDHURY (Minsister) :— Mr. Speaker Sir. I beg to move that "The Tripura Land Revenue and Land Reforms (Sixth Amendment), Bill 1994 (Tripura Bill No. 4 of 1994) be passed."

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কত্ত্ব'ক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :—

"The Tripura Land Revenue and Land Reforms (Sixth Amendment) Bill, 1994 (Tripura Bill No. 4 of 1994)." পাশ করা হউক।

(ভোটাভোটির পর)

(আলোচ্য বিলটি সভা কর্ত্তৃ'ক গৃহীত হয়।)

FORMATION OF ASSEMBLY COMMITTEES

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যবৃন্দ, এখন আমি একটি ঘোষণা দিচ্ছি যে, ১৯৯৫ ইং ৩১শে মার্চ পর্যন্ত পাবলিক এ্যাকাউন্টস্ কমিটি, এ্যাস্টিমেটস্ কমিটি, পাবলিক আণ্ডার টেকিংস্ কমিটি কমিটি অন্ ওয়েলফেয়ার অব সিডিউল ট্রাইবস্ এবং কমিটি অন অয়েলফেয়ার অব্ সিডিউল কাষ্টস্ গঠন করার জন্য সদস্যদের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার এবং মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার-এর সময়সীমা নির্দ্দিষ্ট করে গত ১৭ই মার্চ, ১৯৯৪ ইং তারিখে আমি এই সভায় ঘোষণা দিয়েছিলাম। তদানুযায়ী উক্ত কমিটিগুলির প্রত্যেকটির ১১টি করে মনোনয়পত্র যথা সময়ে পাওয়া গিয়েছে। সবগুলি মনোনয়নপত্র পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। পরীক্ষান্তে দেখা গেছে সবগুলি মনোনয়নপত্রই বৈধ এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কেহই মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেননি। উপরিউক্ত কমিটিগুলোর প্রত্যেকটির সদস্য সংখ্যা ১১ (এগার) করে এবং সব কয়টিই বৈধ। কাজেই নির্বাচনের প্রয়োজন নেই, তাই আমি উক্ত কমিটিগুলির জন্য মনোনয়নপত্র দাখিলকারী সদস্য মহোদয়দের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন বলে ঘোষণা করছি।

নির্বাচিত সদস্যদের নাম হলো

(১) পাবলিক এ্যাকাউন্টস্ কমিটি

১) শ্রীদীপক নাগ, — সদস্য,
২) শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা — সদস্য,
৩) শ্রীবিধুভূষণ মালাকার — সদস্য,
৪) শ্রীসুবল রুদ্র — সদস্য,
৫) শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা — সদস্য
৬) শ্রীসমীর দেবসরকার — সদস্য,
৭) শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া — সদস্য,
৮) শ্রীপান্নালাল ঘোষ — সদস্য,
৯) শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী — সদস্য,
১০) শ্রীরমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ — সদস্য,
১১) শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া — সদস্য।

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীদীপক নাগ মহোদয়কে পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করছি।

(২) এষ্টিমেট কমিটি

১) শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী — সদস্য,

২। শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী সদস্য,

৩। শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ সদস্য,

৪। শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য্য সদস্য,

৫। শ্রীশহীদ চৌধুরী সদস্য,

৬। শ্রীঅমিতাভ দত্ত সদস্য,

৭। শ্রীপ্রণব দেববর্মা সদস্য,

৮। শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা সদস্য,

৯। শ্রীহাসমাই রিয়াং সদস্য,

১০। শ্রীমতিলাল সাহা সদস্য,

১১। শ্রীঅমল মল্লিক সদস্য,

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী মহোদয়কে এষ্টিমেট কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করছি।

৩) পাবলিক আণ্ডারটেকিংস্ কমিটি

১। শ্রীপবিত্র কর সদস্য

২। শ্রীমাখণ লাল চক্রবর্ত্তী সদস্য,

৩। শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা সদস্য,

৪। শ্রীপান্নালাল ঘোষ সদস্য,

৫। শ্রীঅনিল চাকমা সদস্য,

৬। শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য্য সদস্য,

৭। শ্রীসুধন দাস সদস্য,

৮। শ্রীহাসমাই রিয়াং সদস্য,

৯। শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী সদস্য,

১০। শ্রীঅমল মল্লিক সদস্য,

১১। শ্রীসুরজিৎ দত্ত সদস্য

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি মাননীয় সদস্য শ্রী পবিত্র কর মহোদয়কে পাবলিক আণ্ডারটেকিংস কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করছি।

(৪) কমিটি অব ওয়েলফেয়ার অব সিডিউল ট্রাইবস

১। শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা সদস্য,

২। শ্রীরসিরাম দেববর্মা সদস্য,

৩। শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া সদস্য,

৪। শ্রীলেনপ্রসাদ মলসই — সদস্য,

৫। শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা — সদস্য,

৬। শ্রীপ্রণব দেববর্মা — সদস্য

৭। শ্রীসুধন দাস — সদস্য

৮। শ্রীহাসমাই রিয়াং — সদস্য

৯। শ্রীদেবব্রত কলুই — সদস্য,

১০। শ্রীমতিলাল সাহা — সদস্য,

১১। শ্রীব্রজেন্দ্র মগ চৌধুরী — সদস্য।

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা মহোদয়কে কমিটি অন্ ওয়েলফেয়ার অব্ সিডিউল ট্রাইবস্-এর চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করছি।

(৫) কমিটি অন্ ওয়েলফেয়ার অব সিডিউল কাস্টস্

১) শ্রীজীতেন্দ্র সরকার — সদস্য,

২) শ্রীবিধুভূষণ মালাকার — সদস্য,

৩) শ্রীরসিরাম দেববর্মা — সদস্য,

৪) শ্রীযাদব মজুমদার — সদস্য,

৫) শ্রীহরিচরণ সরকার — সদস্য

৬) শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস — সদস্য

৭) শ্রীরমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ — সদস্য,

৮) শ্রীআনন্দ মোহন রোয়াজা — সদস্য,

৯) শ্রীঅনিল চাকমা — সদস্য,

১০) শ্রীরতন লাল নাথ — সদস্য,

১১) শ্রীদিলীপ চৌধুরী — সদস্য,

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রীজীতেন্দ্র সরকার মহোদয়কে কমিটি অন্ ওয়েলফেয়ার অব্ সিডিউল কাষ্টস্-এর চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ করছি।

মি: স্পীকার:—মাননীয় সদস্যগণকে জানাচ্ছি যে বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০২ ধারার ১ উপধারা অনুসারে ১৯৯৪-৯৫ ইং সনের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত কমিটিগুলি গঠন করা হয়েছে। এখন আমি কমিটিগুলির নাম এবং কমিটিতে যে সকল সদস্যগণ মনোনীত হয়েছেন তাঁদের নাম এবং কমিটিগুলির চেয়ারম্যানদের নাম একসংগে ঘোষণা করছি।

(১) বিজনেস্ অ্যাডভাইসারী কমিটি

১।	শ্রীবিমল সিন্‌হা, অধ্যক্ষ, একস্ অফিসিও,	চেয়ারম্যান,
২।	শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা, উপাধ্যক্ষ, একস্ অফিসিও	সদস্য।
৩।	শ্রীকেশব মজুমদার,	সদস্য।
৪।	শ্রীতপন চক্রবর্তী,	সদস্য।
৫।	শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া	সদস্য।
৬।	শ্রীপান্নালাল ঘোষ,	সদস্য।
৭।	শ্রীবিধুভূষণ মালাকার,	সদস্য।
৮।	শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া	সদস্য।
৯।	শ্রীঅমল মল্লিক,	সদস্য।

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২৩৩ ধারা মতে অধ্যক্ষ মহোদয় বিজনেস্ এ্যাডভাইসারী কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত হয়ে থাকবেন।

(২) রুলস্ কমিটি

১।	শ্রীবিমল সিন্‌হা, অধ্যক্ষ, একস অফিসিও,	চেয়ারম্যান।
২।	শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা, উপাধ্যক্ষ, একস অফিসিও,	সদস্য।
৩।	শ্রীআনন্দ মোহন রোয়াজা	সদস্য।
৪।	শ্রীসুধীর চন্দ্র দাস	সদস্য।
৫।	শ্রীপান্নালাল ঘোষ	সদস্য।
৬।	শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ	সদস্য।
৭।	শ্রীলেন প্রসাদ মলসই	সদস্য।
৮।	শ্রীঅশোক দেববর্মা	সদস্য।
৯।	শ্রীব্রজেন্দ্র মগচৌধুরী	সদস্য।

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২৫৯ ধারা মতে অধ্যক্ষ মহোদয় রুল্স কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত হয়ে থাকবেন।

(৩) কমিটি অন প্রিভিলেজেস

১।	শ্রীমাখন লাল চক্রবর্ত্তী	সদস্য।
২।	শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা	সদস্য।
৩।	শ্রীঅনিল চাকমা	সদস্য।
৪।	শ্রীসুবল রুদ্র	সদস্য।
৫।	শ্রীঅমিতাভ দত্ত	সদস্য।

৬। শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা — সদস্য।

৭। শ্রীপবিত্র কর — সদস্য।

৮। শ্রীরতনলাল নাথ — সদস্য।

৯। শ্রীঅনল মল্লিক — সদস্য।

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২৪৪ ধারার ১ উপধারা মতে শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী মহোদয়কে কমিটি অন প্রিভিলেজেস এর চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ করছি।

৪) লাইব্রেরী কমিটি

১। শ্রীহরিচরণ সরকার — সদস্য।

২। শ্রীপবিত্র কর — সদস্য।

৩। শ্রীশহিদ চৌধুরী — সদস্য।

৪। শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা — সদস্য।

৫। শ্রীঅনিল চাকমা — সদস্য।

৬। শ্রীদেবব্রত কলই — সদস্য।

৭। শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য্য — সদস্য।

৮। শ্রীমতিলাল সাহা — সদস্য।

৯। শ্রীদিলীপ চৌধুরী — সদস্য।

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২৪৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রীহরিচরণ সরকার মহোদয়কে লাইব্রেরী কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করছি।

৫। কমিটি অন্ ডেলিগেটেড্ লেজিস্লেশান।

১। শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা — সদস্য।

২। শ্রীরসিরাম দেববর্মা — সদস্য।

৩। শ্রীহরিচরণ সরকার, — সদস্য।

৪। শ্রীযাদব মজুমদার — সদস্য।

৫। শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী, — সদস্য।

৬। শ্রীশহিদ চৌধুরী, — সদস্য।

৭। শ্রীসুধীর চন্দ্র দাস — সদস্য।

৮। শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া. — সদস্য।

৯। শ্রীদিলীপ চৌধুরী, — সদস্য।

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২৪৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা মহোদয়কে কমিটি অন ডেলিগেটেড লেজিসলেশান কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করছি।

৬) কমিটি অন্ গভর্ণমেন্ট এ্যাসুরেন্স।

১। শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ, সদস্য,
২। শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী, সদস্য,
৩। শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা, সদস্য,
৪। শ্রীআনন্দমোহন রোয়াজা, সদস্য,
৫। শ্রীসুধন দাস, সদস্য,
৬। শ্রীসুধীর চন্দ্র দাস, সদস্য,
৭। শ্রীজীতেন্দ্র সরকার, সদস্য,
৮। শ্রীমতিলাল সাহা, সদস্য,
৯। শ্রীরতন লাল নাথ, সদস্য,

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রী উমেশ চন্দ্র নাথ মহোদয়কে কমিটি অন গভর্ণমেন্ট এ্যাসুরেন্স কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ করছি।

৭) কমিটি অন পিটিশানস্

১। শ্রীদেবব্রত কলই,
২। শ্রীযাদব মজুমদার, সদস্য,
৩। শ্রীহরিচরণ সরকার, সদস্য,
৪। শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী, সদস্য,
৫। শ্রীমাধব সাহা, সদস্য,
৬। শ্রীতপন চক্রবর্তী, সদস্য,
৭। শ্রীসমীর দেবসরকার, সদস্য,
৮। শ্রীব্রজেন্দ্র মগচৌধুরী, সদস্য,
৯। শ্রীঅশোক দেববর্মা, সদস্য,

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২৪৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রী দেবব্রত কলই মহোদয়কে কমিটি অন্ পিটিশান্স কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ করছি।

৮) কমিটি অন্ এবসেন্স অব্ মেম্বারস্ ফ্রম দি মিটিংস্ অব দি হাউস

১ শ্রী বিধুভূষণ মালাকার, সদস্য,
২। শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা, সদস্য,
৩। শ্রী উমেশ চন্দ্র নাথ, সদস্য.

৪। শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য্য, সদস্য,
৫। শ্রীহাসমাই রিয়াং, সদস্য,
৬। শ্রীপান্নালাল ঘোষ, সদস্য,
৭। শ্রীসুধন দাস, সদস্য,
৮। শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া, সদস্য,
৯। শ্রীঅশোক দেববর্মা, সদস্য।

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রী বিধুভূষন মালাকার মহোদয়কে কমিটি অন্ এবসেন্স মেম্বারস ফ্রম দি মিটিংস অব্ দি হাউস্ কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করছি।

৯) হাউস কমিটি

১। শ্রীমাধব চন্দ্র সাহা, সদস্য,
২। শ্রীজীতেন্দ্র সরকার, সদস্য,
৩। শ্রীসেন প্রসাদ মালসই, সদস্য,
৪। শ্রীরমেন্দ্র দেবনাথ, সদস্য,
৫। শ্রীপ্রনব দেববর্মা, সদস্য,
৬। শ্রীযাদব মজুমদার, সদস্য,
৭। শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া, সদস্য,
৮। শ্রীরতনলাল নাথ, সদস্য,
৯। শ্রীদিলিপ চৌধুরী, সদস্য।

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রীমাধব চন্দ্র সাহা মহোদয়কে হাউস কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ করছি।

অধ্যক্ষ মহাশয় কর্তৃক সমাপ্তি ভাষণ

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজ সপ্তম বিধানসভার চতুর্থ অধিবেশনের শেষ দিন। গত ৪ঠা মার্চ, শুক্রবার, ১৯৯৪ ইং তারিখ হতে এই অধিবেশন আরম্ভ হয়েছিল। একনাগাড়ে এ বাজেট অধিবেশন দশ দিন চলেছে। আমি এই সভা পরিচালনার ক্ষেত্রে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় সংসদীয় গণতন্ত্রের নিয়মনীতিগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মেনে চলার চেষ্টা করেছি এবং সেক্ষেত্রে আপনাদের সৌহার্দ্য মূলক সহযোগিতা পেয়েছি। এ বারের বিধানসভার অধিবেশন বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যগণ সভায় অনুপস্থিত ছিলেন। সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধীদলের ভূমিকা অপরিসীম। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনায় সরকারের কার্য্য প্রণালীর ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো সভায় তুলে ধরা এবং গঠনমূলক প্রস্তাব উৎথাপন করা হল সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলের মুখ্য ভূমিকা। কিন্তু অতীব

দুঃখের বিষয় এবারের অধিবেশন বিরোধী দলের সদস্যদের যে মূল্যবান দিতকে যোগদান না করে বঞ্চিত হয়েছেন। আমি সর্ব্ব সময় মাননীয় বিধায়কদের গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখেছি। বিভিন্ন সমস্যাসংকুল ত্রিপুরাবাসীদের আবেদন, নিবেদন এবং সমস্যার প্রতি পূর্ণ মর্য্যাদা দিয়ে পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে সেগুলো সুরাহাকল্পে আপনাদের সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এই সভায় বিভিন্ন সংবাদ প্রতিষ্ঠানের যে সকল সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন তারা সভার কার্য্যবিবরণীর বিষয়বস্তু তাঁদের সংবাদপত্রে সঠিকভাবে পরিবেশন করার জন্য তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সভা পরিচালনার ক্ষেত্রে বিধানসভার সচিব, অন্যান্য অফিসার এবং কর্মচারীবৃন্দ, বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের অফিসার ও কর্মীবৃন্দ এবং আরক্ষা বিভাগের নিযুক্ত কমান্ড যে সহযোগীতা করেছেন তাদেরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সকলকে আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে এই সভা অনির্দিষ্টকালের জন্য মূলতুবী ঘোষণা করছি।

ANNEXURE 'A"

ADMITTED STARRED QUESTION

Name of the Member :— SHRI AMAL MALLIK

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Finance be pleased to state :—

QUESTION

১। রাজ্য সরকারের শিক্ষক কর্মচারীদের বিভিন্ন পদে যেসব বেতন বৈষম্য রয়েছে সেগুলি দূর করার জন্য কোন কমিটি গঠন করা হয়েছিল কিনা,

২। যদি হয়ে থাকে সেই কমিটি কাদের নিয়ে গঠন করা হয়েছে (কমিটির সদস্যদের নাম সহ),

৩। সেই কমিটির কাজ কার থেকে আরম্ভ হয়েছে এবং কমিটির পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট সরকারের নিকট জমা দেওয়ার কোন সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল কিনা,

৪। যদি সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়ে থাকে তবে এর মেয়াদ কতদিন ছিল এবং সরকার এ ব্যাপারে কি চিন্তা ভাবনা করছেন ?

৫। উক্ত কমিটি সরকারের নিকট কোন রিপোর্ট দিয়েছেন কিনা ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Finance Department—Chief Minister

১। হ্যাঁ।

২, ৩, ৪. এবং ৫নং প্রশ্নের উত্তর :

বেতন পুনর্বিন্যাস (১৯৮৮) প্রবর্তনের পর রাজ্য শিক্ষক কর্মচারী সহ অন্যান্য রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের পুনর্বিন্যাস বেতনে কোন বৈষম্য আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দূরীকরণের উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার অর্থদপ্তরের ১৭ই জুলাই ১৯৮৯ ইং সনের মেমো No. F. 4 (32)—FIN (PC)/89.

আদেশ বলে এক বিস্তর বিশিষ্ট এনোমেলি কমিটি গঠন করেন। কতজন এবং যাদের নিয়ে এই কমিটিদ্বয় গঠন করা হয়েছিল তা নিম্নে দেওয়া হ'ল।

এনোমেলি সাব্ কমিটি

1. Shri Naresh Chandra, (I. A. S)—Chairman
   Commissioner
2. Shri S. B. Sen, (I. A. S.)—Member
   Director of Land Records
   & Settlement.
3. Shri A. M. Goswami —Member (Convener)
   Finance Officer of
   Deputy Secretary,
   Finance Department

এনোমেলি কমিটি

1. Shri I. P. gupta (I.A.S.)—Chairman
   Chief Secretary.
2. Shri Naresh Chandra (I.A.S.)—Member
   Commissioner.
3. Shri S.B. Sen (I.A.S.)—Member
   Director of Land Records
   & Settlement.
4. Shri A.M. Goswami,—Member (Convener)
   Finance Officer and Deputy Secretary, Finance Deptt.

অবশ্য ইতিমধ্যে কমিটির অধিকাংশ সদস্য সরকারী চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করায় মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে ৬ (ছয়) জন প্রধান সচিব/সচিব/যুগ্মসচিবকে নিয়ে এনোমেলি কমিটিটি পুণর্গঠন করা হয়। যাদের নিয়ে পুর্ণগঠিত হয়েছে তা নিম্নে দেওয়া হ'ল।

a) Chief Secretary—Chairman
b) Principal Secretary—Member
c) Secretary, Health—Member
d) Secretary, Education—Member

e) Secretary, Finance—Member

f) Joint Secretary, Finance—Member (Convener)
(Shri K.P. Goswami)

সরকারী আদেশে কমিটিদ্বয়ের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট সরকারের নিকট জমা দেওয়ার ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয় নাই। তবে সাব্ কমিটি গত ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৯১তে তার রিপোর্ট কমিটির নিকট জমা দিয়েছেন।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 67

Name of Member :— SHRI AMAL MALLIK

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Finance Department be pleased to state :—

QUESTION

১। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের পেনশন প্রদানের ক্ষেত্রে ডি· এ· এর একটা অংশকে ডি· পি হিসাবে গন্য করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা? এবং

২। থাকলে কবে থেকে কার্য্যকরী করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে?

ANSWER

১। এমন কোন পরিকল্পনা বর্ত্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 76

Name of Member :— Sri Amal Mallik
Dilip K. Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in charge of Finance Department be Pleased to State :—

QUESTION (প্রশ্ন)

১। ইহা কি সত্য রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা রাজ্য সরকারের নিকট ৩৭ শতাংশ মহার্ঘভাতা পাওনা আছে? এবং

২। সত্য হয়ে থাকলে কবে নাগাদ এই মহার্ঘ ভাতা সরকারী কর্মচারীদের দেওয়া হবে?

ANSWER (উত্তর)

১। বর্ত্তমানে ৩৫০০ শত টাকা মূল বেতন পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্য সরকারী কর্মচারীগণ ৬০ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা পাচ্ছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীগণ ৯৭ শতাংশ মহার্ঘভাতা পাচ্ছেন।

২। ইহা আর্থিক সংস্থানের উপর নির্ভর করছে বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

ADMITTED STARRED QUFSTION NO. 104

Name of Member : :—Shri Bidhu Bhusan Malakar

Hon'ble Minister-in-Charge of the Power Department be Pleased to State :—

প্রশ্ন

১। কুমারঘাট ব্লক এলাকাধীন উজান দুধপুর ও ভাটি দুধপুর তপশীলি জাতি ঘন বসতিপূর্ণ গ্রামে জরুরী ভিত্তিতে বিদ্যুতায়ন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। কুমারঘাট ব্লক এলাকাধীন উজান দুধপুর ও ভাটি দুধপুর দুইটি তপশীলি জাতি গ্রাম চলতি অর্থ বছরে বিদ্যুতায়নের কোন পরিকল্পনা আপাতত নেই।

২। ১ নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ইহা প্রযোজ্য নহে।

ADMITTED STARRED QUESTION :— 119

Name of Member :— SHRI ASHOK DEBBARMA.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Political Department be Pleased to State-

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, গত ১১/১২/৯৩ইং তারিখে "দৈনিক "সংবাদ" পত্রিকায় "গণ্ডাছড়া মহকুমা থেকে ৭০টি পরিবার রাজ্যান্তরী হলো" এক সংবাদ প্রকাশিত হয়,

২। সত্য হইলে পত্রিকায় প্রকাশিত উক্ত সংবাদ এর ভিত্তিতে সরকার কোন তদন্ত করেছেন কি ?

৩। করে থাকলে তদন্তের ফলাফল কি এবং না করে থাকলে তদন্ত করে বিস্তারিত তথ্য জানাবেন কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ সত্য।

২ ও ৩। সংশ্লিষ্ট মহকুমা শাসক এবং জেলাশাসকের তদন্তের ভিত্তিতে জানা যায় যে দক্ষিন ত্রিপুরার গণ্ডাছড়া মহকুমা হতে মোট ৬৮টি পরিবার রাজ্যান্তরী হয়ে আসামে গমন করেন। তদন্ত-ক্রমেই জানা যায় যে অধিকতর অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা গ্রহণের উদ্দেশ্যে এই সমস্ত

পরিবার রাজ্যান্তরী হয়েছেন। রাজ্যান্তরের পরিসংখ্যান নিম্নরূপঃ—

১।	নুতন দলপতি	—	১৫
২।	দলপতি	—	১৩
৩।	নবদ্বীপ পাড়া	—	১৮
৪।	কল্যাণ সিং	—	৪
৫।	পুরান দলপতি	—	৮
৬।	গণ্ডাছড়া	—	৯
৭।	কারীছড়া	—	১
	মোট	—	৬৮টি পরিবার

ADMITTED STARRED QUESTION NO:—130

NAME OF M.L.A. :— SRI SUDHAN DAS.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P.W.D. be pleased to state :—

১। **প্রশ্ন ঃ—** বনদপ্তরের অধীনে বিলোনীয়া বিভাগের পাইখোলা ভায়া মান্দারিয়া হয়ে উত্তর ভারত চন্দ্রনগর পর্যান্ত যাতায়াতের জন্য কোন রাস্তা আছে কিনা?

১। **উত্তর ঃ—** হ্যাঁ।

২। **প্রশ্ন ঃ—** যদি থাকে বর্তমানে সেই রাস্তা দিয়ে গাড়ী চলাচল করতে পারে কিনা?

২। **উত্তর ঃ—** না।

৩। **প্রশ্ন ঃ—** যদি না পারে তবে উক্ত রাস্তায় গাড়ী চলাচলের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা?

৩। **উত্তর ঃ—** বন দপ্তর রাস্তাটি পূর্ত দপ্তরকে হস্তান্তর করলেও প্রয়োজনীয় অর্থের সংকুলান হলে কাজটি আগামী আর্থিক বৎসরে আরম্ভ করা যাবে বলে আশা করা যায়।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 136

Name of Member :— Sri DEBABRATA KALOY.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। অমরপুর মহকুমার অন্তর্গত গ্রামাঞ্চলে নূতন বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারণ করার কোন পরিকল্পনা আছে কি না,

২। যদি থাকে তাহলে কোন কোন গ্রামে নূতন বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারণ করা হবে এবং,

৩। উক্ত বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারণের কাজ কবে নাগাদ শুরু করা হবে?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। বর্তমান আর্থিক বছরে মোট ১৭টি গ্রামের বৈদ্যুতিকরণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল। ইহার মধ্যে ৮টি গ্রামের কাজ গত ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সম্পন্ন করা হয়েছে, এবং বাকী ৯টি গ্রামের কাজ চলছে।

নিম্নে কাজ সম্পান্ন গ্রামের নাম দেওয়া হল :—

১) হরিপুর বেঙ্গলী পাড়া ২) মল বাহাত্তুর দেববর্মা পাড়া ৩) সান্তনু চৌধুরী পাড়া ৪) তৈবক লাইন জমাতিয়া পাড়া ৫) তপসা চৌধুরী পাড়া ৬) সূর্য্যহাম চৌধুরী পাড়া ৭) তীর্থরাই চৌধুরী পাড়া ৮) রামবাবু চৌধুরী পাড়া

নিম্নে গ্রামের কাজ চলছে এমন গ্রামের নাম :—

১) রামজয় চৌধুরী পাড়া ২) চম্পেকা চৌধুরী পাড়া ৩) বুধিহাম চৌধুরী পাড়া ৪) নূতন বাড়ী ৫) রায়বাহাত্তুর চৌধুরী পাড়া ৬) সচীন্দ্র পাড়া ৭) সর্বজয় চৌধুরী পাড়া ৮) দশমী চৌধুরী পাড়া ৯) ওসিফরয় রিয়াং পাড়া।

৩। ৩নং প্রশ্নের উত্তর প্রযোজ্য নহে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 138

Name of Member :— SHRI DEBABRATA KOIOY.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the "Power" Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্যি যে তেলিয়ামুড়া হইতে তৈদু রাস্তার পাশের বৈদ্যুতিক খুঁটি থেকে বৈদ্যুতিক তার কেটে নেওয়া হয়েছে,

২। যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন কি না এবং এর ক্ষতির পরিমাণ কত, এবং

৩। উক্ত লাইন পুনরায় চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, ইহা সত্যি।

৩। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ তেলিয়ামুড়া থানায় এফ আই. আর দায়ের করেছে। এবং বিদ্যুৎ বিভাগ থেকে উক্ত কেটে নেওয়া তার পুনরায় সংযোজনের ব্যবস্থা করেও দেখা গেছে আবারও তার চুরি হয়ে যায়। পুনরায় এই তথ্য পুলিশ কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। এই চুরির ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ৫০,০০০ টাকার মত।

৩। উক্ত লাইন টানার ব্যাপারটি বর্তমান সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO :—152.

Name of M. L. A. :— Sri Dilip Kr. Chowdhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to State :—

১) প্রশ্ন : ইহা কি সত্য যে ক) বিলোনীয়া থেকে ঋষ্যমুখ (ভায়া শ্রীনগর) খ) ঋষ্যমুখ থেকে জোলাইবাড়ী রাস্তা দুইটি বর্তমান যান চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে,

১) উত্তর :— বিলোনীয়া থেকে ঋষ্যমুখ ভায়া শ্রীনগর রাস্তার ক্ষেত্রে ইহা সত্য নহে। তবে ঋষ্যমুখ থেকে জোলাইবাড়ীতে বর্তমানে বাস চলাচল বন্ধ। হাল্কা ধরণের গাড়ী বর্তমানে চলাচল করতে পারে।

২) প্রশ্ন :— সত্য হলে, উক্ত রাস্তাগুলি অতিসত্বর সংস্কার করে যান চলাচলের উপযোগী করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২) উত্তর :— বিলোনীয়া থেকে ঋষ্যমুখ ভায়া শ্রীনগর রাস্তা এবং ঋষ্যমুখ থেকে জোলাইবাড়ী রাস্তাটিতে হাল্কা যানবাহন চলাচল করতে পারে। তবে উক্ত রাস্তাদ্বয়ের যে সমস্ত অংশ বিগত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, তা সময়ে সময়ে প্রয়োজন ভিত্তিক সংস্কার করা হয়।

৩) প্রশ্ন :— যদি পরিকল্পনা থাকে তবে কবে নাগাদ উক্ত রাস্তাগুলি সংস্কার করা হবে ?

৩) উত্তর :— ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 162.

Name of M.L.A. : Sri RATIMOHAN JAMATIA.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P.W.D. be pleased to state :—

১। প্রশ্ন :— ছৈলেংটা বাজার সংলগ্ন মনুনদীর উপর প্রস্তাবিত ঝুলন্ত সেতুর কাজ কবে শুরু করা হইবে এবং কখন শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

১। উত্তর :— প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান না থাকায় উক্ত কাজটি এখনও আরম্ভ করা সম্ভব হয় নাই।

২। প্রশ্ন :— উক্ত সেতু নির্মাণের জন্য কত টাকা বাজেট বরাদ্দ ধরা হইয়াছে ?

২। উত্তর :— ১৯৯৩-৯৪ইং সনের পূর্ত দপ্তরের সিডিউল অফ্ ওয়ার্ডে এই কাজের জন্য ১,০০,০০০/ টাকা ধরা আছে।

৩। প্রশ্ন :— এই ধরণের ঝুলন্ত সেতু রাজ্যে আর কোথায় কোথায় নির্মানের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে ?

৩। উত্তর :— এরূপ কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নেই।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

১। প্রশ্ন :— ১৯৯৪-৯৫ইং আর্থিক বছরে ছৈলেংটা হইতে তুয়েলসাং শাখান শেরমুন হয়ে দশদা পর্য্যন্ত সড়ক নির্মাণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর :— পূর্ত দপ্তরের অধীনে এরুপ কোন পরিকল্পনা নেই।

২। প্রশ্ন ঃ— লংতরাইভ্যালী এবং কাঞ্চনপুর মহকুমাকে যুক্ত করার জন্য এই সড়কের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সরকার ওয়াকিবহাল কিনা ?

উত্তর :— হ্যাঁ।

ADMITTED STARRED QUESTION NO 175.

Name of M.L.A. :— SRI RATI MOHAN JAMATIA.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P.W.D. be pleased to state :—

১। প্রশ্ন ঃ— লংতরাই মহকুমার মানিকপুর হইতে রাজধর গাঁওসভা দিয়ে কাঞ্চনপুর মহকুমার শাখান শেরমুন পর্য্যন্ত রাস্তা নির্মাণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর : — না, এরুপ কোন পরিকল্পনা নেই।

২। প্রশ্ন :— থাকিলে কবে নাগাদ উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা হবে বলে আশা করা যায়।

উত্তর ঃ— ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

৩। প্রশ্ন ঃ— যদি না থাকে তবে তাহার কারণ ?

উত্তর :— রাস্তাটি তৈরী করার দায়িত্ব এ· ডি· সি·-র। রাস্তা এবং ব্রীজ এর জন্য এবছর এ· ডি· সি· কে· টাকা দেওয়া হচ্ছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 178.

Name of M. L. A :— Sri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the PWD be pleased to state :—

১) প্রশ্ন — যোগাযোগ ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে রাজ্যে কোন কোন নদীগুলিতে পাকা ব্রীজ করার পরিকল্পনা সরকারের আছে ?

উত্তর :— নদী ও ছড়া সহ রাস্তার নাম নিম্নে দেয়া হল।

১) ধর্মনগর-বাগবাসা রাস্তায় কাকড়ী নদীর উপর।

২) ধর্মনগর-বাগবাসা রাস্তায় জুরী নদীর উপর।

৩ ধর্মনগর তিলথৈ রাস্তায় কাকড়ী নদীর উপর।

৪) ধর্মনগর-তিলথৈ রাস্তায় জুরী নদীর উপর।

৫) ধর্মনগর কদমতলা রাস্তায় জুরী নদীর উপর।

৬) ধর্মনগর কৈলাসহর রাস্তায় ঠাণ্ডাছড়ার উপর।

৭) ধর্মনগর কৈলাসহর রাস্তায় চিনি বাগেরে লক্ষীছড়ার উপর।

৮) কৈলাসহর রাঙ্গাউটি রাস্তার পারানছড়ার উপর।

৯) কাকড়াবন মেলাঘর রাস্তায় কাকড়াবনে গোমতী নদীর উপর।

১০) আগরতলা সংলগ্ন যোগেন্দ্রনগরে হাওড়া নদীর উপর।

১১) আগরতলা সংলগ্ন দুর্গা চৌমুহনীতে কাটাখালের উপর।

১২) বিশালগড় ভেলুয়ায়চর রাস্তায় বুড়ীমা নদীর উপর

১৩) পেঁচারথল ফটিকরায় রাস্তায় শেইল ছরার উপর আর, সি. সি. ব্রীজ।

১৪) হালাহালি চেবরী রাস্তায় ৪নং আর. সি. ব্রীজ।

১৫) হালাহালি চেবরী রাস্তার উপর ৫নং আর. সি. সি ব্রীজ

১৬) হালাহালি ফটিকরায় রাস্তায় ডেমভুম ছড়ার উপর আর. সি. সি. ব্রীজ।

১৭) হালাহালি ফটিকরায় রাস্তার উপর ২নং আর, সি, সি, ব্রীজ।

১৮) হালাহালি ফটিকরায় রাস্তায় মরাছড়ার উপর আর সি সি ব্রীজ।

১৯) হালাহালি ফটিকরায় রাস্তায় সইদাছড়ার উপর আর সি সি ব্রীজ।

২০) হালাহালি ফটিকরায় রাস্তায় বালিয়াছড়ার উপর আর সি সি ব্রীজ।

২) প্রশ্ন :— খোয়াই নদীর উপর পহরমূড়া ব্রীজের কাজ কবে পর্যন্ত সম্পন্ন করা হবে এবং

২) উত্তর :— ১৯৯৪-৯৫ইং সনের আর্থিক বৎসরের শেষ দিকে উক্ত কাজটি শেষ করা যাবে বলে আশা করা যায়।

৩) প্রশ্ন :— খোয়াই নদীর উপর প্রস্তাবিত কল্যাণপুর ব্রীজের কাজ শুরু করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

৩) উত্তর :— এরূপ কোন পরিকল্পনা আপাতত : নেই।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 180

Name of Member :—Shri Pannalal Ghosh

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Public Health Engneering Department be pleased to State.

প্রশ্ন

১। উদয়পুর শহরের পানীয় জল সরবরাহের লক্ষ্যে বন দুয়ারে ওয়াটার ট্রিটমেণ্ট প্ল্যান্টটির কাজ কতটুকু সম্পন্ন হয়েছে,

২। এ বাবদ এ পর্যন্ত কত টাকা খরচ হয়েছে,

৩। প্ল্যান্টটি করে নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। গত জানুয়ারী মাস অবধি উক্ত প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত জল পরিশোধন কেন্দ্রের আনুমানিক ৭০ ভাগ কাজ সম্পন্ন হইয়াছে।

২। এ পর্যন্ত এই কাজে, ৬১,১৬, ১০৮ টাকা খরচ হইয়াছে।

৩। ১৯৯৪-৯৫ ইং আর্থিক বৎসরে শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 190

Name of Member :— SHRI RATAN LAL NATH.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Minor Irrigation Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য ৯২-৯৩ অর্থ বৎসরে মোহনপুর ব্লকের অধীন জগৎপুরে ডিপ টিউবওয়েলটি খনন করে পাম্প হাউস তৈরী করা সত্বেও কিন্তু জল সরবরাহ করা হচ্ছে না,

২। যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে কবে নাগাদ জনগণের সুবিধার্থে জল সরবরাহর ব্যবস্থা করা হবে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ

টিউবওয়েল খনন ও পাম্প হাউস তৈরীর কাজ শেষ হয়েছে। প্রয়োজনীয় পাইপ লাইন বসানোর কাজ বাকী আছে।

২। প্রকল্পটির আগামী আর্থিক বৎসরে (১৯৯৪-৯৫) সালে চালু করে জল সরবরাহ করা যাবে বলে আশা করা যায়।

ADMITTED STARRED QUESTION NO.210

Name of M.L.A. :— SHRI DILIP KR. CHOUDHURY-

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state : —

প্রশ্ন

১) রাজ্যে টি, আর, টি, সি-তে বর্তমানে ট্রাকের সংখ্যা কত,

২) এর মধ্যে কতটি সচল ও কতটি অচল আছে

৩) ৩য় বামফ্রন্ট সরকার এ পর্য্যন্ত (১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ইং) কতটি টি,আর,টি, সি বাস ও ট্রাক কিনেছেন ?

৪) বর্তমানে টি,আর,টি, সিতে লাভ বা লোকসানের পরিমাণ কত ?

উত্তর

পরিবহণ বিভাগের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী :— পরিবহণমন্ত্রী

১) টি· আর· টি· সি-তে হিসাবমত বর্তমানে ট্রাকের সংখ্যা ৩৭ টি

২) এর মধ্যে সচল ট্রাকের সংখ্যা বর্তমানে ২৫টি

৩) ৩য় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এ পর্যন্ত (১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪ ইং) ১০টি নূতন বাস কেনা হয়েছে এবং রাজ্য সরকারের খাদ্য দপ্তর থেকে ৪টি টাটা ট্রাক চেসিস্ টি, আর, টি, সি নিয়েছে

৪) বর্তমানে টি,আর,টি, সি তে প্রতিমাসে লোকসানের অনুমিত পরিমাণ ২৫'২৮ লক্ষ টাকা।

ADMITTED STARRED QUESTION NO :—211.

Name of Member :— SHRI DILIP KR. CHOUDHURY.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Irrigation & Food Control Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, বিলোনীয়া মহকুমার গোরাছড়া এবং নলুয়া ছড়ার মাঠগুলিতে, ক্যানেলগুলি দীর্ঘদিন যাবত সংস্কার বিহীন অবস্থায় আছে,

২। ইহাও কি সত্য যে ঐ মাঠগুলিতে, উক্ত পাম্প সেটগুলিও মেরামত বিহীন অবস্থায় থাকার ফলে সরবরাহ করতে পারছে না,

৩। উক্ত পাম্পসেটগুলি সংস্কার করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি,

৪। উক্ত মাঠগুলির ক্যানেলের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করে অবশিষ্ট জমিগুলি সেচের আওতায় কবে নাগাদ নেওয়া হবে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ। প্রয়োজনানুযায়ী অর্থ বরাদ্দ না থাকায় ক্যানেলগুলির যথোপযুক্ত সংস্কার করা সম্ভব হয় নাই।

২। ঘোরাছড়া ডাইভারশন প্রকল্প সংলগ্ন একটি রিভার লিফট (ডিজেল চালিত) পাম্পসেট বসানো হয়েছিল। উক্ত পাম্পসেটটির সারানোর কাজ সম্পন্ন হয়েছে ও সেচের জল সরবরাহ চলছে।

নলুয়াছড়ায় কোন রিভার লিফট পাম্পসেট নেই তাই পাম্পসেট সরানোর প্রশ্ন ওঠে না।

৩। উপরোক্ত ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিত এ প্রশ্ন আসে না।

৪। প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ পাওয়া গেলে পরবর্তীকালে ক্যানেলগুলির সম্প্রসারণের কাজ নেওয়া যেতে পারে।

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

ADMITTED STARRED QUESTION NO-215.

Name of Member :— SHRI RATAN LAL NATH

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Minor Irrigation Depertnent be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য মোহনপুর ব্লকের অধীন ব্রজবিনোদিনীপুর গ্রামের এবং সাতছড়ি গ্রামের জন্য ডিপ টিউবওয়েল মঞ্জুর করা হয়েছে

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে কবে মঞ্জুর হয়েছে, এবং

৩। কবে নাগাদ ডিপ টিউবওয়েলগুলি খনন করে উক্ত গ্রামের জমিগুলি সেচের আওতায় আনা হবে।

উত্তর

১। এরকম কোন প্রকল্প মঞ্জুর করা হয় নাই।

২। প্রথম প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

৩। ঐ ঐ

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 220

Name of Member :— SHRI KHAGENDRA JAMATIA

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Department be pleesed to state

প্রশ্ন

১। আগামী আর্থিক বৎসরে তেলিয়ামুড়া ব্লকাধীন ৩৭ মাইল, ৪৩ মাইল কুঞ্জমুড়া তুইমধু গ্রামে বিদ্যুতের লাইন সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি না ?

উত্তর

১। তেলিয়ামুড়া ব্লকাধীন ৩৭ মাইল এবং ৪৩ মাইলে কুঞ্জমুড়া তুইমধু গ্রামে বিদ্যুতায়নের কাজ হবে কি না তাহা এখনই বলা সম্ভব নহে। যেহেতু উপরোক্ত গ্রামগুলির ১৯৭১ইং সনের সেন্সাস গ্রামগুলির অন্তর্ভুক্ত নহে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 225.

Name of M.L.A. :— SRI ARUN BHOWMIK.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P.W.D. be pleased to state :—

১। প্রশ্ন :— আগরতলা শহরের দুর্গা-চৌমুহনী হইতে এয়ারপোর্ট রোডে কাটাখালের উপর পাকা সেতু নির্মানের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

১। উত্তর :— হ্যাঁ।

২। প্রশ্ন :— থাকিলে কবে নাগাদ তাহা কার্য্যকরী হবে ?

২। উত্তর :— উক্ত কাজটি ১৯৯৪-৯৫ইং সন নাগাদ হাতে নেওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 227

Name of the Member :— SRI ARUN BHOWMIK.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Deptt. be pleased to State,

প্রশ্ন

১। অধীনস্থ বিচারালয় সংক্রান্ত ব্যাপারে সরকার কি L.O.C. প্রথার অবলুপ্তি করিবেন ?

উত্তর

এক্ষনি এরকম কোন প্রস্তাব বিবেচনা করা হইতেছেনা।

ADMITTED STARRBD QUESTION NO.231

Name of M.L.A :— SRI TAPAN CHAKRABORTY.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of P.W.D, be plesed to state :—

প্রশ্ন

১) তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এখন পর্যন্ত সারা রাজ্যে মোট কতগুলি সেতু নির্মাণ ও সারাই এবং কত কিমিঃ গাড়ী চলাচল যোগ্য রাস্তা মেরামত করা হয়েছে ?

উত্তর

১) তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এখন পর্যন্ত ৩০টি সেতু নির্মাণ, ও সারাই-এর কাজ হয়েছে এবং মোট ১৪১৬.৩১ কিমিঃ রাস্তা মেরামত করে গাড়ী চলাচল যোগ্য করা হয়েছে।

ADMITTED STARRED QUESTION. NO -240.

Name of M, L. A. :— Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Depertment be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে রাজধানীর যানজট তথা পথচারীদের চলাচল অবাধ করার লক্ষ্যে আগরতলায় "সিমনাগামী বাস স্ট্যাণ্ড" বর্তমান জায়গা হতে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে।

২) যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে কোথায় এবং কবে নাগাদ স্থানান্তরিত করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :— পরিবহনমন্ত্রী,

১/২) আগরতলায়, সিমনাগামী বাসস্ট্যাণ্ডটি বর্তমান জায়গা মোটরস্ট্যাণ্ড থেকে রাধানগরে স্থানান্তরিত

করার ব্যাপারে সরকার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহন করেছে, প্রাথমিকভাবে P. W. D. (পূর্ত দপ্তর) গাড়ী যাতায়াত, একসাথে কয়েকটি গাড়ী Park করা, যাত্রীদের জন্য প্রয়োজনীয় শেড, টিকিট ঘর, পায়খানা প্রস্রাবের স্থান ইত্যাদির কাজ শুরু করেছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO.-252.

Name of Member :— SHRI TAPAN CHAKRABORTY.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Transport Depertment bepleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৯৩-৯৪ ইং আর্থিক বছরের ৩১ শে জানুয়ারী ১৯৯৪ ইং পর্যন্ত রাজ্যের কোন মহকুমায় কতটি সীজন্যাল বাঁধ নির্মান করা হয়েছে, এবং

২। এরফলে নতুন করে কত একর জমি সেচের আওতায় এসেছে ?

উত্তর

১। ১৯৯৩-৯৪ ইং আর্থিক বছরের ৩১ শে জানুয়ারী ১৯৯৪ ইং পর্যন্ত রাজ্যের সীজন্যাল বাঁধ নির্মানের মহকুমা ভিত্তিক সংখ্যা—

জেলা	মহকুমার নাম	সীজন্যাল বাঁধের সংখ্যা
উত্তর ত্রিপুরা	কাঞ্চনপুর	×
	ধর্মনগর	×
	কৈলাসহর	৪৩
	লংতরাইভ্যালি	২৩
	কমলপুর	৩৮
পশ্চিম ত্রিপুরা	সদর (আগরতলা)	১২৮
	সোনামুড়া	৫১
	খোয়াই	৮৪
দক্ষিণ ত্রিপুরা	অম্বুরনগর	২২
	অমরপুর	৪৯
	উদয়পুর	৩৪
	বিলোনীয়া	৭১
	সাব্রুম	৮৯

২। উপরি বর্ণিত সীজন্যাল বাঁধ সমূহের দ্বারা সর্বমোট ৭৮৩৩ একর কৃষি জমি সেচের আংতায় এসেছে তবে নতুন করে কোন জমি সেচের আওতায় আসেনি, কারণ প্রতিবৎসরই এই সকল সিজন্যাল বাঁধ নির্মান করা হয়ে থাকে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO.—296

Name of M.L.A. :—SRI BRAJENDRA MAG CHOWHURY.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P.W.D. be pleased to state:—

১) প্রশ্ন :— বর্ত্তমানে রাজ্যে কয়টি বৌদ্ধ মন্দির আছে ?

উত্তর :— বর্ত্তমানে রাজ্যে মোট ১৭০টি বৌদ্ধ মন্দির আছে। তন্মধ্যে ১৪টি পাকা মন্দির।

২) প্রশ্ন :— ত্রিপুরা রাজ্যে যে সকল বৌদ্ধ মন্দির ভগ্ন অবস্থায় আছে তাহার সংস্কার করাও নূতন কোন বৌদ্ধ মন্দির নির্মানে কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর :— সাধারন ভাবে পূর্ত্তদপ্তর এসব কাজ করে না। কিন্তু যদি অন্য দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ মেরামতের জন্য পাওয়া গেলে পূর্ত্তদপ্তর মেরামতি এবং নির্মাণ করে থাকে। একটি ক্ষেত্রে পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক আগরতলা বৌদ্ধ মন্দিরের মেরামতের জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছিলেন ৩,৬৩, ৩৭৫.০০ এবং পূর্ত্তদপ্তর কাজটি সম্পন্ন করে দেয়।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 325.

Name of M.L.A. :— Sri Ashok Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the P.W.D. be pleased to state :—

১। প্রশ্ন :— ইহা কি সত্য যে বিশালগড় ব্লকাধীন শিখারিয়া ও মাণ্ডবকিল্লা গ্রামের মাঝখানে রাঙ্গাপানি নদীর উপরের কাঠের সেতুটি অনেকদিন যাবৎ জনসাধারণের যাতায়াতের অনুপযোগী হয়ে পড়ে আছে

উত্তর :— হ্যাঁ।

২। প্রশ্ন :— সত্য হলে কবে নাগাদ উক্ত সেতুটি মেরামত করা হবে বলে আশা করা যায়।

উত্তর :— আগামী আর্থিকবর্ষে সেতুটির মেরামতির কাজ সম্পূর্ণরূপে শেষ করা যাবে বলে আশা করা যায়।

ANNEXURE—"B"

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO.—32.

NAME OF M. L. A. :—Sri Bidya Ch. Deb Barma,

Will the Hon'ble Minister In-Charge of the PWD be pleased to State :—

১। প্রশ্ন :—

ক) খোয়াই মহকুমার নিম্নলিখিত রাস্তাগুলি মেটেলিং ও ব্ল্যাকটপিং করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

খ) খোয়াই চাম্পাহাওর, সিঙ্গিছড়া, লেটাবাড়ী রাস্তা, সিঙ্গিছড়া সিপাহীহাউর রাস্তা এবং চেরমা লেটাবাড়ী রাস্তা,

গ) লেংটিছড়া তিরুরামছড়া রাস্তা,

ঘ) খোয়াই বাচাইবাড়ী গকুলনগর রাস্তা,

ঙ) খোয়াই বেহালাবাড়ী হইতে বিদ্যাবিল বি. এস. ক্যাম্প পর্য্যন্ত রাস্তা,

চ) বেহালাবাড়ী হইতে আশারামবাড়ী রাস্তা।

১। উত্তর :—

ক) উপরোক্ত রাস্তাগুলির বর্ত্তমান অবস্থা নিম্নে দেওয়া হইল।

খ) খোয়াই চাম্পাহাওর রাস্তা :— এই রাস্তার দৈর্ঘ্য ৪.৫০ কিঃ মিঃ।

এই রাস্তার ০.৫ কিঃ মিঃ হইতে ২.৫০ কিঃ মিঃ পর্য্যন্ত মেটেলিং ও ব্ল্যাকটপিং এর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। বাকী ২.৫০ কিঃ মিঃর হইতে ৪.৫০ কিঃমির অংশের মেটেলিং ও ব্ল্যাকটপিং এর কাজ আগামী আর্থিক বছরে হাতে নেওয়া হইবে।

সিঙ্গিছড়া, লেটাবাড়ী রাস্তা :— এই রাস্তায় মেটেলিং ও ব্ল্যাকটপিং এর কাজ করার পরিকল্পনা আছে। তবে উক্ত কাজের এ্যষ্টিমেট এখনও মঞ্জুরী হয় নাই। অর্থের সংকুলান হইলে ভবিষ্যতে কাজটি হাতে নেওয়া যাইতে পারে।

সিঙ্গিছড়া সিপাহী হাওর এবং চেরমা লেটাবাড়ী রাস্তা :—এই রাস্তায় বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে মেটেলিং ও ব্ল্যাকটপিং কাজ করার কোন প্রস্তাব নেই। চেরমা লেটাবাড়ী রাস্তায় মেটেলিং ও ব্ল্যাকটপিং এর পরিকল্পনা আছে। তবে উক্ত কাজের এ্যাস্টিমেট এখনও মঞ্জুরী হয় নাই। আর্থিক সংকুলান হইলে ভবিষ্যতে কাজটি হাতে নেওয়া যেতে পারে।

গ) লেংটিছড়া তিরুবামছড়া রাস্তা :— এই রাস্তায় মেটেলিং ও ব্ল্যাকটপিং এর পরিকল্পনা আছে। তবে আর্থিক অপ্রতুলতার দরুণ বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে কাজটি হাতে নেওয়া সম্ভব হয় নাই। আর্থিক সংকুলান হলে ভবিষ্যতে কাজটি হাতে নেওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

ঘ) খোয়াই বাচাইবাড়ী-গকুলনগর রাস্তা :— এই রাস্তার মেটেলিং ও ব্ল্যাকটপিং করার পরিকল্পনা আছে। তবে অনুমোদন পাওয়া গেলে প্রয়োজনীয় অর্থের সংকুলান হলে ভবিষ্যতে কাজটি হাতে নেওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

ঙ) খোয়াই—বেহালাবাড়ী হইতে বিদ্যাবিল বি. এস. এফ ক্যাম্প পর্য্যন্ত রাস্তা :— এই রাস্তার বেহালাবাড়ী হইতে বিদ্যাবিল বি. এস. এফ ক্যাম্প পর্য্যন্ত মোট ২ কিঃ মিঃ রাস্তার মধ্যে প্রায় ২ কিঃ মিঃ রাস্তায় সলিং করা হয়েছে। (রাবার প্ল্যানটেশান হইতে বিদ্যাবিল বি. এস. এফ. ক্যাম্প পর্য্যন্ত)। বাকী রাস্তার সলিং করার কোন পরিকল্পনা নেই। আর্থিক সংকুলান হলে বাকী অংশের সলিং এর কাজ আগামী আর্থিক বৎসরে হাতে নেওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

চ) বেহালাবাড়ী হইতে আশারামবাড়ী পর্য্যন্ত রাস্তা :— এই রাস্তা মোট ২ কিঃ মিঃ রাস্তায় সলিং করা হয়েছে। অর্থের সংকুলান হলে মেটেলিং ও কার্পেটিং এর কাজ ভবিষ্যতে হাতে নেওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

২) প্রশ্ন :—যদি করা হয় তবে কবে পর্য্যন্ত রাস্তাগুলির কাজ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর :— ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসেনা।

৩) প্রশ্ন :— যদি না করা হয় তবে তার কারণ?

উত্তর :— প্রয়োজনীয় আর্থিক অপ্রতুলতার দরুণ—উপরোক্ত কাজগুলি এ বৎসর হাতে নেওয়া সম্ভব হবে না॥

সিঙ্গিছড়া, চেরমা লেটাবাড়ী রাস্তায় মেটালিং ব্ল্যাকটপিং এর কাজের জন্য এষ্টিমেট মঞ্জুরী হয় নাই।

সিঙ্গিছড়া—সিপাহী হাওর রাস্তার মেটালিং ও কার্পেটিং এর কাজের জন্য আপাতত কোন প্রস্তাব নেই।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO—44.

Name of M.L.A. :— SRI SUDHAN DAS & SRI DELIP Kr CHOWDHURY, SRI KHAGENDRA JAMATIA

Will the Hon'ble Minister in-charges of the Public Works Deptt. be pleased to state :—

১) প্রশ্ন :— ইহা কি সত্য যে রাজ্যের শিক্ষিত বেকারদের আর্থিক অসুবিধার কথা চিন্তা করে ডিড এর মাধ্যমে পূর্ত দপ্তর থেকে ফরম নং—১১ এর মাধ্যমে কাজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন?

উত্তর :— হ্যাঁ।

২) প্রশ্ন :— সত্য হলে এখন পর্য্যন্ত (১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ইং) নিয়ম নীতির মাধ্যমে ঠিকাদারী কাজের জন্য মোট কতটা, ডিড্ ফার্ম নথিভূক্ত করা হয়েছে এবং কত টাকার কাজ দেওয়া হয়েছে? (এস. সি. ও এস. টি. ঠিকাদারের সংখ্যাসহ পূর্ত্ত দপ্তরের বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)।

উত্তর :— ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ ইং তারিখ পর্য্যন্ত সর্বমোট ৬১৭৬টি ডিড্ ফার্ম নথিভূক্ত করা হয়েছে এর মধ্যে ৯৭৬টি ডিড্ ফার্মকে ১, ২৮, ৮৮, ৩৬৯ টাকার কাজ দেয়া হয়েছে। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল :—

বিভাগের নাম।	নথিভুক্ত ডিড্ ফার্ম				কাজ বণ্টন।				
	এস· সি·	এস· টি·	সাধারণ	মোট	এস সি·	এস. টি	সাধারণ	মোট	টাকার পরিমাণ
ফাষ্ট সার্কেল।	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
নর্দান ডিভিশন—	১৮	১৩৩	৬৪৯	৮০০	—	—	—	—	—
আমবাসা ডিভিশন	৬	৬	১৫৪	১৬৬	১	২	১৮	২১	৪,২৫,০০০
কাঞ্চনপুর ডিভিশন—	৫	৩১	৩৬	৭২	৪	৭	৯	২০	৪,০০,০০০
কুমারঘাট ডিভিশান—	২১	৬৮	১৫১	২৪০	২	৮	৪৩	৫৩	১০,৫২,৮১০
কৈলাশহর ডিভিশন—	১০	১৮	২৩৪	২৬২	১৪	৭	৪৪	৫৫	১০,৫০,০০০
	৬০	২৫৬	১২২৪	১৫৪০	১১	২৪	১১৪	১৪৯	২৯,২২,৮১
সেকেণ্ড সার্কেল।									
ডিভিশন নং ১—	৪	৬	৩৪০	৩৫০	২	—	৭৯	৮১	১০,৯৭,৩৬১
ডিভিশন নং	৩	১২	১৮১	১৯৬	২	৪	১৯	২৫	৫,০০,০০০
তেলিয়ামুড়া ডিভিশন—	৪২	১৫৯	২৫৬	৪৫৭	২১	৪৯	৪৭	১১৭	২০,১৮,০৪৬
আই. ই. ডিভিশান—	৬	১০	৫২	৬৮	৪	৬	৩২	৪২	৯,০০০১৮
	৫৫	১৮৭	৮২৯	১০৭১	২৯	৫৯	১৭৭	২৬৫	৪৫,১৫,৪২৫,
থার্ড সার্কেল—									
সর্দান ডিভিশন নং ১.	৪০	১১	৪০৯	৫৬০	১১	১৬	৩০	৫৭	৪,০১,১৭৩
সর্দান ডিভিশন নং ২)	২১	১৩৫	৭৮৫	৯৪১	২	১০	৪২	৫৪	১০,৬৭,৭৫৬

সর্দান ডিভিশন										
নং ৩)	২৫	১৬	১৭১	২১২	৫	৮	৫৭	৭০	১৪,০০,০০০
অমরপুর ডিভিশন—	১৪	৮২	১২০	২১৬	—	—	—	—	——
	১০০	৩৪৪	১৪৮৫	১৯২৯	১৮	৩৪	১২৯	১৮১	২৮,৬৮,৯২৯
ফোর্থ সার্কেল।									
ডিভিশন নং ২)	২২	২০৪	৬৫৮	৮৮৪	৩	৫৭	২২২	২৮২	১৭,৬১,২০৫
ডিভিশন নং ৪)	১৬	১৮০	৫৫৬	৭৫২	৫	১২	৮১	৯৯	৮,২০,০০০
	৩৮	৩৮৪	১২১৪	১৬৩৬	৯	৬৯	৩০৩	৩৮১	২৫,৮১,২০৫,

৩) প্রশ্ন :— ইহাও কি সত্য যে এই ডিড্ ফার্মের মাধ্যমে কাজ বিলিবন্টন করতে গিয়ে কতিপয় দুস্কৃতিকারীদের দ্বারা উক্ত দপ্তরের অফিসার ও কর্মীরা আক্রান্ত হচ্ছেন ?

উত্তর :— ঐ ধরণের কোন ঘটনা ঘটেনি।

৪) প্রশ্ন :— যদি সত্য হয় তাহলে সরকার কতজনের বিরুদ্ধে কি ধরণের ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর :— ৩নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO.—68.

Name of Member :— Shri Sudhan Das

Will the Hon' ble Minister-in charge of the Irrigation & Flood control Depattment be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমানে মোট কত পরিমাণ জমি সেচের আওতায় আনা হয়েছে,

২। ইহা মোট চাষযোগ্য জমির কত ভাগ,

৩। আগামী বৎসর কত পরিমাণ অতিরিক্ত জমি সেচের আওতায় আনা হবে বলে আশা করা যায়, (ব্লক ভিত্তিক হিসাব) ?

উত্তর

১। রাজ্যে বর্তমানে স্থায়ী প্রকল্পের দ্বারা ২৬৯০৬ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এসেছে। এছাড়া অস্থায়ী প্রকল্প যথা—স্মল পাম্প, সিজন্যাল বাঁধ প্রভৃতি দ্বারা আরও আনুমানিক ২২৯২৮ হেক্টর জমি প্রতি বৎসর সেচের আওতায় আসে। সর্বমোট জমি ৪৯,৮৩৪ হেক্টর।

২। স্থায়ী সেচের আওতাভূক্ত জমির পরিমান মোট চাষযোগ্য জমির শতকরা ৯.৯৬ ভাগ এবং স্থায়ী ও অস্থায়ী সেচ ব্যবস্থাতে মোট শতকরা ১৮.৪৫ ভাগ।

৩। আগামী আর্থিক বৎসরে (৯৪-৯৫) বিভিন্ন মাইনর ইরিগেশন প্রকল্পের মাধ্যমে, মোট ১৫০০ হাজার হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনা হইবে বলিয়া আশা করা যায়। যদি প্রস্তাবিত

এ্যাক্সটারন্যাল এইড খাতে ৪০০ লক্ষ টাকা না পাওয়া যায় তবে ঐ পরিকল্পিত লক্ষ্য মাত্রা উল্লেখ-যোগ্যভাবে কমে যাবে। ব্লক্‌ভিত্তিক হিসাব নিয়ে দেওয়া হইল।

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	৯৪-৯৫ সনে সেচের আওতায় আনা প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ
১	২	৩
১।	খোয়াই	৭০ হেঃ
২।	তেলিয়ামুড়া	১০০ হেঃ
৩।	জিরানীয়া	২০০ হে
৪।	মোহনপুর	৮০ হে
৫।	বিশালগড় ও জম্পুইজলা	১৫০ হেঃ
৬।	মেলাঘর	১৭০ হেঃ
৭।	নন ব্লক (আগরতলা)	৩০ হেঃ
৮।	মাতাবাড়ী	২০৫ হেঃ
৯।	বগাফা	৩০ হেঃ
১০।	রাজনগর	৪০ হেঃ
১১।	সাতচাঁদ	৩০ হেঃ
		১৫ হেঃ
১৩।	ডম্বুরনগর	—
১৪।	পানিসাগর	৮০ হেঃ
১৫।	কাঞ্চনপুর	৩০ হেঃ
১৬।	কুমারঘাট	৬০ হেঃ
১৭।	ছামনু	৬০ হেঃ
১৮।	সালেমা	৫০ হেঃ
		মোট—১৫০০ হেঃ

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO.—74

Name of the Member :— Sri Tapan Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-In-Charge at the Finance Deptt be pleased to State :—

প্রশ্ন

১৯৯৩-৯৪ ইং সনের বর্তমান সময় পর্য্যন্ত ও এন জি, সি থেকে রয়্যালিটি বাবদ রাজ্যের প্রাপ্য রাজস্বের পরিমাণ কত হয়েছে ?

উত্তর

১৯৯৩-৯৪ সনের বর্তমান সময় পর্য্যন্ত শিল্প দপ্তরের মাধ্যমে রাজ্য সরকার ও, এন. জি. সি থেকে রয়্যালিটি বাবদ ১, ১০, ৩৭, ৫৩৩ টাকা পাইয়াছে।

ANNEXURE—"C"

POSTPOND ADMITTED STARRED QUESTION NO.—11

Name of M. L A :— Shri Subal Rudra

১) প্রশ্ন :— জোট সরকারের আমলে তৎকালীন বিদ্যুৎমন্ত্রী রবীন্দ্র দেববর্মার ঘরের সামনে ফাইবার গ্লাস-এর যে সুরম্য শেডটি নির্মান করা হয়েছিল তা কি উদ্দেশ্যে কাদের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল ?

উত্তর :— উক্ত ফাইবার গ্লাসের ,শডটি তৎকালীন বিদ্যুৎমন্ত্রীর সরকারী নিবাসে দর্শনার্থীদের জন্য বিদ্যুৎ দপ্তরের মাধ্যমে তৈরী করা হয়েছিল। মন্ত্রীর উদ্যোগে এই শেডটি নির্মান করা হয়েছিল। এর নির্মান খরচ বিদ্যুৎ দপ্তরেব নির্বাহী বাস্তুকার, ৬নং ভুক্তির অফিস থেকে করা হয়েছে।

২) প্রশ্ন :— এ কাজে কোন দপ্তর কত টাকা ব্যয় করেছিলেন ?

উত্তর :— এ কাজে বিদ্যুৎ দপ্তর ৫৫, ৩৪৬, টাকা ব্যয় করে ছিলেন।

৩) প্রশ্ন :— ঐ ব্যয়ের জন্য সরকারী অনুমোদন ছিল কিনা ?

উত্তর :— প্রশাসনিক অনুমোদন ও ব্যয় মঞ্জুরী ছিল না। তবে টেকনিকেল সেংশান ছিল।

POSTPONEL STARRED QUESTION NO : 32.

Name of M.L.A. :— SRI SUBAL RUDRA.

১) প্রশ্ন :— ইহা কি সত্য যে জোট সরকারের মন্ত্রী ও চেয়ারম্যানগন সমস্ত সরকারী জিনিষপত্র নিজেদের বাড়ী নিয়ে গেছেন ?

উত্তর :— ইহা আংশিক সত্য।

২) প্রশ্ন :— নিয়ে গিয়ে থাকলে অনুমান কত টাকার জিনিষপত্র নিয়ে গেছেন ?

উত্তর :— প্রায় ১৫,৮৬,৫৭৮ টাকা।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

৩) **প্রশ্ন :—** সরকার সেই সমস্ত জিনিষ আদায়ের জন্য কি ধরণের উদ্যোগ দিয়েছেন ?

উত্তর :— সেই সমস্ত জিনিষ আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে।

POSTPONED STARRED QUESTION No 95

Name of Member SHRI BIDYA CH. DEBBARMA.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে খোয়াই বিভাগের অন্তর্গত বেহালাবাড়ী ভূমিহীন কলোনী লেংটাবাড়ী ভূমিহীন কলোনী তকসাইয়া কলোনী এবং গঙ্গামনি গাঁও সভাগুলিতে পানীয় জলের কোন সুব্যবস্থা নাই ?

উত্তর

১। ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। (বেহালাবাড়ী ভূমিহীন কলোনী , লেংটাবাড়ী ভূমিহীন কলোনী· তকসাইয়া কলোনী, খোয়াই ব্লকের অন্তর্গত। গঙ্গামনি নামে কোন গাঁওসভা নেই। তবে গয়ামনি তেলিয়ামুড়া ব্লকের অন্তর্গত। এই এলাকাগুলিতে পানীয় জলের বর্তমান পরিস্থিতি এইরূপ—

বেহালাবাড়ী ভূমিহীন কলোনী এবং লেংটাবাড়ী ভূমিহীন কলোনী বেহালাবাড়ী গাঁওসভায় অবস্থিত। এই গাঁওসভায় বর্তমানে মোট ২৮টি সাধারণ নলকূপ, ১০টি মার্ক-টু টিউবওয়েল এবং ২৪টি রিংলয়েল আছে। এর মধ্যে ২০টি সাধারণ নলকূপ, ৭টি মার্ক-টু টিউবওয়েল এবং ১৫টি রিংওয়েল চালু অবস্থায় আছে। অকেজো ৮টি সাধারণ নলকূপ ৩টি মার্ক-টু টিউবওয়েল এবং ৯টি রিংওয়েলের রিসিং কিং ও সারাইয়ের কাজ চলছে।

বেহালাবাড়ী ভূমিহীন কলোনীতে ২টি মার্ক-টু টিউবওয়েল এবং ৩টি রিংওয়েল চালু অবস্থায় আছে। উক্ত কলোনীর লোকসংখ্যা ৪৫৬ জন।

লেংটাবাড়ী ভূমিহীন কলোনীর লোকসংখ্যা ১০৬ জন। সেখানে ১টি মার্ক-টু টিউবওয়েল এবং ৩টি রিংওয়েল চালু আছে।

তকসাইয়া কলোনীতে ১টি মার্ক-টু টিউবওয়েল, ২টি রিংওয়েল ও ১টি সাধারণ নলকূপ চালু আছে। এই কলোনীর লোকসংখ্যা ২১৯ জন।

তকসাইয়া গাঁও সভায় ১৪টি সাধারণ নলকূপ. ১০টি রিংওয়েল এবং ৩টি মার্ক টু টিউবওয়েল চালু আছে। বাকী ৪টি সাধারণ নলকূপ, ৪টি রিংওয়েল এবং ৩টি অকেজো মার্ক-টু টিউবওয়েলের সারাই এবং রিসিং কিং-এর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

তেলিয়ামুড়া ব্লকের অধীনে গয়ামনিতে বর্তমানে চালু অবস্থায় ৪টি মার্ক-টু টিউবওয়েল, ৬টি রিংওয়েল এবং ১টি ম্যাসনারী ওয়েল রয়েছে। আরও ৫টি মার্ক-টু টিউবওয়েল বসানো প্রয়োজন। ১টি এর মধ্যেই বসানো হচ্ছে। ঐ গাঁও সভায় ১৫০৪ জন লোকের বাস। ১৯৯৪-৯৫ আর্থিক

বছরে স্যানিটরী ওয়েল এবং মার্ক-টু টিউবওয়েলের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহে উদ্যোগ নেওয়া হবে।)

প্রশ্ন

২। ইহাও কি সত্য ঐ সমস্ত কলোনীতে জলাভাবে মানুষ বসবাস করিতে পারিতেছে না,

৩। যদি সত্য হইয়া থাকে তাহলে উক্ত কলোনী ও গাঁওসভায় ডিপটিউবওয়েলের মাধ্যমে পানীয় জলের সুব্যবস্থা করা হবে কি ?

উত্তর

২। এই ধরণের কোন তথ্য দপ্তরে জানা নেই।

৩। প্রশ্নই উঠেনা।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে বেহালাবাড়ীতে একটি ডিপ টিউবওয়েল প্রকল্প চালু আছে। কিন্তু কলোনীগুলিতে যেখানে দূরবর্তী অঞ্চলে স্বল্প সংখ্যক লোক বসবাস করে। ডিপটিউবওয়েল স্থাপন করার কৃনুল অবস্থা না থাকায় এ ধরণের কোন প্রকল্পের প্রস্তাব নেই।